

শব্দে শব্দে  
আল কুরআন

ষষ্ঠ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান



# শব্দে শব্দে আল কুরআন

## ষষ্ঠ খণ্ড

সূরা ইউসুফ, আর রা'দ, ইবরাহীম, আল হিজর, আন নাহল

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা



প্রকাশনায়

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

স্বত্ব : আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৪০০

১ম প্রকাশ

শাবান ১৪২৮

ভাদ্র ১৪১৪

আগস্ট ২০০৭

বিনিময় মূল্য : ১৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিশদাস লেন,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 6th Volume by Moulana Mohammad  
Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas  
Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.  
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 165.00 Only



## কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?”—সূরা আল ক্বামার : ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সজ্জব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে : (১) আল কুরআনুল করীম—

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত ।

কুরআন মাজীদেব এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ।

এ সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আত্মাহুর দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি ।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তাহলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয় । আমাদের এ অনন্য দুর্কহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী ষিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন । আমীন ।

বিনীত  
—প্রকাশক





	পৃষ্ঠা
১. সূরা ইউসুফ	১১
১ কক্ক	১৩
২ কক্ক	১৭
৩ কক্ক	২৪
৪ কক্ক	৩১
৫ কক্ক	৩৬
৬ কক্ক	৪২
৭ কক্ক	৪৬
৮ কক্ক	৫২
৯ কক্ক	৫৯
১০ কক্ক	৬৬
১১ কক্ক	৭৩
১২ কক্ক	৮০
২. সূরা আর রা'দ	৮৬
১ কক্ক	৮৭
২ কক্ক	৯৬
৩ কক্ক	১০৭
৪ কক্ক	১১৩
৫ কক্ক	১১৮
৬ কক্ক	১২৩
৩. সূরা ইবরাহীম	১২৭
১ কক্ক	১২৮
২ কক্ক	১৩৪
৩ কক্ক	১৪০
৪ কক্ক	১৪৬
৫ কক্ক	১৫২
৬ কক্ক	১৫৬
৭ কক্ক	১৬১

৩. সূরা আল হিজর	১৬৬
১ রুকু'	১৬৭
২ রুকু'	১৭২
৩ রুকু'	১৭৭
৪ রুকু'	১৮৩
৫ রুকু'	১৮৮
৬ রুকু'	১৯৩
৩. সূরা আন নাহল	১৯৯
১ রুকু'	২০১
২ রুকু'	২০৭
৩ রুকু'	২১৫
৪ রুকু'	২১৮
৫ রুকু'	২২৪
৬ রুকু'	২২৯
৭ রুকু'	২৩৫
৮ রুকু'	২৪০
৯ রুকু'	২৪৪
১০ রুকু'	২৪৮
১১ রুকু'	২৫৩
১২ রুকু'	২৫৯
১৩ রুকু'	২৬৪
১৪ রুকু'	২৭৪
১৫ রুকু'	২৮১
১৬ রুকু'	২৮৭

## সূরা ইউসুফ-মাকী

আয়াত : ১১১

রুকু' : ১২

## নাযিলের সময়কাল

আলোচিত বিষয়ের আলোকে এ সূরা মকায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাকী জীবনের শেষ দিকে কুরাইশ কাফিররা চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করা, দেশ থেকে বিতাড়ন বা বন্দী করে রাখা এ তিনটির যে কোনো একটি করতেই হবে। ঠিক এমন সময়েই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

## আলোচ্য বিষয়

কুরআন মাজীদে একমাত্র এ সূরাতেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিক-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আর কোথাও এর পুনরালোচনা হয়নি। এটা একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর-ই বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবীদের কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কুরআনেই প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবে বারবারই আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কার কাফিররা নবী করীম (স)-এর নিকট বনী ইসরাঈলের মিসরে যাওয়ার কারণ জানতে চেয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবেন না। কারণ, একে তো তিনি নিরক্ষর তাছাড়া আরবদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোনো কিসসা কাহিনী বা ইতিহাস প্রচলিত ছিল না। এ সম্পর্কে যা কিছু তাওরাতে উল্লিখিত ছিল তা ইয়াহুদীরাই জানতো। তাই কুরাইশ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে পরীক্ষা করার জন্য এটা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল। যাতে নবী (স)-কে অপমান করার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর পুরো ঘটনাটি তাঁর নবীর মুখে প্রকাশ করে দিয়ে তাদের গোপন অভিলাষ ব্যর্থ করে দিলেন। তৎসঙ্গে তাদেরকে এটাও জানিয়ে দিলেন যে,

১. নবী করীম (স) যে সত্যিকার নবী তা তোমাদের নিজেদের মুখে চাওয়া বিষয় দ্বারাই প্রমাণ করে দেয়া হলো। তাঁর নিকট যে ওহী আসে সে ওহীর ভিত্তিতেই তোমাদের প্রস্তাবিত বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। কারো নিকট থেকে শোনা কথা তিনি বলেন না।

তাদেরকে আরও জানিয়ে দেয়া হলো যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁর সাথে যে ধরনের আচরণ করেছে, তোমরাও তোমাদের এক ভাই মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে একই ধরনের আচরণ করছো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত—ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যেমন শেষ পর্যন্ত তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল, তোমরাও অবশেষে মুহাম্মাদ (স)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

হিজরতের পরবর্তী ১০ বছরে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

কুরআন মাজীদ ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আলাই হিমুস সালাম)-এর দীন এবং মুহাম্মাদ (স)-এর দীনের মূলকথা একই। অতীতের নবী রাসূলগণ যে দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, মুহাম্মাদ (স)-ও সেই একই দীনের দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন।

কুরআন মাজীদ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে যে মূল বিষয়টি মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চেয়েছে তা হলো—আল্লাহ তা'আলা যেটা করতে চান, তা যে কোনো অবস্থায়ই হোকনা কেন অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এতে মানুষের কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর পরিকল্পনাকে বাধা দেয়া বা বদলে দেয়ার মানুষের চেষ্টা কখনো সফল হতে পারে না।



রুকু : ১২

১২. সূরা ইউসুফ-মাক্কী

আয়াত : ১১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① الرَّتِّ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

১. আলিফ, লাম, রা ; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

২. আমিই এটা আরবীতে কুরআনরূপে<sup>১</sup> নাযিল করেছি

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

যাতে তোমরা বুঝতে পারো<sup>২</sup> । ৩. আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি উত্তম কাহিনী

① الرَّ- (আলিফ, লা-ম, রা-) -এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন ;  
 -আয়াত ; الْكِتَابِ-কিতাবের ; الْمُبِينِ- (আল+মবিন)-সুস্পষ্ট । ② إِنَّا -  
 আমিই ; أَنْزَلْنَاهُ- (আনزلنا+হ)-এটা নাযিল করেছি ; قُرْءَانًا -কুরআনরূপে ;  
 -আরবীতে ; نَحْنُ-আমি ; تَعْقِلُونَ-তোমরা বুঝতে পারো । ③ نَقُصُّ-যাতে তোমরা ;  
 -আপনার নিকট ; أَحْسَنَ-উত্তম ; الْقَصَصِ-কাহিনী ;

১. 'কুরআন' অর্থ 'পাঠ করা'। আল্লাহ কর্তৃক তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের নাম। অন্য কোনো আসমানী কিতাবের নাম 'কুরআন' নয়। এরূপ নামকরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কিতাব সকলের পাঠ্য এবং বেশী বেশী পঠিতব্য।

২. এর অর্থ এটা নয় যে, যেহেতু এই কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে অতএব এটা শুধুমাত্র আরবদের জন্যই নাযিল হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো—হে আরববাসী, কুরআনতো তোমাদের মাতৃভাষায়-ই নাযিল হয়েছে ; সুতরাং এর মর্ম বুঝা এবং এ মহান কিতাবের অনন্য বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যাবলী অবগত না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আর আরবী কুরআন দ্বারা অন্য ভাষাভাষি লোকদের তথা দুনিয়ার অন্য মানুষদের হিদায়াত লাভের ব্যাপারে যারা সংশয় প্রকাশ করেন তাঁদের ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আসমানী কিতাব যেহেতু মানুষের হিদায়াত তথা পথ দেখানোর জন্য নাযিল হয়ে থাকে। অতএব সেটা মানুষের কোনো না কোনো ভাষায় নাযিল করতেই হতো। যার মাধ্যমে আসমানী কিতাব মানুষের নিকট পাঠানো হবে, তাঁর ভাষায় কিতাব নাযিল করাইতো যুক্তিযুক্ত। যাতে করে তিনি তাঁর জাতিকে সহজেই কিতাবের মূল বক্তব্য ও বিধানাবলী বুঝিয়ে দিতে পারেন। অতপর এ জাতি-ই তা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির নিকট পৌঁছে দেবে। কোনো আদর্শ আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তার ও প্রসার করার মূলত এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি।

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ

যা আমি এই কুরআনরূপে ওহীযোগে আপনার নিকট পাঠিয়েছি ;  
যদিও আপনি ইতিপূর্বে ছিলেন

لِمَنِ الْغَفْلِينَ ① إِذ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

অনবহিতদের শামিল°। ৪. (স্মরণীয়) ইউসুফ যখন তাঁর পিতাকে বললেন—হে  
আমার পিতা ! আমি নিশ্চিত দেখেছি স্বপ্নে

أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ①

এগারটি তারকা ও সূর্য এবং চন্দ্রকে, আমি তাদেরকে  
আমার প্রতি সিজদারত দেখেছি।

① قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ①

৫. তিনি (পিতা) বললেন—হে আমার বৎস ! তুমি তোমার স্বপ্নের কথা তোমার  
ভাইদের নিকট বলো না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে° ;

الْقُرْآنَ - যা ; الْوَحْيَيْنَا - ওহীযোগে পাঠিয়েছি ; إِلَيْكَ - আপনার নিকট ; هَذَا - এই ; الْوَحْيَيْنَا - কুরআনরূপে ; وَإِن - যদিও ; كُنْتَ - আপনি ছিলেন ; مِنْ قَبْلِهِ - (মন+قبل+)-ইতিপূর্বে ; يُوسُفُ - শামিল ; الْغَفْلِينَ - অনবহিতদের ; إِذ - (স্মরণীয়) যখন ; قَالَ - বললেন ; لِأَبِيهِ - (ল+আবি+)-তাঁর পিতাকে ; يَا أَبَتِ - (য়া+আবতী)-হে আমার পিতা ; رَأَيْتُ - আমি নিশ্চিত ; سَاجِدِينَ - (স+আজিদীন)-আমি তাদেরকে দেখেছি ; عَشَرَ - (আশ+)-এগারটি ; كَوْكَبًا - (ক+আব+)-তারকা ; وَالشَّمْسَ - (আল+শামস)-সূর্য ; وَالْقَمَرَ - (আল+আম-)-চন্দ্রকে ; رَأَيْتُهُمْ - (আই+আইহুম)-আমি তাদেরকে দেখেছি ; لِي - আমার প্রতি ; سَاجِدِينَ - (স+আজিদীন)-সিজদারত ; قَالَ ① - তিনি (পিতা) বললেন ; يَبْنَى - (য়া+আবনী)-হে আমার বৎস ; لَا تَقْصُصْ - তুমি বলো না ; رُءْيَاكَ - (আই+আইক)-তোমার স্বপ্নের কথা ; عَلَى إِخْوَتِكَ - (আল+আইওয়াত+আইক)-তোমার ভাইদের ; فَيَكِيدُوا - (ফ+আইকিদা)-তাহলে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে ; لَكَ - তোমার বিরুদ্ধে ; كَيْدًا - ষড়যন্ত্রের মতো ;

৩. এখানে আদ্বাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সন্মোদন করে ইরশাদ করছেন যে, এসব ঘটনাতো আপনি অবগত ছিলেন না। আমিইতো ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা আপনাকে জানিয়েছি। এখানে বাহ্যত নবী করীম (স)-কে সন্মোদন করা হলেও মূলত এর লক্ষ্য যে বিরোধীরা তা অনুধাবন করা যায়। কারণ তারা বিশ্বাস করতোনা যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জ্ঞান লাভের মাধ্যম ওহী।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ

নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু । ৬. আর এভাবেই তোমার  
প্রতিপালক তোমাকে বাছাই করে নেবেন<sup>৬</sup>

وَيُعَلِّمُكَ مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُرِيكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

এবং তোমাকে শিখিয়ে দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান<sup>৬</sup>, আর পূর্ণ করবেন যেন  
তার অনুগ্রহ তোমার প্রতি এবং

عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّ عَلَىٰ أَبِيكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَأَسْحَقَ

ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি যেভাবে ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম  
ও ইসহাকের প্রতি তা পূর্ণ করেছিলেন ;

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞ<sup>৭</sup> ।

শত্রু-عَدُوٌّ ; মানুষের জন্য (ال+ال+انسان)-للإنسان ; শয়তান-الشَّيْطَانُ ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ; তোমাকে বাছাই করে নেবেন (يجتبي+ك)-يَجْتَبِيكَ ; এভাবেই-كَذَلِكَ ; আর-و ۝ ১। প্রকাশ্য-مُبِينٌ ; তোমাকে (يعلم+ك)-يُعَلِّمُكَ ; এবং-و ; তোমার প্রতিপালক-رَبُّكَ ; তোমাকে শিখিয়ে দেবেন ; স্বপ্নের (ال+احاديث)-الْأَحَادِيثُ ; ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান-مِن تَأْوِيلِ ; আর-و ; তোমার প্রতি (نعمت+ه)-نِعْمَتَهُ ; তাঁর অনুগ্রহ-يُرِيكَ ; পূর্ণ করবেন-يُتِمُّ ; আর-و ; যেভাবে-كَمَا ; ইয়াকূবের-يَعْقُوبَ ; পরিবার পরিজনের-آلِ ; প্রতি-عَلَىٰ ; এবং-و ; তোমার (ابوي+ك)-أَبِيكَ ; প্রতি-عَلَىٰ ; তা পূর্ণ করেছিলেন-أَتَمَّ ; ইসহাকের-أَسْحَقَ ; ও-و ; তোমার প্রতিপালক-رَبُّكَ ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ; সুবিজ্ঞ-حَكِيمٌ ; সর্বজ্ঞ-عَلِيمٌ ;

৪. হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের তা'বীর ছিল—সূর্য দ্বারা তাঁর পিতা ইয়াকূব (আ), চন্দ্র দ্বারা তাঁর বিমাতা এবং এগারটি তারকা দ্বারা তাঁর আপন এক ভাই ও দশজন বিমাতা ভাইকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর নেক চরিত্রের প্রিয়তম পুত্রকে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অপর ভাইদের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের অপর দশজন পুত্র ইউসুফকে ঘৃণা করে। তারা স্বপ্নের ব্যাপারটা জানতে পারলে ইউসুফের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। কারণ তারা ইউসুফকে হিংসা করে।

৫. অর্থাৎ তোমাকে নবুওয়াত দান করবেন।

৬. এখানে অনুবাদে 'তা'ভীলাল আহাদীস' অর্থ লেখা আছে 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান'। মূলত এর অর্থ শুধুমাত্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞানেই সীমিত নয়। বরং কোনো বিষয়ের প্রকৃত মর্ম ও মূলতত্ত্ব বুঝার যোগ্যতাকেও এ শব্দদ্বয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

৭. এটা এ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বকার নবী-রাসূলকেও এরূপ অনুগ্রহ দান করেছিলেন। এর মধ্যেই তাঁর জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর এটার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ-ই সুবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।

### ১ম রুকু' (১-৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. একমাত্র সূরা ইউসুফেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।
২. কুরআন মাজীদে বর্ণিত এ কাহিনী-কে আল্লাহ তা'আলা 'উত্তম কাহিনী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
৩. এসব কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ করে মানুষ যেন বর্তমান ও ভবিষ্যত গড়ে নিতে পারে।
৪. কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় এজন্য নাখিল করা হয়েছে, যেহেতু রাসূল (স)-এর মাতৃভাষা আরবী এবং রাসূল সরাসরি যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, তাদের মাতৃভাষাও আরবী যাতে করে দীনের দাওয়াতকে বুঝা এবং সে অনুসারে চলা তাদের জন্য সহজ হয়।
৫. নবীদের স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নও সত্য-স্বপ্ন ছিল, পরবর্তীতে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে।
৬. স্বপ্নের বিবরণ সকল মানুষের কাছে প্রকাশ করা ঠিক নয়।
৭. মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোনো মন্দ অভ্যাস বা মন্দ নিয়ত প্রকাশ করে দেয়া বৈধ।
৮. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ইউসুফ (আ)-কে প্রদত্ত তিনটি নিয়ামত—(ক) নবুওয়াত দানের জন্য তাঁকে বাছাই করা। (খ) স্বপ্ন এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুর মূলতত্ত্ব ও মর্ম বুঝার যোগ্যতা দান। (গ) দুনিয়াতে তাঁকে পার্থিব ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে পূর্ণতা দান করা।





وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ

তোমাদের পিতার দৃষ্টি, তারপর তোমরা ভাললোক হয়ে যাবে।<sup>১০</sup>

১০. তাদের মধ্যকার একজন কথক বললো—

لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ

তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং তাকে কোনো কূপের গভীরে ফেলে দাও,  
মুসাফিরদের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে—

إِنْ كُنْتُمْ فَعَلَيْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ

যদি তোমরা কিছু করতে চাও। ১১. তারা বললো—হে আমাদের পিতা! আপনার  
কি হয়েছে? আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না

وَجْهَ-দৃষ্টি; أَبِيكُمْ-(অবী+কম)-তোমাদের পিতার; وَ-এবং; وَتَكُونُوا-তোমরা হয়ে  
যাবে; مِنْ بَعْدِهِ-(মিন+বুদ+হ)-তারপর; قَوْمًا-লোক; صَالِحِينَ। ৫০। قَالَ-বললো;  
قَائِلٌ-একজন কথক; مِنْهُمْ-(মিন+হম)-তাদের মধ্যকার; وَتَقْتُلُوا-তোমরা হত্যা  
করো না; وَالْقَوْهَ-ইউসুফকে; وَ-বরং; وَالْقَوْهَ-(অল+হ)-তাকে ফেলে দাও; فِي  
غَيْبَتِ-গভীরে; الْجَبِّ-(জব+জ)-কূপের; يَلْتَقِطُهُ-(ইল+তাক্ব+হ)-তাকে তুলে নিয়ে  
যাবে; بَعْضُ-কেউ; السَّيَّارَةِ-(আল+সায়ার)-মুসাফিরদের; أَنْ-যদি; كُنْتُمْ فَعَلَيْنَ-  
তোমরা কিছু করতে চাও। ৫১। قَالُوا-তারা বললো; يَا أَبَانَا-(ইয়া+আবা+না)-হে আমাদের  
পিতা! مَا لَكَ-আপনার কি হয়েছে? لَا تَأْمَنَّا-আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না;  
عَلَى-ব্যাপারে; يُوسُفَ-ইউসুফের;

বড় দশ ভাইয়ের চরিত্র তো তাদের কার্যকলাপ থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায়  
আল্লাহর একজন নবীর পক্ষে তাদের প্রতি সম্ভ্রষ্ট থাকা স্বাভাবিক নয়।

৯. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের একথার মর্ম হলো—আমাদের পিতা আমাদের দশ  
ভাইয়ের একটি এক্যবদ্ধ শক্তিকে ভাল না বেসে আমাদের ছোট ছোট ভাই দুটোকে  
বেশী ভালবাসেন। অথচ কোনো সংকটে আমরাই তো পিতার সাহায্যে এগিয়ে আসতে  
সক্ষম হবো। সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে ভুলের উপর আছেন।

১০. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের চরিত্র তাদের এ কথার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। ইউসুফকে  
মেরে ফেলা যে একটা বড় অপরাধ, এটা তারা অবগত; কিন্তু নফসের চাহিদা পূরণ  
করার জন্য এ অপরাধ করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ নেই। তাদের খেয়াল হলো এ

وَأَنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿١٥﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا لِیَرْتَعَ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ

অথচ আমরাতো তার শুভকাম্ভী। ১৫. আপনি আগামি কাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে মজা করে ফল খাবে ও খেলাধুলা করবে। এবং অবশ্যই আমরা তার

لِحَفِظُونَهُ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنِّي لَمِحْزَنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ

হিফায়তকারী”। ১৬. তিনি (পিতা) বললেন—এটা অবশ্যই আমাকে চিন্তিত করবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি যে,

أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ

তার থেকে তোমাদের অসচেতন অবস্থায় তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।

১৭. তারা বললো— যদি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে

ارسل (+) -أَرْسَلَهُ ﴿١٥﴾ ; আমরাতো ; -إِنَّا ; অথচ ;  
 ; আগামী কাল ; -مَعَنَا (مع+না) -مَعَنَا ; আমাদের সাথে ;  
 ; খেলাধুলা করবে ; -يَلْعَبُ ; -و- ; এবং ;  
 -إِنَّا ; আমরা ; -لَيَرْتَعَ ; -و- ; ফল খাবে ;  
 ; তিনি বললেন ; -قَالَ ﴿١٦﴾ ;  
 -أَخَافُ ; -و- ; এবং ; -يَلْعَبُ ; -و- ; ফল খাবে ;  
 -أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ; -و- ; এবং ; -يَلْعَبُ ; -و- ; ফল খাবে ;  
 -وَأَنْتُمْ ; -وَأَنْتُمْ ; -و- ; এবং ; -يَلْعَبُ ; -و- ; ফল খাবে ;  
 -غٰفِلُونَ ; -وَأَنْتُمْ ; -و- ; এবং ; -يَلْعَبُ ; -و- ; ফল খাবে ;  
 ; তারা বললো ; -قَالُوا ﴿١٧﴾ ;  
 ; নেকড়ে ; -الذِّئْبُ ; -وَأَنْتُمْ ; -و- ; এবং ; -يَلْعَبُ ; -و- ; ফল খাবে ;

অপরাধ করার পর আমরা ভালো লোক হয়ে যাবো, কিন্তু এ অপরাধটা করতেই হবে। এ মন-মানসিকতার লোক অতীতের সর্বযুগেই বর্তমান ছিল, বর্তমান কালেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এরা দীন ও ঈমানের দাবী উপেক্ষা করে যখন গুনাহ করতে উদ্যত হয় তখন ভেতর থেকে তাদের বিবেক বলে ওঠে যে, এটাতো গুনাহ, এটা করা যাবে না। তখন সে এ বলে বিবেক-কে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে যে, এ কাজটা গুনাহ হলেও না করে উপায় নেই। একটু থামো, এরপর তাওবা করে ভালো হয়ে যাবো।

১৫. ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সাথে পাঠানোর ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বর্ণনা-ই যুক্তিসংগত। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা পশুচরাতে যাওয়ার পর ইয়াকুব (আ) তাদের সন্ধানে ইউসুফ (আ)-কে পাঠালেন। ভাইদের শত্রুতার কথা জেনে-বুঝে ইয়াকুব (আ) কর্তৃক ইউসুফ (আ)-কে তাদের সন্ধানে পাঠানোর ব্যাপারটা যুক্তির নিরিখে গ্রহণীয় হয় না।

وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿١٥﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاجْمَعُوا

অথচ আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি, তখন তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো। ১৫. অতপর যখন তারা তাঁকে নিয়ে গেল এবং তারা একমত হলো

أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبِ الْجُبِّ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذَا

তাঁকে কূপের গভীরে ফেলে দিতে, আর আমি তাকে ইংগীতে জানিয়ে দিলাম যে, তুমি অবশ্যই তাদের এ কাজের ব্যাপারে তাদেরকে বলবে

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾ وَجَاءَ وَآبَاهُمَا عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا

অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না<sup>১২</sup>। ১৬. অতপর তারা তাদের পিতার নিকট সন্ধ্যারাতে কাঁদতে কাঁদতে এলো। ১৭. তারা বললো—

يٰٓأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ

হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের জিনিসপত্রের কাছে, তারপর তাকে খেয়ে ফেলেছে

১-অথচ ; ২-আমরা ; ৩-একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি ; ৪-অবশ্যই আমরা ; ৫-অথচ ; ৬-তখনতো ; ৭-তারা ; ৮-অতপর যখন ; ৯-ফলস্বরূপ ; ১০-ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো। ১১-তারা ; ১২-তাঁকে ; ১৩-এবং ; ১৪-তারা একমত হলো ; ১৫-অন ; ১৬-অন ; ১৭-অন ; ১৮-আর ; ১৯-আমি ইংগীতে জানিয়ে দিলাম ; ২০-আমি ইংগীতে জানিয়ে দিলাম ; ২১-তুমি অবশ্যই তাদেরকে বলবে ; ২২-এই ; ২৩-তাদের কাজের ব্যাপারে ; ২৪-এই ; ২৫-অথচ ; ২৬-জাওয়া ; ২৭-অতপর ; ২৮-তারা ; ২৯-তারা এলো ; ৩০-তাদের পিতার নিকট ; ৩১-সন্ধ্যারাতে ; ৩২-কাঁদতে কাঁদতে ; ৩৩-আমরা ; ৩৪-হে আমাদের পিতা ; ৩৫-আমরা ; ৩৬-দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলাম ; ৩৭-এবং ; ৩৮-রেখে গিয়েছিলাম ; ৩৯-ইউসুফকে ; ৪০-কাছে ; ৪১-আমাদের জিনিসপত্রের ; ৪২-তারপর তাকে খেয়ে ফেলেছে ;

১২. হযরত ইউসুফ (আ)-কে কূপে ফেলে দিলে আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন যে, তুমি চিন্তিত হয়ো না, এমন সময় আসবে যখন তুমি উচ্চ

الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ

নেকড়ে বাঘ ; তবে আপনিতো আমাদেরকে বিশ্বাসকারী নন, যদিও আমরা সত্যবাদী হয়ে থাকি । ১৮. আর তারা নিয়ে এসেছিল তাঁর জামাতে

بِدَا كَذِبٍ قَالِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ

ভুয়া রক্ত মেখে ; তিনি (ইয়াকুব) বললেন (এটা হতে পারে না) বরং তোমরাই নিজদের জন্য নিজেরা একটি কথা বানিয়ে এনেছো ; অতএব পরিপূর্ণ ধৈর্যই উত্তম<sup>১৭</sup> ;

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

আর তোমরা প্রকাশ্যে যা বলছো সে সম্পর্কে আল্লাহই একমাত্র সাহায্যস্থল<sup>১৮</sup> ।

১৯. তারপরে (সেখানে) আসলো একটি সফরকারী দল, তারা পাঠালো

(+ب) -مُؤْمِنٍ- বিশ্বাসকারী ; أَنْتَ- আপনিতো ; مَا- নন ; وَ- তবে ; ذِئْبٍ- (ال+ذنب)-নেকড়ে বাঘ ; وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ- (على+)-তার জামাতে ; قَمِيصٍ- (قَمِيص+)-তার জামাতে ; قَالِ- তিনি ; بَلْ- ভুয়া রক্ত মেখে ; سَوَّلَتْ- (ب+دم+কذب)-ভুয়া রক্ত মেখে ; كَذِبٍ- (ক+ذ+ب)-ভুয়া রক্ত মেখে ; أَنْفُسُكُمْ- (انفس+كم)-তোমাদের নফস ; أَمْراً- একটি কথা ; جَمِيلٌ- (ف+صبر)-অতএব পরিপূর্ণ ধৈর্য-ই ; فَصَبْرٌ- (ف+صبر)-অতএব পরিপূর্ণ ধৈর্য-ই ; الْمُسْتَعَانُ- একমাত্র সাহায্যস্থল ; عَلَى- সে সম্পর্কে ; مَا- যা ; تَصِفُونَ- তোমরা প্রকাশ্যে বলছো ; سَيَّارَةٌ- একটি সফরকারী দল ; فَأَرْسَلُوا- (ف+ارسلوا)-তারা পাঠালো ;

মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে এবং তাদেরকে তাদের এসব কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ আসবে। তখন কিন্তু তারা তোমাকে চিনতে পারবে না।

১৩. 'সবরে জামীল' অর্থ পরিপূর্ণ উত্তম ধৈর্য। যে ধৈর্যের মধ্যে কোনো প্রকার অভিযোগ, কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ নেই। একজন উচ্চ হৃদয়বান ব্যক্তির উপর কোনো আকস্মিক বিপদ এসে পড়লে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে—এ বিশ্বাসে শান্তভাবে বরদাশত করে নেয়াকেই সবরে জামীল বলা হয়।

১৪. এখানে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এতবড় একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনেও তিনি মানসিক ভারসাম্য

وَأَرَادَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبِشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوءَ

তাদের পানি সংগ্রহকারীকে, আর সে তার বালতি নামিয়ে দিল ; সে বলে উঠল—  
কী সুসংবাদ ! এষে এক কিশোর ; তারপর তারা তাঁকে লুকিয়ে ফেলল

بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَشَرُوءَ بَيْتَيْنِ بِخَيْسٍ

পণ্য হিসেবে ; অথচ তারা যা করছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ ভাল করেই জ্ঞাত  
২০. আর তারা তাঁকে বিক্রি করে দিল নগণ্য দামে—

دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٦﴾

সীমিত সংখ্যক দিরহামে<sup>২৬</sup> ; এবং তারা ছিল তার (মূল্যের)  
ব্যাপারে নিরাসক্তদের শামিল ।

আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
নামিয়ে দিল ; (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
কী (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
সুসংবাদ ; (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
লুকিয়ে ফেললো তাকে ; (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
ভালভাবেই জ্ঞাত ; (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
আর ; (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
- (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
দিরহাম ; (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
সীমিত সংখ্যক ; (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-  
শামিল ; (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-আর সে (আর+দলী)-

হারিয়ে ফেলেননি, এটা যে সম্পূর্ণ বানোয়াট তা তিনি দূরদৃষ্টির সাহায্যে অনুধাবন করতে সক্ষম হন। ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতিহিংসামূলক কাজে সম্পূর্ণভাবে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেন।

১৫. কুরআন মাজীদে বর্ণনা অনুসারে ব্যবসায়ীদের সফরকারী দল ইউসুফ (আ)-কে কূপ থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা তাঁকে নিতান্ত নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিলো। মুফাসসিরীনে কিরামের কেউ কেউ বলেন যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা-ই তাঁকে ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। সে যা-ই হোক ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ ইউসুফ (আ)-এর মূল্য সম্পর্কে অবহিত ছিল না। এসব লোক তাঁকে নিয়ে যা করছিল তার মধ্য দিয়েই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে উচ্চমর্যাদায় পৌঁছানোর ইচ্ছা করেছিলেন, সেখানে পৌঁছে দিয়েছেন।

### ২য় রুক্ক' (৭-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের কর্মকাণ্ড দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সৎকর্মশীল লোক ছিল না। কারণ কোনো সৎকর্মশীল মানুষ এ ধরনের কাজ করতে পারে না।

২. হযরত ইয়াকুব (আ)-এর উল্লিখিত দশজন পুত্র তাঁর নবুওয়াত-এর যথার্থ মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হয়নি। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ঈমান ও সৎকর্মের অধিকারী হওয়া আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব নয়।

৩. সর্বযুগেই এমন বহু লোকের সাক্ষাত মেলে যারা বিবেকের দাবী উপেক্ষা করে অন্যায়-অপরাধ করে যায়, আর বিবেককে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, এটাতো অপরাধ ও গুনাহের কাজ, কিন্তু এটা না করে উপায় নেই, পরে তাওবা করে ভাল মানুষ হয়ে যাব। এরূপ মনোভাব শয়তানের কুমন্ত্রণা ছাড়া কিছুই নয়।

৪. কূপের অভ্যন্তরে ইউসুফ (আ)-এর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী এসেছিল, তা নবুওয়াতের ওহী ছিল না।

৫. নবী-রাসূলগণও গায়েব এবং ভবিষ্যত জানতেন না, তা না হলে ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সাথে কোনো মতেই যেতে দিতেন না। তবে যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে জানান, ততটুকুই তাঁরা জানতে পারেন।

৬. মানুষ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই তা করে ফেলতে পারে না; তার জন্য আল্লাহর ইচ্ছা থাকতে হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়।

৭. আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাঁর বান্দাহকে যে কোনো বিপদ থেকেই রক্ষা করতে পারেন; আর আল্লাহ রক্ষা না করলে দুনিয়াতে এমন কোনো শক্তিই নেই বিপদ থেকে রক্ষা করার মতো।

৮. পরিস্থিতি অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, সকল অবস্থায়-ই মু'মিন একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করবে এবং আশ্রয় চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে।



সূরা হিসেবে রুক্ব'-৩  
পারা হিসেবে রুক্ব'-১৩  
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾

২১. অতপর মিসরের যে ব্যক্তি তাঁকে খরিদ করেছিল<sup>১৬</sup>, সে তার স্ত্রীকে বললো<sup>১৭</sup>  
এর থাকার স্থানকে উত্তম ও পরিচ্ছন্ন করে রাখো

﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾

আশা করা যায় যে, সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে  
নেবো<sup>১৮</sup>; এভাবেই আমি ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম।

﴿১৬-অতপর; قَالَ-বললো; الَّذِي-যে ব্যক্তি; اشْتَرَاهُ-(اشترى+ه)-তাঁকে খরিদ করেছিল; اَكْرِمِي-পরিচ্ছন্ন করে রাখো; امْرَأَتِهِ-(امرأة+ه)-তার স্ত্রীকে; مِصْرَ-মিসরের; مَثْوَاهُ-এর থাকার স্থানকে; عَسَىٰ-সে আমাদের উপকারে আসবে; أَوْ-অথবা; نَتَّخِذَهُ-(تتخذ+ه)-আমরা তাকে বানিয়ে নেবো; وَكَذَٰلِكَ-পুত্র; مَكَّنَّا-আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম; لِيُوسُفَ-ইউসুফকে;

১৬. ইউসুফ (আ)-কে যে লোকটি খরিদ করেছিল, তার নাম কুরআন মাজীদে এক স্থানে 'আযীয' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটা ছিল তাঁর উপনাম। অবশ্য পরবর্তীতে ইউসুফ (আ)-কেও এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'আযীয' শব্দের অর্থ এমন ক্ষমতাধর ব্যক্তি যার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। এতে বুঝা যায় যে, সেই ব্যক্তি মিসরের অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তির একজন ছিলেন। মুফাসসিরদের মতে তিনি রাজকীয় ভাণ্ডারের প্রধান ছিলেন।

১৭. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত মহিলার নাম জানা যায় না। আমাদের সমাজে তার নাম 'যুলায়খা' বলে যে প্রচারণা রয়েছে তা বাইবেলে উল্লিখিত 'জেলিখা' থেকেই গৃহীত হয়েছে। আমাদের সমাজে মুখরোচক কাহিনী হিসেবে এটাও প্রচলিত আছে যে, এ মহিলার সাথে ইউসুফ (আ)-এর বিবাহ হয়েছে; অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই। আর এটা যুক্তি বিরোধীও বটে যে, একজন নবী এমন মহিলাকে বিবাহ করবেন, যার মন্দ চরিত্রের ব্যাপারে তাঁর নিজের অবগতি রয়েছে।

১৮. আযীয-মিসর ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি নিজের দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ কিশোর ক্রীতদাস হতে পারে না; বরং কোনো সৎ ও উচ্চ বংশের



فِي الْأَرْضِ زَوْجًا لَكَ لِنُعَلِّمَهُ مِمَّا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

সেই ভূখণ্ডে ; এবং যাতে তাঁকে শিক্ষা দিতে পারি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান<sup>১৯</sup> ;

আর আল্লাহ প্রবল

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

তাঁর কর্ম সম্পাদনে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই তা জানে না ।

২২. আর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলো

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣﴾ وَرَأَوْدَتُهُ

আমি তাকে দান করলাম হিকমত ও জ্ঞান<sup>২০</sup> ; আর এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে

থাকি নেক লোকদেরকে । ২৩. অতপর তাকে ফুসলাতে লাগলো

الْأَرْضِ (لِنُعَلِّمَهُ) - যাতে তাঁকে

শিক্ষা দিতে পারি ; وَاللَّهُ - আর ; وَ- আর ; الْأَحَادِيثِ - স্বপ্নের ; تَأْوِيلُ - ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান ; فِي الْأَرْضِ -

আল্লাহ ; غَالِبٌ - প্রবল ; عَلَىٰ أَمْرِهِ - তাঁর কর্ম সম্পাদনে ; وَأَكْثَرَ النَّاسِ - অধিকাংশ ; لَا يَعْلَمُونَ -

জানেন না । ২২. وَ- আর ; لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ - পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলো ; وَعِلْمًا -

জ্ঞান ; وَحُكْمًا - হিকমত ; وَكَذَلِكَ - এভাবেই ; نَجْزِي - আমি পুরস্কৃত করে

থাকি ; الْمُحْسِنِينَ - নেক লোকদেরকে ; ২৩. وَرَأَوْدَتُهُ - মহিলাটি তাকে

ফুসলাতে লাগলো ; فَ- এবং ; وَأَمْرَهُ - কর্ম সম্পাদনে ; وَأَكْثَرَ النَّاسِ - অধিকাংশ ; لَا يَعْلَمُونَ -

জানেন না । ২২. وَ- আর ; لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ - পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলো ; وَعِلْمًا -

জ্ঞান ; وَحُكْمًا - হিকমত ; وَكَذَلِكَ - এভাবেই ; نَجْزِي - আমি পুরস্কৃত করে

থাকি ; الْمُحْسِنِينَ - নেক লোকদেরকে ; ২৩. وَرَأَوْدَتُهُ - মহিলাটি তাকে

ফুসলাতে লাগলো ; فَ- এবং ; وَأَمْرَهُ - কর্ম সম্পাদনে ; وَأَكْثَرَ النَّاسِ - অধিকাংশ ; لَا يَعْلَمُونَ -

জানেন না । ২২. وَ- আর ; لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ - পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলো ; وَعِلْمًا -

জ্ঞান ; وَحُكْمًا - হিকমত ; وَكَذَلِكَ - এভাবেই ; نَجْزِي - আমি পুরস্কৃত করে

থাকি ; الْمُحْسِنِينَ - নেক লোকদেরকে ; ২৩. وَرَأَوْدَتُهُ - মহিলাটি তাকে

ফুসলাতে লাগলো ; فَ- এবং ; وَأَمْرَهُ - কর্ম সম্পাদনে ; وَأَكْثَرَ النَّاسِ - অধিকাংশ ; لَا يَعْلَمُونَ -

জানেন না । ২২. وَ- আর ; লম্বা বয়স পর্যন্ত যে মরু পরিবেশে কেটেছে ।

সেখানে নিয়মতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা না থাকায় মিসরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

সম্পর্কে ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক ছিল । আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেখানে পৌঁছাতে

চেয়েছেন, সেজন্য যে ধরনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন, তা লাভ করার

সুযোগ মরু জীবনের পরিবেশে ছিল না । আর সে জন্যই আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে

তাঁকে মিসর রাষ্ট্রের উচ্চ পদাধিকারীর হাতে পৌঁছে দিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত

মুখচ্ছবি ও আকৃতি দেখেই তাঁর হাতে নিজের ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি ও সহায় সম্পদের

দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন । এখানেই ইউসুফ (আ) একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন । আলোচ্য আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

সেই মহিলা তার নিজের প্রতি যার ঘরে সে (ইউসুফ) ছিল এবং সে মহিলাটি বন্ধ করে দিল দরজাগুলো, আর বললো—

هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ

তোমাকে বলছি এসো ! সে (ইউসুফ) বললো—আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন আমার থাকার ; অবশ্যই

لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى

সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয়না<sup>২৮</sup>। ২৪. আর নিঃসন্দেহে সে (মহিলা) তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সে-ও (ইউসুফ) তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো, যদি না সে দেখতো

- نَفْسِهِ ; প্রতি-عَنْ ; যার ঘরে ; (فى+بيت+ها)-فِي بَيْتِهَا ; সে ছিল ; هُوَ-যার ; الَّتِي-তার নিজের ; (نفس+ه)-غَلَّقَتِ ; এবং ; وَ-দরজাগুলো ; الْأَبْوَابَ ; বললো ; هَيْتَ لَكَ ; তোমাকে বলছি এসো ; قَالَ ; সে (ইউসুফ) বললো ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; أَحْسَنَ-তিনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন ; مَثْوَايَ-আমার থাকার ; إِنَّهُ-অবশ্যই ; الظَّالِمُونَ-সীমালংঘনকারীরা । ﴿٢٨﴾-আর ; لَقَدْ هَمَّتْ ; নিঃসন্দেহে সে (মহিলা) আসক্ত হয়ে পড়েছিল ; وَ-এবং ; هَمَّ-তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো ; بِهَا-তার প্রতি ; لَوْلَا-যদি না ; أَنَّ رَأَى ; সে দেখতো ;

২০. 'হুকুম' ও 'ইলম' শব্দদ্বয় দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাউকে 'হুকুম' দান করার অর্থ মানব জীবনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা ও ইখতিয়ার দান করা। আর 'ইলম' দ্বারা ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলদেরকে প্রদত্ত যাবতীয় তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। 'হুকুম' অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বোধশক্তি এবং প্রভুত্বও হতে পারে।

২১. হযরত ইউসুফ (আ) এখানে 'আমার প্রতিপালক' বলে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে কূপ থেকে উঠিয়ে যেখানে উত্তম স্থানে পুনর্বাসন করেছেন, সেখানে আমি তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ কিভাবে করতে পারি। এ ধরনের কাজ একমাত্র যালিমরাই করতে পারে, কিন্তু যালিম লোকেরা কখনো সফলকাম হতে পারে না।

بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ

তার প্রতিপালকের নিদর্শন<sup>২২</sup>; এরূপ (করেছিলাম) যাতে করে আমি তার থেকে দূরে রাখতে পারি মন্দকাজ ও অশ্লীলতা<sup>২৩</sup>; নিশ্চয়ই

مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝٢٥ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ

সে আমার বাছাইকৃত বান্দাহদের শামিল ছিল। ২৫. তারপর উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং সে (মহিলা) তার জামা ছিড়ে ফেললো

بُرْهَانَ-নিদর্শন; رَبِّهِ-(ব+হ)-তার প্রতিপালকের; كَذَلِكَ-এরূপ (করেছিলাম); السُّوءَ-মন্দকাজ; لِنَصْرِفَ-যাতে করে আমি দূরে রাখতে পারি; عَنْهُ-তার থেকে; الْفَحْشَاءَ-অশ্লীলতা; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই সে; مِنْ-শামিল; عِبَادِنَا-(عباد+না)-আমার বান্দাহদের; الْمُخْلَصِينَ-বাছাইকৃত। ২৫-তারপর; وَأَسْتَبَقَا-উভয়ে দৌড়ে গেল; قَمِيصَهُ-(+قميص)-তার জামা;

২২. এখানে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-ও উক্ত মহিলার দিকে ঝুঁকে পড়তো যদি না তাঁর প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণ সে দেখতে পেতো। এখানে 'বুরহান' তথা সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা নবী-রাসূলদের অন্তর থেকে উদ্ভূত চেতনার কথা বলা হয়েছে। নবী-রাসূলদের নিষ্পাপ হওয়ার রহস্য এখানেই। মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যেও মানবিক সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। গুনাহ করার ক্ষমতাও তাঁদের মধ্যে ছিল, কিন্তু তাঁদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতির অনুভূতি সদা-সর্বদা জাগরুক থাকার কারণে তাদের দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ সংঘটিত হতে পারেনি। কারণ নবীদের এক বিন্দু পরিমাণ পদঞ্চলন মানে সারা দুনিয়া গোমরাহীর অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মতো দৃঢ়তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

২৩. হযরত ইউসুফ (আ)-কে যেসব পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়েছে এখানে তার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মন্দ ও অশ্লীলতাকে তার থেকে দূরে রাখার জন্যই এরূপ করা হয়েছে। কারণ তাঁর উপর নবুওয়াতের যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হওয়া আসন্ন সেজন্য পরিস্থিতির আলোকে তাঁর যে নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন পূরণের জন্যই তাঁকে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে পরিস্থিতিতে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় পরবর্তী রুকূ'র আয়াতসমূহে। তৎকালীন মিসরের 'সভ্য সমাজে' 'অবাধ যৌনাচার এমনই ছিল যেমন আমরা দেখতে পাই বর্তমানকালের পাশ্চাত্য সমাজ ও তাদের প্রভাবাধীন তাদের অন্ধ অনুকরণকারীদের সমাজে। তৎকালীন মিসরীয় সমাজের

مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۗ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ

পেছন দিকে থেকে আর তারা তার (মহিলার) স্বামীকে দরজার নিকটেই পেলো ;  
সে (মহিলাটি) বললো—তার কি শাস্তি হতে পারে—যে ইচ্ছা করে

بِأَهْلِكَ سَوْءًا إِلَّا أَنْ يَسْجَنَ أَوْ عَذَابَ الْإِيمِ ۗ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي ۗ

তোমার স্ত্রীর সাথে মন্দ কাজের—এ ছাড়া যে, তাকে কয়েদ ঘরে রাখা হবে অথবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি  
দেয়া হবে । ২৬. (ইউসুফ) বললো—সে-ই অসৎ কাজের কামনা করেছিল

عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ قَبْلِ

আমার নিকট থেকে, আর তার (মহিলার) পরিবারের এক সাক্ষাতদাতা সাক্ষ্য  
দিল<sup>২৪</sup>—যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে

তার (সিঁদ+হা)-سَيِّدَهَا ; তারা-الْفِيَا ; আর ; و- ; থেকে-مِنْ دُبُرٍ (মহিলা) স্বামীকে ; لَدَا-নিকটে ; الْبَابِ-দরজার ; قَالَتْ-সে (মহিলাটি) বললো ; مَا ; (ب+اهل+ك)-بِأَهْلِكَ ; ইচ্ছা করে ; أَرَادَ- ; কি হতে পারে ; جَزَاءُ-শাস্তি ; مَنْ-তার যে ; مِنْ- ; তোমার স্ত্রীর সাথে ; سَوْءًا-মন্দ কাজের ; إِلَّا-এছাড়া ; أَنْ-যে ; يَسْجَنَ-কয়েদ করে রাখা হবে ; أَوْ-অথবা ; عَذَابَ-কোনো শাস্তি ; الْإِيمِ-যন্ত্রণাদায়ক ; قَالَ ۗ (ইউসুফ) বললো ; هِيَ-সে-ই ; رَاوَدْتَنِي- (রাওদ+নি)-অসৎকাজের কামনা করেছিল ; عَنْ- ; এক-شَاهِدٌ ; সাক্ষ্য দিল ; وَ-আর ; نَفْسِي-আমার নিকট (نفس+ي) ; থেকে ; أَهْلِهَا-তার পরিবারের (من+اهل+ها) ; إِنْ-যদি ; كَانَ-হয়ে থাকে ; قَمِيصُهُ-তার জামা (قميص+ه) ; قُدِّمَ-ছেঁড়া ; مِنْ قَبْلِ-সামনের দিক থেকে ;

চিত্র আমরা এ থেকেই অনুমান করতে পারি যে, একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চ দায়িত্বশীল রাজ-পুরুষের স্ত্রী একজন সুদর্শন ক্রীতদাসের প্রতি এমনই আসক্ত হয়ে পড়তে পারে। তাহলে তাদের সমমর্যাদার অভিজাত শ্রেণীর নারী-পুরুষের মধ্যে তা কতদূর চরম ছিল। এমনি একটি পরিবেশে ক্ষমতার উচ্চ মসনদে বসে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন ছিল কঠিন প্রশিক্ষণের। আর আল্লাহ তা'আলা সেই প্রশিক্ষণই তাঁকে দিয়েছেন। এখানে সেই কথাই ইংপীতে বলা হয়েছে।

২৪. আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বোধগম্য হয় যে, সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তি মহিলার ভাই-বোনদের কেউ হবে। সে মহিলার স্বামী 'আযীয'-এর সাথে এসেছিল। আলোচ্য ঘটনায় মহিলা ও ইউসুফ (আ) পরস্পর দোষারোপ করা এবং ঘটনার কোনো সাক্ষী না থাকার কারণে প্রকৃত দোষী কে তা নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার ছিল; কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাঁর

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝۱۹ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَلَا تَبْتَ

তবে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদীদের শামিল। ২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে

وَهِوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۲০ فَلَمَّا رَا قَمِيْصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ

এবং সে সত্যবাদীদের শামিল<sup>২৭</sup>। ২৮. অতপর সে (স্বামী) যখন দেখলো যে, জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া রয়েছে। সে বললো—এটা অবশ্যই

مِنْ كَيْدِ كُنَّ اِنْ كَيْدِ كُنَّ عَظِيْمٌ ۝۲১ يُّوْسُفُ اَعْرَضَ عَن هٰذَا

তোমাদের নারীদের প্রতারণা ; নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতারণা ভয়ংকর।  
২৯. হে ইউসুফ ! তুমি এটা বাদ দাও।

وَاسْتَغْفِرِيْ لِزُنْبِكِ اِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِيْنَ

আর (হে নারী) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও ;  
অবশ্যই তুমি ছিলে অপরাধীদের শামিল।<sup>২৯</sup>

শামিল ; -সে-هُوَ ; -এবং-وَ ; -তবে মহিলা সত্য বলেছে ; -ফ+صدقَتْ-(ف+صدقَتْ)-  
কমিস+)-قَمِيْصَهُ ; -যদি-اِنْ ; -আর-وَ ۝১৯। -মিথ্যাবাদীদের-الْكٰذِبِيْنَ  
-তবে- (ف+كذبت)-فَكَذَبَتْ ; -পেছন দিক থেকে-مِنْ دُبُرٍ ; -ছেঁড়া-قَدْ ; -তার জামা-هُ  
। সত্যবাদীদের-الصّٰدِقِيْنَ ; -সে-هُوَ ; -এবং-وَ ; -শামিল-مِنْ  
-তার জামা- (কমিস+)-قَمِيْصَهُ ; -সে (স্বামী) দেখলো-رَا ; -অতপর যখন-فَلَمَّا ۝২০  
; -এটা অবশ্যই-اِنَّهُ ; -সে বললো-قَالَ ; -পেছন দিক থেকে-مِنْ دُبُرٍ ; -ছেঁড়া রয়েছে-قَدْ  
; -তোমাদের প্রতারণা-مِنْ كَيْدِ كُنَّ ; -নিশ্চয়ই-اِنْ ; -তোমাদের প্রতারণা-مِنْ كَيْدِ كُنَّ  
وَ-এটা-عَنْ هٰذَا ; -তুমি বাদ দাও-اَعْرَضَ ; -হে ইউসুফ-يُّوْسُفُ ۝২১। -ভয়ংকর-عَظِيْمٌ  
আর-وَ ; -তোমার অপরাধের-لِزُنْبِكِ ; -ক্ষমা চাও-اسْتَغْفِرِيْ ; -হে নারী-اِنَّكَ  
জন্য ; -শামিল-مِنْ ; -ছিলে-كُنْتِ ; -অবশ্যই তুমি-اِنَّكَ ; -অপরাধীদের-الْخٰطِيْنَ

বিচক্ষণতা দ্বারা এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি মহিলার দিকে নয়—  
ইউসুফ (আ)-এর দিকেই গেলো। তিনি দেখলেন মহিলার উপর যদি কোনো জবরদস্তি  
করা হতো তাহলে তার পোশাক পরিচ্ছদ এত সুবিন্যস্ত দেখা যেতো না। অপরদিকে ইউসুফ  
(আ)-এর জামা-ই অবিন্যস্ত ও ছেঁড়া যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উপরই জবরদস্তি

করা হয়েছে। এতে উপস্থিত মহিলার স্বামীর নিকট পরিষ্কার হয়ে গেলো, প্রকৃতপক্ষে দোষী কে ?

২৫. ইউসুফ (আ)-এর জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকার কারণে এটাই প্রমাণিত যে, মহিলা-ই তাঁকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল। আর যদি তা সামনের দিকে ছেঁড়া হতো তাহলে এটাই প্রমাণিত হতো যে, ইউসুফ-ই মহিলার উপর জবরদস্তী করতে চেয়েছিল, মহিলা নির্দোষ।

২৬. হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য যে সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, যে কারণে ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়েছে, সেই ব্যক্তির সম্পর্কে এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণে কুরআন মাজীদের সাথে ইসরাঈলী বর্ণনার সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে বিরাজমান। সুতরাং কুরআন মাজীদের বর্ণনা-ই সঠিক বলে মনে নেয়া আমাদের ঈমানের দাবী। তা ছাড়া কুরআন মাজীদের বর্ণনা যুক্তিযুক্তও বটে।

### ৩য় রুকু' (২১-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ যাকে সম্মানিত করতে চান, তাঁকে অপমানিত করার শক্তি দুনিয়াতে কারো নেই।
২. হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রীতদাসের স্তর থেকে উপরে তুলে একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের পুত্রের মর্যাদার আসীন করে দিয়েছেন।
৩. অতপর আল্লাহ তাঁকে দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নবুওয়াত দানে ধন্য করেছেন। এটা ছিল আল্লাহর অপার অনুগ্রহ।
৪. আল্লাহ ইউসুফ (আ)-কে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন এবং তিনি অনায়াসেই উত্তীর্ণ হলেন।
৫. আল্লাহ যাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন তাকে এর মাধ্যমে বিরাট কল্যাণ দানে ভূষিত করেন।
৬. দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিপদ মসীবত আসলে তাকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করে তা উত্তরণের জন্য আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে।
৭. মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে কেউ যদি দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় তখন আল্লাহ এ কাজকে তার জন্য সহজ করে দেন।
৮. নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গুনাই থেকে পবিত্র—এটা মুসলিম মনীষীদের সর্বসম্মত অভিমত।
৯. যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান, এমন পরিবেশ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সরে পড়া একান্ত আবশ্যিক।
১০. আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষের যথাসাধ্য সংগ্রাম করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা কর্তব্য।
১১. বান্দাহ যখন নিজের চেষ্টাকে পূর্ণ করেন, তখন আল্লাহ-ই সাফল্যের উপকরণাদি অলৌকিকভাবে সরবরাহ করেন।
১২. নারীদের হলনা ও চক্রান্ত শয়তানের চক্রান্তের চেয়েও গুরুতর।

সূরা হিসেবে রুকু'-৪  
পারা হিসেবে রুকু'-১৪  
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿١٠٠﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ٤

৩০. অতপর সেই শহরের মহিলারা বললো—আযীযের স্ত্রী স্বয়ং তার যুবক দাসের কাছে অসৎ কাজ কামনা করছে ;

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

প্রেম তাকে নিঃসন্দেহে পাগল করে ফেলেছে ; আমরাতো তাকে দেখছি যে, সে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে । ৩১. অতপর সে যখন তাদের কুট কৌশলের খবর শুনতে পেলো

أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ

সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য ভোজের আয়োজন করলো<sup>২৯</sup> আর তাদের প্রত্যেককে দিল

سَكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ ٤ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ

একটি করে ছুরি এবং বললো (ইউসূফকে) তাদের সামনে বের হও ; অতপর তারা যখন তাকে দেখলো, তারা তার রূপমাধুর্যে বিমোহিত হয়ে পড়লো এবং কেটে ফেললো ।

﴿١٠٠﴾-অতপর ; قَالَ-বললো ; نِسْوَةٌ-মহিলারা ; فِي الْمَدِينَةِ-সেই শহরের ; امْرَأَتُ-স্ত্রী ; الْعَزِيزِ-আযীযের ; تُرَاوِدُ-অসৎকাজ কামনা করছে ; فَتَاهَا-(ফতি+হা)-তার যুবক দাসের কাছে ; عَنْ نَفْسِهِ-(عن+نفس+ه)-স্বয়ং ; شَغَفَهَا-নিঃসন্দেহে তাকে পাগল করে ফেলেছে ; حُبًّا-প্রেম ; إِنَّا-আমরাতো অবশ্যই ; لَنَرَاهَا-দেখছি তাকে যে, সে আছে ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট । ﴿١٠١﴾-অতপর যখন ; سَمِعَتْ-সে শুনতে পেলো ; بِمَكْرِهِنَّ-তাদের কুটকৌশলের খবর ; أَرْسَلَتْ-ডেকে পাঠালো ; إِلَيْهِنَّ-তাদেরকে ; وَأَعْتَدَتْ-আয়োজন করলো ; لَهُنَّ-তাদের জন্য ; مُتَكًا-ভোজের ; وَآتَتْ-আর ; كُلَّ وَاحِدَةٍ-প্রত্যেককে ; مِّنْهُنَّ-তাদের ; سَكِينًا-একটি করে ছুরি ; وَقَالَتِ-এবং ; اخْرُجْ-বের হও ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَأَيْنَهُ-তারা তাকে দেখলো ; أَكْبَرْنَهُ-(আকিবন+ه)-তারা তাকে দেখলো ; وَقَطَّعْنَ-এবং কেটে ফেললো ;

أَيْدِيهِمْ وَمَنْ وَكَلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا

তাদের হাত এবং বললো সকল মহানত্ব আল্লাহর জন্যই,  
এতো মানুষ নয় ; এতো অন্য কিছু নয়

الْأَمَلِكُ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمَّا مَتْنَنِي فِيهِ

মহান ফেরেশতা ছাড়া । ৩২. সে (আযীযের স্ত্রী) বললো—এ-ই সে যার ব্যাপারে  
তোমরা আমার নিন্দা করছিলে

وَلَقَدْ رَاوَدْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ

আর আমি তো স্বয়ং অবশ্যই অসৎ কাজ কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে নিষ্কলুষ  
রেখেছে ; তবে আমি তাকে যে আদেশ দেই তা যদি মেনে না নেয়

لَيْسَجَنَّ وَلْيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ

তবে অবশ্যই তাকে কয়েদ করে রাখা হবে অতপর সে লাক্ষিতদের শামিল হবে<sup>২৮</sup> ।  
৩৩. সে (ইউসুফ) বললো—হে আমার প্রতিপালক ! কয়েদখানা অধিক প্রিয়

أَيْدِيَهُمْ-তাদের হাত ; وَمَنْ-এবং ; وَكَلْنَا-বললো ; حَاشَ-সকল মহানত্ব ; لِلَّهِ-আল্লাহর  
জন্যই ; مَا هَذَا-এতো নয় ; بَشَرًا-মানুষ ; إِنْ هَذَا-এতো অন্য কিছু নয় ; هَذَا-ছাড়া ;  
الْأَمَلِكُ-ফেরেশতা ; كَرِيمٌ-মহান । ৩২. قَالَتْ-সে (আযীযের স্ত্রী) বললো ; فَذَلِكُنَّ-এ-ই  
সে ; الَّذِينَ-যার ; لَمَّا-তোমরা আমার নিন্দা করছিলে ; مَتْنَنِي-ব্যাপারে ; فِيهِ-আর ;  
و-আমি তো অবশ্যই তার কাছে স্বয়ং অসৎকাজ কামনা  
করেছি ; عَنْ نَفْسِهِ-স্বয়ং ; فَاسْتَعْصَمَ-(ف+استعصم)-কিন্তু সে নিজেকে নিষ্কলুষ  
রেখেছে ; لَمَّا يَفْعَلْ-মেনে না নেয় ; وَمَا-তা যে ; أَمَرَهُ-(أمر+ه)-  
আমি তাকে আদেশ দেই ; وَلَيْسَجَنَّ-তবে অবশ্যই তাকে কয়েদ করে রাখা হবে ;  
و-অতপর ; لَيْكُونًا-সে হবে ; مِنَ-শামিল ; الصَّغِيرِينَ-লাক্ষিতদের । ৩৩. قَالَ-সে(ইউসুফ)  
বললো ; أَحَبُّ-অধিক প্রিয় ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; السِّجْنِ-কয়েদখানা ;

২৭. 'মুক্তাকা' শব্দের অভিধানিক অর্থ হেলান দিয়ে বসার উপকরণ। তৎকালীন  
মিসরে কোনো ভোজের আয়োজন করা হলে মেহমানদের হেলান দিয়ে বসার জন্য  
পর্যাপ্ত বালিশের ব্যবস্থা করা হতো। তাই রূপকভাবে উক্ত শব্দটিকে 'ভোজের অনুষ্ঠান'  
অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।



إِلَّيَّ مَائِدًا عُونِي وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ

আমার নিকট তা থেকে, যে দিকে এরা আমাকে ডাকছে; আর তাদের চক্রান্তকে  
আমার নিকট থেকে আপনি যদি দূরে না রাখেন

أَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ

তবে আমি ঝুঁকে পড়বো তাদের প্রতি এবং আমি অজ্ঞদের শামিল হয়ে যাবো।

৩৪. অবশেষে তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ ثُمَّ بَدَأَ الصَّمْرَ

এবং তাদের চক্রান্তকে তার থেকে দূরে রাখলেন; নিচয়ই তিনি সর্বশ্রোতা  
সর্বজ্ঞ। ৩৫. তারপর তাদের নিকট স্পষ্ট হলো—

এরা (يَدْعُونَ+نِي)- (من+ما)-তা থেকে, যে; আমার নিকট-إِلَى; আমাকে ডাকছে; -دِكَّةِ; -আর; -يَدِّي-আমার নিকট থেকে; -كَيْدَهُنَّ-তাদের চক্রান্তকে; -أَصْبُ-তবে আমি ঝুঁকে পড়বো; -إِلَيْهِمْ-তাদের প্রতি; -و-এবং; -أَكُنْ-আমি হয়ে যাবো; -شَامِلِينَ-শামিল; -تَارَهُ-তার ডাকে; -فَاسْتَجَابَ-অবশেষে সাড়া দিলেন; -الْجَاهِلِينَ-অজ্ঞদের; -عَنْهُ-তার থেকে; -هُوَ-তিনি; -السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা; -عَلِيمُ-সর্বজ্ঞ; -ثُمَّ-তারপর; -بَدَأَ-স্পষ্ট হলো; -لَهُمْ-তাদের নিকট;

২৮. তৎকালীন মিসরের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যকার নৈতিক অবক্ষয় আঘাতের জ্বর উদ্ধৃত উক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের জ্বীদারকে ভোজের অনুষ্ঠানে আহ্বান করে তাদের সামনে স্বীয় প্রিয়তম ক্রীতদাসকে উপস্থিত করে সে প্রমাণ করলো যে, এ দাসের প্রেমে না মজে তার উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, সে সদত্তে ঘোষণা করলো যে, এ দাস যদি তার কথা মেনে না নেয় তাহলে তাকে কারাগারে আটকে দেয়া হবে এবং লাঞ্ছনাময় জীবনযাপন করতে হবে। অপর দিকে মেহমানরাও স্বীকৃতি দিয়ে প্রমাণ করলো যে, আঘাতের জ্বর অবস্থায় পড়লে তারাও একই পথের পথিক হতো। বর্তমান কালেও তৎকালীন অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অবক্ষয় অত্যন্ত আশংকাজনক।

২৯. এখানে হযরত ইউসূফ (আ)-এর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়-পরায়ণতা পবিত্রতা, সত্যানুরাগ ও সুসংবদ্ধ মানসিক ভারসাম্যতা প্রভৃতি গুণাবলী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাগ্য তাঁকে মরু জীবন থেকে টেনে এনে তৎকালীন মিসরের রাজধানী

مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

যখন তারা দেখলো কিছু নিদর্শন—যে তাকে অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য  
কয়েদ করে রাখতে হবে<sup>৩৩</sup>।

لَيْسَ جُنْدَهُ ; কিছু নিদর্শন ; الْآيَاتِ - তারা দেখলো ; مَا - যখন ; مِنْ بَعْدِ - অবশেষে ; حَتَّىٰ حِينٍ - কিছু সময়ের জন্য ; (لَيْسَ جُنْدَهُ) - যে, তাকে অবশ্যই কয়েদ করে রাখতে হবে ;

শহরের অভিজাত, প্রধান পদস্থ ও ধনাঢ্য পরিবারে ঠাঁই করে দিয়েছে। যেখানে পাপের মধ্যে বিলীন হওয়ার মত পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল কিন্তু তিনি নিজেকে সেই পাপের প্রবাহে ভেসে যাওয়া থেকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করেছিলেন। তবে এই অপূর্ব আত্মসংযম ও পবিত্র ভাবধারা তাঁর অন্তরে কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং তিনি বিনয় বিগলিত হয়ে তাঁর প্রতিপালকের দরবারে এই বলে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক ! আমি দুর্বল, এসব আকর্ষণ ও প্রলোভন থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর চরিত্রকে দৃঢ় করে দিলেন এবং তাঁকে এ পরিবেশ থেকে উদ্ধার করলে কারাগারের দরজা তাঁর জন্য খুলে দিলেন, যাতে তিনি এ পাপ-পঙ্কিল পরিবেশ থেকে সহজে মুক্ত থাকতে সক্ষম হন।

৩১. হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগারে আবদ্ধ হওয়াটা আসলে তাঁর নীতি-নৈতিকতার বিজয়। সারা দেশের লোকের মধ্যে তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। তাঁর নির্মল চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে অভিজাত শ্রেণীর লোকদের স্ত্রীদের নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়। এ দিক থেকে ইউসুফ (আ)-এর নৈতিক বিজয় ও শাসকগোষ্ঠীর নৈতিক পরাজয় মানুষের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ সকলেই এটা জানতে পেরেছে যে, ইউসুফ (আ) কোনো অপরাধ করে কারাগারে যাননি ; বরং অভিজাত শ্রেণী তাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পেরে তাঁকেই কারাগারে রেখে দেয়াকে নিরাপদ মনে করেছে। বর্তমানকালেও এ শ্রেণীর লোকেরা নিজের দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে নিরপরাধ লোককে ফাঁসিয়ে দিতে কসুর করে না। পূর্বকার শাসকগোষ্ঠীর মত আজকেও এরা নিজের মুখের কথা কে আইন বানিয়ে নেয় যদিও এরা মুখে গণতন্ত্রের নাম নিয়ে থাকে।

৪র্থ রুকু' (৩০-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইউসুফ (আ)-এর উল্লিখিত ঘটনার তথাকথিত অভিজাত সমাজের নৈতিক অবক্ষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একইভাবে সকল যুগেই অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অধপতন ঘটে

আসছে। বর্তমান যুগেও অবস্থার কোনো হেরফের হয়নি ; কারণ এ শ্রেণী সত্য দীন থেকে দূরে অবস্থান করে।

২. আভিজাত্যের দাবীদার এসব লোকেরা নিজেদের অপরাধের দায়ভার অন্য নিরপরাধ লোকের উপর চাপাতে সিদ্ধহস্ত। যেমন তৎকালীন মিসরের কর্তা ব্যক্তির নিজেদের ক্রীদেয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে নিরপরাধ ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে পাঠিয়েছে।

৩. কুরআন মাজীদ কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়। তাই কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়নি। মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে কোনো ঘটনার খণ্ডিত প্রদান করা হয়েছে। তবে একমাত্র ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা-ই কম-বেশী সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এর মধ্যে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ রয়েছে।

৪. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক চাইতে হবে ; কেননা আল্লাহর রহমতেই মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

৫. বাহ্যিক দিক থেকে ইউসুফ (আ)-এর কারাগারে যাওয়াটা ক্ষতিকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের উপর আপতিত দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ-মসীবত পরিণামে কল্যাণ বয়ে আনে।





لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا

তোমাদের যে খাদ্য দেয়া হয় তা (এখনও) আসছেনা, তবে তা তোমাদের নিকট আসার আগেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ;

ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমাদের এ ব্যাপারগুলো তার-ই অংশ যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন ; আমি তো সেই সম্প্রদায়ের মতবাদ পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ

এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী । ৩৮. আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মতবাদ

- (ترزقن+ه) - تُرْزَقُنِيهِ ; - (طعام) - খাদ্য ; (এখনও) আসছে না (লাইত্য+কমা) - (لَا يَأْتِيكُمَا) - যা তোমাদেরকে দেয়া হয় ; (তবে) ; (লা) - (نَبَأُكُمَا) - তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; (লাইত্য+কমা) - (لَا يَأْتِيكُمَا) - তোমাদের নিকট তা আসার ; (ذَلِكُمْ) - তোমাদের এ ব্যাপারগুলো ; (مِمَّا) - তারই অংশ যা ; (عَلَّمَنِي) - আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন ; (رَبِّي) - আমার প্রতিপালক ; (إِنِّي) - আমি তো ; (تَرَكْتُ) - পরিত্যাগ করেছি ; (مِلَّةَ) - মতবাদ ; (قَوْمٍ) - সে সম্প্রদায়ের ; (لَا يُؤْمِنُونَ) - যারা ঈমান রাখে না ; (بِاللَّهِ) - আল্লাহর প্রতি ; (وَهُمْ) - তারা ; (كَافِرُونَ) - আখিরাতেও অবিশ্বাসী ; (وَ) - এবং ; (إِبْرَاهِيمَ) - আমার পিতৃপুরুষ ; (إِبْرَاهِيمَ) - ইবরাহীমের ; (اتَّبَعْتُ) - আমি অনুসরণ করি ; (مِلَّةَ) - মতবাদ ; (أَبَائِي) - (আব+ই) - (إِبْرَاهِيمَ) - ইবরাহীমের ;

এ হিসেবে তাঁর ক্ষমতাসীন হওয়ার বয়স ত্রিশ ধরা হলে এবং -بضع-এর সর্বোচ্চ সীমা নয় বছর ধরে নেয়া হলে, তাঁর জেলে যাওয়ার বয়স দাঁড়ায় (ত্রিশ থেকে নয় বিয়োগ করলে থাকে) একুশ বছর ।

৩৩. ইউসুফ (আ)-এর সাথে কয়েদস্থানায় অবস্থানরত দু'জন যুবকের একজন ছিল মিসর অধিপতির শরাব পরিবেশনকারীদের প্রধান, আর অপরজন ছিল রশটি প্রস্তুতকারীদের প্রধান । অবশ্য এটা বাইবেলের বর্ণনা ।

৩৪. এখান থেকেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর মর্যাদা কি ছিল তার ধারণা লাভ করা যায় । ইউসুফ (আ)-এর সততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে মিসরের সর্বস্তরের জনগণ অবহিত ছিল ।

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِمَّا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

এবং ইসহাক ও ইয়াকূবের মতবাদ ; আমাদের জন্য সমিচীন নয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি ;

ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সকল মানুষের প্রতিও । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না ।

﴿٥٩﴾ يَصَاحِبِي السَّجْنِ ۚ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا ۖ إِنَّ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارُ

৩৯. হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয় ! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক উত্তম, না-কি একক পরাক্রমশালী আল্লাহ (উত্তম) ?

﴿٥٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ

৪০. তোমরাতো তাঁকে ছেড়ে উপাসনা করছো না, কিছু নাম ছাড়া, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ঠিক করে নিয়েছো, নাযিল করেন নি

لَنَا ۚ -সমিচীন নয় ; مَا كَانُوا ۚ -ইয়াকূবের ; وَيَعْقُوبَ ۚ -ও ; وَإِسْحَاقَ ۚ -এবং ; مِنْ شَيْءٍ ۚ -আমাদের সাথে ; بِاللَّهِ ۚ -আমরা শরীক করি ; أَنْ نُشْرِكَ ۚ -কোনো কিছুকে ; ذَلِكَ ۚ -এটা ; مِنْ فَضْلِ ۚ -অনুগ্রহ ; عَلَيْنَا ۚ -আমাদের প্রতি ; وَعَلَى النَّاسِ ۚ -সকল মানুষের ; وَلَكِنَّ ۚ -কিন্তু ; أَكْثَرَ ۚ -অধিকাংশ ; يَصَاحِبِي ۚ -হে (যা+সাহাবী)- (يا+সাহাবী) ۚ -আমার সাথীদ্বয় ! السَّجْنِ ۚ -কারাগারের (ال+সজন)- (ال+সজন) ۚ -বহু (ء+আর্যাব)- (ء+আর্যাব) ۚ -উত্তম ; خَيْرًا ۚ -না-কি ; أَرْبَابٌ ۚ -প্রতিপালক কি ; مُتَفَرِّقُونَ ۚ -ভিন্ন ভিন্ন ; سَمَّيْتُمُوهَا ۚ -তোমরাতো উপাসনা করছো (সম্মিতমূহা)- (সম্মিতমূহা) ۚ -কিছু নাম ; الْوَاحِدَ ۚ -একক ; الْقَهَّارُ ۚ -তাঁকে ছেড়ে ; مَا أَنْزَلَ ۚ -নাযিল করেননি (আব্বাও+কম)- (আব্বাও+কম) ۚ -ও ; وَأَبَاؤُكُمْ ۚ -তোমরা ; أَنْتُمْ ۚ -তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ; مَا تَعْبُدُونَ ۚ -নাযিল করেননি ;

কারাগারের ভেতরের লোকেরাও এ ব্যাপারটা অবগত ছিল। আর তাই যুবকদ্বয় তাদের স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জানার জন্য তাঁর নিকট এসেছিলো। তাঁর পবিত্র চরিত্রের প্রভাবে শুধু কয়েদীরাই নয় বরং কারাগারের অফিসার-কর্মচারীরাও তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কারাগার প্রধান কয়েদীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন।

اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ إِنَّ الْحَكْمَ لِلَّهِ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ

আল্লাহ সে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ ; বিধান দেয়ার অধিকার কারো নেই আল্লাহ ছাড়া ;  
তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না ;

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ يُصَاحِبِي السَّجْنِ

এটাই মযবুত সঠিক জীবন বিধান কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না ।

৪১. হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয় !

أَمْ أَحَدٌ كَمَا فَيْسَفِي رَبِّهِ خَمْرًا ۖ وَأَمْ الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ

তোমাদের একজন তার মনিবকে শরাব পান করাবে ; এবং অপরজনকে শুলীতে  
চড়ানো হবে, অতপর আহা করবে

الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٨٢﴾ وَقَالَ

পাখি তার মস্তক থেকে ; তোমরা যে বিষয় জানতে চেয়েছো তা সিদ্ধান্ত হয়ে  
গেছে ৪২. অতপর সে (ইউসুফ) বললো

ان-কোনো প্রমাণ ; (من+سلطن)-من سُلْطَانٍ ; سے-بِهَا ; আল্লাহ-اللَّهُ ;  
আল্লাহ-اللَّهُ ; ছাড়া-إِلَّا ; নেই-اللَّهُ ; বিধান দেয়ার অধিকার কারো-الْحَكْمَ ; (ان+ال+حکم)-  
إِلَّا ; যে, তোমরা কারো ইবাদাত করবে না-أَلَّا تَعْبُدُوا ; তিনি আদেশ দিয়েছেন-أَمْرَ ;  
ছাড়া-إِيَّاهُ ; একমাত্র তিনি-ذَلِكَ ; এটাই-ذَلِكَ ; জীবনবিধান-الدِّينُ ; মযবুত সঠিক-  
يُصَاحِبِي ﴿٨١﴾ ; তা জানে না-لَا يَعْلَمُونَ ; মানুষ-النَّاسِ ; অধিকাংশ-أَكْثَرَ ; কিন্তু-وَلَكِنَّ ;  
হে আমার সাথীদ্বয় !-يُصَاحِبِي السَّجْنِ ; কারাগারের-السَّجْنِ ; তোমাদের একজনতো-  
أَمْ أَحَدٌ ; শরাব-خَمْرًا ; আর-وَ ; তার মনিবকে-رَبِّهِ ; (رب+ه)-رَبِّهِ ; পান করাবে-فَيْسَفِي ;  
(ف+تاكل)-فَتَأْكُلُ ; শুলীতে চড়ানো হবে-فَيُصَلِّبُ ; (اما+ال+آخر)-  
অতপর আহা করবে-فَتَأْكُلُ ; পাখি-الطَّيْرُ ; তার মস্তক-رَأْسِهِ ; থেকে-مِنْ ;  
যা-الَّذِي ; (ال+امر)-الْأَمْرُ ; সেই বিষয়-فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ; সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে-  
وَقَالَ ; অতপর-وَقَالَ ﴿٨٢﴾ ; সে বললো-وَقَالَ ; তোমরা জানতে চেয়েছো সেই সম্পর্কে-تَسْتَفْتِينَ

৩৫. হযরত ইউসুফ (আ)-এর এ বিস্তারিত ঘটনার সারমর্ম হলো কারাগারের সাথীদ্বয়ের  
সামনে প্রদত্ত তাঁর এ ভাষণটি । তিনি জেলখানা থেকেই তাঁর দাওয়াতী কাজের সূচনা  
করলেন । এর আগে তিনি তাওহীদ সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি । এতে মনে হয়, তিনি

لِّلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا إِذْ كُرِنِي عِنْدَ رَبِّكَ ذَا نَفْسٍ

তাদের মধ্যকার একজনকে যার সম্পর্কে ধারণা করেছিল যে, সে মুক্তি পাবে—  
তোমার মনিবের নিকট আমার কথা উল্লেখ করো ; কিন্তু তাকে ভুলিয়ে দিল

الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۗ

শয়তান তার মনিবের নিকট উল্লেখ করতে ; অতএব সে (ইউসুফ) কয়েক বছর  
কারাগারেই রয়ে গেল । ১৩

لِّلَّذِي-যার সম্পর্কে ; ظَنَّ-ধারণা করেছিল ; أَنَّهُ-যে সে ; نَاجٍ-মুক্তিপ্ৰাপ্ত হবে ; مِّنْهُمَا-  
তাদের মধ্যকার ; إِذْ كُرِنِي-তুমি আমার কথা উল্লেখ করো ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّكَ-  
তোমার মনিবের ; ذَا نَفْسٍ-কিন্তু তাকে ভুলিয়ে দিল ; الشَّيْطَانُ-  
শয়তান ; ذِكْرَ-উল্লেখ করতে ; رَبِّهِ-তার মনিবের নিকট ; فَلَبِثَ-অতএব  
সে রয়ে গেল ; بِضْعَ-কয়েক ; سِنِينَ-বছর

কয়েদখানায়-ই নবুওয়াত লাভ করেছেন এবং নবী হিসেবে এটাই তার প্রথম ভাষণ । এ  
ভাষণেই তিনি নিজের পরিচয় লোকদের সামনে প্রকাশ করেছেন । সাথে সাথে তিনি  
একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যা বলছেন তা কোনো নতুন কথা নয়, বরং ইতিপূর্বে  
ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) প্রমুখ নবীগণ যে দাওয়াত মানুষকে দিয়েছিলেন  
তিনিও সেই একই দাওয়াত তোমাদেরকে দিচ্ছেন ।

ইউসুফ (আ) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াত পেশ করার কৌশল বের করেছিলেন ।  
জেলখানার সাথী দু'জন তাঁর নিকট স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি  
তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান কোথা থেকে আমি  
পেয়েছি তা-তো তোমাদের জানা দরকার—এ বলে তিনি দাওয়াত শুরু করলেন । ইউসুফ  
(আ)-এর এ কৌশল অবলম্বন করে আমরাও দাওয়াতী কাজে সফলতা অর্জন করতে  
পারি । আসলে যার মনে যথার্থই দীন প্রচারের আগ্রহ বর্তমান থাকে সে শ্রোতার মন  
মানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখে সুযোগ আসলেই তা সদ্যবহার করতে ভুল করে না । আবার  
অনেক লোক এমন আছে যারা শ্রোতার মন-মানসিকতার প্রতি খেয়াল না করে জোর  
করে নিজের ওয়ায-নসীহত শুনাতে চায় । আসলে এতে কোনো ফল হয় না—শ্রোতার  
মনের গভীরে তা কোনো রেখাপাত করতে পারে না ।

ইউসুফ (আ) তৎকালীন ধর্মমতের সমালোচনা করেছেন, তবে তা করেছেন অত্যন্ত  
মোলায়েম ভাষায় যাতে শ্রোতার অন্তরে কোনো আঘাত না লাগে । তিনি তাদেরকে তাঁর  
আদর্শ গ্রহণ করতেও চাপ দেননি ; বরং তাদেরকে চিন্তা করার জন্য বাতিল ধর্মের  
অন্তসারশূন্যতা তাদের সামনে তুলে ধরেছে ।



৩৬. স্বপ্নের তা'বীরে যে লোকটি মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছিলো, ইউসুফ (আ) তাকেই বলেছিল মিসর অধিপতির নিকট তাঁর কথা উল্লেখ করার জন্য কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর সে কথা ভুলেই বসেছিল। আর তাই ইউসুফ (আ)-কে বেশ কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়েছে। অবশ্য মিসর অধিপতির স্বপ্নের তা'বীর করার প্রয়োজন দেখা দিলে সেই লোকটির মনে ইউসুফ (আ)-এর কথা মনে পড়ে। তখন সে মিসর অধিপতির নিকট তাঁর কথা উল্লেখ করে।

### ৫ম রুকু' (৩৬-৪২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর এ কাহিনীটি পর্যালোচনা করলে মানব জীবনের জন্য অনেক শিক্ষা, উপদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ পাওয়া যায়।

২. গনাহ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে কারাগারে যাওয়াও অনেক উত্তম।

৩. একজন মু'মিন যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব।

৪. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বেরিয়ে পড়লে প্রতিকূল পরিবেশও অনুকূল হয়ে যায়।

৫. আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম উপলক্ষে অনেক লোকের সাথেই সাক্ষাত ঘটে। মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে সুকৌশলে আমরা তাদেরকে দীনের পথে আহ্বান জানাতে পারি।

৬. সকল নবী-রাসুলের দীন মূলত একই ছিল। তাঁরা মানুষকে একই দীনের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। অবশ্য শরয়ী বিধি-বিধানে পার্থক্য ছিল, যা একান্তই স্বাভাবিক।

৭. স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা দান দ্বারা ইউসুফ (আ) গায়েব জানতেন বলে মনে করা সঠিক নয়; বরং এটা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান এবং নবুওয়াতের মু'জিয়া।

৮. ইউসুফ (আ)-এর জেল থেকে মুক্তি বিলম্বিত হওয়াও আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে; কেননা সে জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল।

সূরা হিসেবে রুকু'-৬  
পারা হিসেবে রুকু'-১৬  
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٥٧﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ

৪৩. অতপর<sup>৩৭</sup> বাদশাহ বললো—আমি নিশ্চিত স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটাতাজা গাভী—তাদেরকে খেয়ে ফেলছে (অপর) সাতটি চিকন গাভী

وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِيسٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَفْتُونِي

এবং (দেখেছি) সাতটি সবুজ শীষ ও অন্য (সাতটি) শুকনো শীষ ; হে পরিষদবৃন্দ !  
তোমরা আমাকে মতামত দাও

﴿٥٨﴾ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَاءِ يَا تَعْبُرُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ؕ

আমার স্বপ্নের। যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়ে থাকো<sup>৩৮</sup>।

৪৪. তারা বললো—কাল্পনিক স্বপ্ন ;

﴿٥٧﴾-অতপর ; قَالَ-বললো ; الْمَلِكُ-বাদশাহ (ال+ملك)-আমি নিশ্চিত ; أَرَى -  
-স্বপ্নে দেখেছি ; سَبْعَ-সাতটি ; بَقَرَاتٍ-গাভী ; سِمَانٍ-মোটাতাজা ; يَأْكُلْنَ -  
-তাদেরকে খেয়ে ফেলেছে ; سَبْعَ (অপর) সাতটি ; عَجَافٍ-চিকন দুর্বল গাভী ;  
و-এবং ; سَبْعَ-সাতটি ; سُنْبُلَاتٍ-শীষ ; خُضْرٍ-সবুজ ; وَأُخَرَ-অন্য (সাতটি) ; يَبِيسٍ-  
-শুকনো (শীষ) ; يَا أَيُّهَا-হে ; الْمَلَأَ-পরিষদ বৃন্দ ! أَفْتُونِي-আমাকে মতামত দাও ;  
فِي رُءْيَايَ-আমার স্বপ্নের ; (في+رءياي)-আমার স্বপ্নের ; إِنْ كُنْتُمْ-যদি তোমরা হয়ে থাকো ;  
لِلرُّءْيَاءِ-স্বপ্নের ; تَعْبُرُونَ ; قَالُوا-তারা বললো ; ﴿٥٨﴾-কাল্পনিক ; أَحْلَامٍ-স্বপ্ন ;

৩৭. যেখান থেকে ইউসুফ (আ)-এর বৈষয়িক উন্নতির সূচনা হয়েছে সেখান থেকেই পুনরায় ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে তাঁর বন্দী জীবনের কয়েক বছরের ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি।

৩৮. কথিত আছে যে, এ স্বপ্ন দেখার পর বাদশাহ দেশের বড় বড় ধর্মীয় নেতা, জ্যোতিষ ও যাদুকরদের একত্রিত করে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন ; কিন্তু কেউ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়নি।



لَعَلَّكُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ ۚ فَمَا حَصَدْتُمْ

আর তারাও যেন জানতে পারে<sup>৪৯</sup>। ৪৭. সে (ইউসুফ) বললো—তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষাবাদ করবে; অতপর তোমরা যে শস্য কাটবে

فَذُرُّوهٗ فِي سَنَبِلِهٖ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٩٠﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ

তা তোমরা শীষের মধ্যেই রেখে দেবে—সে সামান্য অংশ ছাড়া যা থেকে তোমরা খাবে। ৪৮. তারপর এর পরে আসবে

سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٩١﴾

সাতটি কঠিন বছর, তারা (লোকেরা) খাবে যা তোমরা পূর্বেই তাদের জন্য জমা করে রাখবে। সেই সামান্য অংশ ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে (বীজের জন্য)।

﴿٩٢﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٩٣﴾

৪৯. আবার তারপরে এমন একটি বছর আসবে যাতে মানুষকে প্রচুর বৃষ্টি দান করা হবে এবং তারা তাতে প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে<sup>৪৯</sup>।

لَعَلَّكُمْ-তারাও যেন; يَعْلَمُونَ-জানতে পারে। ﴿٨٩﴾ قَالَ-সে (ইউসুফ) বললো; فَمَا-তারাও যেন; تَزْرَعُونَ-তোমরা চাষাবাদ করবে; سَبْعَ-সাত; سِنِينَ-বছর; دَابَّاءَ-একাদিক্রমে; حَصَدْتُمْ-কাটবে; تَأْكُلُونَ-খাবে; يَأْتِي-আসবে; مِنْ بَعْدِ-পরে; ذٰلِكَ-এর; سَبْعَ-সাতটি; شِدَادٍ-কঠিন বছর; يَأْكُلْنَ-খাবে; مَا-যা; قَدَّمْتُمْ-তোমরা পূর্বেই জমা করে রাখবে; إِلَّا-সেই সামান্য অংশ; قَلِيلًا-সামান্য অংশ; تَحْصِنُونَ-সংরক্ষণ করে রাখবে (বীজের জন্য); يَغَاثُ-বৃষ্টি দান করা হবে; النَّاسُ-মানুষকে; وَ-এবং; فِيهِ-তাতে; يَعْصِرُونَ-তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

৪০. 'সিন্দীক' অর্থ চরম-সত্যবাদী। কারাগারে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সংস্পর্শে থেকে এ ব্যক্তি তাঁর সত্যবাদিতা, পবিত্র ও উন্নত জীবনপদ্ধতি দেখে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে, তাই সে ইউসুফ (আ)-কে 'সিন্দীক' বলে সম্বোধন করেছে।

৪১. অর্থাৎ আপনার সম্পর্কেও লোকেরা জানতে পারবে যে, এমন সত্যপন্থী ও নেক চরিত্রের লোককে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে ; আর আপনার সম্পর্কে বাদশাহকে বলার সুযোগও আমি পাব।

৪২. অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে ফল ও ফসলের প্রাচুর্য দেখা যাবে। গৃহপালিত পশুগুলোও ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা-তাজা হবে এবং প্রচুর পরিমাণে দুধ দেবে।

ইউসুফ (আ) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, পরবর্তী সাত বছর ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুত হিসেবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করে রাখার কথাও বলে দিলেন। তার সাথে এ সুসংবাদও দিয়ে দিলেন যে, দুর্ভিক্ষের পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে অথচ বাদশাহর স্বপ্নে এর কোনো ইংগিত ছিল না।

### ‘উষ্ট কুকু’ (৪৩-৪৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফ (আ)-কে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বাদশাহকে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখালেন যার ব্যাখ্যা তখনকার কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, জ্যোতিষ বা যাদুকর কেউই দিতে পারেনি। এভাবে আল্লাহ যখন কাউকে কোনো বিপদ থেকে বাঁচাতে চান, তখন তার জন্য একটি উপায় সৃষ্টি করে দেন।

২. ইউসুফ (আ)-এর প্রদত্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা দ্বারা বাদশাহ এবং তাঁর পরিষদবর্গ সকলেই তাঁর প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো এবং তাঁর মুক্তির নির্দেশ দিয়ে দিলেন ; কিন্তু তিনি নিজের পবিত্রতা নির্দোষিত প্রমাণ করা ছাড়া মুক্তির সুযোগ গ্রহণ করলেন না। সকল দায়ীকে এ নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য।

৩. নিকট ভবিষ্যতে কোনো প্রকার সম্ভাব্য বিপদ মুকাবিলার জন্য অথবা কোনো দুর্যোগ সামাল দেয়ার জন্য পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল-এর পরিপন্থী নয়।

৪. বিভিন্ন প্রকার ফলমূল বা খাদ্য শস্যকে তার ষোঁসার মধ্যে বাঁটার সাথে রেখে দিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়।



সূরা হিসেবে রুকু'-৭

পারা হিসেবে রুকু'-১

আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٥٠﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ؕ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ

৫০. অতপর বাদশাহ বললো—তোমরা তাকে (ইউসুফকে) আমার নিকট নিয়ে এসো ; তারপর যখন (বাদশাহর) দূত তাঁর নিকট এলো তিনি বললেন—তুমি ফিরে যাও

إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأَلُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي

তোমার প্রভুর নিকট এবং তাকে জিজ্ঞেস করো—যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছে তাদের অবস্থা কি ? নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক

بِكَيْدٍ هُنَّ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يَوْسُفَ عَنِ نَفْسِهِ ؕ

তাদের ছলনা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত<sup>৫১</sup>। ৫১. সে (বাদশাহ) বললো—তোমরা যখন স্বয়ং ইউসুফ থেকে অসং কাজের কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল ?

﴿٥٠﴾-অতপর ; وَقَالَ-বললো ; الْمَلِكُ-বাদশাহ ; ائْتُونِي-তোমরা আমার নিকট এসো ; الرَّسُولُ-তাকে নিয়ে ; فَلَمَّا-তারপর যখন ; جَاءَهُ-তাঁর নিকট এলো (জاء+হ) ; الرَّسُولُ-দূত ; ارْجِعْ-তিনি বললেন ; ائْتُونِي-তুমি ফিরে যাও ; إِلَىٰ-নিকট ; رَبِّكَ-তোমার প্রভুর ; النِّسْوَةِ-আমাদের ; مَا-কি ; بَأَلُ-অবস্থা ; قَطَعْنَ-এবং তাকে জিজ্ঞেস করো (ف+اسئل+হ) ; أَيْدِيَهُنَّ-তাদের (ইদি+হন) ; أَيْدِيَهُنَّ-তাদের হাত ; إِنَّ رَبِّي-নিশ্চয়ই ; عَلِيمٌ-আমার প্রতিপালক (رب+য়) ; نَفْسِهِ-তাদের ছলনা সম্পর্কে ; جَاءَهُ-বিশেষভাবে জ্ঞাত ; قَالَ-সে (বাদশাহ) বললো ; مَا-কি ; خَطْبُكَ-তোমাদের হয়েছিল (خطب+কন) ; إِذْ-যখন ; رَأَوْتَنِي-তোমরা অসং কাজের কামনা করেছিলে ; يَوْسُفَ-ইউসুফ ; عَنِ-থেকে ; نَفْسِهِ-স্বয়ং ;

৪৩. এখানে ইউসুফ (আ)-এর জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ এবং বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। বাদশাহর দূতকে ফেরত পাঠানো এবং অভিজাত মহিলাগণ ও আযীযের স্ত্রীর মুখে তাঁর নিদোষিতার সাক্ষ্য লাভ করা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-এর নবীসুলভ বৈশিষ্ট্যই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমূদ এবং খৃষ্টানদের বাইবেলে এ সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা আছে তা একজন নবীর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিবরণই সঠিক।

قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۗ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ

তারা বললো—পবিত্রতা আল্লাহর জন্য, তার মধ্যে খারাপ কিছু আমরা পাইনি ;  
আযীযের স্ত্রী বললো—

الَّتِي حَصَّصَ الْحَقُّ زَانَاً رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ

এখনতো সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে ; আমিই তার থেকে অসৎ কাজের কামনা  
করেছিলাম অথচ সে নিশ্চিত

لِمَنِ الصِّدِّيقِينَ ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ

সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল<sup>৫২</sup>। ৫২. (ইউসুফ বললো) এটা<sup>৫১</sup> এজন্য যে, যেন সে (আযীয) জানতে পারে যে,  
আমি অবশ্যই তার অগোচরে তার খিয়ানত করিনি, আর নিশ্চিত

قُلْنَ-তারা বললো ; حَاشَى-পবিত্রতা ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য ; مَا عَلِمْنَا-আমরা পাইনি ;  
عَلَيْهِ-তার মধ্যে ; مِنْ سُوءٍ-খারাপ কিছু ; قَالَتِ-বললো ; امْرَأَتُ-স্ত্রী ; الْعَزِيزِ-  
আযীযের ; الَّتِي-এখনতো ; حَصَّصَ-প্রকাশ হয়ে গেছে ; الْحَقُّ-সত্য ; أَنَا-আমিই ;  
وَأَنَّ-স্বয়ং ; عَنِ نَفْسِهِ-তার থেকে অসৎকাজের কামনা করেছিলাম ; رَاوَدْتُهُ-(রাওدت+ه)-  
অথচ ; أَنَّهُ-সে নিশ্চিত ; لِمَنِ-অন্তর্ভুক্ত ছিল ; الصِّدِّيقِينَ-সত্যবাদীদের। ﴿٥٢﴾  
ذَلِكَ-এটা এজন্য যে, لِيَعْلَمَ-যেন সে জানতে পারে ; أَنِّي-আমি অবশ্যই ; لَمْ أَخُنْهُ-  
তার খিয়ানত করিনি ; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-তার অগোচরে ; وَأَنَّ-আর ;  
أَنَّ-নিশ্চিত ;

কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং তা অবিকৃত অবস্থায় আছে  
এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাই কুরআন মাজীদে বর্ণনাকেই সত্য বলে বিশ্বাস  
করা আমাদের ঈমানেরও দাবী।

৪৪. আযীয মিসর এবং তাঁর দরবারের অভিজাত শ্রেণীর নিকট ইউসুফ (আ)-এর  
পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মুখ রক্ষার স্বার্থে  
ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে প্রেরণ করেছেন। হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর উপর আরোপিত  
কল্পিত অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েই কারাগার থেকে বের হতে চেয়েছেন। আর এটাই তাঁর  
জন্য শোভনীয় ছিল। আর এ ঘটনা এমনই মাশহুর ছিল যে, এ সম্পর্কে সামান্য ইংগিত করাই  
যথেষ্ট ছিল, তাই ইউসুফ (আ) ইংগীতে অভিজাত মহিলাদের অবস্থা জানতে চেয়েছেন।  
এখানে আযীযের স্ত্রীর কথা শালীনতার কারণে উল্লেখ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

৪৫. এসব মহিলাদের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তা কুরআন মাজীদে  
উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন মাজীদে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ততটুকুই উল্লেখ করা

## اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَائِمِينَ ۝

আল্লাহ খিয়ানতকারীদের চক্রান্তকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

﴿ وَمَا أْبْرِيْ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ بِالسُّوْءِ ۝٥٧﴾

৫৭. আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, নিশ্চয়ই (মানুষের) মনতো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দানকারী

﴿ اَلَا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ ۝٥٨﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ

সে ছাড়া, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন ; আমার প্রতিপালক অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৫৮. অতপর বাদশাহ বললো—

اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِيْ-সঠিক পথে পরিচালিত করেন না ; الْقَائِمِينَ-চক্রান্তকে ;  
 وَمَا أْبْرِيْ نَفْسِيْ ۚ-আমি নির্দোষ মনে করি না ; اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ-খিয়ানতকারীদের। ৫৭. وَ-আর ;  
 نَفْسِيْ-নিজেকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; النَّفْسَ-(মানুষের) মনতো ; لَا مَارَةَ-প্ররোচনা দানকারী ;  
 رَّبِّيْ-দয়া করেন ; مَا-যার প্রতি ; غَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; اَلَا-সে ছাড়া ;  
 اَلَا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ-আমার প্রতিপালক ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ;  
 غَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; وَقَالَ الْمَلِكُ-বাদশাহ ; اَلْمَلِكُ-বাদশাহ ; اِنَّ-অতপর ; وَ-অতপর ; رَحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ৫৮. ۝

হয়েছে যতটুকু প্রয়োজন। ইউসুফ (আ)-এর সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্যটাই প্রয়োজন ছিল, তা তাদেরকে রাজপ্রাসাদে একত্রিত করে নেয়া হোক বা কোনো বিশ্বস্ত প্রতিনিধি পাঠিয়ে নেয়া হোক সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন নেই।

৪৬. অভিজাত শ্রেণীর মহিলা ও আযীযের স্ত্রীর সাক্ষ্য দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষিতা ও পবিত্রতার কথা সর্বসাধারণের নিকট প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। আর এর ফলে তাঁর উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। বাদশাহ ও তাঁর অভিজাত শ্রেণীর লোকদের অন্তরে ইউসুফ (আ)-এর সততা ও পবিত্রতা প্রভাব বিস্তার করলো। আর এজন্যই ইউসুফ (আ) গোটা দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করার দাবী পেশ করার সাথে সাথে সকলেই তা একবাক্যে মেনে নিয়েছিল।

৪৭. কারো কারো মতে একথাটি বেগম আযীযের তবে কথার ভংগী থেকে এটা বেগম আযীযের কথা বলে প্রমাণিত হয় না; কারণ একথার মধ্যে যে পবিত্রতা, উন্নত মানসিকতা এবং যে বিনয় ও আল্লাহ ভীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই প্রমাণিত হয় যে, এমন কথা বেগম আযীযের মুখে শোভা পায় না।



اَتُّونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا

তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার নিজের জন্য বিশেষ সহকারী করে রাখবো; অতপর সে (ইউসুফ) যখন তার (বাদশাহর) সাথে কথা বললো, সে বললো—আপনি অবশ্যই আমাদের নিকট আজ

مَكِينٍ اَمِينٍ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّي ۝ حَفِيظٌ

অত্যন্ত মর্যাদাবান বিশ্বস্ত<sup>৪৮</sup>। ৫৫. সে (ইউসুফ) বললো—আমাকে কর্তৃত্ব দিন দেশের ধনভাণ্ডারের উপর; অবশ্যই আমি উত্তম হিফায়তকারী

عَلِيمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَّبِعُوْا مِنْهَا

সুবিজ্ঞ<sup>৪৯</sup>। ৫৬. আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত করলাম ইউসুফকে সেই দেশে; সে বসবাস করতে পারতো তার (সে দেশের)

اَتُّونِي-তোমরা আমার নিকট এসো; بِهِ-তাকে নিয়ে; اَسْتَخْلِصُهُ-(استخلص+ه)-আমি তাকে বিশেষ সহকারী করে রাখবো; لِنَفْسِي-(ل+نفس+ي)-নিজের জন্য; قَالَ-অতপর যখন; كَلَّمَهُ-সে (ইউসুফ) তার (বাদশাহর) সাথে কথা বললো; اِنَّكَ-সে বাদশাহ বললো; الْيَوْمَ-আজ; لَدَيْنَا-আমাদের নিকট; اجْعَلْنِي-অত্যন্ত মর্যাদাবান; اَمِينٌ-বিশ্বস্ত; ۝ قَالَ(ইউসুফ) বললো; اجْعَلْنِي-(اجعل+ني)-আমাকে কর্তৃত্ব দিন; عَلَىٰ-উপর; خَزَائِنِ-ধন-ভাণ্ডারের; الْاَرْضِ-দেশের; عَلِيمٌ-সুবিজ্ঞ; ۝ وَكَذٰلِكَ-এভাবেই; مَكَّنَّا-আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম; لِيُوسُفَ-ইউসুফকে; فِي-আর; يَتَّبِعُوْا-এভাবেই; مِنْهَا-তার (সে দেশের);

৪৮. বাদশাহর একথাই ইংগিত করে যে, ইউসুফ (আ)-এর উপর দেশের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৪৯. ইউসুফ (আ)-এর চারিদিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণকামিতা, সর্বোপরি তাঁর জ্ঞান-গরীমার প্রভাব বাদশাহ ও তাঁর পরিষদবর্গের মনে এতদূর বিস্তার করেছিল যে, তাঁরা সকলেই আন্তরিক দিক থেকে এটা কামনা করছিল যে, দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এমন লোকের উপর অর্পণ করলেই তা সংগত ও যথার্থ হবে। তবে তাঁরা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল যে, তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিনা। মনে হয় তাঁরা তাঁর সম্মতির অপেক্ষায় ছিল। অতপর তিনি যখন রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করার কথা বললেন তখন সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে তা গ্রহণ করে নিয়েছিল।

○ حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

যেখানে সে চাইতো<sup>৫০</sup> : আমি যাকে চাই তাকেই আমার দয়ায় शामिल করি এবং আমি বিনষ্ট করি না নেককারদের প্রতিফল ।

○ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

৫৭. আর আখিরাতের প্রতিফল তাদের জন্যই উত্তম যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে<sup>৫১</sup> ।

حَيْثُ-যেখানে ; يَشَاءُ-সে চাইতো ; نُصِيبُ-আমি शामिल করি ; بِرَحْمَتِنَا-আমার দয়ায় ; مَنْ-যাকে ; نَشَاءُ-আমি চাই ; وَ-এবং ; لَا نَضِيعُ-আমি বিনষ্ট করি না ; أَجْرُ-প্রতিফল ; الْمُحْسِنِينَ-নেককারদের । (৫৭) وَالْآخِرَةُ-প্রতিফল ; لِّلَّذِينَ-তাদের জন্যই যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; كَانُوا يَتَّقُونَ-তারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে ।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআন মাজীদ ও বাইবেলের সম্মিলিত ভাষ্য অনুযায়ী ইউসুফ (আ)-এর উপর দেশের সর্বময় ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। দেশের ভালমন্দ সবকিছুই তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইয়াকুব (আ) যখন মিসরে গিয়েছিলেন তখন ইউসুফ (আ) সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাছাড়া কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) বলেছিলেন—“হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে বাদশাহী দান করেছেন।”

মুফাসসিরীনে কিরামের মতে ইউসুফ (আ)-এর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আইন কায়েম করার, মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করার সুযোগ লাভ করবেন। আর এজন্যই দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

৫০. অর্থাৎ মিসরে এমন কোনো স্থান ছিল না, যেখানে তিনি চাইলে নিজের জন্য বাসস্থান তৈরী করে নিতে পারতেন না। তাফসীরে তাবারীতে এই আয়াতের অর্থে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ বলেন—“আমি ইউসুফ (আ)-কে মিসরের সবকিছুর মালিক বানিয়ে দিয়েছি। দুনিয়ার এই অংশে তিনি যা ইচ্ছা করতে পারতেন। গোটা দেশটাই তাঁর হাতে সঁপে দেয়া হয়েছে। এমনকি তিনি চাইলে ফিরাউন (বাদশাহ)-কেও তাঁর নিজের অধীন করে নিতে পারতেন।” তাফসীর শাশ্বের বিখ্যাত ইমাম মুজাহিদ থেকে ইমাম তাবারী উদ্ধৃত করেন—“মিসরের বাদশাহ ইউসুফ (আ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।”

৫১. এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা মু'মিনের নেক আমলের প্রকৃত ও আসল প্রতিদান নয়। এরূপ কোনো মু'মিনের কাম্য হতে পারে না। মু'মিনের সর্বোত্তম প্রতিফল ও পুরস্কারে তা-ই কাম্য হওয়া উচিত যা আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করবেন।

### ৭ম রুকু' (৫০-৫৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার মূল চরিত্র আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ না করে তিনি এখানে সংশ্লিষ্ট নারীদের কথা উল্লেখ করে নিজের শালীনতা ও ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে আযীযের প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করেছেন। এটাই নেককার লোকের চরিত্র।

২. মানুষের মন মৌলিকভাবে মানুষকে মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তবে মানুষ আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ পালন করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মনকে মন্দ কাজকে ঘৃণাকারী এবং মন্দ কাজ থেকে তাওবাকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। অতপর যখন তার মনে মন্দ কাজের প্রতি অনীহা এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তখন তা প্রশস্ত ও নিরুদ্বেগ মনে পরিণত হয়।

৩. মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধকারী মনকে বলা হয় 'নাফসে আন্য়ারাহ'। মন্দ কাজকে তিরস্কারকারী ও তা থেকে তাওবাকারী মনকে বলা হয় 'নাফসে লাউয়্যামাহ'। আর মন্দ কাজে স্থায়ীভাবে অনাগ্রহী এবং সৎকাজের উৎসাহী মনকে বলা হয় 'নাফসে মুতমায়িন্নাহ' তথা প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন।

৪. মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং সৎকাজের দিকে ধাবিত হওয়া আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব নয়। তাই মানুষকে সদা-সর্বদা এজন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করতে হবে।

৫. অনুকূল পরিবেশে প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা 'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের' পরিপন্থী নয়।

৬. দুনিয়াতে সম্ভাব্য আসন্ন স্বল্পকালীন দুর্যোগের জন্য যতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন, আখিরাতে সুনিস্কিত ও অনন্তকালীন বিপদের মুকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত তা আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে এবং সে হিসেবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা কর্তব্য।

৭. সাধারণ জনগণের উপকার সাধনের লক্ষ্যে এবং কোনো মহত উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কাফির ও যালিম শাসকের অধীনে কোনো পদ গ্রহণ করা বৈধ। তবে শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার দৃঢ়তা বজায় রাখতে হবে।

৮. প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা অবৈধ নয়।

৯. হযরত ইউসুফ আ. কাফির বাদশাহর অধীনে ক্ষমতা গ্রহণ করে, নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে দীনী দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত বাদশাহ স্বয়ং মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।



সূরা হিসেবে রুক্ব'-৮

পারা হিসেবে রুক্ব'-২

আয়াত সংখ্যা-১১

﴿٥٧﴾ وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তারপর ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি তাদেরকে চিনলেন কিন্তু তারা তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে গেলো।<sup>৫৭</sup>

﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّزِهِمْ قَالَ أَتْتُونَنِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ﴿٥٨﴾

৫৯. অতপর যখন তিনি তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, বললেন, তোমরা তোমাদের বৈমায়েয় ভাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো ;

﴿٥٧﴾-তারপর ; وَجَاءَ-এলো ; إِخْوَةَ-ভাইয়েরা ; يُوسُفَ-ইউসুফের ; فَدَخَلُوا-ইউসুফের উপস্থিত হওয়া ; عَلَيْهِ-তাঁর উপস্থিত হওয়া ; فَعَرَفَهُمْ-তখন তিনি তাদেরকে চিনলেন ; وَهُمْ لَهُ-তাঁর সম্পর্কে ; مُنْكَرُونَ-অজ্ঞই রয়ে গেল ; لِ-তাঁর সম্পর্কে ; وَ-কিন্তু ; كُمْ-তার ; لَهُ-তাঁর সম্পর্কে ; وَ-অতপর ; لَمَّا-যখন ; جَهَّزَهُمْ-তিনি তাদেরকে প্রস্তুত করে দিলেন ; جَهَّزِهِمْ-তাদের রসদপত্র ; قَالَ-বললেন ; أَتْتُونَنِي-তোমরা আমার নিকট আসতে ; بِأَخٍ-ভাইকে ; لَّكُم-তোমাদের ; مِّنْ أَبِيكُمْ-তোমাদের পিতার (বৈমায়েয় ভাই) ;

৫২. হযরত ইউসুফ (আ)-এর ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী প্রচুর ফসল উৎপন্নের সাত বছর এবং এ সময়ের শস্য সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রাচুর্যের সাত বছর শেষ হয়ে দুর্ভিক্ষের শুরু হওয়া ইত্যাদি বিষয় বাদ দিয়ে কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর ভাইদের তাঁর নিকট আসার বিষয় থেকেই আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এ খরা ও দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরেই নয় ; সিরিয়া, ফিলিস্তীন, জর্ডান ও উত্তর আরব প্রভৃতি অঞ্চলেও দেখা দিয়েছিল। এ সময় একমাত্র মিসরেই প্রচুর খাদ্য-শস্য মজুত ছিল। তাই উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ থেকে লোকেরা খাদ্যশস্য কেনার জন্য মিসরে আসতে লাগলো। সে মতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরাও খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট পৌঁছল ; কিন্তু তারা ইউসুফ (আ)-কে চিনতে পারলো না। সম্ভবত বিশেষ বরাদ্দের জন্য তারা ইউসুফ (আ)-এর সামনে উপস্থিত হয়েছিল কারণ বিশেষ বরাদ্দ দেয়ার ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো ছিল না।

৫৩. ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যে তাঁকে চিনতে পারেনি তা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কারণ তারা যখন তাঁকে কূপে ফেলে দিয়েছিল তখন তিনি ছিলেন কিশোর ; আর তাছাড়া

الآتُرُونَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۝

তোমরা কি দেখছোনা যে, আমি পুরোপুরি দেই পরিমাপ এবং  
আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ ।

۝ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝

৬০. তবে যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না নিয়ে এসো, তাহলে আমার নিকট  
তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকবে না আর তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না ।<sup>৫৪</sup>

۝ قَالُوا سُرَّادٌ وَعَنْهُ آبَاءُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝ وَقَالَ لِفَتِينِهِ اجْعَلُوا

৬১. তারা বললো—আমরা শীঘ্রই তার সম্পর্কে তার পিতাকে রাযী করাতে চেষ্টা করবো এবং অবশ্যই আমরা  
তা করবো । ৬২. সে (ইউসুফ) বললো তাঁর চাকরদেরকে, তোমরা রেখে দাও

بِضَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ

তাদের পুঁজি তাদের রসদপত্রের মধ্যে যাতে তারা যখন তাদের পরিজনদের নিকট  
ফিরে যাবে তখন জানতে পারে

الآتُرُونَ-তোমরা কি দেখছো না ; أَنِّي-যে আমি ; أُوْفِي-পুরোপুরি দেই ; الْكَيْلَ-  
পরিমাপ ; (ال+কَيْل)-এবং ; أَنَا-আমি ; خَيْرُ-উত্তম ; الْمُنزِلِينَ-অতিথিপরায়ণ ।

فَلَا-তাকে ; بِهِ-আমার নিকট না নিয়ে এসো ; لَّمْ تَأْتُونِي-তবে যদি ; (ف+ان)-فَإِن ۝  
-তাহলে থাকবে না ; كَيْلَ-কোনো বরাদ্দ ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; عِنْدِي-(عند+ي)-

আমার নিকট ; وَ-আর ; لَا تَقْرَبُونِ-আমার নিকটবর্তী হবে না । ۝ قَالُوا-তারা বললো ;  
-আমরা শীঘ্রই রাযী করাতে চেষ্টা করবো ; عَنْهُ-তার সম্পর্কে ; آبَاءُ-(أب+ه)-

তাঁর পিতাকে ; وَإِنَّا-অবশ্যই আমরা ; لَفَاعِلُونَ-তা করবো । ۝ وَقَالَ-আর ;  
-তোমরা রেখে দাও ; لِفَتِينِهِ-(ل+فتين+ه)-তাঁর চাকরদেরকে ; اجْعَلُوا

তাদের পুঁজি ; فِي رِحَالِهِمْ-(بِضَاعَة+هم)-তাদের মধ্যে ; لَعَلَّكُمْ-তাদের  
রসদপত্রের ; إِذَا-তা জানতে পারে ; يَعْرِفُونَهَا-(يعرفون+ها)-যাতে তারা ; انْقَلَبُوا-তারা ফিরে যাবে ;

যখন ; إِلَىٰ-নিকট ; أَهْلِهِمْ-(اهل+هم)-তাদের পরিজনদের ;

যাকে তারা কুপে ফেলে দিয়েছিল সে যে মিসরের ক্ষমতায় আসীন এটা তাদের ধারণাতীর্ষ  
ব্যাপার ছিল ।

৫৪. এখানে একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় । ইউসুফ (আ)-তাদের  
ছোট ভাইকে নিয়ে আসার কথা কোনো প্রসঙ্গ ছাড়া বলতে পারেন না । আর প্রসঙ্গ এটাই

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ

সম্ভবত তারা আবার ফিরে আসবে। ৬৩. অতপর তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলো, তারা বললো—হে আমাদের পিতা ! নিষিদ্ধ করা হয়েছে

مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٥٨﴾

আমাদের বরাদ্দ ; অতএব আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন আমাদের ভাইকে তাহলে আমরা বরাদ্দ পাবো ; আর আমরা অবশ্যই তার হিফায়তকারী ।

﴿٥٨﴾ قَالَ هَلْ أُمِنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ

৬৪. তিনি বললেন—আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম ;

فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

আসলে আল্লাহ-ই সর্বোত্তম হিফায়তকারী ; আর তিনিই দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ৬৫. অতপর যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুললো

لَعَلَّهُمْ -সম্ভবত তারা ; يَرْجِعُونَ-আবার ফিরে আসবে। ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ;

قَالُوا - তারা ফিরে গেলো ; إِلَىٰ-নিকট ; أَبِيهِمْ-(অবী+হম)-তাদের পিতার ; رَجَعُوا-তারা বললো : يَا أَبَانَا-(ইয়া+আবা+না)-হে আমাদের পিতা ; مَنَعَ-নিষিদ্ধ করা হয়েছে ;

مَعَنَا -আমাদের ; الْكَيْلُ-বরাদ্দ ; فَأَرْسَلْنَا-অতএব পাঠিয়ে দিন ; مَعَنَا-আমাদের সাথে ; أَخَانَا-(আখা+না)-আমাদের ভাইকে ; نَكْتَلُ-আমরা বরাদ্দ পাবো ;

﴿٥٨﴾ قَالَ-তিনি বললেন ; هَلْ أُمِنُكُمْ عَلَيْهِ ?-আমি কি তোমাদেরকে বিশ্বাস করবো ? هَلْ أُمِنْتُكُمْ-(হল+আমন+কম)-আমি কি তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম ;

تَارِ سَم্পর্কে ; كَمَا-সেরূপ যেমন ; أَمِنْتُكُمْ-(আমন+কম)-বিশ্বাস করেছিলাম ;

فَاللَّهُ-(আল্লাহ)-আসলে আল্লাহ-ই সর্বোত্তম ; خَيْرٌ-উত্তম ; حِفْظًا-হিফায়তকারী ; وَهُوَ-আর ; أَرْحَمُ-তিনি ;

رَحِيمِينَ-দয়ালুদের। ﴿٥٩﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا-তারা তাদের আসবাবপত্র খুললো ; مَتَاعَهُمْ-(মতআ+হম)-তাদের আসবাবপত্র ;

হতে পারে যে, তারা তাদের অনুপস্থিত পিতা ও ভাইয়ের জন্য শস্যের বরাদ্দ প্রার্থনা করেছিল। সে জন্য ইউসুফ (আ) হয়তো তাদের পিতা বৃদ্ধ ও অন্ধ হওয়ার কারণে

وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۗ

তারা পেয়ে গেলো তাদের পুঁজি, যা তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে ;  
তারা বললো—হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি আশা করি

هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلِنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا

(দেখুন) এই আমাদের মূলধন, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে ; আমরা আবার  
আমাদের পরিবারকে রসদ এনে দেবো এবং আমাদের ভাইয়ের হিফায়তও করবো

وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ۗ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۗ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ

আর আমরা অতিরিক্ত এক উটের বোঝাই (রসদ) আনবো, এ পরিমাণ (রসদ আনা)-তো খুবই সহজ ।  
৬৬. তিনি (পিতা) বললেন, আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না ।

حَتَّى تُوْتُوا مِن مَّوْتِقًا ۗ مِنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۗ

যতক্ষণ না তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে ওয়াদা দাও যে, তোমরা তাকে অবশ্যই  
ফিরিয়ে আনবে আমার নিকট, যদি না তোমাদেরকে নিরুপায় করে ফেলা হয় ;

وجدوا-তারা পেয়ে গেলো ; بضاعتهم-(بضاعة+هم)-তাদের পুঁজি ; رَدَّتْ-ফেরত  
দেয়া হয়েছে ; قَالُوا-তারা বললো ; يَا أَبَانَا-হে (يا+ابا+نا)-আমাদের পিতা ; مَا-কি ; نَبْغِي-আমরা আশা করি ; هَذِهِ-এই ; بِضَاعَتُنَا-(بضاعة+)  
আমাদের মূলধন ; نَمِيرُ-আমাদের পরিবারকে রসদ এনে দেবো ; أَهْلِنَا-(اهل+نا)-আমাদের পরিবারকে ; وَ-  
আর ; نَحْفَظُ-হিফায়তও করবো ; أَخَانَا-(اخا+نا)-আমাদের ভাইয়ের ; وَ-আর ; نَزِدَادُ-অতিরিক্ত আনবো ; كَيْلٍ-পরিমাণ (রসদ) ; بَعِيرٍ-এক উটের বোঝাই ; ذَلِكَ-  
এতো ; كَيْلٌ-পরিমাণ (রসদ আনা) ; يَسِيرٌ-খুবই সহজ । قَالَ ۖ-তিনি বললেন ; لَنْ أُرْسِلَهُ-আমি কখনো তাকে পাঠাবো না ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-  
তোমাদের সাথে ; مَوْتِقًا ۗ-ওয়াদা ; مِنَ اللَّهِ-আল্লাহর নামে যে, لَتَأْتِنِي بِهِ-তোমরা অবশ্যই আমার নিকট ফিরিয়ে আনবে ;  
إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۗ-তাকে ; يَحَاطُ-যদি না ; بِكُمْ-তোমাদেরকে ;

অনুপস্থিত থাকার কথা মেনে নিলেও তাদের ছোট ভাইয়ের অনুপস্থিতির ব্যাপার মেনে  
নেননি । তাই তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—পরবর্তীতে তোমাদের ভাইকে উপস্থিত  
না করলে তোমাদেরকে আর কোনো বরাদ্দ দেয়া হবে না এবং তোমাদেরকে বিশ্বাসও

فَلَمَّا أَتَوْهُم مَّوْتَقَهُمْ قَالِ اللَّهُ عَلَى مَا نَقَّوْا وَوَكَيْلٌ

অতপর তারা যখন তাঁকে ওয়াদা দিল, তিনি বললেন, আমরা যা বলছি তার কর্ম বিধায়ক একমাত্র আল্লাহ।

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا

৬৭. আর তিনি বললেন—হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং তোমরা প্রবেশ করো

مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ

ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে; আর আমি তো তোমাদের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে আল্লাহর (বিধিলিপি) থেকে বেপরওয়া নই;

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ফায়সালার অধিকার নেই; আমি তাঁর উপরই ভরসা করি; আর ভরসাকারীদের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত

فَلَمَّا-অতপর; أَتَوْهُ-তারো; (اتوا+ه)-তারো তাঁকে দিল; مَّوْتَقَهُمْ-তাদের ওয়াদা; قَالِ-তিনি বললেন; اللَّهُ-ই একমাত্র; عَلَى-উপর; يَا-যা; نَقَّوْا-আমরা বলছি; وَوَكَيْلٌ-কর্ম বিধায়ক। ৬৭-আর; يَبْنِي-হে আমার পুত্রগণ; لَا تَدْخُلُوا-তোমরা সবাই প্রবেশ করো না; مِن بَابٍ-দরজা (من+باب)-দরজা দিয়ে; وَادْخُلُوا-প্রবেশ করো; وَاحِدٍ-এক; وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ-আমি তো বেপরওয়া নই; مِنَ اللَّهِ-তোমাদের ব্যাপারে; مُتَفَرِّقَةٍ-ভিন্ন ভিন্ন; وَمِن شَيْءٍ-কোনো বিষয়ে; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা করি; عَلَيْهِ-তাঁর উপরই; الْحُكْمُ-কোনো ফায়সালার অধিকার নেই; إِلَّا-ছাড়া; لِلَّهِ-আল্লাহ; عَلَيْهِ-তাঁর উপরই; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা করি; وَالْمُتَوَكِّلُونَ-ভরসাকারীদের।

করা হবে না। তাছাড়া তাঁর আপন ভাইকে দেখার জন্যও তাঁর মনে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও তিনি তা প্রকাশ করতে পারছিলেন না।

৫৫. আল্লাহর প্রতি অটল ও অগাধ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ইয়াকুব (আ) ইউসুফের ভাইকে তাঁর সৎভাইদের সাথে পাঠাতে শংকা বোধ করছিলেন। আর সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা



﴿۝۷﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

৬৮. অতপর তারা যখন প্রবেশ করলো যেখান থেকে তাদের পিতা প্রবেশ করতে আদেশ দিয়েছিল। তা তাদের কাজেই আসলো না

مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْذُوبُ قَضِيهَا

কোনো প্রকার আত্মাহর (বিধিলিপি) থেকে, ইয়াকুবের মনের একটা বাসনা ছাড়া, যা তিনি পূরণ করেছেন মাত্র ;

وَإِنَّهُ لَنُؤْمِرُ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾

আর নিচ্ছয়ই আমি তাঁকে যে ইলম দান করেছিলাম তাতে তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই তা জানে না। ৭০

﴿৭০﴾-অতপর ; وَلَمَّا-যখন ; دَخَلُوا-তারা প্রবেশ করলো ; مِنْ حَيْثُ-যেখান দিয়ে (প্রবেশ করতে) ; (أَبُوهُمْ)- (আবু+হুম) ; (أَمَرَهُمْ)-আদেশ দিয়েছিল তাদেরকে ; مِنْ-থেকে ; اللَّهُ-তাদের পিতা ; مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ-তা আসলো না ; حَاجَةٌ-একটি বাসনা ; (يَعْذُوبُ)-কোনো কাজেই ; قَضِيهَا-আত্মাহর (বিধিলিপি) ; نَفْسٍ-মনের ; (لِمَا عَلَّمْنَاهُ)- (আমি+এলম্নাহে) ; (لَنُؤْمِرُ)-আমি তাঁকে যে ইলম দিয়েছিলাম তাতে ; (أَكْثَرَ)-অধিকাংশ ; (يَعْلَمُونَ)-মানুষই ; (لَا يَعْلَمُونَ)-তা জানে না।

হিসেবে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ এক সাথে এগার জন লোক একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হতে পারে। কারণ ইয়াকুব (আ)-এর পরিবার মিসরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্বাধীন গোত্র তথা উপজাতিদের মত বসবাস করতো। আর দুর্ভিক্ষের সময় উপজাতিরা মিসরের সুসভ্য এলাকায় এসে লুণ্ঠতরাজ করতে পারে এ ধরনের সন্দেহ করা অমূলক ছিল না। আর তাই তিনি ছেলেদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে করে তাদের প্রতি এ ধরনের সন্দেহের কোনো সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

৫৬. এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো দুনিয়ার জীবনের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসারে ছেলেদের হিফায়তের জন্য বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা যতটুকু করা দরকার তা করতে ইয়াকুব (আ) ক্রটি করেননি ; কিন্তু সাথে সাথে তাদেরকে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আত্মাহর ইচ্ছা পূরণে কোনো মানবীয় প্রতিরোধ কার্যকরী হয় না আসল হিফায়ত

তো আল্লাহর হাতে, কেবলমাত্র তাঁর রহমতের উপরই ভরসা করা মু'মিনের কর্তব্য। বৈষয়িক জীবনের বাহ্যিক দিক মানুষের কাছে এক প্রকার চেষ্টা-সাধনা দাবী করে বটে, কিন্তু এর পশ্চাতে যে শক্তির ইশারায় সকল কাজ সংঘটিত হয়, তাতে এসব চেষ্টা-সাধনা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তাই মানুষের কর্তব্য হলো বৈষয়িক জীবনের দাবী অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনাতো সে করবে ; কিন্তু সর্বোপরি তার তাওয়াক্কুল তথা নিরংকুশ ভরসা থাকবে আল্লাহর উপর। আসলে এ ব্যাপারটাই অধিকাংশ লোক জানে না। তারা মনে করে যে, আমাদের চেষ্টা-সাধনা ও প্রস্তুতি-ই আমাদেরকে কামিয়াবী দান করবে।

### ৮ম রুকু' (৫৮-৬৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সংকটময় অর্থনৈতিক অবস্থায় অত্যাবশ্যক ও মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া সরকারের কর্তব্য।

২. দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইউসুফ (আ)-এর নিজেকে পিতা ও ভাইদের থেকে আড়ালে রাখা এবং তাঁর পিতার পক্ষ থেকেও তাঁর যথাযথ খোঁজ-অনুসন্ধান না চালানো—এসবই ছিল আল্লাহর ইশারা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে তাঁর পরীক্ষায় পূর্ণতা দান করেছিলেন।

৩. সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কোনো অপরাধ করে ফেললে পিতার কর্তব্য হলো—তাকে শিক্ষা ও সদুপদেশ দানের মাধ্যমে সংশোধনের পথে নিয়ে আসা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ না করা।

৪. সন্তান-সন্ততির সংশোধনের ব্যাপারে ইয়াকুব (আ) অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

৫. কোনো মানুষের ওয়াদা ও নিরাপত্তার আশ্বাসের উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করা ঠিক নয়। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহর উপরই হওয়া উচিত। কারণ সত্যিকার কার্যনির্বাহী ও কার্যকরণের স্রষ্টা একমাত্র তিনিই।

৬. কোনো মানুষকে তার পক্ষে সাধ্যাতীত কোনো ব্যাপারে শপথ দেয়া উচিত নয় ; বরং তার সাথে 'সাধ্যানুযায়ী' শর্ত জুড়ে দেয়া উচিত। আর এ জন্য রাসূলে কারীম স. সাহাবায়ে কিরামের থেকে আনুগত্যের শপথ নেয়ার সময় নিজেই তাতে সাধ্যের শর্ত জুড়ে দিতেন অর্থাৎ তার ভাষা হতো এরূপ—“আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করবো।”

৭. সম্ভাব্য কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা কোনো দৃশ্য-অদৃশ্য বিপদাশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়।

৮. আন্খিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা হলো—প্রত্যেক কাজে মূল ভরসা করতে হবে আল্লাহর উপর এবং বাহ্যিক ও উপায় উপকরণকে উপেক্ষা না করে সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়-উপকরণ ব্যবহার করবে।





إِنكُمْ لَسْرِقُونَ ﴿٩١﴾ قَالُوا وَاقْبَلْ—وَأَعْلَمِهِمْ مَاذَا تَفْعَدُونَ ﴿٩١﴾

নিশ্চয়ই তোমরা চোর। ৯১. তারা বললো তাদের প্রতি লক্ষ্য করে—তোমরা কি হারিয়েছো ?

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ

৯২. তারা বললো—আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি ; আর যে কেউ তা এনে দেবে তার জন্য এক উটের বোঝাই (রসদ) থাকবে এবং আমিই তার

زَعِيمٌ ﴿٩٣﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمَا بِ—نُفْسٍ فِي الْأَرْضِ

যামিন। ৯৩. তারা বললো—আল্লাহর কসম, তোমরা তো নিসন্দেহে জানো, আমরা এদেশে দুর্কর্ম করতে আসিনি

وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٩٤﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿٩٤﴾

এবং আমরা চোরও নই। ৯৪. তারা (বাদশাহর লোকেরা) বললো—তবে তার শাস্তি কি হবে, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও ?

তারা - قَالُوا ﴿٩١﴾ - চোর (ل+سرقون)-নিশ্চয়ই তোমরা ; (ان+كم)-তোমরা বললো ; تَفْعَدُونَ -তোমরা হারিয়েছো ; مَاذَا -কি ; عَلِيمِهِمْ -তাদের প্রতি ; وَأَقْبَلُوا -লক্ষ্য করে ; তারা বললো - قَالُوا ﴿٩٢﴾ - হারিয়েছি ; صَوَاعِ -পানপাত্র ; الْمَلِكِ -বাদশাহর ; (ل+من)-তার জন্য যে কেউ ; وَأَنَا -এনে দেবে ; بَعِيرٌ -এক উটের ; حِمْلٌ -বোঝাই (রসদ) ; وَ-আর ; وَمَنْ جَاءَ بِهِ -তার জন্য যে কেউ ; وَأَنَا -আমিই ; زَعِيمٌ -যামিন ; قَالُوا ﴿٩٣﴾ - তারা বললো ; تَاللَّهِ -আল্লাহর কসম ; مَا جِئْتُمَا -আমরা আসিনি ; نَفْسٍ -দুর্কর্ম করতে ; فِي الْأَرْضِ -এদেশে ; وَ-এবং ; وَمَا كُنَّا -আমরা নই ; سَارِقِينَ -চোর ; قَالُوا ﴿٩٤﴾ - তারা বললো ; فَمَا جَزَاؤُهُ -তার শাস্তি ; إِنْ -যদি ; كُنْتُمْ -হয়ে থাকো ; كَذِبِينَ -মিথ্যাবাদী।

সাথে ফিরে যেতে চাচ্ছিল না, তাই ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করেই তার রসদপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। পূর্বাপর আয়াত থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায়।

৫৯. ইউসুফ (আ)-এর গৃহীত এ কৌশলে রাজকর্মচারীদেরকে তিনি शामिल করেছিলেন এবং কাফেলার এ লোকদের উপর চুরির মিথ্যা অভিযোগ আনতে তাদেরকে বলেছিলেন



مَنْ نَسَّأَءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۙ قَالُوا إِن يَسْرِقُ

যাকে চাই ; আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন সর্বজ্ঞানী ।

৭৭. তারা বললো, যদি সে চুরি করে থাকে

فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ

তবে নিঃসন্দেহে তার ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল<sup>৬০</sup> ; কিন্তু ইউসুফ তা আপন মনে গোপন করে রাখলো

- ذِي عِلْمٍ - প্রত্যেক ; كُلِّ - উপরে আছেন ; وَفَوْقَ - আর ; نَسَّأَءٌ - যাকে ; مَنْ - জ্ঞানীর ; عَلِيمٌ - সর্বজ্ঞানী ۙ ۙ قَالُوا - তারা বললো ; إِن - যদি ; يَسْرِقُ - সে চুরি করে থাকে ; أَخٌ - তার ; لَّهُ - তার ; مِنْ قَبْلٍ - ইতিপূর্বে ; سَرَقَ - (ف+سرق) - তবে নিঃসন্দেহে চুরি করেছিল ; نَفْسِهِ - ইউসুফ ; فِي - আপন মনে ; نَفْسِهِ - (ف+نفس+ه) -

৬০. ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভাইয়েরা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী ছিল। তারা চুরির অপরাধের যে শাস্তির কথা বলেছে তা ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়তের আইন ছিল।

৬১. এখানে আল্লাহর কৌশল দ্বারা যেদিকে ইংগিত করা হয়েছে তাহলো—যাদেরকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের নিকট চুরির শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তাদের মতানুসারেই শাস্তি নির্ধারণ করা। তারা চুরির শাস্তি হিসেবে যে বিধান দিয়েছে তা ছিল ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়তের বিধান। নচেৎ মিসরের প্রচলিত আইন অনুসারে চুরির অপরাধে চোরকে মালের মালিকের দাস বানিয়ে দেয়ার বিধান ছিল না।

৬২. এখানে ‘দীন’ শব্দ দ্বারা তৎকালীন মিসরের দেশীয় আইনকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা দীনের ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। যেসব লোক ‘দীন’-কে কিছু নির্দিষ্ট আকীদা অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়, এ আয়াত তাদের বিপরীত মত প্রকাশ করছে। ‘দীন’ দ্বারা মানবীয় সমাজ-সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-আদালত প্রভৃতি বিষয়গুলো সবই বুঝায়। এসব লোকের ধারণা হলো—নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত ও কিছু কিছু তাসবীহ-তাহলীল এবং নাফলিয়াতের মধ্যেই ‘দীন’ সীমাবদ্ধ। এসবের বাইরে জীবনের বৃহত্তর অংশের সাথে দীনের কোনো সম্পর্কই নেই ; সেগুলো দুনিয়াবী কাজ। আসলে ‘দীন’ সম্পর্কে এ ধারণা একেবারেই গুমরাহীমূলক। দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের অপসারিত হওয়া এবং ইসলামী আদর্শের পুন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার মূলও এ ভুল ধারণা কার্যকর রয়েছে। সুতরাং সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলোতে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলের বিধান চালু না হবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর জাহেলী



إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ۝

তাকে ছাড়া অন্যকে যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি<sup>৬৪</sup> (এরূপ করলে) আমরা তো তখন সীমালংঘনকারীদের শামিল হয়ে যাবো।

৬৪-তাকে ছাড়া অন্যকে ; مَنْ-যার ; وَجَدْنَا-আমরা পেয়েছি ; مَتَاعَنَا-(متاع+না)-আমাদের মাল ; عِنْدَهُ-তার নিকট ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; إِذًا-এরূপ করলে তখন ; لَظَالِمُونَ-সীমালংঘনকারীদের শামিল হয়ে যাবো।

৬৪. 'আযীয' শব্দটি কোনো পদের নাম নয়। এ শব্দটি শুধুমাত্র ক্ষমতাধর অর্থে ব্যবহৃত হতো। তৎকালীন মিসরে বড় লোকদেরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। আমাদের মধ্যে একটিই ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, মিসরের বাদশাহর মৃত্যুর পর বাদশাহর স্ত্রী যুলাইখার সাথে ইউসুফ (আ)-এর বিবাহ হয়েছে এবং যুলাইখার স্বামী যে পদে আসীন ছিল সেই পদেই ইউসুফ (আ) আসীন হয়েছেন। আসলে এ ধরনের কাহিনীর কোনো ভিত্তি কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে নেই। ইউসুফ (আ)-কে তাঁর ভাইদের 'আযীয' বলে সম্বোধন করা থেকেই এ ধরনের কাহিনী রচিত হয়েছে।

৬৫. এখানে ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়েছেন—অর্থাৎ 'যার নিকট থেকে আমাদের মাল পাওয়া গিয়েছে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আটক করা তো আমাদের ফায়সালা অনুযায়ীও অন্যায। সুতরাং আমরা তা করতে পারি না।' এখানে লক্ষণীয় যে, ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইকে সরাসরি 'চোর' না বলে বলেছেন "যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি"। শরয়ী পরিভাষায় এটাকে 'তাওরিয়া' বলে। কোনো ময়লুমকে যালিমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অথবা কোনো বড় যুল্মকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ব্যাপারকে আড়ালে রেখে কথাকে এমনভাবে পেশ করা যাকে সরাসরি মিথ্যা বলা যায় না। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটি আড়ালে থেকে যাওয়ার কারণে ময়লুমও বেঁচে যায়। একজন আদর্শবাদী চরিত্রবান লোকের পক্ষে এরূপ করা তখন সম্পূর্ণ জায়েয যখন এ ছাড়া যুল্ম প্রতিরোধের কোনো উপায় থাকে না।

ইউসুফ (আ) তাঁর সহোদর ভাইকে সৎভাইদের যুল্ম থেকে বাঁচানোর জন্য ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে তার রসদপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখে দিলেন, পরে যখন রাজ কর্মচারীরা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসলো, তখন তাঁর সৎভাইদের দেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহোদর ভাইকে আটক রাখা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অতপর তাঁর সৎভাইয়েরা যখন তার পরিবর্তে তাদের একজনকে আটক রাখার প্রস্তাব দিল তখন তিনি তাদেরকে উত্তর দিলেন যে, তোমাদের দেয়া বিধান মতেই তো—যার নিকট মাল পাওয়া গিয়েছে তাকে ছাড়া অন্যকে আটক রাখা যায় না। কাজেই আমরা একমাত্র তাকেই আটকে রাখবো। আমাদের প্রিয় নবী (স)-এর জীবনেও যুদ্ধ জিহাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের 'তাওরিয়া' তথা



কৌশল অবলম্বনের উদাহরণ পাওয়া যায়—যাকে নৈতিক বিচারে কোনো মতেই অন্যায় বলার কোনো দলীল নেই।

### ৯ম ককূ' (৬৯-৭৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসূফ (আ) সহোদর ভাইকে নিজের নিকট রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর ভাইয়ের সম্বন্ধেই হয়েছে এবং আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা একজন নবীর পক্ষে অশোভনীয় মনে হলেও মূলত এটা কোনো অন্যায় কাজ ছিল না।

২. ইয়াকূব (আ)-এর ছেলেরা ইবরাহীমের বিধান অনুসারেই চুরির শাস্তির বিধান বলেছিল। তাদের মুখ থেকে শাস্তির বিধান বের করা ছিল আল্লাহর কৌশল। কারণ, মিসরের আইনে চুরির শাস্তি এমন ছিল না যার দ্বারা চোরকে দাস হিসেবে আটকে রাখা যায়।

৩. 'দীন' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর অর্থ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু আকীদা ও অনুষ্ঠান মাত্র নয়। মানবীয় সমাজ সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন-আদালত প্রভৃতি এ 'দীন' শব্দে शामिल রয়েছে।

৪. 'দীন'-কে কয়েকটি আকীদা-বিশ্বাস ও কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নেয়া একেবারেই গুমরাহী।

৫. নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাৎ যেমন দীনের বিভিন্ন দিক, তেমনি রাষ্ট্রীয় আইনও দীনের একটি মৌলিক দিক। কেননা এর ভিত্তিতেই গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে।

৬. হযরত ইউসূফ (আ) পর্যায়ক্রমে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার তথা আল্লাহর আইন জারী করার স্বাভাবিক পদ্ধতি-ই হলো তা ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. কোনো মাযলুমকে রক্ষা করা কিংবা বড় কোনো মূল্যের ব্যাপারকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ব্যাপারকে আড়াল করে কৌশল অবলম্বন করে কথা বলা একজন মু'মিনের জন্য বৈধ যা সরাসরি মিথ্যাও নয় আবার প্রকৃত ব্যাপারটিও আড়ালে থেকে যায়। এটাকে শরয়ী পরিভাষায় 'তাওরিয়া' বলে।

৮. কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরী বা পুরস্কার ঘোষণা করা, যেমন অপরাধীকে শ্রেফতার বা কোনো হারানো বস্তু পেলে তা ফেরত দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার ঘোষণা করা এবং তা গ্রহণ করা জায়েয।

৯. একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের যামিন হওয়া বৈধ।

১০. দুনিয়াতে সকল ব্যাপারেই সার্বিক প্রচেষ্টার পরও মু'মিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।





يَا بَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا

হে আমাদের পিতা ; অবশ্যই আপনার ছেলে চুরি করেছে ;  
আমরা তো সাক্ষ্য দিচ্ছি না, যা আমরা জেনেছি তা ছাড়া

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِيْنَ ۝٦٧ وَسئَلِ الْقَرِيْبَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا

আমরা তো অদৃশ্য বিষয়ের সংরক্ষকও নই । ৬৭. আর আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন  
যেখানে আমরা ছিলাম সেই জনপদবাসীদের

وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝٦٨ قَالْ بَلْ سَوَّلَتْ

এবং সেই কাফেলাকেও আমরা যাদের शामिल হয়েছিলাম ; নিশ্চয় আমরা  
সত্যবাদী । ৬৮. তিনি (ইয়াকুব) বললেন—না, বরং বানিয়ে নিয়েছে

لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۝٦٩ عَسَىٰ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهٖمْ

তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী<sup>৬৯</sup> ; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম ; আল্লাহ  
হয়তো অচিরেই আমার নিকট নিয়ে আসবেন তাদেরকে

আপনার ছেলে; (ابن+ك)-ابنك; অবশ্যই; ان; হে আমাদের পিতা; (يا+ابا+نا)-يا بَانَا; চুরি করেছে; و; আর; مَا شَهِدْنَا; আমরা তো সাক্ষ্য দিচ্ছি না; إِلَّا بِمَا; তা ছাড়া  
যা; مَا كُنَّا; আমরা তো নই; الْغَيْبِ; অদৃশ্য  
বিষয়ের; الْقَرِيْبَةَ; আর আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন; حَفِظِيْنَ; সংরক্ষক; فِيْهَا; যেখানে আমরা ছিলাম; الَّتِي; সেই; الْعِيْرَ; কাফেলাকেও;  
وَأِنَّا; আমরা যাদের शामिल হয়েছিলাম; اَقْبَلْنَا فِيْهَا; সেই; الَّتِي; সেই; سَوَّلَتْ; নিশ্চয়ই আমরা  
বানিয়ে নিয়েছে; اَمْرًا; তোমাদের মন; اَنْفُسَكُمْ; তোমাদের মন; (كم+انفس)-انفُسُكُمْ; তোমাদের জন্য; جَمِيْلٌ; উত্তম; فَصَبْرٌ; সুতরাং পূর্ণ  
ধৈর্যই; عَسَىٰ; হয়তো; يَّاتِيَنِيْ; আমার নিকট নিয়ে আসবেন; بِهٖمْ; তাদেরকে;

৬৬. অর্থাৎ আমার পুত্র চুরি করেছে—একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ  
আমার পুত্রের চারিত্রিক নির্মলতা সম্পর্কে আমার জানা আছে। তোমাদের জন্য এটা  
সহজ হতে পারে, কেননা ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এসে  
'তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে' বলা যেমন তোমাদের জন্য সহজ ছিল। তেমনি এখন তার  
ভাইকে সত্যিকার চোর বলে মেনে নেয়াও তোমাদের জন্য সহজ কাজ-ই বটে।

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝١٧ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي

একইসাথে, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৮৪. অতপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হায় আফসোস

عَلَى يُوسُفَ وَأَبِيصَتَ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝١٨ قَالُوا

ইউসুফের জন্য', আর শোকে তাঁর চোখ দু'টো সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি ছিলেন অসহনীয় শোকে পাথর। ৮৫. তারা বললো—

تَاللَّهِ تَفَتَّىٰ ۖ أَتَذْكُرُ يُّوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ

'আল্লাহর কসম! আপনিতো সদা-সর্বদা ইউসুফের স্মরণেই নিরত থাকবেন, যতক্ষণ না' আপনি হয়ে যাবেন মরণাপন্ন অথবা হয়ে যাবেন

مِنَ الْهَالِكِينَ ۝١٩ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

ঋৎসপ্রাপ্তদের শামিল। ৮৬. তিনি বললেন—আমি আমার অসহ্য বেদনা ও দুঃখ একমাত্র আল্লাহর নিকটই পেশ করছি।

وَاعْلَمُوا مِن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٢٠ يٰمَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا

এবং আমি জানি আল্লাহর নিকট থেকে যা তোমরা জানো না। ৮৭. হে আমার সন্তানেরা, তোমরা যাও অতপর খোঁজ নাও

جَمِيعًا - একই সাথে ; إِنَّهُ - নিশ্চয়ই ; هُوَ - তিনি ; الْعَلِيمُ - সর্বজ্ঞ ; الْحَكِيمُ - প্রজ্ঞাময় ।

١٧ - অতপর ; وَتَوَلَّى - তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন ; عَنْهُمْ - তাদের থেকে ; وَقَالَ - এবং ;

يَا سَفِي - বললেন ; يُوسُفَ - ইউসুফের ; وَأَبِيصَتَ - জন্ম ; عَيْنُهُ - ইউসুফের ; مِنَ الْحُزْنِ - আর ;

فَهُوَ - সাদা হয়ে গিয়েছিল ; كَظِيمٌ - শোকে ; الْحُزْنِ - তাঁর চোখ দু'টো ; تَاللَّهِ - তারা বললো ;

تَفَتَّىٰ - আপনিতো সদা-সর্বদা নিরত থাকবেন ; أَتَذْكُرُ - স্মরণে ; يُّوسُفَ - ইউসুফের ;

حَتَّىٰ - যতক্ষণ না ; تَكُونَ - আপনি হয়ে যাবেন ; حَرَضًا - মরণাপন্ন ; أَوْ - অথবা ;

تَكُونَ - হয়ে যাবেন ; مِنَ الْهَالِكِينَ - শামিল ; قَالَ - তিনি বললেন ;

إِنَّمَا أَشْكُوا - আমি অবশ্যই পেশ করছি ; بَثِّي - আমার অসহ্য বেদনা ; وَحُزْنِي - আমার দুঃখ ;

إِلَى اللَّهِ - নিকট ; قَالَ - এবং ; مَا لَا تَعْلَمُونَ - তোমরা জান না ;

٢٠ - হে ; يٰمَنِيَّ - আমার সন্তানেরা ; اذْهَبُوا - তোমরা যাও ; فَتَحَسَّسُوا - অতপর খোঁজ নাও ;

مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ

ইউসুফ ও তার ভাইয়ের এবং নিরাশ হয়ো না আল্লাহর রহমত থেকে !

কেননা কেউ নিরাশ হয় না

مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا

আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ছাড়া। ৫৮. অতপর তারা যখন তাঁর

(ইউসুফের) নিকট পৌঁছলো তখন তারা বললো—

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَاهَلْنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُزْجِجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا

হে আযীয ! আমাদেরকে ও আমাদের পরিজনবর্গকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করেছে এবং

আমরা নিতান্ত অল্প পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি পুরোপুরি দিন আমাদের

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصِدِّقِينَ ﴿٥٨﴾

রসদ এবং আমাদের দান করুন<sup>৬৭</sup> ; নিশ্চয়ই আল্লাহ

দানকারীদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

لَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ -এবং ; وَأَخِيهِ -তার ভাইয়ের ; (أخى+ه) -তার ভাইয়ের ; مِنْ يُوسُفَ -ইউসুফের ;

تَأْتِسُ -আল্লাহর রহমত থেকে ; مِنْ -থেকে ; رُوحِ -রহমত ; اللَّهُ -আল্লাহর ; إِنَّهُ -নিশ্চয়ই ;

لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ;

لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ;

لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ;

لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ;

لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ;

لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ;

لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ;

لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ; لَا يَأْتِسُ -কেউ নিরাশ হয় না ;

৬৭. অর্থাৎ আমরা খাদ্যশস্যের মূল্যস্বরূপ যা দিচ্ছি তা নিতান্তই নগণ্য মূল্যের জিনিস।

সুতরাং আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের খাদ্যশস্যের পূর্ণ বরাদ্দ দেন তা হবে

আপনার দান। আর দানকারীদের প্রতিদান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন।





### ১০ রুকু' (৮০-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পিতার সাথে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতিশ্রুতি তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তাদের আয়ত্তের বাইরে সংঘটিত ঘটনা দ্বারা তাদের চুক্তিতে কোনো ত্রুটি ঘটেনি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো চুক্তিবদ্ধ পক্ষের আয়ত্তের বাইরে সংঘটিত ঘটনার চুক্তিতে প্রভাব ফেলেনা বা পক্ষদ্বয়ের কাউকে সেজন্য দায়ী করা যায় না।

২. কোনো ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার উপর নির্ভরশীল। তাই কোনো সাক্ষ্য চাক্ষুষ দেখে যেমন দেয়া যায়, তেমন কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেও দেয়া যায়। তবে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

৩. কোনো ব্যক্তি যদি সংপথে থাকে, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকেরা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে বলে মনে হলে তখন লোকদের সন্দেহ দূর করে দেয়া তার কর্তব্য, যাতে মানুষ কু-ধারণার গুনাহে লিপ্ত না হয়।

৪. মুজতাহিদী ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি পয়গাম্বরদের ইজতিহাদ ভিত্তিক কথা প্রথমদিকে সঠিক না হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেদের সত্য কথনের প্রেক্ষিতে দেয়া বক্তব্য। তবে নবী-পয়গাম্বরদের বৈশিষ্ট্য হলো—আল্লাহ তাঁদেরকে ভুলের উপর কায়ম রাখেন না। তাই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

৫. জীবনের চলার পথে যে কোনো পরিস্থিতিকে ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসা দ্বারা মুকাবিলা করতে হবে।

৬. হাদীসে আছে, যারা শক্তি-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ সংবরণ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন তাদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন—জান্নাতের নিয়ামত-সমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করো।

৭. জান-মাল ও সম্ভান-সম্ভতির ব্যাপারে কোনো বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সবর ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য নবী-পয়গাম্বরের অনুসরণ করা।

৮. নিজের বিপদ লোকদের নিকট বলে বেড়ানো সবর-এর বিরোধী।

৯. যারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদ মসীবতে পূর্ণ সবর ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করে, আল্লাহ এমন নেক লোকদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।

১০. অত্যাচারীকে যারা হাতের মুঠোয় পেয়েও নির্ধিকায় ক্ষমা করে দিতে পারে তাঁরাই প্রকৃত মানুষ। আমাদের উচিত এমন লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

১১. বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধার পেলে এবং আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত হলে তখন অতীত বিপদ মসীবতের উল্লেখ করে বেড়ানো উচিত নয়; বরং উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা উচিত।

১২. নিয়ামত লাভের পর অতীত দুঃখ মসীবতের উল্লেখ করে হা-হতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। এ জন্যই ইউসুফ (আ) দীর্ঘকালের দুঃখ-যাতনার উল্লেখ না করে, শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহরাজীর কথাই উল্লেখ করেছেন।



সূরা হিসেবে রুকু'-১১

পারা হিসেবে রুকু'-৫

আয়াত সংখ্যা-১১

﴿١١﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

৯৪. তারপর কাফেলা যখন মিসর থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো, তাদের পিতা বললেন—আমি নিশ্চিত ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি<sup>৯০</sup>

﴿١٢﴾ لَوْ لَا أَن تَفِنَدُونَ ﴿١٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿١٢﴾

যদি না তোমরা আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে কর। ৯৫. তারা বললো—  
আল্লাহর কসম, আপনি পুরনো বিভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন।<sup>৯১</sup>

﴿١٣﴾ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴿١٣﴾ قَالَ

৯৬. অতপর যখন সুসংবাদবাহক এসে পড়লো, সে তা (জামাটি) তাঁর চেহারার উপর রাখলো, তিনি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গেলেন; তিনি বললেন—

﴿١٤﴾ قَالَ - قَالَ; কাফেলা-العِيرُ; রওয়ানা হয়ে গেল; فَصَلَتِ - যখন; لَمَّا - তারপর; ﴿١١﴾ - বললেন; (ل+اجد)-লাজِدُ; আমি নিশ্চিত; إِنِّي - তাদের পিতা; (ابو+هم)-أَبُوهُمْ; পাচ্ছি; رِيحَ - ঘ্রাণ; يُوسُفَ - ইউসুফের; لَوْ لَا - যদি না; تَفِنَدُونَ - তোমরা আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক মনে কর। ﴿١٢﴾ - তারা বললো; تَاللَّهِ - আল্লাহর কসম; إِنَّكَ - নিশ্চয়ই আপনি; لَفِي ضَلَالِكَ - (ل+فی+ضلل+ك)-আপনার বিভ্রান্তিতে পড়ে আছেন; الْقَدِيمِ - পুরনো; ﴿١٢﴾ - অতপর যখন; جَاءَ - এসে পড়লো; الْبَشِيرُ - সুসংবাদদাতা; أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ - (القی+ه)-সে তা (জামাটি) রাখলো; উপর; (وجه+ه)- وَجْهِهِ - দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন; فَارْتَدَّ - তিনি পুনরায় হয়ে গেলেন; بَصِيرًا - দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন; قَالَ - তিনি বললেন;

৯০. এটা হলো নবী-রাসূলদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য তাঁদের নিজেদের উপার্জিত বা চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্ত নয়। তাঁদের অবস্থাতো এমন যে, কখনো তাঁদের দিব্যদৃষ্টি আসমানের উপর পর্যন্তও পৌছে যায়, আবার কখনো তাঁরা নিজেদের পায়ের পিঠের উপরের খবরও বলতে পারেন না। যেমন ইয়াকুব (আ) মিসর থেকে ইউসুফের জামার ঘ্রাণ পাচ্ছেন অথচ বাড়ীর নিকটে কেনানের কূপের মধ্যে যখন ইউসুফ পড়েছিল তা-ও তিনি জানতে পারেননি।



وَوَخَّرَ وَالَهُ سَجْدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبِیْ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُویَا مِن قَبْلُ ۗ

এবং তারা সকলেই তার সামনে সিজদায় পড়লো<sup>৭৪</sup> ; এমতাবস্থায় তিনি (ইউসুফ) বললেন—হে আমার পিতা ! এটাই হলো আমার ইতিপূর্বকার স্বপ্নের তাবীর ;

قَدْ جَعَلْنَا رِبِّیْ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَیِّ إِذْ أَخْرَجْنِیْ مِنَ السِّجْنِ

নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন ; আর তিনি আমার প্রতি নিঃসন্দেহে ইহসান করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন

و-এবং ; وَوَخَّرَ-তারা সকলেই লুটিয়ে পড়লো ; وَالَهُ-তার সামনে ; سَجْدًا-সিজদায় ; هَذَا-এটাই হলো ; تَأْوِيلُ-তা'বীর ; رُءُویَا-আমার স্বপ্নের ; (رویا+ی) ; قَبْلُ-ইতিপূর্বকার ; جَعَلْنَا-আমার প্রতিপালক ; حَقًّا-সত্যে ; أَحْسَنَ-তিনি নিঃসন্দেহে ইহসান করেছেন ; بَیِّ-আমার প্রতি ; إِذْ-যখন ; أَخْرَجْنِیْ-তিনি আমাকে বের করেছেন ; (اخرج+نی) ; مِنَ-থেকে ; السِّجْنِ-কারাগার ;

অঙ্ককার—এটাই ইতিহাসের একটি নির্মম সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় সকল বড় বড় লোকের জীবনেই এ নির্মম সত্যের প্রতিফল দেখা গিয়েছে।

৭২. ইয়াহুদীদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'তালমূদ'-এর সূত্রে মুফাসসিরীনে কিরাম বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আ) দু'শ উট বোঝাই করে রসদপত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভাইদের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন, যাতে করে ইয়াকুব (আ)-এর গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকুব (আ)-এর পরিবার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিলিয়ে বাহাওয়ার জন, অপর রেওয়য়াত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ-মহিলা তাঁর সাথে মিসরে এসেছিলেন। এদিকে ইউসুফ (আ) শহরের গণ্যমান্য অভিজাত লোকজন এবং চার হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ পিতা-মাতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সমবেত হয়েছিলেন।

৭৩. এখানে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) পিতা-মাতাকে কাছে টেনে নিলেন, অথচ তাঁর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। মুফাসসিরীনে কিরামের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইউসুফ (আ)-এর মাতার ইন্তেকালের পর তাঁর খালা-কে ইয়াকুব (আ) বিয়ে করেছিলেন। খালাও যেহেতু মায়ের সমতুল্য তাই এখানে 'পিতা-মাতা' বলা হয়েছে।

৭৪. এখানে 'সিজদা' বলতে নামাযে যে সিজদা আমরা করি তা বুঝানো হয়নি ; কারণ কোনো সৃষ্টির সামনে এ রকম সিজদা করা কোনো নবীর শরীয়তেই বৈধ ছিল না। এখানে



أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي

দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক ; আপনি আমার মৃত্যুদান করুন  
মুসলিম অবস্থায় এবং আমাকে शामिल করুন

بِالصَّالِحِينَ ﴿٥٥﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ

নেকলোকদের মধ্যে<sup>৭৫</sup>। ১০২. (হে নবী ! ) এটা অজানা জগতের খবর। আপনাকে  
আমি তা ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি :

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

আর আপনিতো তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা তাদের সিদ্ধান্ত  
চূড়ান্ত করেছিল এবং তারা করেছিল ষড়যন্ত্র।

ও-; وَ-; الدُّنْيَا-দুনিয়া; فِي-আমার অভিভাবক; (ولى+ى)-ولى; وَلِيَّ-আপনি-ই; أَنْتَ-  
- مُسْلِمًا; আপনি আমার মৃত্যুদান করুন; (توف+نى)-تَوَفَّنِي; আখিরাতে; الْآخِرَةِ-  
+ب)-بِالصَّالِحِينَ; शामिल করুন; (الحق+نى)-الْحَقْنِي; এবং; وَ-; মুসলিম অবস্থায়;  
- الْغَيْبِ; খবর; أَنْبَاءِ; এর; مِنْ; এটা; ذَلِكَ ﴿٥٥﴾; নেক লোকদের মধ্যে; (ال+صالحين  
- الْإِلَهِ; আমি তা ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি; (نوحى+ه)-نُوحِيهِ; অজানা জগতের;  
আপনাকে; وَ-; আর; مَا كُنْتَ; তাদের নিকট; (لدى+هم)-لَدَيْهِمْ; তারা চূড়ান্ত করেছিল; أَجْمَعُوا; যখন;  
- وَ; তাদের সিদ্ধান্ত; (امر+هم)-أَمْرَهُمْ; এবং; وَ-; তারা; يَمْكُرُونَ; করেছিল ষড়যন্ত্র।

গায়রুল্লাহর জন্য সকল প্রকার সিজদা এমনকি মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানানোও হারাম  
করে দেয়া হয়েছে।

৭৫. হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী এখানে সমাপ্ত হচ্ছে। এখানে উল্লেখিত ইউসুফ  
(আ)-এর এ মূল্যবান কথাগুলোর মধ্যে একজন নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহর বান্দার চরিত্রই ফুটে  
উঠেছে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর পরিবারের যেসব লোক হিংসার বশবর্তী হয়ে  
তাঁর সাথে অমানবিক ব্যবহার করেছে সেসব লোককে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাদের  
থেকে প্রতিশোধ নেয়াতো দূরের কথা, তাদের প্রতি তিনি কোনো প্রকার অভিযোগ  
এমনকি তাদের প্রতি দোষারোপমূলক একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি; বরং সৎভাইদের  
সেসব অমানবিক আচরণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা  
হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অতপর তিনি আল্লাহর দরবারে অবনমিত হয়ে এ বলে কৃতজ্ঞতা  
জানাচ্ছেন যে, “হে আল্লাহ আপনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, দিয়েছেন

﴿١٠٧﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا تَسْتَأْذِنُ

১০৭. আর অধিকাংশ মানুষ-ই মু'মিন হবার নয়, যদিও আপনি কামনা করেন<sup>১০৭</sup>।

১০৮. আর আপনিতো তাদের নিকট চান না

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

তার জন্য কোনো প্রতিদান ; এ (কুরআন) সারা বিশ্ববাসীর  
জন্য উপদেশ বৈ-তো নয়<sup>১০৯</sup>।

﴿١٠٧﴾-আর ; مَا-হবার নয় ; أَكْثَرُ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; وَلَوْ-যদিও ; حَرَصْتَ -  
আপনি কামনা করেন ; بِمُؤْمِنِينَ-মু'মিন। ﴿١٠٨﴾-আর ; مَا تَسْتَأْذِنُ-  
আপনিতো তাদের নিকট চান না ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; مِنْ أَجْرٍ-(من+اجر)-কোনো  
প্রতিদান ; إِلَّا هُوَ إِلَّا-এ (কুরআন) বৈ-তো নয় ; ذِكْرٌ-উপদেশ ; لِلْعَالَمِينَ -  
বিশ্ববাসীর জন্য।

আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, আমাকে দিয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যাদানের জ্ঞান ;  
আপনি আসমান যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি-ই আমার অভিভাবক—  
আপনার অনুগত বান্দাহ হিসেবেই যেন আমার মৃত্যু হয় আর মৃত্যুর পর আমাকে  
আপনার নেক বান্দাহদের মধ্যে शामिल করুন।”

৭৬. এখানে নবী করীম (স)-কে সঙ্ঘোদন করে বলে দেয়া হচ্ছে যে, হাজার বছর  
পূর্বেকার এ কাহিনী সঠিকভাবে বলে দিতে পারা আপনার নবুওয়াত ও আপনার প্রতি  
ওহী নাযিল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর পরেও এ ইয়াহুদী ও কুরাইশরা আপনার প্রতি  
ঈমান আনার লোক নয়, আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করেন এবং চেষ্টা করেন না কেন। আপনার  
দায়িত্ব হলো প্রচার ও সংশোধনের চেষ্টা করা, চেষ্টা সাফল্যে পৌঁছানো আপনার  
আয়ত্ত্বাধীন নয়। কাজেই আপনার দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয় ;

৭৭. এখানে নবী করীম (স)-কে লক্ষ্য করে বলা হলেও মূলত এর লক্ষ্য হলো সমবেত  
কাফিররা। অর্থাৎ তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, নবী তো পার্থিব কোনো স্বার্থ আদায়ের  
লক্ষ্যে তোমাদেরকে ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন না, তিনি তোমাদের নিকট কোনো  
বিনিময়ও চাচ্ছেন না ; তিনি তোমাদেরকে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে তাদের চূড়ান্ত কল্যাণের  
উদ্দেশ্যেই এ নসীহত করেছেন, এখানে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থই নিহিত নেই।

### ১১শ কক্ব' (৯৪-১০৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলগণ নিজে থেকে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কোনো কথা বলতে পারেন না, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে যতটুকু জানিয়ে দেন একমাত্র ততটুকুই তাঁরা বলতে পারেন।

২. ইউসুফ (আ) তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণকারী সংভাইদের সাথে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধমূলক আচরণ দেখাননি, যার ফলে তারা নিজেরাই তাদের পূর্বের আচরণের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছিল এবং সংপথে ফিরে এসেছিল। এভাবে সদাচরণের মাধ্যমে চরম শত্রুকেও আপন করে নেয়া সম্ভব।

৩. মানুষ গুনাহ করে যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে গুনাহ যত বড় হোক না কেন, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়া শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

৪. ইয়াকুব (আ), নিজ স্ত্রী ও সন্তানগণসহ ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যে সিজদাবনত হয়েছিলেন তা ছিল সম্মানসূচক মাথা ঝুঁকানো, এটাকে সিজদা শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে; কারণ কোনো নবীর শরীয়তেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির প্রতি সিজদা করা জায়েয ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ আয়াতের ভিত্তিতে কোনো পীর-আওলিয়া বা রাজা-বাদশাহ কাউকে সম্মানসূচক সিজদা করার বৈধতা দানের কোনো অবকাশ নেই।

৫. ইউসুফ (আ)-এর জীবন-কাহিনী থেকে এ শিক্ষা-ই পাওয়া যায় যে, জীবনের দুঃসময় বা সুসময় সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করতে হবে। স্বরণ রাখতে হবে—দীনের পথে চলতে গিয়ে দুর্ভাবস্থায় পতিত হলেও পরিণামে তা কল্যাণ বয়ে আনে। সুতরাং সর্বাবস্থায়-আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

৬. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁরা দুনিয়া বা আখিরাতে যত উচ্চ মর্যাদা-ই লাভ করুক না কেন, তারা এতে কোনো গর্ব বোধ করেন না।

৭. আল্লাহর নেক বান্দাহদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা সদা-সর্বদা 'খাতিমা বিল খায়ের' তথা আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা অবস্থায় মৃত্যু হওয়া কামনা করতেন। তাই আমাদেরকেও পরস্পরের জন্য 'খাতিমা বিল খায়ের'-এর দোয়া করা উচিত।

৮. দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া নবীদের দায়িত্ব, হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। তাই মু'মিনদের উপরও এর বেশী দায়িত্ব নেই।

৯. মানুষকে দীনের পথে দাওয়াত দানের মূল লক্ষ্য যেহেতু আখিরাতের কল্যাণ লাভ, তাই যথাযথভাবে দাওয়াত পৌঁছালেই আখিরাতের কল্যাণলাভের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। অতএব হিদায়াত গ্রহণে মানুষের অনীহার জন্য হতাশ ও চিন্তায়ুক্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

১০. দুনিয়ার জীবনে সর্বাবস্থায়ই আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। সকল কাজে আখিরাতের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-১২

পারা হিসেবে রুকু'-৬

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿١٥٥﴾ وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ

১০৫. আসমান<sup>১৫</sup> ও যমীনে কত নিদর্শন-ইতো রয়েছে, তার পাশ দিয়ে তারা  
অতিক্রম করে অথচ তারা

﴿١٥٦﴾ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٥٦﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٥٦﴾

তার প্রতি উপেক্ষাকারী-ই থেকে যায়<sup>১৬</sup>। ১০৬. আর তাদের অধিকাংশ-ই আল্লাহর  
প্রতি ঈমান আনে না শিরকে রত অবস্থায় ছাড়া<sup>১৭</sup>

﴿١٥٥﴾-আর ; وَ-কতই-তো রয়েছে ; فِي السَّمَوَاتِ-নিদর্শন ; وَ-আসমানে ; وَ-  
-ও ; عَلَيْهَا-তার পাশ দিয়ে ; يَمُرُّونَ-তারা অতিক্রম করে ; وَالْأَرْضِ-যমীনে ;  
-অথচ ; ﴿١٥٦﴾-ও<sup>১৫৬</sup>। ১০৬. আর তাদের অধিকাংশ-ই থেকে যায় ; مُعْرِضُونَ-উপেক্ষাকারী-ই থেকে যায় ;  
-আর ; بِاللَّهِ-ই ; أَكْثَرُهُمْ-(অধিকাংশ)-তাদের অধিকাংশ-ই ; مَا يُؤْمِنُ-ঈমান আনে না ;  
আল্লাহর প্রতি ; مُشْرِكُونَ-শিরকে রত ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; তারা ; إِلَّا-ছাড়া ;

৭৮. সূরা ইউসুফের এ পর্যন্ত বর্ণিত এগার রুকু' ব্যাপী ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ যেহেতু কোনো ইতিহাস বা কিসসা-কাহিনীর বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়নি, তাই লোকদের জানার আগ্রহ অনুযায়ী কাহিনী বলে শেষ করার পরপরই কয়েকটি বাক্যে দীনের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে।

৭৯. নবী-রাসূলগণ মানুষকে যে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে আল্লাহর নেক বান্দাহরা যে দীনের প্রতি মানুষকে ডাকছেন, সেই দাওয়াতের প্রতি মানুষ যে উপেক্ষা-অবহেলা করে আসছে এখানে তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি মানুষের গভীর মনোযোগ না দেয়া এবং চিন্তা-ভাবনা না করা হচ্ছে নবীদের দাওয়াত গ্রহণ না করার মূল কারণ। সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন জিনিস শুধুমাত্র এক একটি জিনিস মাত্র নয়, বরং এসব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টিভেদে এক একটি নিদর্শন ; কিন্তু মানুষ এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে এসবের প্রতি মানুষের দেখা ও জন্তু-জানোয়ারের দেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'পানি' মানুষের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় বস্তু তেমনি জন্তু-জানোয়ারের জন্যেও প্রয়োজনীয় বস্তু। এ বস্তুটি মানুষ



① أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ

১০৭. তবে কি তারা নিরাপদ হয়ে গেছে আল্লাহর সর্ব্ব্বাসী আযাব তাদের উপর আসা থেকে অথবা কিয়ামত আসা থেকে তাদের উপর

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ② قُلْ هُنَّ لِي سَيِّئَاتٍ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ تَت

আকস্মিকভাবে—এমতাবস্থায় যে, তারা টেরও পাবে না<sup>১০৮</sup>। ১০৮. (হে নবী) আপনি বলে দিন—এটাই আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে ডাকি ;

③ أَفَأَمِنُوا ④ (ا+ف+امنوا)-তবে কি তারা নিরাপদ হয়ে গেছে ; তাদের উপর আসা থেকে ; او-অথবা ; الله-আল্লাহর ; من-আযাব ; غاشية-সর্ব্ব্বাসী ; تأتيهم-তাদের উপর আসা থেকে ; الساعة-কিয়ামত ; بغتة-আকস্মিকভাবে ; و-এমতাবস্থায় যে ; هم-তারা ; لا يشعرون-টেরও পাবে না ⑤। ⑥ قُل-আপনি বলে দিন ; هُنَّ-এটাই ; لي-আমার পথ ; سيئاتي-আমি ডাকি ; إلى-দিকে ; الله-আল্লাহর ;

যেমন ব্যবহার করে তেমনি জন্তু-জানোয়ারও ব্যবহার করে ; কিন্তু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা চিন্তা-ভাবনা করার মগজ দিয়েছেন যা জন্তু-জানোয়ারকে দেননি। সুতরাং মানুষ শুধুমাত্র পানির ব্যবহারিক মূল্যই জানবে না ; বরং মানুষ এই পানি থেকে চিন্তা-ভাবনা করে এর পেছনে যে মহাসত্য লুকিয়ে আছে তথা পানির স্রষ্টা মহান আল্লাহকে খুঁজে পাবে এটাই হবে মানুষোচিত কর্তব্য ; নচেৎ মানুষ ও পশুতে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

৮০. অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই শিরক-মিশ্রিত ঈমানের অধিকারী। আর এটা হলো আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা না করা তথা উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করার কুফল। মানুষ কখনো আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না, তাই এদের সংখ্যা বিরল ; কারণ সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মানা তার সাধ্যের বাইরে। মানুষ যে ভুলের মধ্যে পড়ে আছে তা হলো—তারা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা-ইখতিয়ার অধিকারে অন্যদেরকে শরীক করা। আর এ শিরকের দ্রাব্ধিতেই অধিকাংশ মানুষ পড়ে আছে। অথচ তারা যদি আসমান যমীনের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে তাদের ঈমানে শিরক-এর মিশ্রণ ঘটতো না—তাদের ঈমান হতো খালিস ঈমান।

৮১. ভবিষ্যতের সংবাদ মানুষের জ্ঞানের বাইরে রাখার উদ্দেশ্য হলো সময় আছে মনে করে মানুষ যেন উপস্থিত সুখ-শান্তিকে স্থায়ী মনে করে পরকালের ব্যাপারকে ভবিষ্যতের জন্য তুলে না রাখে। কার জীবনকাল কতদিন আছে তা কাউকে জানতে দেয়া হয়নি, কখন যে কার মৃত্যুর পরওয়ানা এসে পড়বে তা কেউ-ই বলতে পারে না। তাই

عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحٰنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱنٓأَمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝

সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে তারাও ;  
আর আল্লাহ মহান পবিত্র<sup>১১</sup> এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই ।

﴿١٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِيٓ إِلَىٰهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ

১০৯. আর আমি জনপদবাসীদের মধ্য থেকে আপনার পূর্বে যাদের প্রতি ওহী  
পাঠিয়েছি তাদেরকে পুরুষ ছাড়া প্রেরণ করিনি ;

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ

তবে কি তারা যমীনে ভ্রমণ করেনি তাহলে তারা দেখতে পেতো—কেমন হয়েছিল  
তাদের পরিণাম যারা

مِن قَبْلِهِمْ وَلَكَ ٱرْءَآءُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ছিল তাদের পূর্বে ; আর অবশ্যই আখিরাতের আবাস তাদের জন্য উত্তম যারা  
তাকওয়া অবলম্বন করে ; তবে কি তোমরা বুঝতে পারো না<sup>১২</sup> ?

সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমি; এবং; যারা তারাও;  
-الله; মহান পবিত্র; আর; আমার অনুসরণ করে; (اتبع+নি)-আমার অনুসরণ করে;  
﴿١٥٥﴾-মুশরিকদের; দলভুক্ত; আমি; নই; এবং; আল্লাহ;  
আপনার পূর্বে; (من+قبل+ক)-আপনার পূর্বে; আমি প্রেরণ করিনি; مَا أَرْسَلْنَا; আর;  
-মধ্য; مِنْ; প্রতি; যাদের প্রতি; نُوحِيٓ-ওহী পাঠিয়েছি; رَجَالًا; ছাড়া;  
-আর; (ف+لم)-আমি; (ف+ينظروا)-তবে কি তারা ভ্রমণ করেনি; فِي ٱلْأَرْضِ-যমীনে; (يسروا)-  
-তাহলে তারা দেখতে পেতো; كَيْفَ-কেমন; كَانَ-হয়েছিল; عَاقِبَةُ-পরিণাম; الَّذِينَ;  
-তাদের যারা ছিল; (من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে; وَأرءاءُ-আবাস; (ال+آخرة)-আখিরাতের; خَيْرٌ-উত্তম; لِّلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা;  
-তাকওয়া অবলম্বন করে; أَفَلَا تَعْقِلُونَ; তবে কি তোমরা বুঝতে পারো না ।

ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হলে এখনই সময়, কারণ আগামী কাল সময়  
পাওয়া যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জীবনের চলার পথটি ভুল না-কি সঠিক তা  
এখনই যাঁচাই করে ঠিক করে নিতে হবে; ভুল হয়ে থাকলে তা এখনই শুধরে নিতে হবে ।

﴿١١٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۗ

১১০. এমনকি যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়লো এবং তারা ভাবতে শুরু করলো যে, তাদেরকে অবশ্যই মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখনই-তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছলো ;

﴿١١١﴾ فَنَجَّىٰ مِّنْ نَّسَاءِ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۗ

অতপর তাকেই উদ্ধার করা হলো, যাকে আমি (যুক্তি দিতে) চাই ; আর আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে রদ করা হয় না ।

﴿١١٠﴾ حَتَّىٰ-এমন কি ; إِذَا-যখন ; اسْتَيْسَسَ-নিরাশ হয়ে পড়লো ; الرُّسُلُ-রাসূলগণ ; وَ-এবং ; ظَنُّوا-তারা ভাবতে শুরু করলো ; أَنَّهُمْ-যে তাদেরকে ; قَدْ كُذِّبُوا-অবশ্যই মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে ; جَاءَهُمْ-তখনই এসে পৌঁছলো ; نَصْرُنَا-তাদের নিকট ; فَ-অতপর তাকেই উদ্ধার করা হলো ; نَجَّىٰ-অতপর তাকেই উদ্ধার করা হলো ; مِّنْ-যাকে ; نَّسَاءِ-আমি চাই ; وَ-আর ; لَا يُرَدُّ-রদ করা হয় না ; بَأْسُنَا-(বাস+না)-আমার শাস্তি ; عَنِ-থেকে ; الْقَوْمِ-সম্প্রদায় ; الْمُجْرِمِينَ-অপরাধী ।

৮২. অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার-এর ব্যাপারে এরা যা কিছু ধারণা করছে, মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর প্রতি যেসব দুর্বলতা ও অক্ষমতা আরোপ করছে, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। শিরক-এর অনিবার্য ফল হিসেবে যেসব দোষ-ত্রুটি, ভুল ভ্রান্তি ও খারাপ ধারণা আল্লাহর প্রতি আরোপিত হয়, তার কোনোটিই তাঁকে স্পর্শ করে না ।

৮৩. অর্থাৎ এ সকল কাফিররা যে, আপনার কথার প্রতি মনযোগ দেয় না তার কারণ হলো—তারা মনে করে যে, লোকটি আমাদের মধ্যে জন্মালাভ করেছে, তার শিশুকাল কেটেছে আমাদের মধ্যে, কৈশোর এবং যৌবনও কেটেছে আমাদের সমাজেই ; এখন হঠাৎ করে সে নবুওয়াতের দাবী করছে—এটা কি করে মেনে নেয়া যায় ! এর উত্তরে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, এরা তো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে, এরা কি অতীতের নবীদের কথা শুনেনি যে, তারা যে জনপদে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে সেই জনপদেরই অধিবাসী তারা ছিল। আল্লাহ তা'আলা নবী হিসেবেতো আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠাননি অথবা অন্য কোনো দেশ থেকে কেউ হঠাৎ করে এসে কোনো নবী নবুওয়াত দাবী করে বসেননি। এরা কি দেখেনি যে, যেসব জাতি তাদের নবীদের দাওয়াত গ্রহণ না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনা অনুসরণ করে চলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। এরাতো নিজেদের ব্যবসা উপলক্ষে আদ, সামূদ, মাদইয়ান ও লূত জাতির এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে, সেখানে কি এরা শিক্ষা গ্রহণ করার মত কিছুই পায়নি। এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির পরিণাম থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত যে, পরকালে

﴿١١١﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا

১১১. নিঃসন্দেহে তাদের কাহিনীসমূহের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ; এটা (কুরআন) এমন বাণী নয়

يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ

যা মিথ্যা রচিত, বরং এটা তাদের সামনে যা বর্তমান (পূর্বেকার কিতাব) তার সত্যায়ণ এবং বিশদ বিবরণ

كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

প্রত্যেক বিষয়ের<sup>৮৪</sup> এবং হিদায়াত ও রহমত সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে।

﴿١١١﴾ তাদের কাহিনী (قصص+هم)- (قصص+هم)- তাদের কাহিনী ; মধ্যে-فِي ; নিঃসন্দেহে রয়েছে-لَقَدْ كَانَ ﴿١١١﴾ সমূহের ; শিক্ষণীয় বিষয়-عِبْرَةً ; (ال+اولى+ال+الباب)- (ال+اولى+ال+الباب)-বুদ্ধিমান লোকদের জন্য ; مَا كَانَ-এটা ; حَدِيثًا-এমন বাণী ; يُفْتَرَى-যা মিথ্যা রচিত ; وَلَكِنْ-বরং ; تَصْدِيقَ-সত্যায়ণ ; الَّذِي-যা তার ; بَيْنَ يَدَيْهِ-তাদের সামনে বর্তমান ; هُدًى-এবং ; وَ-এবং ; تَفْصِيلَ-বিশদ বিবরণ ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; وَ-এবং ; يُؤْمِنُونَ-হিদায়াত ; (ال+قوم)- (ال+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; رَحْمَةً-রহমত ; وَ-ও ; وَ-যারা ঈমান রাখে।

তাদের জন্য আরও কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে। আর যারা নবীদের দাওয়াত অনুসারে নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছে তাদের জীবন দুনিয়াতে শান্তিময় ও নিরাপদ হয়েছে এবং পরকালেও তারা কল্যাণময় জীবনের অধিকারী হবে।

৮৪. এখানে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ বলতে মানব জাতির হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, কুরআন মাজীদে কৃষি, শিল্প, কারিগরী, অঙ্ক ও চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি দুনিয়ার সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১২শ রুকু' (১০৫-১১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রকৃতিতে এক আল্লাহর অস্তিত্বের অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব এসব নিদর্শন দেখে মানুষের শিক্ষালাভ করা কর্তব্য।

২. অনেক ঈমানদার লোক জ্ঞানের অভাবে শিরকে লিপ্ত রয়েছে। কি কি কাজে বা কথায় শিরক হয় তা জানা থাকলে তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় এবং অতীতের শিরক—এর জন্য তাওবা করে ক্ষমা লাভ করা যায়; কিন্তু অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে তাওবা করে ক্ষমা লাভের অনুভূতিও থাকে না। অতএব খাঁটি মু'মিন হওয়ার জন্য শিরক সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ অপরিহার্য কর্তব্য।

৩. বর্তমান যুগে মুসলমানরা যে সকল শিরকে লিপ্ত রয়েছে তন্মধ্যে রয়েছে—আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত করা, কারও কবর বা মাযারে নযর-নিয়ায পেশ করা, 'রিয়া' তথা লোক দেখানো ইবাদাত করাও শিরক।

৪. মানুষকে দীনের দিকে দাওয়াত দেয়া ছিল রাসূলের অপরিহার্য দায়িত্ব। রাসূলের এ দায়িত্ব তিনি তাঁর অনুসারীদের উপর দিয়েছেন। তাঁর সর্বোত্তম অনুসারী ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। অতপর কিয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিন দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের উপর দাওয়াতে দীনের এ দায়িত্ব বর্তেছে।

৫. যে বা যারা রাসূলের অনুসরণের দাবী করে, তাদের অবশ্যই কর্তব্য হলো রাসূলের দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে বিস্তার করা।

৬. নবী-রাসূলদের সকলেই মানুষ ছিলেন। তৎসঙ্গে তাঁরা ছিলেন আল্লাহর বান্দাহ তথা দাস। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার-ই দাওয়াত দিয়েছেন।

৭. রাসূলের নির্দেশ এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাতার ডাকে যারা সাড়া না দেয় বা অমান্য করে, তারা আল্লাহর আযাবকে নিজেদের উপর ডেকে আনে।

৮. দুনিয়াতে সফর করা এবং অতীতের জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করে তা থেকে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য।

৯. দুনিয়ার জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই এখানকার সুখ-দুঃখও ক্ষণস্থায়ী। আর আখিরাতের অবস্থান যেহেতু চিরস্থায়ী-তাই সেখানকার সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। সুতরাং মু'মিনের সকল ব্যাপারে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য।

১০. আখিরাতের সুখ-শান্তি 'তাকওয়া'র উপর নির্ভরশীল। তাকওয়া হলো আল্লাহকে সদা-সবদা অন্তরে উপস্থিত জেনে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করা।

১১. আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কুফরী। সুতরাং আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা অন্তরে জাগরুক রেখেই জীবনযাপন করতে হবে।

১২. নবী-রাসূলদের কাহিনী থেকে এবং অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করা সকল মানুষের জন্য মুক্তির উপায়।

১৩. কুরআন মাজীদ সকল মানুষের জন্যই রহমত ও হিদায়াত লাভের একমাত্র উপকরণ। তবে মু'মিনরা এটা থেকে রহমত ও হিদায়াত লাভ করে আখিরাতের মুক্তি অর্জন করে, আর কাফিররা এর রহমত ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে আখিরাতের আযাবের উপযুক্ত হয়।

১৪. কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও হিদায়াত সন্নিবেশিত রয়েছে এবং হিদায়াত সংক্রান্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। আর মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিদায়াত লাভ।

সূরা ইউসুফ সমাপ্ত

## সূরা আর রা'দ-মাদানী

আয়াত : ৪৩

রুকু' : ৬

## নামকরণ

সূরার ১৩ আয়াতে উল্লিখিত 'রা'দ' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'রা'দ' শব্দের অর্থ মেঘের গর্জন। এর অর্থ এ নয় যে, এতে মেঘের গর্জন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ হলো—এটা সেই সূরা যাতে 'রা'দ' শব্দের উল্লেখ আছে।

## নাখিলের সময়কাল

সূরা আর-রা'দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাকী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাখিল হয়েছে। সূরা আ'রাফ, সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফও এ সময়েই নাখিল হয়েছে।

## আলোচ্য বিষয়

মুহাম্মাদ (স) যা কিছু পেশ করেছেন তার সত্যতা প্রকাশ করাই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। আর একথাটা প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যা কিছু নাখিল করা হয়েছে তা-ই সত্য। অধিকাংশ মানুষ যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, এটা তাদের-ই ভুল। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্যে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতপর তা অমান্য করার ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, কুফর হলো নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা। এ নির্বুদ্ধিতা পরিহার করে ঈমানের পথে ফিরে আসার জন্য বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে উৎসাহ ও প্রেরণা। এ পর্যায়ে দরদপূর্ণ উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে ঈমানের পথে আনার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে।

অবশেষে মুহাম্মাদ (স)-এর উপর কাফিরদের উত্থাপিত অভিযোগ ও সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। ঈমানদারদের দীর্ঘ সংগ্রামের ক্লান্তি ও অস্থিরতা এবং আত্মাহার সাহায্যের অপেক্ষায় তাদের ব্যাকুলতা দূর করে তাদেরকে সান্ত্বনা দান করে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।



রুক' : ৬

১৩. আর রা'দ-মাদানী

আয়াত : ৪৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① الْمَرْفَعَةُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

১. আলিফ লাম মীম রা ; এ আয়াতগুলো (আল্লাহর) কিতাবের এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ② اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ

একমাত্র সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তাতে) ঈমান রাখে না। ২. তিনি আল্লাহ-ই যিনি উচ্চে স্থাপন করেছেন আসমানসমূহকে

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

কোনো খুঁটি ছাড়া<sup>২</sup>, তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ, তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন<sup>৩</sup> এবং নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন সূর্যকে

أَيُّتْ ; -ع- تِلْكَ ; -آلِف-ال- (এগুলোর অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) ; -الَّذِي-যা ; -و-এবং ; -و- (আল+কিতাব)- (আল্লাহর) কিতাবের ; -الْحَقُّ-সত্য ; -رَبِّكَ- (رب+ك)- (আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে) ; -مِنْ-পক্ষ থেকে ; -أُنزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; -إِلَيْكَ-আপনার প্রতিপালকের ; -أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; -لَكِنَّ-কিন্তু ; -وَلَكِنَّ-কিন্তু ; -لَا يُؤْمِنُونَ- (তাতে) ঈমান রাখে না। ২. -اللَّهُ-তিনি আল্লাহ-ই ; -الَّذِي-যিনি ; -رَفَعَ-উচ্চে স্থাপন করেছেন ; -السَّمَوَاتِ-আসমানসমূহকে ; -بِغَيْرِ-ছাড়া ; -عَمَدٍ-কোনো খুঁটি ; -ثُمَّ-তারপর ; -اسْتَوَىٰ- (তরুন+হা)- (আরশের উপর) সমাসীন হয়েছেন ; -عَلَى-উপর ; -الْعَرْشِ- (আল+আরশ)- (আরশের উপর) উপর ; -وَسَخَّرَ-নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন ; -الشَّمْسَ- (আল+শমস)-সূর্যকে ; -এবং ;

১. এ সূরাতে যা কিছু সামনের দিকে বলা হবে, তার ভূমিকাস্বরূপ একথাগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সন্বোধন করে বলেছেন। এতে বলা হয়েছে—'হে নবী ! আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা আল্লাহর কিতাব মহাশয় আল কুরআন ; আপনার জাতির লোকেরা তা মানুক বা না মানুক তাতে কিছু আসবে-যাবে না—আর এটাই একমাত্র সত্য।' এটা সত্য হওয়ার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ এ সূরায় পেশ করা

وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرَى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

ও চন্দ্রকে<sup>৪</sup>; এ ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত চলমান থাকবে<sup>৫</sup>; তিনিই সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন—তিনিই নিদর্শনাবলীর স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দেন<sup>৬</sup>

لِأَجَلٍ ; চলমান থাকবে ; يُجْرَى -চন্দ্রকে ; الْقَمَرَ (ال+قمر)- ; وَ-  
 الْأَمْرَ ; তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন ; يُدَبِّرُ -নির্দিষ্ট একটি ; مُسَمًّى (ال+اجل)-  
 الْآيَاتِ (+)- ; الْآيَاتِ ; তিনি স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দেন ; (ال+امر)-  
 (আইত)-নিদর্শনাবলীর ;

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) যে তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন তাহলো—১. 'ইলাহ' বা মা'বুদ হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর এ জন্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাত-বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী নয়। ২. এ দুনিয়ার জীবনের পর আরেক জীবন আছে। সেখানে এ জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। ৩. রাসূলুল্লাহ (স) যা কিছু মানুষের সামনে পেশ করছেন তা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নয়—আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করেছেন। এ সূরায় মূলত এ তিনটি বিষয়-ই বারবার ও নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ পর্যায়ে মানুষের মনে জাগ্রত সন্দেহ-সংশয় দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আসমানকে দৃশ্যমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু এতো বিশাল আসমান কিসের উপর ভর দিয়ে স্থির হয়ে আছে অথবা তা শূন্যে ভাসমান আছে তা আমাদের জানা নেই। শূন্যলোকে আমরা এমন কিছুই দেখতে পাই না যা এ আসমান ও অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রকে ধরে রেখেছে। তবে প্রতিটি জিনিসকে তার নিজ কেন্দ্রে ও কক্ষ আটক রাখার মতো একটি অদৃশ্য শক্তি অবশ্যই আছে—এটা আমরা অনুভব করতে পারি।

৩. আল্লাহ তা'আলার 'আরশ' বা সিংহাসনে আসীন হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি বুঝি কোনো আকার আকৃতিবিশিষ্ট সত্তা এবং দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যেভাবে সিংহাসনে বসেন এবং রাজকার্য পরিচালনা করেন তিনিও সেরূপ-ই তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করে বিশ্ব-পরিচালনা করেন। বরং এর অর্থ হলো—আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করে এমনিই ছেড়ে দেননি, এর পরিচালনাও তিনি নিজ হাতেই রেখেছেন। তিনি নিজেই এককভাবে এর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব নিজ হাতে রেখে দিয়েছেন। এ সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় নয়, যেমন কিছু কিছু লোক ধারণা করে থাকে। আর এটা বিভিন্ন খোদার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবস্থাপনাও নয়, যেমন অপর কিছু মূর্খ লোকের ধারণা; বরং এ ব্যবস্থাপনা সেই মহান সত্তার নিজ হাতে পরিচালিত যিনি এ বিশ্ব-জাহানের একক স্রষ্টা।

৪. আল্লাহ তা'আলা আসমানকে উর্ধে স্থাপন করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন—একথা প্রমাণের কোনো প্রয়োজন পড়েনি, কারণ যাদেরকে লক্ষ্য



لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءَ رَبِّكُمْ تَوْقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

সম্ভবত তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসী হবে। ৩. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি বিস্তৃত করে দিয়েছেন যমীনকে এবং সৃষ্টি করেছেন তাতে

- رَبِّكُمْ ; (ب+لقاء)-ইলাক্বা ; (لعل+كم)-ল'ল'কুম ;  
- آراء ; وَ ۝ ৩-আর ; تَوْقِنُونَ-নিশ্চিত বিশ্বাসী হবে ; (رب+كم)-  
(ال+ارض)-আরু ; (ال+ارض)-আরু ; (ال+ارض)-আরু ; (ال+ارض)-আরু ;  
- যমীনকে ; وَ-এবং ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; فِيهَا-তাতে ;

করে একথাগুলো বলা হয়েছে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। আল্লাহকে এসবের স্রষ্টা বলে মনে নিতেও তারা কুণ্ঠিত ছিল না। অন্য কোনো শক্তি এ কাজগুলো করতে পারে এ ধারণাও তারা করতো না। আর তাই এ কাজগুলোকে অন্য একটি কথার প্রমাণ হিসেবে এখানে পেশ করা হয়েছে। আর তাহলো—যেহেতু আল্লাহ-ই আসমানকে কোনো প্রকার খুঁটি ছাড়া সমুদ্রে স্থাপন করেছেন এবং সূর্য-চন্দ্রকে একটি নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন, সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কেউ—অন্য কোনো শক্তি নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের মালিক নয় এবং তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ হওয়ার অধিকারীও হতে পারে না।

৫. অর্থাৎ বিশ্বের এই নিখুঁত ব্যবস্থাপনা যেমন এর একক স্রষ্টা, সর্বময় কর্তৃত্বশালী ও সর্বজ্ঞানী একক সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় ; তেমনি এসব ব্যবস্থাপনার কোনো উপাদান বা কোনো একটি জিনিসও যে অবিদ্যমান নয় সেই প্রমাণও এটা থেকে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি জিনিসই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে ; অতপর তার চির অবসান ঘটে। আর এ বিশ্ব-জাহানও অনুরূপ ধ্বংসশীল, এর জন্যও একটা সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে ; সেই সময় শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিত তা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব কিয়ামত অবশ্যজ্ঞাবী—এটা অসম্ভব কিছু নয় ; বরং তা সংঘটিত না হওয়া-ই অসম্ভব।

৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) যেসব অকাট্য সত্যের দাওয়াত মানুষকে দিতেছেন, সেই সত্যের নিদর্শনাবলী দুনিয়ার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রয়োজন শুধু একটু অন্তরের চোখ দিয়ে দেখা এবং চিন্তা-ফিকির করা। মানুষ আসমান-যমীনের অগণিত অসংখ্য নিদর্শনাবলী দেখেই রাসূল (স)-এর দাওয়াতের সত্যতার প্রমাণ পেতে পারে।

৭. অর্থাৎ যেসব নিদর্শন এটা প্রমাণ করে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়, সেসব নিদর্শন দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও আল্লাহর আদালতে উপস্থিতি এবং শাস্তি বা পুরস্কার লাভের ব্যাপারে রাসূলের কথার সত্যতার প্রমাণও পাওয়া যায়। একটু চিন্তা করলেই এটা মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যে আল্লাহ এ বিশাল আসমানকে সৃষ্টি করে খুঁটি বিহীন অবস্থায় মহাশূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এত বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলমান রেখেছেন, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কিছুমাত্রও কঠিন হতে পারে না।

رَوَّاسِيَّ وَأَنْهَرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

পর্বতমালা ও নদ-নদী এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল ফলাদি  
সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

তিনি ঢেকে দেন দিনকে রাত দ্বারা ; নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সব  
লোকের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে ।

رَوَّاسِيَّ-পর্বতমালা ; وَأَنْهَرًا-নদ-নদী ; وَمِنْ كُلِّ-এবং ; الثَّمَرَاتِ-ফল-ফলাদি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; فِيهَا-তাতে ; زَوْجَيْنِ-জোড়ায় জোড়ায় ; يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা-ভাবনা করে ।  
يُغْشِي-তিনি ঢেকে দেন ; اللَّيْلَ-রাত দ্বারা ; النَّهَارُ-দিনকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَاتٍ-নিদর্শনাবলী ; يَتَفَكَّرُونَ-এমনসব লোকের জন্য ; يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা-ভাবনা করে ।

এ বিশাল আসমান, সূর্য-চন্দ্রও নির্দিষ্ট নিয়মে তাদের আবর্তন এটাও প্রমাণ করে যে, যে আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করে তাঁর অগণিত নিয়ামতের উপর ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই মানুষকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের থেকে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেবেন। কেননা মহাজ্ঞানী আল্লাহ সম্পর্কে কখনো এরূপ ধারণা করা যেতে পারে না যে, তিনি এ বিশ্ব-জাহান ও আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে সৃষ্টি করে এমনি ছেড়ে দিয়ে রাখবেন। তাদের থেকে কোনো হিসাব নেবেন না।

৮. তাওহীদ ও পরকাল-এর পক্ষে আসমান ও সূর্য-চন্দ্রের সৃষ্টি ও গতিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার পর এখানে দুনিয়ার সাথে আসমান ও সূর্য-চন্দ্রের সম্পর্ক নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি এবং তা থেকে নদ-নদী প্রবাহিত হওয়া ; যমীনের বুকে বিভিন্ন ফল-ফলাদি, গাছ-পালা ও নানাবিধ বাগ-বাগিচার উদ্ভব হওয়া এবং রাত-দিনের আবর্তন ইত্যাদি বিষয় আল্লাহর কুদরতেরই প্রমাণ বহন করে। এসব নিদর্শন থেকে সুস্পষ্টভাবে একথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ-ই এসব সৃষ্টি করেছেন, এতে অন্য কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। যদি এতে অন্য কোনো শরীক থাকতো, তাহলে এসব কিছুর মধ্যে যে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে তা থাকতো না। অতপর এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যে মহান ও সুবিজ্ঞ আল্লাহ এসবের স্রষ্টা, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র খেলালের বশে সৃষ্টি করেননি ; বরং তিনি মানুষের নিকট থেকে অবশ্যই তার ইহজীবনের সকল কাজ-কর্মের হিসাব নেবেন এবং তাদেরকে ইনসাফের ভিত্তিতে শাস্তি অথবা পুরস্কার দান করবেন।



وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ كُنَّا تُرْبَاءَ إِنْ أَنْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

৫. আর আপনি যদি আশ্চর্যবোধ করেন তবে আশ্চর্যের বিষয় তাদের কথা—‘যখন আমরা মাটি হয়ে যাব, তারপর কি আমরা নতুন করে সৃষ্ট হবো?’

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۝

ওরাই—যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে ;  
এবং ওদের গলদেশেই জিজির পড়ে থাকবে; ৬

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ۝

আর ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ী। ৬. আর তারা আপনার কাছে ত্বরান্বিত করতে দাবী করে

৫-আর ; وَإِنْ-যদি ; تَعْجَبَ-আপনি আশ্চর্য বোধ করেন ; (ف+عجب)-فَعَجَبٌ ; -আমরা كُنَّا ; -যখন إِذْ ; -তাদের কথা (قوله+هم)-قَوْلُهُمْ ; -সৃষ্ট (ل+ف+ي+خلق)-لَفِي خَلْقٍ ; -মাটি تُرْبَاءَ ; -তারপর কি আমরা إِنْ أَنْ ; -নতুন করে جَدِيدٍ ; -ওরাই أُولَئِكَ ; -অস্বীকার করেছে ; كَفَرُوا ; -যারা الَّذِينَ ; -তাদের প্রতিপালককে (ب+ر+ب+هم)-بِرَبِّهِمْ ; -এবং وَ ; -ওদের أُولَئِكَ ; -জিজির পরে থাকবে (ال+اغلل)-الْأَغْلَالُ ; -ওদের গলদেশেই (ف+ي+اعناق+هم)-فِي أَعْنَاقِهِمْ ; -আর وَ ; -ওরাই أُولَئِكَ ; -অধিবাসী أَصْحَابُ ; -জাহান্নামের (ال+نار)-النَّارِ ; -তারা هُمْ ; -সেখানে فِيهَا ; -আর وَ ; -চিরস্থায়ী থাকবে خَالِدُونَ ; -আর وَ ; -তারা আপনার কাছে ত্বরান্বিত করতে দাবী করে (يستعجلون+ك)-يَسْتَعْجِلُونَكَ ;

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার এ সৃষ্টি-বৈচিত্রের মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও তাওহীদের নিদর্শন রয়েছে। তিনি বিশ্ব-জাহানে কোথাও একই অবস্থা রেখে দেননি। একই যমীনের বিভিন্ন অংশ, রং-রূপ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। একই যমীনে একই পানির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ফল-ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। একই পাছের একই ফলের মধ্যেও আকার আকৃতি স্বাদ ও বর্ণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই মূল থেকে সৃষ্ট একাধিক কাণ্ডের মধ্যেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। যে বা যারা এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে তারা কখনো এ সৃষ্টি বৈচিত্রের বিষয়কে আশ্চর্যের বিষয় মনে করে না ; কারণ আল্লাহ তা‘আলা যে মহা যুক্তিবাদের ভিত্তিতে এ বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেছেন তা সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য নয়—বৈচিত্রই দাবী করে। সব যদি একই রকমের হয়ে যায়, তাহলে সৃষ্টিকর্মই অর্থহীন হয়ে যেতো।

بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ

মন্দের ব্যাপারে ভালোর আগে<sup>১৪</sup>; অথচ গত হয়ে গেছে বহু দৃষ্টান্ত তাদের পূর্বে;  
আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক তো

لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ○

মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের সীমালংঘন সত্ত্বেও এবং আপনার প্রতিপালক  
অবশ্যই শাস্তিদানেও কঠোর।

بِالسَّيِّئَةِ-মন্দের ব্যাপারে; قَبْلَ-আগে; الْحَسَنَةِ-(ال+حسنه)-ভালোর; وَ-অথচ;  
قَدْ خَلَتْ-গত হয়ে গেছে; مِنْ قَبْلِهِمْ-তাদের পূর্বে; الْمَثَلَتُ-(ال+مثلت)-বহু দৃষ্টান্ত;  
لذُو مَغْفِرَةٍ-(ل+ذو)-আপনার প্রতিপালকতো; رَبُّكَ-(رب+ك)-আর; نِشْرًا-নিশ্চয়; وَإِنَّ-আর;  
ظُلْمِهِمْ-সত্ত্বেও; عَلَى-মানুষের প্রতি; لِّلنَّاسِ-(ال+ناس)-ক্ষমাশীল; مَغْفِرَةٍ-(মগফ্রে)-  
তাদের সীমালংঘন; وَ-এবং; وَإِنَّ-অবশ্যই; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক;  
كَثِيرًا-কঠোর; الْعِقَابِ-(ال+عقاب)-শাস্তিদানেও।

১২. অর্থাৎ এ লোকদের পরকাল অস্বীকার প্রকারাণ্ডরে আত্মাহুকেই অস্বীকার এবং তাঁর কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলেরই অস্বীকার। কারণ তাদের পুনর্জীবন লাভকে অস্বীকার করার মধ্যে (নাউযুবিল্লাহ) আত্মাহ পুনর্জীবন দানে অক্ষম—এ বিশ্বাস নিহিত রয়েছে।

১৩. অর্থাৎ এ লোকেরা নিজেদের মূর্খতা, হঠকারিতা, নফসের খাহেশ ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ-অনুকরণের জিজ্ঞাসে আবদ্ধ হয়ে আছে। এরা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। তাদের অন্ধত্ব ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে এমনভাবে আটপেপুটে বেঁধে রেখেছে যে, তারা পরকালকে বিশ্বাসই করতে পারছেন না। যদিও তা একান্ত যুক্তিসংগত।

১৪. কাকিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতো যে, তুমিতো দেখছ যে, আমরা তোমার কথা অমান্য-অবিশ্বাস করছি, তাহলে যে আযাবের ভয় তুমি দেখাচ্ছ তা এখনি নিয়ে আসছে না কেন ?

কখনো কখনো তারা আত্মাহকে সম্বোধন করেই বলতো—‘হে আমাদের প্রতিপালক ! হিসাবের দিনের আগে আমাদের (শাস্তির) অংশ আমাদেরকে এখনই দিয়ে দাও।’ আবার কখনো তারা বলতো—‘হে আত্মাহ এটা (মুহাম্মাদ কর্তৃক আনীত দীন) যদি সত্যই তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো, অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের উপর নাযিল করো।’

আলোচ্য আয়াতে তাদের কথার জবাবে বলা হচ্ছে যে, এ মূর্খ লোকেরা ভালোর আগেই মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছে—তারা কল্যাণের আগেই অকল্যাণ কামনা করছে। আত্মাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে নিজেদের সংশোধনের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে সে সুযোগ

① وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ

৭. আর তারা ই বলে যারা কুফরী করেছে—‘কেন নাযিল করা হয় না কোনো নিদর্শন তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে’<sup>১৫</sup>

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

আপনিতো শুধু সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একজন সঠিক পথ প্রদর্শক।<sup>১৬</sup>

①-আর ; وَيَقُولُ-তারা ই বলে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لَوْلَا-কেন ; نُزِّلَ-নাযিল করা হয়নি ; عَلَيْهِ-তাঁর উপর ; آيَةٌ-কোনো নিদর্শন ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّهِ-তার প্রতিপালকের (رب+ه) ; إِنَّمَا-শুধু ; أَنْتَ-আপনিতো ; مُنذِرٌ-সতর্ককারী ; هَادٍ-একজন সঠিক পথপ্রদর্শক ; لِكُلِّ قَوْمٍ-(ل+কল+قوم)-প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে ; هَادٍ-একজন সঠিক পথপ্রদর্শক ।

গ্রহণের পরিবর্তে তারা আপনার কাছে অকল্যাণ ও আযাব চাচ্ছে—তাদের বিদ্রোহমূলক তৎপরতার তাৎক্ষণিক শাস্তির দাবী করছে ।

১৫. কাফিররা একথা এজন্য বলেনি যে, কোনো নিদর্শন দেখলেই তারা মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর উপর ঈমান আনবে; কেননা রাসূলের পবিত্র জীবন তাঁর আদর্শ শিক্ষার ফলে সাহাবায়ে কিরাম-এর জীবনের পরিবর্তন, কুরআন মাজীদে বর্ণিত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিয়াসমূহ দেখার পরও তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। তাদের এসব কথা ছিল ঈমান না আনার জন্য বাহানা ও ছল-চাতুরী মাত্র ।

১৬. অর্থাৎ এসব লোকদেরকে শাস্ত ও পরিতৃপ্ত করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব তো শুধু তাদেরকে গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়ে সজাগ সতর্ক করে দেয়া। তাদের ভুল কর্মনীতি ও আচরণের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। অতীতেও প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে একজন না একজন পথ-প্রদর্শনকারী নিযুক্ত করে এ কাজ করানো হয়েছে। বর্তমানেও আপনার দ্বারা এ দায়িত্বই পালন করানো হচ্ছে। অতপর যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে অথবা গাফলতির নিদ্রায় পড়ে থাকবে।

১ম রুকু' (আয়াত ১-৭)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহর কিতাব যা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে ।

২. কেউ মানুষ বা না মানুষ, কুরআন মাজীদের দেখানো পথই একমাত্র সত্য পথ ।

৩. আল্লাহ তা'আলা আমাদের দৃশ্যমান আসমানকে কোনো খুঁটি ছাড়াই সুউচ্চে স্থাপন করে এবং সূর্য ও চাঁদকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত চলার নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। প্রাকৃতিক জগতের এ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা থেকেই আমরা আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ পাই। অতএব আমাদের সকল প্রকার ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সকল চাওয়া একমাত্র তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

৪. আমাদের দৃশ্যমান জগতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে যেসব প্রমাণ রয়েছে তাতেই সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আমাদেরকেও অনর্থক খেয়ালের বশে সৃষ্টি করেননি; আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। অতএব তাঁর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারকে সুদৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করতে হবে।

৫. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতে হবে, তাহলেই তাঁর সম্পর্কে ধারণা প্রশস্ত হবে এবং ঈমান ময়বুত হবে।

৬. আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে; আর তাহলেই সঠিক জ্ঞান লাভ হবে এবং জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।

৭. আখিরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে। এরপরও আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। এমন হঠকারী মানুষের জন্যই জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অতএব আমাদেরকে এ ব্যাপারে সজাগ-সচেতন হতে হবে।

৮. আখিরাতে অবিশ্বাস মানুষের জীবনকে বন্নাহীন করে দেয়। কাফিররা আখিরাতে বিশ্বাস করে না। তাই তারা বন্নাহীন জীবন যাপন করে; ফলে তারা শান্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী। অপরদিকে আমরা যারা আখিরাতে বিশ্বাসের দাবীদার তাদের জীবনও যদি বন্নাহীন হয় তাহলে এ বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই; তাই শান্তি থেকে রেহাই পাবার আমাদের কোনো অধিকার নেই। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই আখিরাতে বিশ্বাসকে বিশ্বাসের অনুকূলে কাজ করার মাধ্যমে সুদৃঢ় করতে হবে।

৯. আল্লাহর আযাব সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে জীবনযাপন করা যেমন মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তেমনি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

১০. প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেই আল্লাহ পথ-প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। শেষ নবীর পর আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না; কিন্তু তার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল দীনের দাওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করে যাবে। তাদের দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তদনুযায়ী জীবনযাপন করবে, তারা ই আখিরাতে মুক্তি পাবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-৮

আয়াত সংখ্যা-১১

الله يعلم ما تحمِلُ كُلُّ اُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُ

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ু যা কমায় ও যা বাড়ায়  
আল্লাহ তা জানেন ;

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ

আর প্রত্যেক বস্তুর একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তাঁর নিকট রয়েছে<sup>১১</sup>। ৯. যা দেখা যায়  
না এবং যা দেখা যায় তা সবই তিনি অবগত তিনি-ই মহান

الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ اَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ

সর্বোচ্চ মর্যাদার চির-অধিকারী। তাঁর কাছে একই সমান—তোমাদের মধ্যে কেউ  
তার কথা নিঃশব্দে বলুক বা সশব্দে

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهٗ مُعَقَّبَاتٌ

এবং সমান সে-ও-যে রাতের আঁধারে আত্মগোপনকারী বা দিনের আলোয়  
বিচারণকারী। ১১. তাঁরই নিয়োজিত পাহারাদার রয়েছে

الله-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-তা যা ; كُلُّ-প্রত্যেক ; ৮-প্রত্যেক ;  
اُنْثَى-নারী ; وَ-এবং ; مَا-যা ; تَغِيضُ-কমায় ; الْاَرْحَامُ-(ال+আরাম)-জরায়ু ; وَ-এবং ;  
تَزِدَادُ-বাড়ায় ; وَ-আর ; كُلُّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বস্তুর ; عِنْدَهُ-(عند+হে)-  
তাঁর নিকট রয়েছে ; بِمِقْدَارٍ-(ب+মقدار)-একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ৯-তিনি অবগত ;  
الْغَيْبِ-(ال+غيب)-যাঁ দেখা যায় না তথা গোপন ; وَالشَّهَادَةِ-(ال+شهادة)-  
যাঁ দেখা যায় তথা প্রকাশ্য ; الْكَبِيرِ-(ال+كبير)-তিনি-ই মহান ; الْمُتَعَالِ-(ال+متعال)-  
সর্বোচ্চ মর্যাদার চির অধিকারী ১০-সواء-একই সমান ; مَنْ-তোমাদের মধ্যে ;  
اَسْرَأَ الْقَوْلَ-(ال+قول)-কথা ; وَمَنْ-কেউ ; جَهَرَ بِهٖ-সশব্দে  
বলুক ; مُسْتَخْفٍ-(مستخف)-আত্মগোপনকারী ; بِاللَّيْلِ-(ب+ال+ليل)-  
রাতের আঁধারে ; وَسَارِبٌ-(ب+ال+سارِب)-বিচারণকারী ; بِالنَّهَارِ-(ب+ال+نهار)-  
দিনের আলোয় ১১-لَهٗ-তাঁরই নিয়োজিত ; مُعَقَّبَاتٌ-পাহারাদার রয়েছে ;



مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

প্রত্যেকের সামনে ও পেছনে, তারা আল্লাহর হুকুমে তারা হিফায়ত করে<sup>১৮</sup> ;  
নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

কোনো জাতির অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের  
অবস্থা বদলায় ; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন

بِقَوْمٍ سَوَاءٍ ۗ فَلَا مَرَدَّ لِنَهْيِهِ ۗ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنَ آلٍ ۝

অমঙ্গল জনক কিছুর কোনো জাতি সম্পর্কে, তখন তা রহিত হবার নয় ;  
এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক-ই নেই।<sup>১৯</sup>

(-من+خلف+হে)-مِنْ خَلْفِهِ ; -وَ- ; -সামনে-(من+بين+يدى+হে)-مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ  
প্রত্যেকের পেছনে ; -يَحْفَظُونَهُ-তারা হিফায়ত করে ; -مِنْ أَمْرِ-হুকুমে ;  
-مَا ب-+ )-مَّا بِقَوْمٍ ; -بَدَلَانِ-لَا يُغَيِّرُ ; -আল্লাহ-اللَّهُ ; -নিশ্চয়ই-إِنَّ ; -আল্লাহর-اللَّهُ  
-مَا- ; -تَارَا-يُغَيِّرُوا ; -যতক্ষণ না-حَتَّى ; -কোনো জাতির অবস্থা-(قَوْم-  
-أَرَادَ- ; -যদি-إِذَا ; -আর-وَ ; -নিজেরা নিজেদের অবস্থা-(مَا ب+انفس+হে)-بِأَنفُسِهِمْ  
-ইচ্ছা করেন ; -কোনো জাতি সম্পর্কে-(ب+قوم)-بِقَوْمٍ ; -আল্লাহ-اللَّهُ ;  
-তখন রহিত হবার নয় ; -তখন রহিত হবার নয়-(ف+لامرد)-فَلَا مَرَدَّ ;  
-এবং-وَ ; -কোনো-مِنْ ; -তিনি ছাড়া-(من+دون+হে)-مَنْ دُونِهِ ; -তাদের-لَهُمْ ; -নেই-مَا ;  
-অভিভাবক-وآل

১৭. অর্থাৎ মায়ের গর্ভে সন্তানের জীবন লাভ ও বেড়ে উঠা ; তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধি সবই আল্লাহ তা'আলার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ অনুসারেই হয়ে থাকে। সুতরাং সন্তানের সবকিছুই সুখমভাবে গড়ে উঠে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহতো সর্বদ্রষ্টা ; অতপর পেছনে সার্বক্ষণিকভাবে তার গতিবিধি ও কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করছে। এ মহাসত্য প্রকাশ করে বুঝানো হচ্ছে যে, তোমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, তোমরা আল্লাহর রাজত্বে দায়িত্বহীন নও ; তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে—একথা স্মরণ রেখেই তোমাদের জীবন গড়তে হবে। বলাহীন জীবন তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ যদি কোনো জাতির অকল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে জাতিকে তাদের বদ আমলের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝﴾

১২. তিনিতো সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে ভয় ও আশার সঞ্চারণ কল্পে বিজলী দেখান এবং তিনিই ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।

﴿وَيَسِّرُ الرِّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةَ مِنْ خِيفَتِهِ ۗ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ ۝﴾

১৩. আর বজ্র-বিদ্যুতের আওয়াজ প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে<sup>১০</sup> এবং ফেরেশতারাও—তাঁর ভয়ে<sup>১১</sup>, আর তিনিই বজ্রপাত করেন

﴿فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُرُّ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝﴾

এবং তা দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকেই আঘাত করেন, আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় অথচ তিনি কঠোরভাবে পাকড়াওকারী।<sup>১২</sup>

﴿هو-তিনি তো ; -الَّذِي-সেই সত্তা যিনি ; -يُرِيكُمْ- (ব্রী+কম)-তোমাদেরকে দেখান ; -এবং ; -و- ; -طَمَعًا-আশা সঞ্চারণকল্পে ; -و- ; -الْبَرْقَ- (ব্রক+ব্রক)-বিজলী ; -الْثِقَالَ- (অল+অল)-ভারী ; -السَّحَابَ- (অল+সহাব)-মেঘমালা ; -يُنشِئُ-সৃষ্টি করেন ; -الْمَلٰئِكَةَ- (মল+ইক)-তাঁর প্রশংসা সহকারে ; -و- ; -يُسِّرُ-পবিত্রতা ঘোষণা করে ; -الرِّعْدَ- (রঈ+ঈদ)-বজ্র বিদ্যুতের আওয়াজ ; -و- ; -مِنْ خِيفَتِهِ- (মিন+খিফে)-তাঁর ভয়ে ; -و- ; -يُرْسِلُ-তিনি পাত করেন ; -الصَّوَاعِقَ- (অল+স্বাওয়াক)-বজ্র ; -فَيُصِيبُ- (ফ+ইসিব)-আঘাত করেন ; -بِهَا- তা দিয়ে ; -يُجَادِلُونَ- (ইজাদিলুন)-বিতর্কে লিপ্ত হয় ; -و- ; -فِي اللَّهِ- (ফী+ইল্লাহ)-আল্লাহ সম্পর্কে ; -و- ; -شَدِيدُ الْمِحَالِ- (শদিদ+মিহাল)-পাকড়াওকারী।

এমন কোনো শক্তি কোনো পীর-আওলিয়া, জিন-ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে নেই। দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তাই করে যেতে থাকবে আর কোনো পীর-আওলিয়াকে নয়-নিয়ায় দিয়ে পার পেয়ে যাবে এমন ভুল ধারণায় পড়ে থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

২০. অর্থাৎ মেঘের গর্জনের মধ্যে আল্লাহর লা-শরীক, পবিত্রতা ও তাওহীদের ঘোষণা রয়েছে। যাদের গুনাটা জল্প-জানোয়ারের মত তারা শুধু মেঘের গর্জন-ই শুনতে পায় ; কিন্তু যারা বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে, তারাই মেঘের গর্জনের মধ্যেও তাওহীদের ঘোষণা শুনতে পায়।

২১. সকল যুগে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে তাদের দেবতা ও উপাস্য হিসেবে গণ্য করেছে। তাদের চিরায়ত ধারণা ছিল ফেরেশতারা আল্লাহর সার্বভৌম শাসন-ক্ষমতায় অংশীদার। এখানে এ ভিত্তিহীন ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে যে ; তারা আল্লাহর

⑤৪ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

১৪. সত্যের ডাক দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে তারা সাড়া-ই দেয় না

لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبَاسٌ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ

তাদের কোনো ডাকের, তারা তো মুখে যেন পানি পৌঁছে এ আশায় পানির দিকে দু'হাত প্রসারণকারী লোকের মত অথচ তাতে তা পৌঁছার নয় ;

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ⑤৫ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

আর কাফিরদের ডাকা-তো নিষ্ফল ছাড়া কিছু নয়। ১৫. আর আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمًا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ⑤৬ قُلْ

ও যমীনে—ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়<sup>২৪</sup> এবং (সিজদা করে) তাদের ছায়াগুলোও সকালে ও সন্ধ্যায়<sup>২৫</sup>। ১৬. আপনি জিজ্ঞেস করুন—

⑤৪ - ; وَ (ال+حق)-সত্যের ; دَعْوَةُ - ডাক দেয়ার ; لَهُ - অধিকার একমাত্র তাঁরই ; لَا يَسْتَجِيبُونَ - আর ; الَّذِينَ - যারা ; يَدْعُونَ - ডাকে ; مِنْ دُونِهِ - তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে ; تَارَا سَادَا - ই দেয় না ; لَهُمْ - তাদের ; بِشَيْءٍ - কোনো ডাকের ; إِلَّا - (ب+শি) - তার ; كَبَاسٌ - (ك+ب+اس) - তারাতো প্রসারণকারী লোকের মত ; كَفَيْهِ - (ك+ف+ي) - তাঁর ; إِلَى الْمَاءِ - (ال+ماء) - পানির ; لِيَبْلُغَ فَاهُ - যেন পানি পৌঁছে এ আশায় ; وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ - তাতে তা পৌঁছার ; فِي ضَلَالٍ - (ظ+لل) - তাতে ; دُعَاءُ - ডাকতো ; الْكَافِرِينَ - কাফিরদের ; مَا - নয় ; فِي السَّمَوَاتِ - আর ; يَسْجُدُ - সিজদা করে ; مَنْ فِي السَّمَوَاتِ - (مَنْ) - আসমানে ; وَالْأَرْضِ - (ال+ارض) - যমীনে ; طَوْعًا - (ط+و+ع) - ইচ্ছায় ; وَ - ও ; وَ - ও ; وَ - এবং ; وَ - (ظ+لل) - তাদের ছায়াগুলোও (সিজদা করে) ; وَالْأَصَالِ - (ال+اصال) - সকালে ; وَ - ও ; قُلْ - (ق+ل) - আপনি জিজ্ঞেস করুন ;

সার্বভৌম ক্ষমতায় অংশীদারতো নয়-ই, বরং তারা তাঁর একান্ত অনুগত হুকুম পালনকারী হিসেবে তাঁর ভয়ে সদা-কম্পিত আছে এবং তাঁরই তাসবীহ পাঠে রত আছে।

مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلِ أَفَأَتَّخِذُ تَمَرِينَ دُونَهُ

“আসমান ও যমীনের প্রতিপালক কে ?” আপনি বলে দিন, ‘আল্লাহ’<sup>২৬</sup> আপনি (তাদেরকে) বলুন যে, তোমরা কি বানিয়ে নিয়েছ তাঁকে ছাড়া

أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

(অন্যদেরকে) অভিভাবকরূপে যারা না ক্ষমতা রাখে নিজেদের লাভ করার আর না ক্ষতি করার, আপনি বলুন—সমান হতে পারে কি ?

- قُل - আসমান - السَّمَوَاتِ ; ও - وَ ; যমীনের - الْأَرْضِ ; কে - مَنْ ; প্রতিপালক - رَبُّ ; আপনি বলে দিন - أَفَأَتَّخِذُ تَمَرِينَ ; আল্লাহ - اللَّهُ ; তাদেরকে - (تَمَرِينَ) ; আপনি বলুন (তাদেরকে) - قُلِ ; আনু - (+) - أَفَأَتَّخِذُ تَمَرِينَ ; তোমরা কি বানিয়ে নিয়েছ - (ف) - أَتَّخِذُكُمْ ; তাঁকে ছাড়া - (مَنْ) - دُونَهُ ; অভিভাবকরূপে - أَوْلِيَاءَ ; তারা না ক্ষমতা রাখে - (لَا) - يَمْلِكُونَ ; নিজেদেরই - (لِ) - أَنْفُسِهِمْ ; লাভ করার - نَفْعًا ; আর - وَ ; লাভ করা - (لَا) - ضَرًّا ; না ক্ষতি করার - (هَلْ) - يَسْتَوِي ; আপনি বলুন - قُلِ ; সমান হতে পারে কি - (يَسْتَوِي) ;

২২. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে এসব মুশরিকরা না বুঝেই মূর্খতাসূলভ কথাবার্তা বলে। তারা একথা বুঝে না যে, তিনি যখন যাকে ইচ্ছা কঠোরভাবে পাকড়াও করতে পারেন; কেননা কৌশল ও উপায়-উপাদানের তাঁর কোনো অভাবই নেই। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা তাদের বুদ্ধির পরিচায়ক নয়—বোকামীর পরিচায়ক।

২৩. সত্য যেহেতু একমাত্র তাঁরই অধিকারে সেহেতু সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে। অথবা এ আয়াতের অর্থ—যে কোনো ব্যাপারে তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা বা চাওয়াই প্রকৃত সত্যনীতি; কারণ কোনো কিছু দেয়া না দেয়া বা কোনো বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার সর্বময় ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র তার-ই রয়েছে। আর তার নিকটই দোয়া-প্রার্থনা করা সকলের কর্তব্য।

২৪. এখানে ‘সিজদা’ দ্বারা অনুগত ও আদেশ পালনে মাথা নত করে দেয়া বুঝানো হয়েছে। আসমান ও যমীনের সকল মাখলুক তথা সৃষ্টিই আল্লাহর আদেশ পালনে নিরত রয়েছে। তাঁর ইচ্ছার বিপক্ষে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। যারা মু’মিন তারা আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে; আর যারা কাফির তারা অনিচ্ছা সহকারেও তা করতে বাধ্য হয়। কারণ আল্লাহ তা’আলার প্রাকৃতিক আইনের খেলাপ করার সাধ্য কারও নেই।

২৫. সকল কিছুর ছায়া যে সকাল বেলা পশ্চিম দিকে ও বিকেল বেলা পূর্ব দিকে ঝুঁকে পড়ে এখানে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এগুলো যে কোনো একক স্রষ্টার আইনের অধীন সেটাই প্রমাণিত হয়।

الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَةَ أَأَهْلٌ تَسْتَوِي الظُّلْمَتُ وَالنُّورُ أَأَجْعَلُونَ

অন্ধ ও দৃষ্টিমান লোক<sup>২৭</sup> ? অথবা, অন্ধকার ও আলো কি সমান ?  
তবে কি তারা ঠিক করে নিয়েছে

لِلَّهِ شُرَكَاءُ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ

আল্লাহর জন্য এমন শরীক, যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি  
তাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে<sup>২৮</sup> ? আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ-ই হলেন স্রষ্টা

অন্ধ (ال+اعمى)-অন্ধ ; ও-ও ; -বصير)-দৃষ্টিমান লোক ; -অথবা ;  
-النور)-আলো ; ও-ও ; -الظلمت)-অন্ধকার ; -সমান কি ;  
-الخلق)-আলো ; -তবে কি ; -جعلوا)-তারা ঠিক করে নিয়েছে ;  
-শরীক ; -আল্লাহর জন্য ;  
-তাঁর সৃষ্টির মত ; -كخلق)-তাঁর সৃষ্টির মত ;  
-ফেলে দিয়েছে ; -فتشابه)-যে কারণে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে ;  
-সৃষ্টি ; -الخلق)-সৃষ্টি ;  
-স্রষ্টা ; -الله)-আল্লাহ-ই হলেন ; -قُل)-আপনি বলে দিন ; -عليهم)-তাদেরকে ;

২৬. কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে কাফিরদের নিকট প্রশ্ন করার এবং তার জওয়াব দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাফিররা এ জাতীয় প্রশ্নের জবাবে নীরব থাকত ; কেননা তারা নিজেরাও জানতো এবং বিশ্বাসও করতো যে আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ ; কিন্তু তারা তা মুখে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ মুখে স্বীকার করে নিলেতো তাওহীদকে স্বীকার করে নিতে হয়। তাহলে তাদের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে পরিত্যাগ করতে হয় এবং শিরকের কোনো অবকাশ বা সুযোগ থাকে না। আর এজন্যই তারা এ প্রশ্নের জবাবে নীরবতা অবলম্বন করতো।

২৭. বিশ্ব-জগতের সর্বত্র—মানুষের নিজের পরিবেশ প্রতিবেশে ; উদ্ভিদের প্রতিটি পত্র-পল্লবে, মাটির প্রতিটি অণুতে সৃষ্টিকর্তার যে নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা একমাত্র অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই দেখতে পারে—আল্লাহর একত্বের এসব উজ্জ্বল নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও যেসব লোক তা বুঝতে পারে না, তারা প্রকৃতপক্ষে 'অন্ধ' ছাড়া আর কি হতে পারে ? সুতরাং এসব প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী দেখে যারা আল্লাহর আনুগত্যে মাথা পেতে দেয়—সেসব লোকেরা কখনো উল্লেখিত 'অন্ধ'দের সমান হতে পারে না। কারণ এসব 'অন্ধরা' চোখ থাকার সত্ত্বেও আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টির দাসত্ব করে—আল্লাহর সৃষ্টির সামনেই মাথা নত করে।

২৮. এখানে 'অন্ধকার' দ্বারা জাহিলিয়াতের তথা কুফর, শিরক ও মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে। আর 'আলো' দ্বারা দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। অন্ধ ও দৃষ্টিমান যেমন সমান

كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٩﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ

সকল বস্তুর এবং তিনি একক, সর্বজয়ী<sup>১০</sup>। ১৭. তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষন করেন, অতপর বহন করে নেয়

أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ

নদী-নালা তাদের প্রয়োজন অনুপাতে এবং প্লাবন বহন করে নেয় উপরিভাগের ফেনারাশি<sup>১১</sup>; আর যখন (কোনো পদার্থকে) তারা উত্তপ্ত করে

- الْقَهَّارُ ; -ال- (واحد)-একক ; -هُوَ-তিনি ; -و-এবং ; -و-বস্তুর ; -كُلِّ-সকল ; - (ال+سَّمَاء)-السَّمَاء ; -مِنْ-থেকে ; -أَنْزَلَ-তিনি বর্ষণ করেন ; - (ال+قَهَّار)-السَّيْلُ-সর্বজয়ী ; -فَسَالَتْ- (ف+سالت)-অতপর বহন করে নেয় ; -مِمَّا-পানি ; -و-আসমান ; -أَوْدِيَةً-নদী-নালা ; -فَاحْتَمَلَ- (ف+احتمل)-তাদের প্রয়োজন অনুপাতে ; -بِقَدَرِهَا- (ب+قدر+ها)-এবং বহন করে নেয় ; -السَّيْلُ- (ال+سيل)-প্লাবন ; -رَابِيًا-ফেনারাশি, আবর্জনা ; -و-আর ; -و-উপরিভাগের ; -مِمَّا يُوقِدُونَ- (مما+يوقدون)-যখন তারা উত্তপ্ত করে কোনো পদার্থকে ; -عَلَيْهِ-তার উপর ;

হতে পারে না, তেমনি অন্ধকার ও আলো কখনও সমান হতে পারে না। যে লোক আলোকোজ্জ্বল রাজপথের সন্ধান পেয়েছে সেতো কখনো অন্ধকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন ভীতি শংকুল অনিশ্চিত পথে পা বাড়াতে পারে না। তাই অন্ধকার ও আলো কখনো এক হতে পারে না।

২৯. অর্থাৎ সকল সৃষ্টিতে আল্লাহরই—এমনতো নয় যে, কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আর কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে এবং কোন্ কোন্ জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং কোন্ কোন্ জিনিস অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে তা জানার সুযোগ নেই, তাই তারা সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে ফেলছে। আসল কথা হলো মুশরিকরা নিজেরাও জানে যে, সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নেই, তারপরও তারা শয়তানের প্ররোচনায় এসব উপাস্যদের পূজা-অর্চনার নিয়ত রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আশরাফুল মাখলুকাত মানুষও কোনো কিছু করতে পারে না। মানুষ করতে পারে আল্লাহর সৃষ্টিতে রূপান্তর। কোনো মৌলিক বস্তু মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ একক ও সর্বজয়ী স্রষ্টা। সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ! এটা যেমন অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই, তেমনি তিনি যে একক ও সর্বজয়ী তা অস্বীকার করারও কোনো সুযোগ নেই। 'কাহ্‌হার' শব্দ দ্বারা এমন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে যিনি নিজ শক্তিতে সকলের উপর হুকুম চালায় ও সকলকেই পরাজিত-পরাজিত এবং অধীন করে নেয়।

فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۗ كَذَلِكَ

আগুনে-অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে একইভাবে  
ফেনারশি উপরে উঠে আসে<sup>৩২</sup> ; এভাবেই

يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ

আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে থাকেন হক ও বাতিলের ; অতপর যা ফেনা আবর্জনা তা চলে  
যায় অপ্রয়োজনীয় হিসেবে ;

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা যমীনে থেকে যায় ; এভাবেই বুঝিয়ে দেন

اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَالَّذِينَ

আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে । ১৮. কল্যাণতো তাদের জন্য যারা তাদের প্রতিপালকের  
ডাকে সাড়া দেয় ; আর যারা

বা-আ ; অলংকার-হলি়ে ; তৈরির উদ্দেশ্যে-ابتغاء ; আগুনে- (فى+ال+نار)-فى النار ;  
(مثل+ه)-مِثْلُهُ ; উঠে আসে ; ফেনারশি, আবর্জনা উপরে উঠে আসে ; زَبَدٌ-তৈজসপত্র ;  
-একইভাবে ; كَذَلِكَ-এভাবেই ; يَضْرِبُ-উদাহরণ দিয়ে থাকেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;  
-ফ+আ+)-فَأَمَّا الزَّبَدُ ; বাতিলের- (ال+باطل)-الْبَاطِلُ ; ও-وَ ; হক- (ال+حق)-الْحَقُّ ;  
-অতপর যা ফেনা আবর্জনা ; -অপ্রয়োজনীয়-جُفَاءً ; তা চলে যায় ; -আবর্জনা- (ال+زبد)  
-হিসেবে ; -আর-وَأَمَّا ; -যা-مَا ; উপকারে আসে ; -মানুষের-النَّاسُ ; -  
-এভাবেই-كَذَلِكَ ; তা থেকে যায় ; -যমীনে- (فى+ال+ارض)-فى الارض ; -  
-বুঝিয়ে দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; -উদাহরণ দিয়ে- (ال+امثال)-الْأَمْثَالَ ;  
-তাদেরই জন্য যারা ; -সাড়া দেয় ; - (ل+رب+هم)-لرَبِّهِمْ ;  
-তাদের প্রতিপালকের ডাকে ; - (ال+حسنى)-الْحُسْنَىٰ ; -আর-وَ ; -যারা-الَّذِينَ ;

৩১. আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর অবতীর্ণ জ্ঞানকে বৃষ্টিধারার  
সাথে তুলনা করেছেন। আর মু'মিন তথা সুস্থ-প্রকৃতির মানুষদেরকে নদ-নদীর সাথে  
এবং তাগুতী তথা আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে ফেনারশি বা আবর্জনার সাথে তুলনা দিয়েছেন।  
ওহীর জ্ঞান থেকে মু'মিনরা তাদের সামর্থ অনুযায়ী তেমনি জ্ঞান আহরণ করে নেয়  
যেমন নদ-নদী বৃষ্টিধারার পানি সামর্থ অনুযায়ী ধারণ করে নিয়ে থাকে। অপর দিকে  
প্লাবনে আবর্জনা ও ফেনারশি পানির উপরিভাগে অধিক হারে দৃশ্যমান হলেও এসব  
ফেনারশি সহজেই বিলীন হয়ে যায়।

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের যদি যমীনে যা আছে তার সবই থাকত এবং তার সাথে আরো সমপরিমাণ।

لَا تَقْتَدُوا بِهِ أَوْلِيَّكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত<sup>৩৩</sup> ; এরাই তারা যাদের হিসাব হবে খুবই কঠোর<sup>৩৪</sup> ; এবং তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম ;

وَبِئْسَ الْمِهَادُ

আর তা কতইনা খারাপ ঠিকানা।

لَمْ يَسْتَجِيبُوا-তাদের (ان+لهم)-অন লুম্ ; لو-যদি ; لو-তাঁর ডাকে ; لم-সাড়া দেয় না ; في-যমীনে (في+ال+ارض)-ফি আরুয ; في-যা আছে ; وَمِثْلَهُ-এবং ; جَمِيعًا-তার সবই ; وَمِثْلَهُ-আরও সমপরিমাণ (مثل+ه)-মিল্ হু ; مَعَهُ-তার সাথে (مع+ه)-মে হু ; لَأَقْتَدُوا-তারা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত ; بِهِ-তা ; أَوْلِيَّكَ-এরাই তারা ; لَهُمْ-যাদের ; مَأْوَاهُمْ (+ماوى)-মাব্বাহুম্ ; الْحِسَابِ-হিসাব হবে (ال+حساب)-আল হিসাব ; وَسُوءٌ-খুবই কঠোর ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; وَ-আর ; بِئْسَ-তা কতইনা খারাপ ; الْمِهَادُ-ঠিকানা।

৩২. অর্থাৎ ধাতুকে কাজ তথা ব্যবহারোপযোগী করার জন্য আঙুনে যখন গলানো হয় তখন তার মধ্যকার ময়লা-আবর্জনা ফেনার আকারে অবশ্যই জেগে উঠবে এবং কিছু সময়ের জন্য তা দেখা যাবে।

৩৩. অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে এসব কাফির-মুশরিক তথা বাতিল শক্তির উপর এমন বিপদ আসবে যে, সারা দুনিয়া পরিমাণ ধন-সম্পদ এবং তার সম পরিমাণ আরও ধন-সম্পদ তাদের মালিকানায় থাকলেও তারা তা দিয়ে সেই বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইবে।

৩৪. হিসাব কঠোর হওয়ার অর্থ হলো—তাদের কোনো অপরাধ-ই ক্ষমা করা হবে না। আর এরূপ হিসাব তাদের থেকে নেয়া হবে যারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তৎপরতা চালিয়েছে। অপরদিকে যারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়ে জীবনযাপন করেছে, তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত সহজ। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, দুনিয়াতে মু'মিনের যে কষ্টই হোক না কেন—এমন কি যদি তার পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধে তাহলে এটাকে তার কোনো না কোনো গুনাহের



শান্তি গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসাব পরিষ্কার করে দেন। আল্লাহর দরবারে অবশ্যই তার হিসাব পেশ করা হবে কিন্তু তার হিসাব হবে অত্যন্ত সহজভাবে। তার নেক আমলের সার্বিক কল্যাণকারিতার দৃষ্টিতে তার অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেয়া হবে। আখিরাতে যার হিসাব কঠোর হবে সে অবশ্যই শান্তি পাবে।

### ২য় ব্লক' (আয়াত-৮-১৮)-এর শিক্ষা

১. মায়ের গর্ভে শিশুর প্রাণের উন্মেষ, প্রবৃদ্ধি ও সুস্থ গঠন প্রক্রিয়া একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে; এতে অন্য কোনো শক্তির কোনো হাত নেই এবং কখনো কোনো শক্তির এতে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হবে না।

২. দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর। কোনো সৃষ্টির পক্ষে এ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে না। কোনো মানুষও দৃশ্য অদৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত হতে পারে না।

৩. আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যেমন চিরন্তন তেমনি তাঁর সিফাত তথা বিশেষণগুলোও চিরন্তন। তিনি তাঁর সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের চির-অধিকারী।

৪. আল্লাহর নিকট মানুষের সশব্দ কথা ও শব্দহীন কথার মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য নেই, তেমনি তাঁর নিকট আলো-আঁধারের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

৫. প্রত্যেক মানুষের আগে-পিছে আল্লাহর নিয়োজিত ফেরেশতা পাহারারত রয়েছে, যারা তাঁর নির্দেশে তার হিফায়ত করে। সুতরাং দায়িত্বহীন জীবনযাপন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

৬. কোনো জাতি যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তন করে নেয় তখন আল্লাহ তা'আলাও নিজ কর্মপন্থা পরিবর্তন করে নেন। বিপরীত পক্ষে কোনো জাতি যদি নিজেদেরকে কল্যাণ ও আনুগত্যের দিকে পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় তখন আল্লাহও সেই জাতির ব্যাপারে নিজের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে নেন। সুতরাং নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নিজেদের সচেষ্ট হতে হবে এবং আল্লাহর উপর সঠিক তাওয়াক্কুল তথা ভরসা রাখতে হবে।

৭. মেঘ-বিজলীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে ভয় ও আশার সঞ্চার করেন, কারণ বজ্রপাত ধ্বংসের কারণ হতে পারে, আবার স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুপাতে বৃষ্টিপাত মানুষের জন্য কল্যাণকরও হতে পারে। সুতরাং এ সময় আল্লাহর নিকট ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে কল্যাণের দোয়া করা উচিত।

৮. বজ্র-বিদ্যুতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে বা যে কিছুকে মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত করে দিতে পারেন। সুতরাং এ সময় আল্লাহর নিকট দোয়া করা উচিত।

৯. উদ্ভিষিত প্রাকৃতিক অবস্থাও মানুষের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর কুদরতের চাক্ষুষ প্রমাণ। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার কোনো-ই অবকাশ নেই।

১০. আল্লাহর নিকট থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের নিকট ওহীরূপে যা এসেছে তা-ই একমাত্র সত্য। সুতরাং মানুষকে নবী-রাসূলদের ডাকেই সাড়া দিতে হবে। আর যে কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা-ই একমাত্র সত্য নীতি, যেহেতু দেয়া না দেয়ার ক্ষমতা-ইখতিয়ারও একমাত্র তাঁর-ই।

১১. কাফির-মুশরিকদের তাদের দেব-দেবীদের নিকট চাওয়া ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ এসব দেব-দেবীদের দেয়া না দেয়ার কোনো ক্ষমতা-ই নেই। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির নিকট কোনো কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী।

১২. বিশ্ব-চরাচরের সকল সৃষ্টি-ই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় আল্লাহর অনুগত। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে জীবনযাপন করাই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া আখিরাতে মানুষের জন্য কল্যাণকর।

১৩. প্রাকৃতিক জগতে আল্লাহর অস্তিত্বের যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, তা দেখে যারা আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সর্পে দেয় তারাই প্রকৃতপক্ষে চক্ষুমান। আর যাদের এসব দেখেও এ সম্পর্কে চিন্তা জাগ্রত হয় না তারা অন্ধই বটে। সুতরাং প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ঈমানের ময়বুতীর জন্য প্রয়োজন।

১৪. ঈমান ও আনুগত্যের পথই আলোর পথ। আর কুফর ও শিরকের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। সুতরাং আলোর পথে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব আমাদেরকে আলোর পথেই অগ্রসর হতে হবে।

১৫. শিরক ও কুফরের বাহ্যিক দাপট যত প্রবল-ই হোক না কেন, অবশেষে তা আবর্জনা ও ফেনার মতই নিঃশেষ হতে বাধ্য। এগুলো মানব জাতির জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সুতরাং মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে এগুলোর মূলোচ্ছেদ করা মু'মিনের মূল কাজ।

১৬. আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়া ও তার সমপরিমাণ সম্পদও কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং যে পথে সেখানে মুক্তি পাওয়া যাবে সেপথেই আমাদেরকে চলতে হবে। কারণ সেখানকার সফলতা-ই প্রকৃত সফলতা, আর সেখানকার ব্যর্থতা-ই প্রকৃত ব্যর্থতা।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩  
পারা হিসেবে রুকু'-৯  
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿۱۹﴾ أَمِّنْ يَعْلَمَنَّ أَنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ

১৯. যে ব্যক্তি জানে যে, যা-কিছু নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি তা-ই একমাত্র সত্য—সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? ৩৫

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۲۰﴾ الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

উপদেশতো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে থাকে। ৩৬

২০.—যারা পূরণ করে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা,

وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿۲۱﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ

এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না ৩৭। ২১. আর যারা সেই সম্পর্ক বজায় রাখে যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, ৩৮

﴿১৯﴾ أَمِّنْ-জানে; يَعْلَمَنَّ-জানে; أَنْزَلْنَا-নাযিল করা হয়েছে; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের; الْحَقُّ-একমাত্র সত্য; كَمَنْ هُوَ-সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে, অন্ধ; يَتَذَكَّرُ-উপদেশতো গ্রহণ করে থাকে; أُولُو الْأَلْبَابِ-(ال+الباب)-বুদ্ধিমান। ﴿২০﴾ الَّذِينَ-যারা; يُوَفُّونَ-পূরণ করে; بِعَهْدِ-(ب+عهد)-কৃত ওয়াদা-সাথে; اللَّهُ-আল্লাহর; وَلَا يَنْقُضُونَ-ভঙ্গ করে না; الْمِيثَاقَ-(ال+ميثاق)-চুক্তি; وَأَرْ-আর; الَّذِينَ-যারা; يَصِلُونَ-বজায় রাখে; مَا-যা; أَنْ يُوَصَّلَ-বজায় রাখতে; اللَّهُ-আল্লাহ; بِهِ-সেই সম্পর্ক; نِيرْدَش-নির্দেশ দিয়েছেন;

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের আনীত দীনের প্রতি যে নিসন্দেহে ঈমান আনে তথা বিশ্বাস করে এবং সে অনুসারে নিজের জীবন গড়ে, সেই ব্যক্তির আচরণ ও কাজ ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে না, যে রাসূলের আনীত দীনের প্রতি অবিশ্বাসী বা উদাসীন। আর যেহেতু তাদের আচরণ ও কাজ এক হতে পারে না; তাই তাদের পরিণামও এক হবে না।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের আনীত জীবনাদর্শ যারা গ্রহণ করে নিয়েছে তারা

وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا

এবং ভয় করে নিজ প্রতিপালককে আর ভয় করে কঠোর হিসাবের।

২২. আর যারা সবর করে

ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য<sup>৩৯</sup> এবং নামায কায়েম করে ও ব্যয় করে তা থেকে যে রিয়ক আমি তাদেরকে দিয়েছি—গোপনে

وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوْلِيكَ لِمَرْعَبِي الدَّارِ ۝

ও প্রকাশ্যে এবং প্রতিরোধ করে অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা<sup>৪০</sup> ; ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে পরকালের ঘর।

و-আর ; -নিজ প্রতিপালককে ; (رب+هم)-رَبُّهُمْ-ভয় করে ; وَيَخْشُونَ-এবং ; -আর ; (ال+حساب)-الحِسَاب-কঠোর ; سُوءُ-ভয় করে ; وَيَخَافُونَ-আর ; (رب+)-رَبَّهُمْ ; -সন্তুষ্টি ; وَجْهِ-লাভের জন্য ; ابْتِغَاءَ-সবর করে ; وَالَّذِينَ-যারা ; صَبَرُوا-তাদের প্রতিপালকের ; -এবং ; -ও ; (هم)-رَزَقْنَاهُمْ-কায়েম করে ; وَأَقَامُوا-তাদের প্রতিপালকের ; -এবং ; (من+ما)-مِمَّا-ব্যয় করে ; ابْتِغَاءَ-গোপনে ; -ও ; -এবং ; (ال+)-السَّيِّئَةَ-প্রকাশ্যে ; وَعَلَانِيَةً-প্রতিরোধ করে ; وَيَذَرُونَ-ন্যায় দ্বারা ; (ب+ال+حسنة)-بِالْحَسَنَةِ-অন্যায়কে ; - -عَفْبِي-ওরাই তারা ; لِمَرْعَبِي-যাদের জন্য রয়েছে ; (ال+دار)-الدَّار-পরকালের ; -ঘর।

বুদ্ধিমান-জ্ঞানী। অপর কথায় যারা এই জীবনাদর্শ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে তারা হলো বোকা—এরা নিজেদের প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে বে-খবর।

৩৭. এখানে সেই চুক্তির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে চুক্তি মানুষ সৃষ্টির সূচনাকালে ক্রহের জগতে মানুষের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। সূরা আ'রাফের ২২তম রুকু'তে এ সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা রয়েছে।

৩৮. অর্থাৎ সেসব সম্পর্ক যা আত্মীয়তা, সমাজ, আদর্শ তথা দীনের সাথে যুক্ত এবং এসব সম্পর্কের সত্যতা ও সঠিকতা সম্প্রহাতীত হওয়ার কারণে মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণ এগুলোর উপর নির্ভরশীল।

৩৯. অর্থাৎ আত্মাহর আদেশ পালন করতে গিয়ে যেসব ক্ষয়-ক্ষতি, বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়, তাতে সবর বা ধৈর্যধারণ করে। অপর দিকে তারা নিজেদের নফসের

﴿١٠﴾ جَنَّاتٍ عِدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَأَنْهَارٍ مِنْ أَبْوَابٍ وَأَزْوَاجٍ

২৩.—স্থায়ী নিবাস জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে ; এবং তাদের যারা সৎকাজ করেছে তাদের বাপ-দাদা ও পতি-পত্নী

وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তারাও ; আর প্রত্যেক দরজার মধ্য দিয়ে ফেরেশতারা তাদের নিকট প্রবেশ করবে

﴿١٠﴾ جَنَّاتٍ-জান্নাত ; عِدْنٍ-স্থায়ী নিবাস ; يَدْخُلُونَهَا-(يَدْخُلُونَ+ها)-সেখানে তারা প্রবেশ করবে ; وَأَنْهَارٍ-এবং ; مِنْ-যারা, তারাও ; صَالِحٍ-সৎকাজ করেছে ; مِنْ-মধ্য থেকে ; (أَزْوَاجٍ+هم)-তাদের বাপ-দাদা ; وَأَبْوَابٍ-তাদের পতি-পত্নী ; وَالْمَلَائِكَةُ-সন্তান-সন্ততিদের ; وَأَرَادَ-আর ; يَدْخُلُونَ-সন্তান-সন্ততিদের ; ذُرِّيَّتِهِمْ-সন্তান-সন্ততিদের ; مِنْ-মধ্য দিয়ে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; بَابٍ-দরজার ।

লোভ-লালসাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং আল্লাহর নাকরমানীর কাজে যেসব স্বার্থ-সুবিধা ও স্বাদ-আস্বাদনের লোভ জ্বালাত হয়, তাতে তাদের পদত্বলন হয় না ; কেননা তাদের সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী বসবাসের স্থান জান্নাত ; যার কারণে নফসের চাহিদা ও গুনাহের প্রতি ঝোকপ্রবণতাকে সবরের হাতিয়ার প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণে রাখে ।

৪০. অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করে, পাপকে পুণ্য দ্বারা মুকাবিলা করে । তাদের প্রতি কেউ যুল্ম করলে তারা তার মুকাবিলায় যুল্ম করে না ; বরং ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করে । কেউ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তারা তার সাথে বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করে ।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীতে এমন নীতি অবলম্বনের নির্দেশই পাওয়া যায়—

“তোমরা এমন লোকের নীতি অনুসরণ করো না যারা বলে—‘লোকেরা ভাল করলে আমরাও ভাল করবো, তারা আমাদের প্রতি যুল্ম করলে আমরাও যুল্ম করবো’ ; বরং তোমরা নিজেদেরকে এমন নীতির অনুসারী বানাও যে, লোকেরা ভাল করলে তোমরা ভাল করবে, আর লোকেরা মন্দ আচরণ করলেও তোমরা মন্দ আচরণ করবে না ; বরং ভাল আচরণ-ই করবে ।”

রাসূলুল্লাহ (স) আরো ইরশাদ করেছেন—“আমাকে আল্লাহ নয়টি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে চারটি বিষয় হলো, কারো প্রতি সন্তুষ্টি হই বা অসন্তুষ্টি—সর্বাবস্থায় আমি ইনসাফের কথা বলবো ; যে আমার হক হরণ করবে আমি তার হক সংরক্ষণ করবো ;

﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ

২৪. (এবং বলবে—) তোমাদের উপর বর্ষিত হোক শান্তি— কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে, সুতরাং পরকালের এ ঘর কতইনা উত্তম। ২৫. আর যারা ভঙ্গ করে

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি—সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর এবং ছিন্ন করে তা, যা জুড়ে রাখার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন,

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

এবং অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় যমীনে ; ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে লান'ত এবং মন্দ আবাস রয়েছে তাদের জন্যই।

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

২৬. আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন রিয্ক প্রশস্ত করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন<sup>২৬</sup> ; কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত

﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾-তোমাদের উপর ; ﴿عَلَيْكُمْ﴾-এবং বলবে) বর্ষিত হোক শান্তি ;

কেননা তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে ; ﴿فَنِعْمَ﴾-সুতরাং কতইনা উত্তম ;

﴿عُقْبَى﴾-ভঙ্গ করে ; ﴿الدَّارِ﴾-ঘর। ২৫) আর ; ﴿الَّذِينَ﴾-যারা ; ﴿يَنْقُضُونَ﴾-ভঙ্গ করে ;

﴿عَهْدَ﴾-কৃত চুক্তি ; ﴿اللَّهِ﴾-আল্লাহর সাথে ; ﴿مِنْ بَعْدِ﴾-পর ; ﴿مِيثَاقِهِ﴾-সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ

হওয়ার ; ﴿وَيَقْطَعُونَ﴾-ছিন্ন করে ; ﴿مَا أَمَرَ﴾-নির্দেশ দিয়েছেন ; ﴿اللَّهُ﴾-

আল্লাহ ; ﴿أَنْ يُوصَلَ﴾-জুড়ে রাখার ; ﴿وَيُفْسِدُونَ﴾-অশান্তি সৃষ্টি করে

বেড়ায় ; ﴿فِي الْأَرْضِ﴾-যমীনে ; ﴿أُولَئِكَ﴾-এরাই তারা ; ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾-

তাদের জন্যই রয়েছে ; ﴿وَيُفْسِدُونَ﴾-অশান্তি সৃষ্টি করে ; ﴿وَيُفْسِدُونَ﴾-

অশান্তি সৃষ্টি করে ; ﴿وَيُفْسِدُونَ﴾-অশান্তি সৃষ্টি করে ; ﴿وَيُفْسِدُونَ﴾-অশান্তি সৃষ্টি করে ;

২৬) আল্লাহ তাআলা ; ﴿يَبْسُطُ﴾-প্রশস্ত করে দেন ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-

সংকুচিত করে দেন ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ;

কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ;

কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ;

কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ;

কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ;

কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ;

কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ;

## وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণিকের  
ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।

و-অথচ ; مَا-নয় ; الْحَيَاةُ-জীবনতো ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; فِي الْآخِرَةِ-আখিরাতের  
তুলনায় ; إِلَّا-ছাড়া কিছু নয় ; مَتَاعٌ-ক্ষণিকের ভোগের সামগ্রী।

তিনি আরো বলেছেন—“তোমার সাথে যে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।”

৪১. অর্থাৎ ফেরেশতারা জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে এসে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয় যে, তোমরা এমন স্থানে এসে পৌঁছেছ যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছু নেই। এখানে তোমরা সকল প্রকার বিপদ-মসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। কোনো প্রকার ভয়-ভীতি ও অনিশ্চয়তা তোমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

৪২. অর্থাৎ দুনিয়াতে রিয়্ক তথা ভোগের উপকরণ-সামগ্রীর কম-বেশী হওয়ার উপর আখিরাতের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল নয়। আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের ময়বুতীর উপর। দুনিয়াতে রিয়্কের কম-বেশী হওয়া আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব অসংখ্য বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। রিয়্কের প্রাচুর্য কারো জন্য কল্যাণকর, আবার কারো জন্য অকল্যাণকর। অপর দিকে রিয়্কের সংকীর্ণতাও কারো জন্য কল্যাণকর আবার কারো জন্য ক্ষতিকর। এটা সম্পর্কে আল্লাহ-ই অবগত।

### ‘ওয় রুকু’ (আয়াত ১৯-২৬)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি ওহীরূপে যা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মাজীদ-ই একমাত্র সত্য।

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা শর্তহীন বিশ্বাস রাখে, তাঁরাই বুদ্ধিমান, কারণ তাঁরা তাঁদের সঠিক পথ চিনতে পেরেছে। বিপরীত দিকে যারা উল্লিখিত বিশ্বাস গোষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা নিরেট বোকা, কারণ তারা তাদের সঠিক পথ চিনতে সমর্থ হয়নি।

৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে না তারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গকারী। আর ঈমানদাররা চুক্তি পূরণকারী। কারণ সকল মানুষই রুহের জগতে আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী চলার চুক্তিতে আবদ্ধ।

৪. চুক্তি পালনকারী মু'মিনদের পরিচয় হলো, তাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধ থাকবে দীনী আদর্শে আদর্শবান লোকদের সাথে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেও যত্নবান থাকে।

৫. তারা গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করে।

৬. এসব লোকেরা অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে না ; বরং অন্যায়ের জবাব ন্যায় দ্বারা দেয়।

৭. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি পালনকারী লোকদের জন্যই রয়েছে আশ্বিরাতের শান্তির আবাস জান্নাত। তাদের অনুসারী তাদের পরিবার পরিজনদের লোকেরা তাঁদের সাথে সেখানে থাকবে।

৮. জান্নাতে ফেরেশতারা তাদেরকে অভিবাদন জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

৯. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গকারী লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টিকারী।

১০. চুক্তি ভঙ্গকারী লোকদের জন্য দুনিয়াতেও আল্লাহর অভিশাপ এবং আশ্বিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

১১. দুনিয়াতে রিয়ক তথা জীবন-উপভোগের উপকরণের প্রাচুর্য-বা সংকীর্ণতা পরকালীন জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়।

১২. আশ্বিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একান্তই ক্ষণকাল মাত্র।





সূরা হিসেবে রুক্ব'-৪  
পারা হিসেবে রুক্ব'-১০  
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿١٩﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ

২৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তার উপর তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কোনো নিদর্শন কেন নাযিল করা হলো না<sup>১০</sup>; আপনি বলে দিন

إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ ۗ

নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে গুমরাহ করেন এবং যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁকে তিনি পথ দেখান—<sup>৪৪</sup>

﴿١٩﴾-আর ; وَيَقُولُ-বলে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لَوْلَا نُزِّلَ-কেন নাযিল করা হলো না ; آيَةٌ-কোনো নিদর্শন ; مِّن-নিকট থেকে ; رَّبِّهِ-(رب+হে)-তার প্রতিপালকের ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يُضِلُّ-গুমরাহ করেন ; مَن-যাকে, তাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يَهْدِي-তিনি পথ দেখান ; إِلَىٰ-তoward ; صِرَاطٍ-পথ ; مُّبِينٍ-স্পষ্ট ; ۗ-মনোনিবেশ করে ।

৪৩. প্রথম রুক্ব'র শেষ আয়াতে একই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, এসব প্রশ্নকারীদের পরিতৃষ্টির জন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন নেই, তা আপনার দায়িত্বও নয়। আপনার দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, আপনি অচেতন লোকদেরকে সতর্ক ও সজাগ করবেন, তাদের ভুল কর্মপন্থার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করবেন। প্রত্যেক জাতির জন্য যে হিদায়াতকারী পাঠানো হয়েছে তাদের দায়িত্বও এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।

এখানে পুনরায় একই প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করেন এবং যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তথা হিদায়াত লাভে আগ্রহী তাকেই হিদায়াত দান করেন। তোমরা যারা অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করছো এর দ্বারা তোমাদের হিদায়াত লাভ করার ইচ্ছা আছে—একথা প্রকাশ পায় না।

৪৪. অর্থাৎ যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী তাদের জন্য নিদর্শনের অভাব নেই। তারা যেসব নিদর্শন দেখে হিদায়াত লাভ করেছে সেসব নিদর্শনতো প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। প্রয়োজন শুধু হিদায়াত লাভের ইচ্ছা ও আগ্রহ। যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী নয় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয়। তাই দেখা যায় যেসব নিদর্শন দেখে কিছু লোক হিদায়াত প্রাপ্ত হয় সেসব নিদর্শন দেখার পরও কিছু লোক হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾

২৮. যারা ঈমান আনে এবং তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে তৃপ্তিলাভ করে ; জেনে রেখো ! আল্লাহর স্মরণেই

﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ﴾

হৃদয়সমূহ পরিতৃপ্ত হয় । ২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ

﴿وَحُسْنُ مَأَبٍ﴾ ﴿كُلِّلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ﴾

ও শুভ পরিণাম । ৩০. এভাবেই—আমি আপনাকে এমন উম্মাতের মধ্যে পাঠিয়েছি, যাদের পূর্বে আরো অনেক উম্মত গত হয়েছে ।

﴿لَتَتْلُوهُنَّ عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾

যেন আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনান, যা আমি আপনার নিকট ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি, অথচ তারা দয়াময় (আল্লাহ)-কে অস্বীকার করে ;<sup>৪৫</sup>

﴿قُلُوبُهُمْ﴾-তৃপ্তি লাভ করে ; ﴿و-এবং ; ﴿الَّذِينَ﴾-যারা ; ﴿آمَنُوا﴾-ঈমান আনে ; ﴿تَطْمَئِنُّ﴾-তৃপ্তি লাভ করে ; ﴿الَّذِينَ﴾-যারা ; ﴿آمَنُوا﴾-ঈমান আনে ; ﴿و-এবং ; ﴿عَمِلُوا﴾-কাজ করে ; ﴿الصَّالِحَاتِ﴾-নেক কাজ ; ﴿طُوبَىٰ لَهُمْ﴾-তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে ; ﴿طُوبَىٰ﴾-নেক ; ﴿صَلَحَتْ﴾-নেক ; ﴿و-ও ; ﴿وَحُسْنُ مَأَبٍ﴾-শুভ পরিণাম । ﴿كُلِّلِكَ﴾-এভাবেই ; ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾-আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ; ﴿مِنْ قَبْلِهَا﴾-যাদের পূর্বে ; ﴿أُمَّةٍ﴾-এমন উম্মত ; ﴿خَلَتْ﴾-গত হয়েছে ; ﴿فِي﴾-মধ্যে ; ﴿أُمَّةٍ﴾-এমন উম্মত ; ﴿و-অথচ ; ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾-তারা অস্বীকার করে ; ﴿بِالرَّحْمَنِ﴾-দয়াময় (আল্লাহ)-কে ;

৪৫. অর্থাৎ এ লোকদের দাবীকৃত নির্দশন না দিয়েই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ; কেননা এদের দাবীকৃত নিদর্শন সহকারে আপনাকে পাঠালেও তারা ঈমান আনবে না । ৪৬. অর্থাৎ তারা দয়াময় আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ভোগ করে আর আনুগত্য করে

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝

আপনি বলুন, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি আর আমার প্রত্যাবর্তনও তাঁরই দিকে ।

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ

আর কুরআন যদি এমন হতো যে, তার সাহায্যে পর্বতমালাকে চলমান করা যেতো, অথবা তার সাহায্যে যমীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যেতো, অথবা কথা বলা যেতো

الْمَوْتَىٰ مُبَلِّغٌ لِلَّهِ الْأَمْرَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن

মৃতের সাথে (তবু তারা বিশ্বাস করতো না)<sup>৪৭</sup> ; বরং সকল বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারে আছে<sup>৪৮</sup> ; তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিত নয় যে,

قُلْ -আপনি বলুন ; هُوَ -তিনিই ; رَبِّي - (র+ব+য়) -আমার প্রতিপালক ; لَا -নেই ; إِلَهَ - কোনো ইলাহ ; هُوَ -তিনি ; عَلَيْهِ -তাঁর উপরই ; تَوَكَّلْتُ -আমি ভরসা রাখি ; وَإِلَيْهِ -আর ; مَتَابٌ -আমার প্রত্যাবর্তনও । ۝ -আর ; لَوْ - যদি ; أَنَّ -কুরআন এমন হতো যে ; قُرْآنًا -তার সাহায্যে ; الْجِبَالُ - (ال+জبال) -পর্বতমালাকে ; أَوْ -অথবা ; قُطِعَتْ -খণ্ড-বিখণ্ড করা যেতো ; بِهِ -তার সাহায্যে ; الْأَرْضُ -যমীনকে ; أَوْ -অথবা ; كَلِمَةٌ -কথা বলা যেতো ; بِهِ -তার সাহায্যে ; الْمَوْتَىٰ - (ال+মوتى) -মৃতের সাথে ; مُبَلِّغٌ -আল্লাহর (الف+ ) -আম্র- (ال+امر) -বিষয়ই ; جَمِيعًا -সকল ; أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ - (لم) -তবে কি তারা নিশ্চিত নয় ; الَّذِينَ -যারা ; آمَنُوا -ঈমান এনেছে ; أَن -যে ;

দেব-দেবীর । তারা আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে । তাঁর বিশেষ গুণাবলী, ইখতিয়ার ও অধিকারে তাঁর সৃষ্টিকে অংশীদার বানাচ্ছে ।

৪৭. এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলের নিকট নিদর্শন দাবী করেছে কাফিররা, অথচ এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে । এর কারণ হলো, কাফিরদের নিদর্শন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা মনে মনে ভাবছিল যে, নিদর্শন না দেখার কারণেই বুঝি কাফিররা রাসূলুল্লাহর রিসালাতের উপর ঈমান আনছে না এবং রাসূলের বিরোধিতা করছে । এ জন্য মুসলমানদের মনে ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়েছে । আর সেজন্য মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয় ; কেননা সৃষ্টিলোকের প্রতিটি স্তরে স্তরে, কুরআন মাজীদের শিক্ষায় এবং সাহায্যে কিরামের জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সত্যের যে আলো ছড়িয়ে আছে সেই আলো দেখে যারা হিদায়াত লাভ করতে

لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে সকল মানুষকে সৎপথের দিশা দিয়ে দিতে পারতেন<sup>৪৯</sup>,  
আর যারা কুফরী করেছে, কখনো বিদূরীত হবে না

تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

বিপদ-মসীবত তাদের উপর থেকে যেহেতু তারাই এ মসীবত তৈরী করে নিয়েছে ;  
অথবা তা (বিপদ-মসীবত) তাদের ঘরের পাশেই আপতিত হতে থাকবে ।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ

যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয় ; নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না ।

لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَهَدَى-তাহলে সৎপথের দিশা দিয়ে দিতে  
পারতেন ; النَّاسَ-মানুষকে ; جَمِيعًا-সকল ; وَ-আর ; لَا يَزَالُ-কখনো বিদূরীত হবে  
না ; الَّذِينَ-তাদের উপর যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; تُصِيبُهُمْ-তাদের বিপদ  
মসীবত ; قَارِعَةٌ-এ বিপদ মসীবত ; أَوْ-অথবা ; تَحُلُّ-আপতিত হতে থাকবে ; قَرِيبًا-  
পাশেই ; مِّن دَارِهِمْ-(من+দার+হম)-তারদের ঘরের ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; يَأْتِيَ-পূর্ণ হয় ; وَعْدُ-ওয়াদা ; اللَّهُ-আল্লাহর ;  
إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمِيعَادَ-ওয়াদা ।

পারলো না তারা কোনো নিদর্শন দেখেই হিদায়াত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না । কাজেই  
এ ব্যাপারে তোমাদের অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই ।

৪৮. অর্থাৎ তারা যেসব নিদর্শন চাচ্ছে তা দেখানোর পূর্ণ ক্ষমতা-ইখতিয়ার আল্লাহর  
রয়েছে । তবে এসব নিদর্শন দেখিয়ে কাজ হাসিল করা আল্লাহর নীতি নয় ; কেননা আসল  
উদ্দেশ্য তো হিদায়াত দান-নবীর নবুওয়াতকে জোরপূর্বক মানিয়ে নেয়া নয় । আর মানুষের  
চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে এবং তা সংশোধিত না হলে হিদায়াত লাভ  
কোনো মতেই সম্ভব নয় ।

৪৯. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সঠিক উপলব্ধি ছাড়া চেতনাহীন এক ঈমান-ই লক্ষ্য হতো,  
তাহলে তো নিদর্শন দেখাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না । আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবে  
সকলকে ঈমানদার করে সৃষ্টি করলেই সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো । আল্লাহ তা'আলার  
ইচ্ছা হলো—সঠিক বুঝ-সমঝ লাভের মাধ্যমেই লোকেরা ঈমান আনুক ।

### ৪র্থ রুক্কু' (আয়াত ২৭-৩১)-এর শিক্ষা

১. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতেের উপর ঈমান আনার জন্য অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র চোখ মেলে সঠিক অর্থে তাকালেই আমরা তা দেখতে পারি। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করা আমাদের কর্তব্য।
২. হিদায়াত যাদের নসীবে নেই তাদের দৃষ্টি এসব নিদর্শনের উপর পড়ে না। যারা অলৌকিক কোনো নিদর্শন চায়, মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত নসীবে রাখেননি।
৩. আল্লাহর স্বরণে হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ ঈমানের লক্ষণ। অপর কথায়—একমাত্র আল্লাহর স্বরণের মাধ্যমেই হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ সম্ভব।
৪. প্রকৃতপক্ষে সুসংবাদ ও শুভ পরিণাম ঈমানদারদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে, তবে শর্ত হলো সে সঙ্গে নেক আমল থাকতে হবে।
৫. ঈমান বিহীন নেক আমল যেমন আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় নয়, তেমনি নেক আমল বিহীন ঈমানও মানুষকে জান্নাতে পৌছাতে পারবে না।
৬. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে সকল মানব গোষ্ঠীর প্রতি নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। একই দাওয়াত নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং নবীদের দাওয়াতেের মূলকথা একই ছিল। অতএব নবীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার অবকাশ নেই।
৭. নবীদের দাওয়াতেের মূলকথা ছিল—আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক। তিনি ছাড়া ইলাহ বা হুকুমদাতা কেউ নেই। একমাত্র তাঁর উপরই ভরসা করতে হবে এবং মানুষকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।
৮. দৃশ্যমান জগতে যেসব নিদর্শন বিদ্যমান সেসব নিদর্শন দেখার পরও যারা ঈমান আনতে ইচ্ছুক নয়, তাদের সামনে যে কোনো অলৌকিক নিদর্শন পেশ করা হোক না কেন, তারা ঈমান আনবে না।
৯. মানুষের দাবীকৃত নিদর্শন দেখিয়ে তাদেরকে হিদায়াত দান করা আল্লাহর কর্মনীতি নয়। কারণ যারা হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য নিদর্শনের অভাব নেই। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই অগণিত নিদর্শন আমাদের সামনে দেখা যাবে।
১০. মানুষের হিদায়াতেের জন্য তার চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন ও প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি প্রয়োজন। বিদ্যমান নিদর্শনের মাধ্যমেই এ পরিবর্তন ও উপলব্ধি অর্জিত হতে পারে। আর চিন্তা ও উপলব্ধিসহকারে গৃহীত ঈমান-ই আল্লাহর উদ্দেশ্য।
১১. অবিশ্বাসীদের উপর বিপদ-মসীবত ও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এটা আল্লাহর ওয়াদা; আর আল্লাহর ওয়াদার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। তবে এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। অতএব আমাদেরকে এ বিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে।



সূরা হিসেবে রুক্ব'-৫  
পারা হিসেবে রুক্ব'-১১  
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكُمْ فَامْلَيْتُمْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

৩২. আর আপনার পূর্বেও অবশ্যই অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল ;  
অতপর যারা কুফরী করেছিল আমি তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি,

ثُمَّ أَخَذْتُمُوهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥٣﴾ أَمْ يَنظُرُونَ مَا آتَاهُمْ

তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব !  
৩৩. তবে কি তিনি তাদের (অক্ষম দেব-দেবীগুলোর) মত ? তিনি দৃষ্টি রাখেন

عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا قَلِيلًا سَمَّوْهُمُ

প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তার উপর<sup>৫০</sup> ? অথচ তারা আল্লাহর বহু শরীক করে  
নিয়েছে<sup>৫১</sup> আপনি বলুন—‘তোমরা ওদের নাম বলো’

﴿٥٢﴾-আর ; وَلَقَدْ-অবশ্যই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল ; رُسُلٍ-(ব+রসল)-  
অনেক রাসূলের সাথে ; مِّن قَبْلِكُمْ-(ম+ন+ক)-আপনার পূর্বেও ; فَامْلَيْتُمْ-(ফ+)  
অতপর আমি কিছু অবকাশ দিয়েছি ; لِلَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-  
কুফরী করেছিল ; ثُمَّ-তারপর ; أَخَذْتُمُوهُمْ-(আ+খ+ত+ম+হ+ম)-আমি তাদেরকে  
পাকড়াও করলাম ; فَكَيْفَ-(ফ+কি+ফ)-সুতরাং কেমন ; كَانَ-ছিল ; عِقَابِ-আমার আযাব ।

﴿٥٣﴾-উপর ; عَلَىٰ-উপর ; دৃষ্টি রাখেন ; أَنظُرُونَ-তবে কি তাদের মতো যিনি ; مَا آتَاهُمْ-  
আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; كَسَبَتْ-(ক+স+ব+ত)-যা করে তার ;  
شُرَكَاءَ-আল্লাহর বহু শরীক ; قُلُوبًا-আপনি বলুন ; قَلِيلًا-তোমরা ওদের নাম বলো ;  
سَمَّوْهُمُ-(স+ম+হ+ম)-তোমরা ওদের নাম বলো ;

৫০. অর্থাৎ তাঁর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা কর্মকাণ্ড দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার ।  
কোনো ব্যক্তির কোনো নেক আমল বা কোনো ব্যক্তির বদ আমলই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে  
সংঘটিত হতে পারে না ।

৫১. অর্থাৎ তাঁর সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করে নিয়েছে—তাঁর ‘যাত’ বা মূল সত্তা  
এবং তাঁর ‘সিফাত’ বা গুণাবলীতে তাঁরই সৃষ্টিকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে । তারা আল্লাহর  
রাজ্যসীমার অধীন থেকেও যাচ্ছে তাই চলছে এবং মনে করছে যে, তাদের নিকট  
কৈফিয়ত চাওয়ার কেউ নেই ।

أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِنَاظِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ

অথবা তোমরা কি দুনিয়ার এমন খবর তাঁকে জানাতে চাও যে সম্পর্কে তিনি জানেন না<sup>৫২</sup> ? অথবা এটা কথার বাহ্যিক দিক মাত্র, আসলে

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكَرَهُمْ وَوَدَّعْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ

শোভনীয় করা হয়েছে তাঁদের ছলনাকে<sup>৫৩</sup> তাদের জন্য যারা কুফরী করেছে, এবং তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে সৎপথ থেকে<sup>৫৪</sup> ; আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন,

অর্থ-অথবা ; -تُنَبِّئُونَهُ (তিন্বা+হা)-তাঁকে এমন খবর জানাতে চাও ; -بِمَا-যে সম্পর্কে ; -أَمْ-অথবা ; -بِنَاظِرٍ-তিনি জানেন না ; -فِي الْأَرْضِ (ফী+আল+আরুস)-দুনিয়ার ; -أَمْ-অথবা ; -بِظَاهِرٍ-বাহ্যিক দিক মাত্র ; -مِنَ الْقَوْلِ (মিন+আল+ক্বল)-কথার ; -بَلْ-আসলে ; -زَيْنَ-শোভনীয় করা হয়েছে ; -لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; -كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; -وَدَّعْنِ-তাদের ছলনাকে ; -و-এবং ; -سَبِيلًا-তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে ; -عَنِ السَّبِيلِ (আল+সবীল)-সৎপথ ; -و-আর ; -مَنْ-যাকে ; -يَضِلُّ-পথ ভ্রষ্ট করেন ; -اللَّهُ-আল্লাহ ;

৫২. অর্থাৎ তোমাদের নিকট কি এমন কোনো খবর এসেছে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কোনো কোনো সত্তাকে তাঁর নিজের গুণাবলীতে শরীক করে নিয়েছেন। যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে তারা কারা তাদের নাম বলো—কোন সূত্রে এ খবর তোমরা পেলে ?

৫৩. অর্থাৎ শিরক হলো ছলনা ও কূট-কৌশল। যেসব লোক ফেরেশতা বা জ্বিন অথবা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করা হচ্ছে সেসব সত্তা কখনো নিজেদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদেরকে আল্লাহর শরীক বলে দাবী করেনি। তারা এমন কথাও বলেনি যে, তারা আল্লাহর নিকট থেকে কোনো দাবী দাওয়া আদায় করে দিতে পারবে। তারা লোকদের এমন কোনো হুকুমও দেয়নি যে, তোমরা আমাদের পূজা-উপাসনা করো, আমাদেরকে নযর-নিয়ায দাও, তাহলে আমরা আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের অমুক অমুক দাবী-অধিকার আদায় করে দেবো। মূলতঃ এটা স্বার্থপর ধৃত লোকদের ছলনা ও কূটকৌশল ছাড়া কিছু নয় ; এরা গণমানুষের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, গণমানুষের ধন-সম্পদে নিজেদের ভাগ বসানোর জন্য কিছু সংখ্যক বানোয়াট খোদা রচনা করে নিয়েছে। গণমানুষকে ওসব বানোয়াট খোদার ভক্ত বানিয়ে নিজেদেরকে ওদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিয়েছে, যাতে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায়।

আর শিরককে ছলনা বা কূটকৌশল বলার অপর কারণ হলো—এসব স্বার্থপর লোক নিজেদের উদর পূর্তী ও নৈতিক বিধি-নিষেধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে দায়-দায়িত্বহীন জীবনযাপনের জন্য এটা একটা উপায় মাত্র।

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ

তার জন্য নেই কোনো পথ প্রদর্শক । ৩৪. তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনেও শাস্তি, আর আখিরাতের আযাবতো

أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ

আরও কঠোর ; আর কেউ নেই আল্লাহর (আযাব) থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী ৩৫. সেই জান্নাতের উপমা এমন—যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে

الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا

মুত্তাকীদেরকে—তার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত ; তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়াও ;

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ وَالَّذِينَ

এটাই তাদের কাজের প্রতিদান যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর কাফিরদের কর্মফল হলো জাহান্নাম । ৩৬. আর যাদেরকে

لَهُمْ ۝ -নেই কোনো ; لَهُ -তার জন্য ; مِنْ هَادٍ - (মন+হাদ)-কোনো পথ প্রদর্শক । ৩৪. তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ -শাস্তি ; فِي الْحَيَاةِ - (ফী+আল+হায়ো)-জীবনে ; الدُّنْيَا - (দুন্যা)-দুনিয়ার ; وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ - (আল+আখেরে)-আখিরাতের ; أَشَقُّ -আরও কঠোর ; وَمِنْ -থেকে ; مِنَ اللَّهِ -তাদের জন্য ; وَمِنْ -থেকে ; مَا -নেই ; وَأَقٍ -রক্ষাকারী কেউ । ৩৫. উপমা এমন ; الْجَنَّةِ -সেই জান্নাতের ; وَوَعَدَ -ওয়াদা দেয়া হয়েছে ; وَالتِّي -যার ; وَظِلُّهَا - (আল+মুত্তাওয়োন)- (আল+মুত্তাওয়োন)-তার পাদদেশ দিয়ে ; تَجْرِي -প্রবাহিত ; مِنْ تَحْتِهَا - (মন+তহত+হা)-তার ফলসমূহ ; دَائِمٌ -চিরস্থায়ী ; وَ -এবং ; وَظِلُّهَا -তার ছায়াও ; تِلْكَ -এটাই ; عُقْبَى -কাজের প্রতিদান ; الْكَافِرِينَ -তাদের যারা ; اتَّقَوْا -তাকওয়া অবলম্বন করেছে ; وَالَّذِينَ -আর ; النَّارُ -জাহান্নাম । ৩৬. আর যাদেরকে ;

৫৪. অর্থাৎ তারা যখন ইসলামের সত্য দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তখন স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাদের ভ্রান্ত মতবাদ শিরক-কে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাদের ছলনা ও কূট-কৌশলকে তাদের নিকট চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে ।



آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

আমি কিताব দিয়েছি, তারা তাতে আনন্দ পায় যা নাখিল করা হয়েছে  
আপনার প্রতি ; কিন্তু কোনো কোনো দল

مَنْ يَنْكَرْ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ؕ

এমন যারা তার কতক অংশ অস্বীকার করে ; আপনি বলুন—‘আমিতো আদিষ্ট  
হয়েছি, আমি যেন ইবাদাত করি আল্লাহর এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক না করি ;

إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبٍ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ

তাঁর দিকেই আমি ডাকি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন<sup>৩৭</sup>। ৩৭. এরূপে আমি তা (কুরআন) নাখিল  
করেছি বিধান হিসেবে—আরবী ভাষায় ; আরি যদি আপনি অনুসরণ করেন

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝

তাদের খেয়াল-খুশীর—আপনার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পর (তাহলে) আল্লাহর  
মোকাবিলায় আপনার জন্য থাকবে না কোনো অভিভাবক এবং না কোনো রক্ষক ।

آتَيْنَهُمُ-আমি দিয়েছি তাদেরকে ; الْكِتَابَ-কিতাব ; يَفْرَحُونَ-তারা আনন্দ  
পায় ; بِمَا-তাতে যা ; أُنزِلَ-নাখিল করা হয়েছে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; وَ-কিন্তু ; مَنْ-  
কোনো কোনো দল এমন ; مَنْ-যারা ; يُنكَرُ-অস্বীকার করে ; مِنْ-যারা ; أُمِرْتُ-  
আমিতো আদিষ্ট হয়েছি ; أَنْ أَعْبُدَ-যেন আমি ইবাদাত করি ; اللَّهُ-আল্লাহর ;  
و-এবং ; أَدْعُوا-তাঁর দিকেই ; إِلَيْهِ-তাঁর সাথে ; لَا أُشْرِكَ-কোনো শরীক না করি ;  
بِهِ-তাঁর সাথে ; وَإِلَيْهِ-আমি ডাকি ; وَمَأْبٍ-আমার প্রত্যাবর্তন<sup>৩৭</sup> ; وَ-আর ;  
كَذَلِكَ-এভাবে ; أَنْزَلْنَاهُ-আমি তা (কুরআন) নাখিল করেছি ; حُكْمًا-  
বিধান হিসেবে ; عَرَبِيًّا-আরবী ভাষায় ; وَلَئِنْ-যদি ; اتَّبَعْتَ-আপনি  
অনুসরণ করেন ; أَهْوَاءَهُمْ-তাদের খেয়াল-খুশীর ; بَعْدَ-পরও ; مَا-  
(তাহলে) ; مَا-সঠিক জ্ঞান ; مِنَ الْعِلْمِ-আপনার কাছে আসার ; جَاءَكَ-  
থাকবে না ; مَا-আপনার জন্য ; مِنَ اللَّهِ-আল্লাহর মোকাবিলায় ; مِنْ وَلِيٍّ-কোনো  
অভিভাবক ; وَلَا وَاقٍ-এবং ; وَ-এবং ; وَ-এবং ; وَلَا وَاقٍ-না কোনো রক্ষক ।

আর এ স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী-ই তাদেরকে সঠিক সত্য দীনের পথে আসতে বাধ্যকৃত করে দেয়া হয়েছে।

৫৫. প্রত্যেক নবীর দাওয়াততো একই ছিল। তাদের অনুসারীদের মধ্যে কিছু লোক যদি একথাকে অস্বীকার করে এবং ইসলামকে মানতে না চায় তাহলে শেষ নবীর পক্ষ থেকে এটা বলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, এটাতো আমাকে আল্লাহ-ই শিক্ষা দিয়েছেন ; আর আমি এ শিক্ষা-ই অনুসরণ করে যাব।

### ৫ম রুকু' (আয়াত ৩২-৩৭)-এর শিক্ষা

১. বাতিলের পক্ষ থেকে আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিক্রপ ও অপমানজনক আচার-আচরণ একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।
২. মু'মিনদের প্রতি ঠাট্টা-বিক্রপ ও যুলম-নির্যাতন সত্ত্বেও কাফির-মুশরিক ও আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করা দ্বারা শান্তি থেকে তাদের বেঁচে যাওয়া মনে করার কোনো কারণ নেই।
৩. দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টিকারী কাফির-মুশরিক ও অত্যাচারী শক্তিকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে এবং তারা তাদের অপকর্মের শান্তি পাবেই।
৪. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের সকল কর্মতৎপরতা সম্পর্কে পুংখানুপুংখ ওয়াকিফহাল এবং সবকিছুই তিনি দেখেন। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে কিছুই ঘটা সম্ভব নয়।
৫. বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহর নিদর্শন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা একক আল্লাহর উপর ঈমান আনা থেকে ফিরে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ সৎপথ দেখান না। তাদের ভ্রান্ত পথই তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়।
৬. কাফির-মুশরিকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও অশান্তি রয়েছে, আর আখিরাতের কঠিন শাস্তিও তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
৭. যারা ঈমান, তাকওয়া ও নেকআমল সহকারে জীবনযাপন করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা চিরসুখময় জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনো খেলাফ হয় না।
৮. আল্লাহর কিতাবকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে। কিছু অংশ মেনে আর কিছু অংশ অমান্য করা মু'মিনের কাজ হতে পারে না। যেসব কারণে আল্লাহর কিতাবকে পরিপূর্ণভাবে মানার পথে বাধা সৃষ্টি হয়, সেগুলো দূর করার জন্য সংগ্রাম করা মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য।
৯. আল্লাহর কিতাবের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করলেই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কার পাওয়া যাবে। নচেৎ আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায় না।

সূরা হিসেবে রুক্ব'-৬  
পারা হিসেবে রুক্ব'-১২  
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾

৩৮. আর আমি নিঃসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম আপনার পূর্বে অনেক রাসূল এবং তাদেরকেও দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি<sup>৩৬</sup> ;

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ﴾

আর কোনো রাসূলের পক্ষে সম্ভব ছিল না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন হাজির করা<sup>৩৭</sup>; প্রত্যেকটি নির্ধারিত কালের বিধান

৩৬-আর ; مِّن -অনেক রাসূল ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا -নিঃসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম ; أَزْوَاجًا -স্ত্রী ; وَذُرِّيَّةً -সন্তান-সন্ততি ; وَأَرْسَلْنَا -আর ; رُسُلًا -অনেক রাসূল ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا -নিঃসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম ; جَعَلْنَا -দিয়েছিলাম ; قَبْلِكَ -আপনার পূর্বে ; وَ -এবং ; لَهُمْ -তাদেরকেও ; أَزْوَاجًا -স্ত্রী ; وَ -ও ; وَذُرِّيَّةً -সন্তান-সন্ততি ; وَأَرْسَلْنَا -আর ; مَّا كَانَ -সম্ভব ছিল না ; بِآيَةٍ -নিদর্শন ; أَنْ يَأْتِيَ -হাজির করা ; لِكُلِّ أَجَلٍ -কোনো রাসূলের পক্ষে ; إِلَّا -কোনো ; بِإِذْنِ اللَّهِ -আল্লাহর অনুমতি ; لِكُلِّ أَجَلٍ -কোনো নিদর্শন ; إِلَّا -কোনো ; لِكُلِّ أَجَلٍ -প্রত্যেকটি ; لِكُلِّ أَجَلٍ -নির্ধারিত কালের বিধান ;

৫৬. এখানে কাফিরদের একটি কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তারা বলতো—'নবী রাসূলদেরতো স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থাকার কথা নয়। তারাতো সদা-সর্বদা আখিরাতের ফিকিরে থাকবে। তাদের কোনো জৈবিক চাহিদা থাকবে না। দুনিয়ার প্রতি থাকবেনা তাদের কোনো মোহ' কাফিরদের এসব কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত কথাগুলো বলেছেন।

৫৭. এখানেও কাফিরদের আর একটি কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের কথাটি ছিল—'অতীতের নবীরা সকলেই কোনো না কোনো মু'জিয়া নিয়ে এসেছিলেন, যেমন মুসা (আ) লাঠি ও সাদা হাত নিয়ে এসেছেন ; ঈসা মসীহ (আ) অন্ধকে চক্ষুদান ও কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করার মু'জিয়া নিয়ে এসেছেন ; সালেহ (আ) নিয়ে এসেছিলেন উটনী—আপনি কি নিয়ে এসেছেন ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ মু'জিয়া হিসেবে যাকিছুই দেখান না কেন, তা নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার জোরে দেখাননি ; বরং আল্লাহ তা'আলা-ই নিজ ইচ্ছায় তাঁদের মাধ্যমে সেসব মু'জিয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখনও আল্লাহ চাইলে তাঁর কোনো কুদরতের প্রকাশ ঘটাবেন, কাজেই মু'জিয়া দেখতে চাওয়ার তোমাদের দাবী যুক্তিসংগত নয়।

كِتَابٌ ﴿٥٩﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

লিপিবন্ধ । ৩৯. আল্লাহ যা চান তা মিটিয়ে দেন এবং প্রতিষ্ঠিত রাখেন ; মূল  
কিতাবতো তাঁরই নিকট (সংরক্ষিত) রয়েছে<sup>৫৯</sup> ।

﴿٥٩﴾ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّ هَرَأَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ

৪০. আর আমি যদি তার কিছু অংশ আপনাকে দেখিয়ে দেই যার ওয়াদা আমি তাদেরকে দিয়েছি, অথবা  
আপনাকে ওফাত দান করি (তাতে কি ?) । আপনার উপরতো পৌছানোর দায়িত্ব

وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٦٠﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

এবং হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার উপর<sup>৬০</sup> । ৪১. তারা কি লক্ষ্য করছে না যে, আমি  
যমীনকে তার চারদিক থেকে সংকুচিত করে নিয়ে আসছি<sup>৬০</sup> ;

و- ; وَ- ; يَمْحُوا-মিটিয়ে দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَا-যা ; مَا-যা ; يَثَبِّتُ-প্রতিষ্ঠিত রাখেন ; وَعِنْدَهُ-তাঁরই নিকট (সংরক্ষিত) রয়েছে ;  
- (نرين+ك)- (نُرِيَنَّكَ) ; وَإِنْ-যদি ; أَمْ-আর ; أُمُّ-মূল ; الْكِتَابِ-কিতাব (আল+কিতাব) ; الْبَلْغُ-আপনাকে দেখিয়ে দেই ; بَعْضُ-কিছু অংশ ; الَّذِي-যার ; نَعِدُّهُمْ- (নেদ+হম)-ওয়াদা  
আমি তাদেরকে দিয়েছি ; أَوْ-অথবা ; تَتَوَفَّيَنَّكَ- (ততুফয়িন+ক)-আপনাকে ওফাত দান  
করি ; الْبَلْغُ- (আল+বলগ) ; نَأْتِي- (আল+আতী) ; أَنَّا-যে, আমি নিয়ে আসছি ;  
- (আল+আল) ; الْحِسَابُ- (আল+হিসাব) ; الْحِسَابُ- (আল+হিসাব) ; عَلَيْنَا-আমার উপর ; وَ-এবং ;  
দায়িত্ব (আল+আল) ; أَوْ لَمْ يَرَوْا-তারা কি লক্ষ্য করছে না ; أَنَّا-যে, আমি নিয়ে আসছি ;  
مِنْ- ; نَنْقُصُهَا- (ননকুস+হা)-তাকে সংকুচিত করে ; الْأَرْضِ- (আল+আরু) ;  
مِنْ- (আল+আল) ; أَطْرَافِهَا- (আল+আল) ;

৫৮. কাফিরদের আর একটি কথা ছিল তাওরাত-ইঞ্জিলও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেগুলোতো এখনও বর্তমান আছে, তাহলে এখন নতুন কিতাবের কি প্রয়োজন ছিল ? তাদের একথার জবাবে বলা হয়েছে যে, হে নবী! আপনি বলুন যে, উল্লিখিত কিতাব-গুলোতে বিকৃতি চূকেছে, তাই সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। 'উম্মুল কিতাব' তথা 'মূল কিতাব' তো তাঁর নিকটই সংরক্ষিত রয়েছে।

৫৯. এখানে বাহ্যিকভাবে রাসূলকে সর্বোধন করা হলেও মূলত সেসব লোককে ধমক দেয়া হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে চ্যালেঞ্জ করে বলতো ; 'যে আযাব-গযবের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছে তা নিয়েই এসো না কেন'। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, সত্য

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ﴿٨٢﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

আর আদেশ করেন আল্লাহ, তাঁর আদেশ রদকারী কেউ নেই ; এবং তিনি অতিসত্বর  
হিসাব গ্রহণকারী । ৪২. আর তারাও কূট-কৌশল চালিয়েছিল, যারা ছিল

مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسِعِلْعَمُ

ওদের পূর্বে<sup>৪১</sup> । কিন্তু সকল কৌশলতো আল্লাহর ইখতিয়ারে ; তিনিই জানেন প্রত্যেক  
ব্যক্তি কি কামাই করে ; আর শীঘ্রই জানতে পারবে

الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ﴿٨٣﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مَرْسَلًا

কাফিররা, ভাল পরিণাম কাদের জন্য । ৪৩. আর যারা কুফরী করেছে,  
তারা বলে, 'আপনি রাসূল নন :

ও-আর ; -আল্লাহ ; -আদেশ করেন ; -রদকারী কেউ নেই ;  
-তাঁর আদেশ ; -এবং ; -তিনি ; -অতিসত্বর গ্রহণকারী ;  
-হিসাব (আল+হিসাব) ; -আর (৪২) । -কূটকৌশল চালিয়েছিল ;  
-ছিল (মন+قبل+هم) ; -তাঁরাও যারা ; -পূর্বে (ফ+ل) ;  
-সকল ; -কৌশলতো (আল+মক্র) ; -কিন্তু আল্লাহর ইখতিয়ারে (আল) ;  
-আর ; -ব্যক্তি ; -প্রত্যেক ; -কামাই করে ; -কি-মা ; -জানেন ;  
-কাদের (আল+মন) ; -বলে (আল+কফর) ; -পরিণাম ; -আর (৪৩) । -তাঁরা  
যারা ; -আপনি নন ; -রাসূল ;

দীন অস্বীকারকারী এসব কাফিরদের পরিণতি কি হবে এবং কখন হবে তা নিয়ে আপনি  
চিন্তিত হবেন না ; তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দিন ; আপনি শুধু নিষ্ঠা  
সহকারে দাওয়াত দিয়ে যান—দাওয়াত পৌছানোই আপনার দায়িত্ব ।

৬০. অর্থাৎ ইসলামের বিস্তৃতি যতই ঘটেছে, ততই কাফিরদের জন্য তাদের বসবাসের  
এলাকা কমে আসছে । ইসলামের দাওয়াত যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকেই সম্পন্ন হয়ে  
থাকে, তাই আল্লাহ তা'আলা নিজেই দীনের প্রসারতা দানের মাধ্যমে কাফিরদের জন্য  
যমীনকে সংকুচিত করে নিয়ে আসছেন বলে এখানে উল্লেখ করেছেন ।

৬১. সত্য দীনের দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়ার  
ব্যাপারে অতীতের সকল যুগেই ঘটেছিল—এটা নতুন কথা নয় । আর বর্তমানেও  
বিরুদ্ধবাদীরা একই কূটকৌশল অবলম্বন করছে এবং ভবিষ্যতেও তারা এমন  
অপকৌশলের আশ্রয় নেবে—এটাই স্বাভাবিক ; এতে আশ্চর্যের কিছু নেই ।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

আপনি বলুন, তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী হিসেবে—আল্লাহ এবং যাদের নিকট  
কিতাবের জ্ঞান রয়েছে—তারাই যথেষ্ট<sup>৬২</sup>।

সাক্ষী- شَهِيدًا ; আল্লাহ-ই (ب+الله)-بالله ; যথেষ্ট- كَفَىٰ ; আপনি বলুন- قُلْ ;  
হিসেবে ; তোমাদের মধ্যে (بين+كم)-بَيْنَكُمْ ; ও- وَ ; আমার মধ্যে (بين+ي)-بَيْنِي ;  
হিসেবে ; আল-আলা (+)-الْكِتَابِ ; জ্ঞান- عِلْمٌ ; রয়েছে- عِنْدَهُ ; যাদের- مَنْ ; এবং- وَ ;  
কিতাবের- (كتب)-كِتَابِ ।

৬২. অর্থাৎ যারা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী তারা সকলেই এ সাক্ষ্য দেবে যে, আমি যে দাওয়াত  
নিয়ে এসেছি, অতীতের নবী-রাসূলগণ সেই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন।

### ৬ষ্ঠ স্বকৃ' (আয়াত ৩৮-৪৩)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলগণ সকলেই মানুষ ছিলেন। তাদের সকলের মধ্যেই সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণ-  
মাত্রায় বিরাজমান ছিল—এটাই যুক্তিসম্মত কথা।

২. মু'জিয়া দেখানো নবীদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন ছিল না ; বরং তা আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁদের  
দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং কোনো মানুষের দাবীতেই অলৌকিক কিছু সংঘটিত হতে পারে না।

৩. অতীতের আসমানী কিতাবগুলোকে সেসব জাতির লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদা  
মোতাবেক পরিবর্তন করে ফেলেছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে  
পূর্ণাঙ্গ কিতাব আল কুরআন মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন, এ কিতাবকে পরিবর্তন  
করার সাধ্য কারো নেই।

৪. আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর আযাব কখন হবে ও কেমন হবে সে  
বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের দায়িত্ব হলো—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মানুষকে  
দীনের দিকে ডাকা। অমান্যকারীদের চূড়ান্ত পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিতে হবে।

৫. দীনের দাওয়াতের মাধ্যমেই অমান্যকারীদের আওতা ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসবে। এটাই  
আল্লাহর বিধান।

৬. দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশল অতীতের বিরুদ্ধবাদীরাও চালিয়েছিল ; কিন্তু ইতিহাস  
সাক্ষী, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানকালের বিরুদ্ধবাদীরাও নিঃশেষ হবে এবং আমরা যদি  
আমাদের দায়িত্ব পালন করি, ভবিষ্যতেও এ বিধানের নড়চড় হবে না।

৭. শুভ পরিণাম যে মু'মিনদের জন্য তা অমান্যকারীরা মৃত্যুর পরপরই জানতে পারবে। আল্লাহ  
ও ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

সূরা আর রাদ শেষ

## সূরা ইবরাহীম-মাক্কী

আয়াত ৪ ৫২

রুকু' ৪ ৭

## নামকরণ

অন্যান্য অনেক সূরার মতো উক্ত সূরার ষষ্ঠ রুকু'তে উল্লিখিত 'ইবরাহীম' (আ)-এর নামকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

## নাখিলের সময়কাল

এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের শেষভাগে যখন মুসলমানদের উপর কাফিরদের যুলুম-নির্যাতন চরমে উঠেছিল, তখনই এ সূরা নাখিল হয়েছে। ইতিপূর্বেকার সূরা আর রা'দ-এর নাখিলের সময়কালও এটাই। সূরার বর্ণনা ও বাচনভঙ্গি দ্বারাই এটা সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয়।

## আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতকে অমান্য করার সাথে সাথে রাসূলের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যারা নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম কূটকৌশল এবং ষড়যন্ত্র করছিল, তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাখিলকৃত সূরাগুলোতে যেমন শাসনের চেয়ে বুঝানোর সুর মুখ্য ছিল, এ সূরায় তেমনি বুঝানোর চেয়ে তিরস্কার, শাসানো ও সতর্কীকরণের সুর মুখ্য। কারণ বুঝানো সত্ত্বেও কুরাইশ কাফিরদের জিদ, হঠকারিতা, আক্রোশ ও যুলুম নির্যাতন বেড়েই চলছিল।



রুকু : ৭

১৪. সূরা ইবরাহীম-মাক্কী

আয়াত : ৫২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① الرَّكْتُ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

১. আলিফ, লাম, রা ; এটা এমন একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন অন্ধকার থেকে

إِلَى النُّورِ ۗ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ① اللَّهُ الَّذِي

আলোর দিকে ; তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে স্বতঃ প্রশংসিত<sup>১</sup> পরাক্রমশালী (নির্দেশিত) পথে<sup>২</sup> । ২. আল্লাহ (তিনিই) যার

①- (انزلنا+ه)-আলিফ-লাম-রা ; كِتَابٌ-এটি এমন একটি কিতাব ; أَنْزَلْنَاهُ-আমি নাযিল করেছি ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; لِتُخْرِجَ-যাতে আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারেন ; مِنَ-থেকে ; الظُّلُمَاتِ-অন্ধকার ; النَّاسِ-মানুষকে ; (ال+نাস)-আল-আন্ধকার ; إِلَى-দিকে ; النُّورِ-আলোর ; (ال+নور)-আলোর ; بِإِذْنِ-নির্দেশে ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; (رب+هم)-নির্দেশিত পথে ; (ال+طراط)-আল-আল্লাহ (তিনিই) যার ; (ال+حميد)-স্বতঃপ্রশংসিত ; (ال+عزیز)-পরাক্রমশালী ; (ال+الذی)-আল্লাহ (তিনিই) ;

১. 'হামীদ' শব্দের অর্থ স্বতই প্রশংসার অধিকারী। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না করুক। আর এর সমার্থক শব্দ 'মাহমূদ অর্থাৎ—যার প্রশংসা করা হয়েছে বা হবে। এর মধ্যে 'নিজ সত্তায় প্রশংসিত' এ অর্থ বুঝায় না।

২. অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা, গুমরাহীর জমাট অন্ধকার পথ থেকে হিদায়াতের আলোতে নিয়ে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয় যদি আল্লাহর অনুমতি না হয়। কোনো নবী বা রাসূলের পক্ষেও এটা সম্ভবপর নয়। এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ হিদায়াত লাভের তাওফীক তাদেরকেই দেন যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত। অপরদিকে যারা দীনের প্রতি অন্ধ-বিদ্বেষ পোষণ করে, নিজ লাভসা-বাসনার অনুসারী, চোখ থাকে সত্ত্বেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে ও চিন্তা-ভাবনা করে পথ চলে না ; কান থাকে সত্ত্বেও দীনের কথা শুনতে আগ্রহী হয় না অথবা শুনলেও তা বিচার বিশ্লেষণ করে না এবং গ্রহণ করে না, তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান না।



لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ

যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে তা তাঁরই ; আর কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ—

مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

কঠোর শাস্তির ৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে

عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ أُولَٰئِكَ

আখিরাতের উপর<sup>৩</sup> এবং বিরত রাখে (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে  
আর তার বাঁকা হয়ে যাওয়া কামনা করে<sup>৪</sup> ; তারাই

فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

গভীর গুমরাহীতে নিমজ্জিত । ৪. আর আমি কোনো রাসূল তাঁর নিজ জাতীয়  
ভাষাভাষী ছাড়া পাঠাইনি,

مَا ; ও- ; مَا فِي السَّمَوَاتِ-আসমানে ; (فى+ال+سموت)- ; مَا-তাঁরই ; مَا-  
-যা কিছু আছে ; وَوَيْلٌ-দুর্ভোগ ; وَ-আর ; وَفِي الْأَرْضِ-যমীনে ; (فى+ال+ارض)-  
-যা কিছু আছে ; وَلِلْكَافِرِينَ-কাফিরদের জন্য ; (ل+ال+كافرين)-  
। كَثِيرٌ-শাস্তির ; مِنْ عَذَابٍ-শাস্তির ; شَدِيدٌ-কঠোর ; الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ-  
-যারা ; الْحَيَاةَ الدُّنْيَا-জীবনকে ; (ال+حياة)- ; (ال+حياة)-  
-আখিরাতের ; وَيَصُدُّونَ-এবং ; وَ- ; عَنِ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللَّهُ-আল্লাহর ;  
-আর ; أُولَٰئِكَ-যারা ; عِوَجًا-বাঁকা হয়ে যাওয়া ; وَيَبْغُونَهَا-  
-কামনা করে তার (পথের) ; (يبغون+ها)- ; تَارِكِينَ-  
-তারাই ; وَمَا أَرْسَلْنَا-আর ; (وَ-  
। ④) بَعِيدٍ-গভীর ; رُسُولٍ-আমি পাঠাইনি ; (ب+لسان)-  
-আমি পাঠাইনি ; (ب+لسان)- ; إِلَّا-ছাড়া ; قَوْمِهِ-তাঁর নিজ জাতির ;

৩. অর্থাৎ যাদের চিন্তা-চেতনা শুধুমাত্র এ দুনিয়াকে ঘিরে, পরকালের ব্যাপারে তারা কোনো চিন্তাই করে না। যারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশের বিনিময় আখিরাতের সফলতা ও সুখ-শান্তিকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা করে দুনিয়াকে-ই গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা দুনিয়ার সাথে আখিরাতের স্বার্থের সংঘর্ষ হলে আখিরাতের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দুনিয়ার স্বার্থকেই গ্রহণ করে নেয়, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের কঠিন শাস্তি।

لَيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ

যাতে তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন<sup>৫</sup> ; আর যাকে চান আল্লাহ  
বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে চান সৎপথ দেখান<sup>৬</sup> ; এবং তিনি

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَن أَخْرِجْ قَوْمَكَ

পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়<sup>৭</sup> । ৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার  
নিদর্শনাবলীসহ (এই বলে) যে, বের করে আনো তোমার সম্প্রদায়কে

(+ف) -فَيُضِلُّ-তাদেরকে ; لَيُبَيِّنَنَّ-যাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন ; يَهْدِي-আর বিভ্রান্ত করেন ; وَيَشَاءُ-আল্লাহ ; وَمَن-যাকে ; وَهُوَ-এবং ; (ال+عزیز)-الْعَزِيزُ-তিনি ; (ال+حكيم)-الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময় ; (ب+آياتنا)-بِآيَاتِنَا ; (موسى)-مُوسَى-মূসাকে ; (قومك)-قَوْمَكَ-তোমার সম্প্রদায়কে ; (এই বলে) যে, (أخرج)-أَخْرِجْ-বের করে আনো ;

৪. অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহর দীন তাদের খেয়াল-খুশীর অধীন হোক। তাদের খেয়াল-খুশীকে আল্লাহর দীনের অনুগত করতে তারা আগ্রহী নয়। তারা চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এমন কোনো আকীদা-বিশ্বাসকে-ই মেনে নিতে রাজী নয়—যা তাদের মগজে আসে না ; বরং শয়তান তাদেরকে যে দিকে চালাতে চায় তারা সে দিকেই চলতে চায় এবং আল্লাহর দীনকেও তাদের মনের চাহিদার অনুরূপ পেলে তারা তা মানতে রাজী, অন্যথায় নয়।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখনই কোনো জাতির নিকট নবী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন, সে জাতির লোকদের মধ্য থেকে তাদের নিজস্ব ভাষাভাষী লোককেই সেজন্য নির্বাচিত করেছেন, যেন তিনি তাদের ভাষায়-ই আল্লাহর দীনকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, যাতে তারা একথা বলে কোনো ওয়র পেশ করার সুযোগ না পায় যে, আমরা তো তাঁর ভাষা-ই বুঝি না—ঈমান আনবো কেমন করে।

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে জাতির মধ্যে নবী পাঠিয়েছেন কিভাবেও পাঠিয়েছেন সে জাতির ভাষায় যাতে তারা তা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়।

৬. অর্থাৎ এ কিতাবকে বুঝার পর যেসব লোক হিদায়াত পেয়ে যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই ; কারণ হিদায়াত ও গুমরাহীর চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান তাঁর কিতাবের মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন ; আবার যাকে চান এ কিতাবকে-ই তার গুমরাহীর কারণ বানিয়ে দেন।



سَوَاءَ الْعَذَابِ وَإِنْ يَكُونُ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ

কঠিন শাস্তি ভোগ করতে এবং সে হত্যা করছিল তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে ও  
জীবিত রাখছিল তোমাদের মেয়েদেরকে ;

وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

আর এতেই নিহিত ছিল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক  
কঠিন পরীক্ষা ।

সে- يُذَيِّعُونَ ; এবং- وَ ; শাস্তি ভোগ করতে- (ال+عذاب)-العذاب- ; কঠিন- سَوَاءٌ ;  
হত্যা করছিল- يَسْتَحْيُونَ ; ও- وَ ; তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে- (ابناء+كم)-أبنَاءُكُمْ ;  
জীবিত রাখছিল- فِي ; আর- وَ ; তোমাদের মেয়েদেরকে- (نساء+كم)-نِسَاءُكُمْ ;  
এতেই তোমাদের জন্য নিহিত ছিল- فِي ذَلِكَ-এতেই তোমাদের জন্য নিহিত ছিল ;  
এক পরীক্ষা- بَلَاءٌ ; পক্ষ থেকে- مِّن ;  
কঠিন- عَظِيمٌ ; তোমাদের প্রতিপালকের- (رب+كم)-رَبِّكُمْ ।

৯. অর্থাৎ অতীতের সেসব ইতিহাসের মধ্যে এমন সব নিদর্শন তথা প্রমাণ রয়েছে,  
যার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ও তা মেনে চলার ফলাফল এবং শিরক ও কুফরের  
মন্দ পরিণতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর। তার মাধ্যমে তাওহীদ ও আখিরাতের  
অনিবার্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় এবং হিদায়াত লাভ করার জন্য যথার্থ উপাদান  
পাওয়া যায় যাতে করে উপদেশ গ্রহণ সহজ হয়।

১০. অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে তারাই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে যারা আল্লাহর  
নিয়ামতের হুকু বুঝতে পেরে তার সঠিক ব্যবহার করে এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধের  
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অহংকার না করে তাঁর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করে।

### ১ম 'ক্বক্ব' (আয়াত ১-৬)-এর শিক্ষা

১. শিরক-কুফর-এর পথ হলো অনিচ্চিত্ত অন্ধকারের পথ। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে  
পাঠিয়েছেন মানুষকে সেই অন্ধকার পথ থেকে ঈমান ও আমলের আলোকময় পথে পরিচালিত  
করার জন্য। সুতরাং মানুষের কর্তব্য নবী-রাসূলদের দেখানো হিদায়াতের আলোকময় পথে চলে  
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২. হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী এবং সে অনুযায়ী চেষ্টাকারী ব্যক্তি-ই হিদায়াত লাভ করতে  
সক্ষম হতে পারে। আর সেজন্য আল্লাহর নিকট সাহায্যও চাইতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সকল হিকমত ও মহাপরাক্রমের অধিকারী, তাই তাঁর পথ-ই  
মানুষের জন্য কল্যাণকর একমাত্র পথ।

৪. আসমান-যমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার নিরংকুশ মালিকানা যেহেতু আল্লাহর ; সুতরাং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের পরিণাম মারাত্মক হতে বাধ্য ; কারণ আল্লাহর মালিকানার বাইরে গিয়ে পালালোর কোনো স্থান-ই নেই ।

৫. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের মুকাবিলায় প্রাধান্য দেয়া, মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধ্য দেয়া এবং আল্লাহর দীনের বিধানকে নিজের মর্জিমত হওয়ার অন্যান্য আশা অন্তরে পোষণ করা-ই চরম গুমরাহীর মূল কারণ ।

৬. আল্লাহ তা'আলা পূর্বেকার সকল জাতির জন্য তাদের মধ্য থেকে তাদের ভাষাভাষী নবী পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহর কিতাবকে তাঁদের জাতির লোকদেরকে বুঝিয়ে সহজে হিদায়াতের আলোকে নিয়ে আসতে পারেন ।

৭. মুহাম্মাদ (স)-কেও তাঁর নিজস্ব ভাষায় কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে । তবে তিনি ছিলেন শেষ নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আগমন দুনিয়াতে ঘটবে তাদের সকলের নবী, তাই বহু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আরবী ভাষায়ই কুরআন নাখিল করা হয়েছে ।

৮. আরবী ভাষাকে বেছে নেয়ার কারণ হলো, এ ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী ।

(ক) এ ভাষা উর্ধ্বজগতের ভাষা (খ) ফেরেশতাদের ভাষা আরবী (গ) লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত কুরআনের ভাষা আরবী (ঘ) জান্নাতের ভাষা আরবী । সুতরাং মু'মিনে নিকট সকল ভাষার মধ্যে আরবীর গুরুত্ব সর্বাধিক হওয়া উচিত ।

৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরাক্রম ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই কাউকে হিদায়াত দান করেন, আবার কাউকে পথভ্রষ্ট করেন এবং তিনি যা করেন তা-ই ন্যায়সংগত ।

১০. অতীতের জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া মানুষের জন্য একান্ত কর্তব্য । কারণ তাতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাহর উপদেশ গ্রহণের অনেক উপাদান নিহিত রয়েছে ।

১১. প্রত্যেকের উচিত তার উপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবনযাপন করা ।

১২. সুদিন ও দুর্দিন সকল অবস্থায়-ই আল্লাহর নিকট-ই আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করতে হবে ।



সূরা হিসেবে রুকু'-২  
পারা হিসেবে রুকু'-১৪  
আয়াত সংখ্যা-৬

① وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ

৭. আর (স্মরণ করো) যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তোমরা যদি শোকর কর তবে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো ; আর যদি তোমার না-শোকরী কর

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ② وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ

তবে নিশ্চিত আমার আযাব অত্যন্ত কঠোর<sup>২</sup> । ৮. আর মূসা তাদেরকে বললেন, যদি কুফরী কর তোমরা

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ③ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

এবং যারা যমীনে আছে তারা সকলেই (কুফরী করে) তবে অবশ্যই আল্লাহ অমুখাপেক্ষী-নিজ সত্তায় প্রশংসিত<sup>৩</sup> । ৯. তোমাদের<sup>৪</sup> কাছে কি পৌছেনি

①-আর ; إِذْ-(স্মরণ করো) যখন ; تَأَذَّنَ-ঘোষণা দিয়েছিলেন ; رَبُّكُمْ-(রব+কম)-তোমাদের প্রতিপালক ; لَئِن-যদি ; شَكَرْتُمْ-তোমরা শোকর কর ; لَأَزِيدَنَّكُمْ-তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেবো ; وَ-আর ; لَئِن-যদি ; كَفَرْتُمْ-তোমরা নাশোকরী কর ; وَ-তবে নিশ্চিত ; عَذَابِي-(عَذَاب+ই)-আমার আযাব ; تَكْفُرًا-অত্যন্ত কঠোর । ②-আর ; قَالَ-বললেন ; مُوسَىٰ-মূসা ; إِنَّ-যদি ; تَكْفُرًا-কুফরী কর ; أَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فِي+ال+ارض)-যমীনে ; جَمِيعًا-তারা সকলেই (কুফরী করে) ; فَأِنَّ-তবে অবশ্যই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَلَمْ يَأْتِكُمْ-(أ+لم+يأت+কম)-তোমাদের কাছে কি পৌছেনি ;

১১. 'শোকর' করার অর্থ আল্লাহর নিয়ামতের হক বা মর্যাদা বুঝতে পেরে তার যথাযথ ব্যবহার করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে অহংকার, বিদ্রোহ, হঠকারিতা না করা ; বরং তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করে নিয়ে অনুগত হয়ে চলা ।

১২. নিয়ামতের 'নাশোকরী' করার অর্থ—আল্লাহর নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা । শরীয়তের বিধি-বিধান তথা ফরয-ওয়াজিব পালনে অবহেলা দেখানোও নাশোকরীর মধ্যে শামিল । আর নাশোকরী বা অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তি

نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمًا نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ

তাদের খবর যারা তোমাদের আগে ছিল ? নূহের জাতির এবং আদ ও  
সামূদ জাতির ; আর যারা ছিল

مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

তাদের পরে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ; তাদের নিকট তাদের  
রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন

فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

তারা তখন নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরলো<sup>১৫</sup> এবং বললো—তোমরা যা নিয়ে  
প্রেরিত হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা তা অস্বীকার করি

খবর ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+কম)-ছিল তোমাদের আগে ;  
و- ; ثَمُودَ-সামূদ জাতির ; وَ-এবং ; عَادٍ-আদ ; وَ- ; نُوحٍ-নূহের ; جَاءَتْهُمْ-  
আর ; الَّذِينَ-যারা ; مِنْ بَعْدِهِمْ-তাদের পরে ; لَا يَعْلَمُهُمْ-(لا+يعلم+هم)-  
তাদের সম্পর্কে কেউ জানে না ; إِلَّا-ছাড়া ; اللَّهُ-আল্লাহ ; جَاءَتْهُمْ-তাদের নিকট এসেছিলেন ;  
بِالْبَيِّنَاتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে ; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের  
রাসূলগণ ; أَيْدِيَهُمْ-তাদের হাত ; فِي-মধ্যে ; أَفْوَاهِهِمْ-তাদের মুখগুলোর ;  
و-এবং ; وَقَالُوا-বললো ; إِنَّا-নিশ্চয়ই আমরা ; كَفَرْنَا-  
অস্বীকার করি ; بِمَا-যা নিয়ে ; أُرْسِلْتُمْ-তোমরা প্রেরিত হয়েছে ; وَ-তা ;

স্বরূপ দুনিয়াতে প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়েও নেয়া হতে পারে, অথবা এমন বিপদ-মসীবত আসতে পারে যেন নিয়ামত ভোগ করা সম্ভব না হয় এবং আখিরাতেও কঠোর শাস্তি দেয়া হতে পারে ।

১৩. অর্থাৎ তোমরা যদি নাশোকরী করো এবং দুনিয়াতে বসবাসকারী সকল মানুষও যদি আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী করে, এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। তিনি কারো তা'রীফ—প্রশংসা কৃতজ্ঞতা-অকৃজ্ঞতার বহু উর্ধে। তিনিতো নিজ সত্তায়-ই প্রশংসিত। তোমরা মানুষেরা তাঁর প্রশংসা না করলেও অগণিত অসংখ্য ফেরেশতা, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় সদা সর্বদা মুখর।

শোকর বা কৃতজ্ঞতার উপকার সবই তোমাদের জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার তাকীদ করা তাঁর নিজের জন্য নয় ; বরং এটাও তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি—  
দয়া-অনুগ্রহ ।

وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٥٠﴾ قَالَتْ رَسُولُهُمْ

এবং তোমরা আমাদেরকে যে দিকে ডাকছো, আমরা তাতে নিশ্চিত  
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দিহান<sup>৫০</sup>। ১০. তাদের রাসূলগণ বললেন—

إِنِّي اللَّهُ شَكَ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُدْعُوكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ

সন্দেহ কি আল্লাহ সম্পর্কে? আসমান ও যমীনের স্রষ্টা<sup>৫১</sup>; তিনি তো তোমাদেরকে  
ডাকছেন যাতে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন

(من+মা+তদعونনা)-ম্মা তদْعُونَنَا; দ্বিধা-দ্বন্দ্ব; لَفِي شَكِّ; আমরা নিশ্চিত; إِنَّا-এবং; وَ-  
-যেদিকে তোমরা আমাদেরকে ডাকছো; إِلَيْهِ-তাতে; مُرِيبٍ-সন্দিহান। ৫০) قَالَتْ -  
বললেন; (أُفِي+اللّه)-আল্লাহ; (ال+سموت)-আসমান; (ال+ارض)-যমীনের; يُدْعُوكُمْ-  
সম্পর্কে কি; شَكِّ-সন্দেহ; فَاطِرِ-স্রষ্টা; السَّمَوَاتِ-সমত; (ال+سموت)-আসমান; وَ-ও;  
إِنِّي اللَّهُ-তিনি তো; (يُدْعُوكُمْ)-তিনিতো তোমাদেরকে ডাকছেন; (ال+ارض)-যমীনের;  
لِيُغْفِرَ لَكُمْ-তোমাদেরকে;

১৪. এর আগের আয়াত পর্যন্ত সযোজন করা হয়েছিল মুসা (আ)-এর জাতি তথা বনী ইসরাঈল। এখান থেকে মক্কার কাফিরদেরকে সরাসরি সযোজন করে কথা বলা হয়েছে।

১৫. মুখে হাত চেপে ধরার অর্থ রাগ মিশ্রিত অস্বীকৃতি ও অবাক হওয়ার ভাব দেখানো, যেন তারা এমন অদ্ভুত কথা শুনেছে যা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১৬. অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে যে দিকে ডাকছো তা আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ফেলে দিয়েছে। আমরা এটাকে পূর্ণ নিশ্চিততা সহকারে অস্বীকার করতে পারছি না, আবার এটাকে গ্রহণ করে নেয়াও আমাদের কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত সত্যের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য এটাই। সত্য দীনের দাওয়াত এর বিরুদ্ধবাদীদের মনেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নবী রাসূলদের নিষ্কলুষ চরিত্র তাঁদের দাওয়াতের মর্মস্পর্শী ভাষা, দাওয়াত গ্রহণকারীদের জীবনে বৈপ্রবিক পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বিরুদ্ধবাদীরাও আন্তরিকভাবে এটাকে স্বীকার করতে বাধ্য, যদিও বাহ্যিকভাবে তারা এ দাওয়াতের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। বিরুদ্ধবাদীরা যদিও সত্যের দাওয়াত দানকারীদেরকে যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে তুলুক না কেন, তারা নিজেরাও শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে না। তাদের বিবেক সত্যকে সমর্থন করে; কিন্তু তাদের মিথ্যা অহমিকা ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এটাকে গ্রহণ করে নিতে বাধার সৃষ্টি করে।

১৭. অর্থাৎ আসমান-যমীনের স্রষ্টা যে আল্লাহ তা-তো তোমরা স্বীকার করো, তাহলে তোমাদের সন্দেহ কোন্ বিষয়ে? আমি তো তোমাদেরকে সেই আল্লাহর ইবাদাত করার



مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُخَرِّكُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا إِنَّا نَتَمَرُّ إِلَّا بِبَشَرٍ

তোমাদের অপরাধসমূহ এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিতে পারেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত<sup>১৮</sup>; তারা বললো—তোমরাতো কিছু নও মানুষ ছাড়া—

مِثْلَنَا ۚ تُرِيدُونَ أَن تَصَدُّوا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا

আমাদের মতো<sup>১৯</sup> তোমরা চাচ্ছে আমাদেরকে বিরত রাখতে তা থেকে যার বন্দেগী আমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে, তাহলে নিয়ে এসোনা আমাদের নিকট

بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَتْ لَهْمُ رَسُولٌ مِّنْكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ<sup>২০</sup>। ১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, ‘আমরাতো তোমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছু নই ;

يُؤَخَّرُ) - (يُؤَخَّرُكُمْ) - এবং ; (و- ) - তোমাদের অপরাধসমূহ ; (مِن ذُنُوبِكُمْ) - (مِن ذُنُوبِكُمْ) - তোমাদেরকে অবকাশ দিতে পারেন ; (مُسَمًّى) - (مُسَمًّى) - একটি সময় ; (أَجَلٍ) - (أَجَلٍ) - পর্যন্ত ; (إِلَىٰ) - (إِلَىٰ) - নির্দিষ্ট ; (قَالُوا) - (قَالُوا) - তারা বললো ; (إِنَّا نَتَمَرُّ) - (إِنَّا نَتَمَرُّ) - তোমরাতো কিছু নও ; (إِلَّا) - (إِلَّا) - ছাড়া ; (بَشَرٌ) - (بَشَرٌ) - মানুষ ; (مِثْلَنَا) - (مِثْلَنَا) - আমাদের মতো ; (تُرِيدُونَ) - (تُرِيدُونَ) - তোমরা চাচ্ছে ; (تَصَدُّونَا) - (تَصَدُّونَا) - আমাদেরকে বিরত রাখতে ; (عَمَّا كَانَ) - (عَمَّا كَانَ) - তা থেকে যার ; (يَعْبُدُ) - (يَعْبُدُ) - বন্দেগী করে আসছে ; (أَبَاؤُنَا) - (أَبَاؤُنَا) - আমাদের বাপ-দাদারা ; (فَاتُّونَا) - (فَاتُّونَا) - তাহলে নিয়ে এসো না আমাদের নিকট ; (بِسُلْطَانٍ) - (بِسُلْطَانٍ) - কোনো প্রমাণ ; (مُبِينٍ) - (مُبِينٍ) - সুস্পষ্ট ; (قَالَتْ) - (قَالَتْ) - বললেন ; (لَهُمْ) - (لَهُمْ) - তাদের রাসূলগণ ; (رَسُولٌ) - (رَسُولٌ) - তাদের রাসূলগণ ; (إِنَّا نَحْنُ) - (إِنَّا نَحْنُ) - আমরা ; (إِلَّا) - (إِلَّا) - ছাড়া ; (بَشَرٌ) - (بَشَرٌ) - মানুষ ; (مِثْلُكُمْ) - (مِثْلُكُمْ) - তোমাদের মতো ;

কথাই বলছি। প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারীতো তিনিই, যাকে তোমরা আসমান যমীনের স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করে থাক। তাহলে তোমরা কি সেই আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছো।

১৮. ‘নির্দিষ্ট সময়’ পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যদি তোমাদের মধ্যকার খারাপ গুণসমূহ ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে ভাল গুণের বিকাশ সাধন করো, তাহলে তোমাদের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেয়া হতে পারে, এমনকি তার দৈর্ঘ্য কিয়ামত পর্যন্তও হতে পারে। আর যদি সেসব ত্যাগ না করো তাহলে তোমাদের কাজের মেয়াদ কমিয়ে দেয়া হতে পারে। আসলে আল্লাহ তা‘আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি নিজেদের মধ্যকার গুণাবলীর পরিবর্তন না করে।

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ

কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার উপর চান ইহসান করেন<sup>১৯</sup>,

আর আমাদের এ ইখতিয়ারও নেই যে,

نَاتِيكُم بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদেরকে কোনো সনদ এনে দেখাবো ; আর ঈমানদার লোকদেরতো আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা উচিত ।

۝ وَمَا لَنَا اِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصِيْرًا

আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখবো না ! অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন ; এবং অবশ্যই আমরা সবার করবো

- يَشَاءُ ; যার ; مَنْ-উপর ; عَلَى-ইহসান করেন ; يَمُنُّ-আল্লাহ ; كَلِمًا-কিন্তু ; وَلَكِنَّ-এ-مَا كَانَ ; আর ; وَ-তাঁর বান্দাহদের (عباده+)-عِبَادِهِ ; مَنْ-মধ্য থেকে ; مِنْ-আমাদের ; لَنَا-যে ; أَنْ-যে ; نَاتِيكُم (নাতী+কম)-তোমাদেরকে এনে দেখাব ; سُلْطٰنٍ-কোনো সনদ ; اِلَّا-ছাড়া ; اِذْنِ-অনুমতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَعَلَى-উপরই ; تَوَكَّلِ-ভরসা করা উচিত ; الْمُؤْمِنُونَ-ঈমানদার লোকদেরতো । ۝-আর ; مَا-কি হয়েছে ; لَنَا-আমাদের ; عَلَى-উপর ; وَ-যে, আমরা ভরসা রাখবো না ; اِلَّا نَتَوَكَّلُ-আমাদের ; اِلَّا-অথচ ; وَقَدْ هَدٰنَا-তিনিই আমাদেরকে দেখিয়েছেন ; سُبُلَنَا-আমাদের পথ ; وَ-এবং ; لَنَصِيْرًا-অবশ্যই আমরা সবার করবো ;

১৯. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একজন মানুষের মধ্যকার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত কোনো বিষয় দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, তোমাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেন এবং ফেরেশতারাও তোমাদের নিকট আসে। তোমরাতো আমাদের মতই খাওয়া-দাওয়া করো ; রোগ-শোক, সর্দী-গম্বী সবকিছুই আমাদের মতই বুঝতে পার ; আমাদের মত স্ত্রী-পুত্র-পরিজনও আছে তাহলে তোমাদেরকে মানতে হবে কেন ?

২০. অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট কোনো সনদ বা প্রমাণ নিয়ে এসো, যা আমরা চোখে দেখে এবং হাত দিয়ে ছুয়ে দেখে বুঝতে পারবো যে, তোমরা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ; আর যা তোমরা পেশ করছো তা-ও আল্লাহর পয়গাম ।

عَلَىٰ مَا أَدَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

তাতে যে কষ্ট তোমরা আমাদেরকে দিচ্ছ ; আর ভরসাকারীদেরতো  
আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা কর্তব্য ।

و- ; তাতে-عَلَى ; - (অদিতুমোনা)- (অদিতুমোনা)-কষ্ট আমাদেরকে তোমরা দিচ্ছ ; مَا-যে ; -  
আর ; - (উপরই)-عَلَى ; - (আল্লাহর)-اللَّهُ ; - (ভরসা রাখা কর্তব্য)- (ফ+লিতোকল)-  
- (ভরসাকারীদের)- (আল+মতোকলুন)- الْمُتَوَكِّلُونَ ।

২১. অর্থাৎ আমরা যে তোমাদের মতই মানুষ এতে কোনোই সন্দেহ নেই ; তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে আমাদেরকে নির্ভুল ইলুম ও পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন । এতে অবশ্য আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই, এটা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতির । তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকেই তা অনায়াসে দান করেন ।

### ‘২য় রুকু’ (আয়াত ৭-১২)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলার অগণিত-অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে আমরা ডুবে আছি । আর সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করতে হবে ।
২. আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে তাঁর মর্জির খেলাফ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে ।
৩. আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিনয়বনত থাকতে হবে, আর বিনয় প্রকাশের সর্বোচ্চ রূপ হলো নামায আদায় করা ।
৪. আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করতে হবে ।
৫. আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতের মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে ।
৬. আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের ভিত্তিতে তাঁর হামদ ও সানা করতে হবে । উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায়ের মূল ভিত্তি ।
৭. শোকর-এর বিপরীত হলো কুফর । আর কুফর-এর পরিণাম হলো কঠোর আযাব । সুতরাং কঠোর আযাব থেকে বাঁচার জন্যই শোকর আদায়কারী হিসেবে জীবন যাপন করতে হবে ।
৮. দুনিয়ার সকল মানুষের আল্লাহর বিধান মেনে চলায় আল্লাহর কোনো লাভ নেই ; আর সকল মানুষের কুফরী করায়ও আল্লাহর কোনোরূপ ক্ষতির বিন্দুমাত্র আশংকা নেই । সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে নিজেদের কল্যাণে ।
৯. আসমান-যমীনের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই । মানবীয় বিবেক এর সাক্ষী । আল্লাহর বিধান অমান্যকারীরা মানবীয় বিবেক-এর বিরুদ্ধে কাজ করে । তাই তাদের অন্তরে প্রকৃত শান্তি থাকতে পারে না । প্রকৃত শান্তি একমাত্র আল্লাহর বিধান মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ।
১০. আল্লাহর বিধান মেনে চললেই তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তি ও কর্ম-মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে ।
১১. সকল অবস্থাতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ।

সূরা হিসেবে রুকু'-৩  
পাশা হিসেবে রুকু'-১৫  
আয়াত সংখ্যা-৯

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا

১৩. আর যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের রাসূলগণকে বললো—আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বের করে দেবো

أَوْ لَنَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِكَنَّ

অথবা তোমরা আমাদের ধর্মমতে অবশ্যই ফিরে আসবে<sup>২২</sup>; তখন তাদের প্রতিপালক তাদের নিকট ওহী পাঠালেন—‘অবশ্যই আমি ধ্বংস করে দেবো

الظَّالِمِينَ ۝۱۪ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ هَٰذِهِ ذَٰلِكَ لِمَن

যালিমদেরকে। ১৪. আর তাদের পরে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাদেরকে<sup>২৩</sup>; এটা তার জন্য, যে

১৩. (+) -لرُسُلِهِمْ- কুফরী করেছিল; الَّذِينَ-যারা; وَقَالَ-তারা বললো; আর-و ১৩. তাদের রাসূলগণকে; (لنُخْرِجَنَّكُمْ)- (لنُخْرِجَنَّكُمْ+كم)-আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই বের করে দেবো; مِنْ-থেকে; أَرْضِنَا- (ارض+نا)-আমাদের দেশ; أَوْ-অথবা; (فِيْ+مِلَّة+نا)-আমাদের ধর্মমতে; لَنَعُودَنَّ-তোমরা অবশ্যই ফিরে আসবে; رَبُّهُمْ-তাদের নিকট; فَأَوْحَى- (ف+أَوْحَى)-তখন ওহী পাঠালেন; إِلَيْهِمْ-তাদের নিকট; لَنُهَلِكَنَّ- (ل+هَلِكَنَّ)-তাদের প্রতিপালক; الظَّالِمِينَ-যালিমদেরকে; ১৪. আর-و ১৪. প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাদেরকে; الْأَرْضَ- (ارض+نا)-আমাদের দেশ; مِنْ-থেকে; بَعْدِ هَٰذِهِ-এটা; ذَٰلِكَ-এটা; لِمَن-তার জন্য, যে,

২২. নবী-রাসূলগণ নবুওয়াত পাওয়ার আগেও কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলেন না, তাই কাফিরদের—‘আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে’—একথা দ্বারা এটা বুঝার কোনো সুযোগ নেই যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার আগে তাঁরা গোমরাহ জাতির ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। নবুওয়াতের আগে যেহেতু তাঁরা নীরব জীবনযাপন করতেন এবং কোনো দীনের প্রচার বা তৎকালীন প্রচলিত ধর্মের প্রতিবাদ করার মতো কোনো কাজ করতেন না, তাই তাঁদের জাতির লোকেরা তাঁদেরকে নিজেদের ধর্মমতের অনুসারী-ই মনে করতো; আর যখন তাঁরা সত্য দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন তাঁদের জাতির লোকেরা অভিযোগ করলো যে, এরা আমাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে।

خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝۱۵ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ

ভয় করে আমার সামনে দাঁড়ানোর এবং যে ভয় রাখে আমার আযাবের। ১৫. আর তারা চেয়েছিল ফায়সালা, অতপর ব্যর্থ হয়ে গেলো প্রত্যেক উদ্ধত

عِنْدِي ۝۱۶ مِنْ ورائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ۝۱۷ يَتَجَرَّعُهُ

হটকারী। ১৬. তার পেছনে আছে জাহান্নাম এবং তাকে পান করানো হবে পূজের পানি। ১৭. সে তা কষ্ট করে গলায় ঢুকাতে চাইবে,

وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ

কিন্তু সে তা সামান্যও গিলতে সক্ষম হবে না এবং মৃত্যু প্রত্যেক দিক থেকে তার দিকে ধেয়ে আসবে অথচ সে মরবে না ;

خَافَ-ভয় করে ; مَقَامِي-(মقام+য়)-আমার সামনে দাঁড়ানোর ; وَ-এবং ; وَعِيدِ-যে ভয় রাখে ; وَ-আমার আযাবের ; ۝۱۵-আর ; وَاسْتَفْتَحُوا-তারা চেয়েছিল ফায়সালা ; وَ-অতপর ; وَخَابَ-ব্যর্থ হয়ে গেলো ; كُلُّ-প্রত্যেক ; جَبَّارٍ-শক্তিমান ; عِنْدِي-উদ্ধত-হটকারী ; ۝۱۶-তার পেছনে আছে ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; وَ-এবং ; وَيُسْقَىٰ-তাকে পান করানো হবে ; مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ-(من+ماء+صدید)-পূজের পানি ; ۝۱۷-সে তা কষ্ট করে গলায় ঢুকাতে চাইবে ; وَيَتَجَرَّعُهُ-কিন্তু সে সক্ষম হবে না ; وَيَأْتِيهِ-(ياتی+ه)-তার দিকে ; وَيُسِيغُهُ-(يسیغ+ه)-তা সামান্যও গিলতে ; وَ-এবং ; وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ-ধেয়ে আসবে ; الْمَوْتُ-(ال+موت)-মৃত্যু ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; مَكَانٍ-দিক ; وَ-অথচ ; وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ-(ما+هو+ب+میت)-সে মরবে না ;

২৩. অর্থাৎ বাতিল ধর্মের অনুসারী এসব লোকের হুমকী-ধমকীতে ভয় পেয়ো না, তারা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে পারবে না ; বরং তাদেরকেই বের করে দিয়ে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীদেরকেই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

২৪. বাহ্যত এখানে অতীত জাতিসমূহের কথা বলা হলেও বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে মক্কার কাফিরদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে— অতীতের সত্যের দূশমনরা যেমন ব্যর্থ হয়ে গেছে তেমনি তোমরাও আত্মাহর দীনের সাথে যদি দূশমনি করো, তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরবের এ যমীনে তোমাদের ঠাঁই হবে না। ইতিহাস সাক্ষী আত্মাহর এ ঘোষণা প্রমাণিত সত্য। মাত্র পনের বছরের মধ্যে আরবের সরযমীন মুশরিক শূন্য হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র আরবে একজন মুশরিকের অস্তিত্বও ছিল না।

وَمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٥﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ

আর তার পরেই (তার উপর আসবে) এক কঠিন আযাব। ১৫. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে তাদের উপমা—তাদের আমল

كِرْمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا

সেই ছাই-এর মতো, যা এক ঝড়ো-দিনে প্রবল বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে ;  
তারা তা থেকে লাভ করতে সক্ষম হবে না

كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلُّ البَعِيدُ ﴿١٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

কোনো কিছু—যা তারা কামাই করেছে<sup>২৫</sup> ; এটাই সবচেয়ে বড় গোমরাহী।  
১৬. তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই

আর ; عَذَابٌ-এক আযাব ; (من+وراء+ه)-তার পরেই (আসবে) ; (من+وراء+ه)-তার পরেই (আসবে) ; وَ-  
بِرَبِّهِمْ-কঠিন ﴿١٥﴾ مَثَلُ-উপমা ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; أَعْمَالُهُمْ-  
তাদের আমল ; (اعمال+هم)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ; (ب+رب+هم)-  
; (ك+رماد)-সেই ছাইয়ের মতো ; اشْتَدَّتْ-উড়িয়ে নিয়ে গেছে ; بِهِ-যা ;  
لَا يَقْدِرُونَ-প্রবল বাতাস ; (ال+ريح)-  
; عَاصِفٍ-এক ঝড়ো ; فِي يَوْمٍ-দিনে ; الرِّيحُ-  
; كَسَبُوا-তারা কামাই করেছে ; مِمَّا-তা থেকে যা ;  
; الضَّلُّ-গোমরাহী ; البَعِيدُ-সবচেয়ে বড় ;  
; أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ-তোমরা কি দেখ না যে, অবশ্যই ; (لم+تر)-

২৫. অর্থাৎ যারা তাদের মা'বুদের নাফরমানী করেছে, মা'বুদের আনুগত্য ও দাসত্বের যে দাওয়াত নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন, তা কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তাদের সারা জীবনের আমলের পুঁজি নিষ্ফল ও অর্থহীন হয়ে গেছে। এটা সেই ছাইয়ের স্তূপের মতো যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জমে বিশাল স্তূপের আকার ধারণ করেছে ; কিন্তু শুধুমাত্র একটি দিনের ঝড়ো হাওয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

মূলত বাতিলের সকল প্রকার চাকচিক্যময় সমাজ-সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি, বিশ্বয়কর আবিষ্কার ও উন্নত প্রযুক্তি তাদের বাহ্যিক লোক দেখানো সততা ও জনকল্যাণের মোড়কে পরিচালিত কর্ম-তৎপরতা, এসবই কিয়ামতের দিনের ঝড়ো হাওয়া এমনভাবে শূন্যে মিলিয়ে দেবে যার একটি কণাও পরকালের কঠিন দিনে কোনো মূল্য লাভের যোগ্য হবে না—সবই নিষ্ফল প্রমাণিত হবে।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَاءُ يَذُوبِكُمْ وَيَأْتِ

যথাযথভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন<sup>২৬</sup>; তিনি যদি চান তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে আসবেন

يَخْلُقُ جَدِيدٍ ۗ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ ٢٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا

এক নতুন সৃষ্টি। ২০. আর এটা (করা) আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার নয়<sup>২৭</sup>।

২১. আর তারা সকলেই আল্লাহর নিকট হাজির হবে<sup>২৮</sup>

فَقَالَ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا أَنْتُمْ مَغْنُونٌ

তখন দুর্বলেরা—যারা সবল ছিল তাদেরকে বলবে—‘আমরাতো (দুনিয়াতে) তোমাদের অধীন ছিলাম, তবে তোমরা কি রক্ষাকারী হতে পারো।

ব+আল+)-بالْحَقِّ-সৃষ্টি করেছেন; السَّمَوَاتِ-আসমান; وَ-ও; وَالْأَرْضَ-যমীন; يَشَاءُ-তিনি চান; يَذُوبِكُمْ-তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন; وَيَأْتِ-এবং; وَيَأْتِ-নিয়ে আসবেন; يَخْلُقُ-এক সৃষ্টি; جَدِيدٍ-নতুন; وَمَا-আর; ذَلِكَ-এটা (করা); عَلَى-জন্য; اللَّهُ-আল্লাহর; اسْتَكْبَرُوا-কোনো কঠিন ব্যাপার; وَ-আর; تَبَعًا-কোনো কঠিন ব্যাপার; فَ-তখন বলবে; الضُّعْفَاءُ-সকলেই; قَالَ-নিকট; لِلَّذِينَ-দুর্বলরা; اسْتَكْبَرُوا-সবল ছিল; إِنَّا-আমরাতো; كُنَّا-ছিলাম; لَكُمْ-তোমাদের; تَبَعًا-অধীন; أَنْتُمْ-তবে তোমরা; مَغْنُونٌ-হতে পারো রক্ষাকারী;

২৬. অর্থাৎ আসমান ও যমীন যেমন সত্যের উপর যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের সকল আমল ও সমাজ-সভ্যতা কোনোটাই সেরূপ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তা কখনো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। মিথ্যা, ধারণা, অনুমান-এর উপর যে জিনিসের ভিত্তি, তা কোনো স্থায়ী ফল বয়ে আনতে পারে না। তার পরিণাম নিষ্ফল হতে বাধ্য।

২৭. অর্থাৎ মিথ্যা-বাতিলকে ধ্বংস করে দিয়ে তার পরিবর্তে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। আসলে এসব বাতিলপন্থী ও দুষ্কৃতকারী লোক প্রতিমুহূর্তে কঠিন বিপদের সম্মুখীন; যে কোনো সময় তাদেরকে অপসারিত করে অন্যদেরকে সুযোগ দেয়া হতে পারে। যদি এ বিপদ আসতে বিলম্ব হয়, তাতে তারা বিপদমুক্ত হয়ে গেছে—একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের উচিত এ অবকাশকে মহা মূল্যবান মনে করে নিজেদের কর্মপদ্ধতিকে অনতিবিলম্বে সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ قَالُوا لَوْ هَدَّ بِنَا اللَّهُ لَمَدَّ يَدَيْنَا ۙ

আমাদের, আল্লাহর আযাব থেকে কিছুটা; তারা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নাজাতের কোনো পথ দেখাতেন, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকেও পথ দেখাতাম

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا ۖ إِنَّا صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ۚ

(এখন) আমরা আহাজারি করি অথবা সবর করি উভয় আমাদের জন্য সমান, আমাদের কোনো রেহাই নেই<sup>২৮</sup>।

عَنَّا-আমাদের; مِنْ-থেকে; عَذَابِ-আযাব; اللَّهُ-আল্লাহর; مِنْ شَيْءٍ-কিছুটা; قَالُوا-তারা বলবে; لَوْ-যদি; هَدَّ بِنَا-আমাদেরকে কোনো পথ দেখাতেন; اللَّهُ-আল্লাহ; سَوَاءٌ-সমান; عَلَيْنَا-আমাদের জন্য; أَجْرُنَا-আমরা আহাজারি করি; أَمْ-অথবা; صَبَرْنَا-আমরা সবর করি; مَا-নেই; لَنَا-আমাদের; مِنْ مَحِيصٍ-কোনো রেহাই।

২৮. অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সামনে একেবারে উনুজ ও আবরণহীন আখিরাতে তা সে বুঝতে সক্ষম হবে। বান্দাহতো প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর সামনে প্রকাশিত কিন্তু দুনিয়াতে সে তা অনুধাবন করতে পারে না। আখিরাতে সে চাক্ষুষ অনুধাবন করতে পারবে যে, তার কোনো ক্ষুদ্রতম তৎপরতা এমনকি তার মনের গহীনে উদ্ভূত কামনা-বাসনাও আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হয়ে আছে, তার অন্তরের কোনো ইচ্ছা-বাসনাও আজ গোপন হয়ে থাকতে পারেনি—সবকিছুই একমাত্র মহাবিচারকের সামনে আবরণহীন।

২৯. এখানে সেসব নির্বোধ লোকদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যারা চোখ বন্ধ করে অপরের পেছনে চলে এবং নিজেদের দুর্বলতাকে একটা অজুহাত মনে করে শক্তিদর যালিম লোকদের আনুগত্য করে। তাদেরকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব লোককে নেতার আসনে বসিয়ে চোখ বন্ধ করে তাদের কথা মেনে চলেছ, তাদের হুকুমে ন্যায়-অন্যায়, জোর-যুলুম করতে কোনো প্রকার সংকোচ করেনি। তারা তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে এক বিন্দু পরিমাণ রেহাই দিতেও সক্ষম হবে না। সুতরাং তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করে দেখার প্রয়োজন আছে যে, তারা কোথায় যাচ্ছে আর তোমরাই বা তাদের পেছনে পেছনে কোথায় চলেছ।

### ৩য় স্ক' (আয়াত ১৩-২১)-এর শিক্ষা

১. কুফরী শক্তি মু'মিনদেরকে দীনে হক থেকে সরিয়ে নিতে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সুতরাং তাদের কোনো কথা বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস করা যাবে না।



২. মু'মিনরা যদি তাদের দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করে, তাহলে কুফরী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র ও কটকৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে-ই যমীনে প্রতিষ্ঠিত করবেন।
৩. দুনিয়াতে মু'মিনদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো—আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো এবং তাঁর আযাবের ভয় মনে জামত রেখে জীবনযাপন করতে হবে।
৪. কাফিরদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব প্রবৃত্ত রয়েছে। সেখানে তাদেরকে পিপাসা নিবারণের জন্য জাহান্নামীদের ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ-মিশ্রিত পানি দেয়া হবে যা তারা গিলতে সক্ষম হবে না।
৫. কঠিন আযাব ভোগ করতে করতে কাফিররা জাহান্নামে চারিদিকে মৃত্যুভয়ে ভীত থাকবে, অথচ তারা মরবে না।
৬. কাফিরদের কোনো সৎকাজই গৃহীত হবে না এবং এসব সৎকাজ আখিরাতে কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে কিছুমাত্র রেহাই দিতে পারবে না।
৭. আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদেরকে উৎখাত করে তদন্তুলে অনুগতদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর স্থায়ী নীতি এবং তাঁর জন্য কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।
৮. দুনিয়ার বাতিল নেতৃত্ব আখিরাতে তাদের অনুগতদের আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো ভূমিকা রাখা দূরের কথা, তারা নিজেরা নিজেদেরকেও বাঁচাতে পারবে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪  
পারা হিসেবে রুকু'-১৬  
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿۱۴﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ

২২. আর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন

وَعَدْتُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ

আর আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম তবে আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি<sup>৩০</sup>; আর তোমাদের উপরতো আমার এ ছাড়া কোনো ক্ষমতা ছিল না যে,

دَعَوْتُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

আমি তোমাদেরকে (আমার পথে) ডেকেছিলাম, এবং তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো<sup>৩১</sup>; অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না, তোমাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ করো;

﴿۱۵﴾ -আর ; قَالَ-বলবে ; الشَّيْطَانُ-(ال+শয়তান)-শয়তান ; لَمَّا-যখন ; قُضِيَ-চূড়ান্ত করে দেয়া হবে ; وَعَدَكُمْ-(ও+কম)-ওয়াদা ; وَالْحَقُّ-(ال+হক)-সত্য ;

وَعَدْتُمْ-আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম ; وَأَخْلَفْتُمْ-(ও+কম)-তোমাদের সাথে ওয়াদা দিয়েছিলেন ; وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ-(ফ+আমার)-তোমাদের উপর ;

إِلَّا أَنْ-এ ছাড়া ; دَعَوْتُمْ-(দে+কম)-আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম ; فَاسْتَجَبْتُمْ لِي-(ফ+আমার)-এবং তোমরা সাড়া দিয়েছ ;

وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ-(ল+আমাদের)-তোমাদের নিজেদেরকেই ; تَلُمُونِي-(ফ+তোমাদের)-তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না ;

وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ-(ল+আমাদের)-তোমাদের নিজেদেরকেই ;

৩০. অর্থাৎ এখনতো প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর ওয়াদা-ই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদা-ই তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা কোনোটাই আমি পুরা করিনি; তোমাদেরকে আমি মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রেখেছিলাম। তোমাদেরকে আমি ধোঁকাই দিয়েছিলাম।

৩১. অর্থাৎ ব্যাপারতো এমন ছিল না যে, তোমরা সত্যপথের উপর ছিলে আর আমি তোমাদেরকে জোরপূর্বক পথভ্রষ্ট করেছি; বরং আমি তো তোমাদেরকে আমার পথে

مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ

(এখন) না আমি তোমাদের উদ্ধারকারী হতে পারি আর না তোমরা আমার উদ্ধারকারী হতে পারো ; আমি অস্বীকার করছি তা

بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

তোমরা যে আমাকে (আল্লাহর) শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে<sup>৩২</sup> ইতিপূর্বে ;  
যালিমদের জন্য অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে ।

۝ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

২৬. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, প্রবাহমান থাকবে

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ, তারা তাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে সেখানে চিরদিন থাকবে ; 'সালাম' হবে সেখানে তাদের সম্বর্ধনার ভাষা<sup>৩৩</sup>

مَا-না; أَنَا-আমি ; -بِمُصْرِحِكُمْ-(ব+মুস্বখ+কম)-তোমাদের উদ্ধারকারী হতে পারি ;  
و-আর; مَا-না ; أَنْتُمْ-তোমরা ; -بِمُصْرِحِي-(ব+মুস্বখ+য)-আমার উদ্ধারকারী হতে  
পার ; إِنِّي-আমি ; كَفَرْتُ-অস্বীকার করছি ; بِمَا-তা ; أَشْرَكْتُمُونَ-তোমরা যে  
আমাকে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; الظَّالِمِينَ-অবশ্যই ;  
و- ۝ وَأَدْخِلَ ۝ -আযাব রয়েছে ; عَذَابٌ-যালিমদের ; جَنَّاتٍ-তাদের জন্য ;  
تَجْرِي-আর ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ;  
و-এবং ; وَعَمِلُوا-করেছে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকাজ ; جَنَّاتٍ-(এমন) জান্নাতে ;  
تَجْرِي-প্রবাহমান থাকবে ; الْأَنْهَارُ-নহরসমূহ ; خَالِدِينَ-তারা  
চিরদিন থাকবে ; فِيهَا-সেখানে ; بِإِذْنِ-অনুমতিতে ; رَبِّهِمْ-(ব+ইয়) -  
তাদের প্রতিপালকের ; تَحِيَّتُهُمْ-(তহীয়া+হম)-তাদের সম্বর্ধনার ভাষা হবে ;  
سَلَامٌ-সেখানে ; فِيهَا-সেখানে ; سَلَامٌ-সালাম' ।

ডেকেছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ ; তোমরা যদি সাড়া না দিতে তাহলে আমার কোনো ক্ষমতা-ই ছিল না তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার । সুতরাং আমাকে তিরস্কার করার আগে তোমাদের নিজেদেরকে তিরস্কার করো ; কারণ তোমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য আমি পুরোপুরি দায়ী নই, তোমরা-ই এর জন্য প্রধানত দায়ী ।

﴿الرَّكَيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾

২৪. আপনি কি দেখছেন না আল্লাহ কিভাবে কালিমায়ে তাইয়েবার তুলনা করেছেন<sup>৩৪</sup> যে, তা একটি পবিত্র গাছের মত

﴿أَصْلَهَا نَائِبٌ وَفَرَعَاهَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾

যার মূল মাটির গভীরে মজবুত এবং তার শাখা-প্রশাখা আসমানে।<sup>৩৫</sup>

২৫. তা প্রতিটি মুহূর্তে ফল দিচ্ছে

﴿الرَّكَيفَ-আপনি কি দেখছেন না ; كَيْفَ-কিভাবে ; ضَرَبَ-করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; كَلِمَةً-কালিমা ; طَيِّبَةً-তাইয়েবার ; كَشَجَرَةٍ-গাছের (ك+شجرة)-গাছের মতো ; طَيِّبَةً-পবিত্র ; أَصْلَهَا-যার মূল (اصل+ها)-যার মূল ; نَائِبٌ-মজবুত (মাটির গভীরে) ; فِي السَّمَاءِ-ফি+ال+سماء)-তার শাখা-প্রশাখা ; فَرَعَاهَا-এবং ; وَ-আসমানে (تُؤْتِي-দিচ্ছে ; أَكْلَهَا)-তার ফল (اكل+ها)-তার ফল ; كُلَّ-প্রতিটি ; حِينٍ-মুহূর্তে ;

৩২. আকীদা-বিশ্বাসগত শিরক ছাড়াও কর্মগত শিরক-ও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর দেয়া সনদ ছাড়া অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কারো আনুগত্য ও অনুসরণ করে যাওয়াও একটি অতি বড় শিরক। মুখে মুখে বাতিল নেতৃত্বের উপর অভিশাপ করলেও কার্যতঃ যদি তাদের নিয়ম-বিধান অনুসরণ করে চলা হয়, কুরআনের দৃষ্টিতে তা-ও আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়। আকীদা-বিশ্বাসে মুশরিকদের মতো শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদেরকে মুশরিক বলা হোক বা না-ই বলা হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

৩৩. 'তাহিয়্যাতুহুম' অর্থাৎ তাদের পরস্পরকে সম্বর্ধনা জানানোর ধরন তথা পারস্পরিক অভিবাদন জানানোর ভাষা এমন হবে যে, তারা 'সালাম'-এর মাধ্যমে পরস্পরের সফলতার প্রকাশ ঘটাবে। অর্থাৎ তারা একে অপরকে 'চির শান্তির মুবারকবাদ' জানাবে।

৩৪. 'কালিমায়ে তাইয়েবাহ' দ্বারা সত্যকথা, নেক ও নির্মল আকীদা-বিশ্বাস যা পুরোপুরি প্রকৃত সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তিশীল তা-ই বুঝানো হয়েছে। কুরআন মাজীদে দৃষ্টিতে তাওহীদের স্বীকৃতি অংগীকার, আশ্বিয়ায়ে কিরাম ও আসমানী কিতাব-সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি বিষয়গুলোই প্রকৃত সত্য। আর 'কালিমায়ে তাইয়েবাহ' দ্বারা এসব বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কথা ও বিশ্বাসকে-ই বুঝানো হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা-ই প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ; আর মু'মিন ব্যক্তির অংগীকার এবং বিশ্বাসও প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মু'মিনের কথা ও বিশ্বাস প্রাকৃতিক ব্যবস্থার প্রতিকূল হয় না। আর এজন্যই যমীন ও তার গোটা ব্যবস্থাপনা মু'মিনের সাথে সহযোগিতা করে।

يَاذُنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

তার প্রতিপালকের হুকুমে<sup>১০</sup> ; আর আল্লাহ মানুষের জন্য এসব উদাহরণ দিয়ে থাকেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

﴿١١﴾ وَمَثَلُ كُلِّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ

২৬. আর খারাপ কথার<sup>১১</sup> উদাহরণ হলো একটি খারাপ গাছের মত যা উপড়ে ফেলা যায় মাটির উপর থেকে

مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿١١﴾ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

যার নেই কোনো স্থায়িত্ব<sup>১২</sup> । ২৭. আল্লাহ তাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন—যারা ঈমান রাখে উল্লিখিত মজবুত কথায়—

- يَضْرِبُ ; আর ; وَ-তার প্রতিপালকের ; (رب+ها)-رَبِّهَا ; (ب+اذن)-بِأَذْنِ-উদাহরণ দিয়ে থাকেন ; النَّاسِ ; (ال+امثال)-الْأَمْثَالَ ; (اللَّهُ)-আল্লাহ ; (ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য ; لَعَلَّهُمْ ; যাতে তারা ; يَتَذَكَّرُونَ ; উপদেশ গ্রহণ করে ।  
- (ك+شجرة)-كَشَجَرَةٍ ; (خَبِيثَةٍ)-খারাপ ; (كَلِمَةٍ)-কথার ; (مَثَلٌ)-উদাহরণ ; (و)-আর ; ﴿١١﴾ وَمَثَلُ كُلِّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ; থেকে ; مِنْ ; (فَوْقِ)-উপর ; (الْأَرْضِ)-মাটির ; (مَا)-নাই ; (لَهَا)-যার ; (مِنْ قَرَارٍ)-কোনো স্থায়িত্ব<sup>১২</sup> । يَثْبُتُ ﴿١١﴾ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ; প্রতিষ্ঠিত রাখবেন ; (اللَّهُ)-আল্লাহ ; (الَّذِينَ)-তাদেরকেই যারা ; (آمَنُوا)-ঈমান রাখে ; (الثَّابِتِ)-উল্লিখিত কথার ; (ال+ثابت)-الثَّابِتِ ; (ب+ال+قول)-بِالْقَوْلِ ;

৩৬. অর্থাৎ এ কালিমা এমন যে, যে ব্যক্তি বা যে জাতিই এর উপর ভিত্তি করে নিজ জীবন ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে প্রতিটি মুহূর্তে সে ব্যক্তি বা জাতি এর সুফল ভোগ করতে থাকবে। সেই ব্যক্তি বা জাতির চিন্তায় থাকবে পরিচ্ছন্নতা, স্বভাব-চরিত্রে থাকবে নির্মলতা; থাকবে নীতিতে দৃঢ়তা ও পবিত্রতা, আত্মিক পরিপূর্ণতা, দৈহিক গুণিতা, পারম্পরিক কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণতা, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উৎকর্ষতা, অর্থনীতিতে ইনসাফ ও বিশ্বস্ততা, যুদ্ধ-বিগ্রহে ন্যায়তা, সন্ধি-চুক্তিতে আন্তরিকতা এবং রাজনীতিতে পরিচ্ছন্নতা ও বিশ্বস্ততা। আসলে এ কালিমা এক মহাশক্তির উৎস যা মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করে।

৩৭. 'কালিমায়ে খাবীসা' হলো 'কালিমায়ে তাইয়েয়া'র বিপরীত কথা যা প্রকৃত সত্যের বিপরীত। অর্থাৎ এমন বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থা যা নবী-রাসূলগণের নিকট থেকে গৃহীত নয় বরং তাঁদের মূল শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। নাস্তিকতা, শিরক, বিদয়াত, মূর্তিপূজা ইত্যাদি এ জাতীয় কথাগুলোই 'কালিমায়ে খাবীসা'।

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۗ

দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে<sup>৩৯</sup>; আর যালিমদেরকে আত্মাহ শুমরাহ করে দেন ;<sup>৪০</sup>

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ

এবং আত্মাহ যা চান তা-ই করেন ।

فى+ال+)-فى الآخرة ; -ও ; -و- ; -ال-দুনিয়ার ; -فى+ال+حياة)-فى الحياة -الظالمين- ; -اللَّهُ-আত্মাহ ; -و-আর ; -و-আখিরাতে ; -آخرة) -যালিমদেরকে ; -এবং ; -و- ; -يَفْعَلُ-করেন ; -اللَّهُ-আত্মাহ ; -مَا- ; -يَا, তা-ই ; -يَشَاءُ-চান ।

৩৮. 'কালিমায়ে খাবীসা' তথা বাতিল আকীদা-বিশ্বাস যেহেতু প্রকৃত সত্যের বিপরীত তাই তা প্রাকৃতিক আইনেরও বিপরীত। সেজন্য প্রাকৃতিক আইন তার সঙ্গে খাপ খায় না। বিশ্ব-প্রকৃতির সবকিছুই তার বিরোধিতা করে, প্রতিবাদ করে এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। এ খারাপ গাছ যমীনে তার মূল গভীরে পৌছতে পারে না, আকাশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করতে পারে না। সামান্য ঝড়েই তা উপড়ে পড়ে। তবে মানুষের পরীক্ষার প্রয়োজনেই এ জাতীয় গাছ দুনিয়াতে রোপিত হয়েছে, নচেৎ দুনিয়াতে এর অস্তিত্বই থাকতো না।

আর এজন্যই দুনিয়াতে প্রথম মানুষ থেকে 'কালিমায়ে তাইয়েবা' একইভাবে অস্তিত্ববান আছে। এর কোনো পরিবর্তন নেই। আর 'কালিমায়ে খাবীসা'র উদ্ভব হয়েছে অসংখ্য। কালিমায়ে তাইয়েবাকে সমূলে বিনাশ করা কখনো সম্ভব হয়নি ; অপর দিকে 'কালিমায়ে খাবীসা' একটি নির্মূল হয়েছে এবং অন্য একটির উদ্ভব ঘটেছে এভাবে তার তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে। অবশেষে এর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

৩৯. অর্থাৎ এ কালিমার আলোকে জীবন গড়ার কারণে তারা এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ লাভ করতে সক্ষম হবে। জীবনের সকল সমস্যার সমাধান তারা সহজেই করতে পারবে। জীবনযাপনের এক রাজপথের সন্ধান তারা পেয়ে উদ্বেগ-উৎকর্ষহীন জীবন লাভ করবে। তাদের জীবন হবে নিশ্চিত পরম প্রশান্তিময়। অতপর যখন মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবনে তারা প্রবেশ করবে সেখানে তাদেরকে কোনো চিন্তা-পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হবে না। ইতিপূর্বে দুনিয়াতে তারা যে কালিমায় বিশ্বাসী ছিল সেই বিশ্বাসের সুফল তারা আখিরাতের জীবনে পেতে থাকবে। তাদের আশা-আকাংখার বিপরীত ফল দেখে তাদেরকে হতাশ ও চিন্তিত হতে হবে না।

৪০. অর্থাৎ 'কালিমায়ে খাবীসা'র আনুগত্যকারী যালিমদের মন-মগযকে আত্মাহ বিপর্যস্ত করে দেন, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

### ৪র্থ রুক্কু' (আয়াত ২২-২৭)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহকে যেসব ওয়াদা দিয়েছেন তা তাঁর রাসূলের মাধ্যমেই বান্দাহর নিকট পৌছেছে। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা তা জানতে পারি। এসব ওয়াদা-ই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।
২. কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত শয়তানী প্ররোচনা এবং তা সবই মিথ্যা। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত মত ও পথকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
৩. শেষ বিচারের দিন শয়তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার কথা তার নিজের স্বীকৃতির মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সে নিজেকে তার অনুসারীদের অপরাধের দায় থেকে দায়মুক্ত বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু তখনতো শোধরাবার কোনো উপায় থাকবে না।
৪. শয়তানের অনুসরণকারী কাফির-মুশরিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে—এটা আল্লাহর ওয়াদা; আর এ ওয়াদা সত্য—এতে অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।
৫. আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনদের জন্য চির সুখময় জান্নাত রয়েছে, এটাও আল্লাহর-ই ওয়াদা—এতেও অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের দাবী।
৬. ওহী ভিত্তিক সকল কথা-ই কালিমায়ে তাইয়েবার অন্তর্ভুক্ত। কালিমায়ে তাইয়েবা-ই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং কালিমায়ে তাইয়েবার উপর ভিত্তি করে যে জীবন গড়ে উঠে, তাতেই প্রকৃত শান্তি নিহিত।
৭. 'কালিমায়ে খাবীসা' তথা নাপাক কালিমা বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় তার উপর ভিত্তিশীল জীবনই সকল অশান্তির মূল।
৮. 'কালিমায়ে তাইয়েবা'-ই কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, অপরদিক 'কালিমায়ে খাবীসা' মূলহীন বিধায় তা অবশ্যই ধ্বংস হবে।—এটা আল্লাহর ওয়াদা; সুতরাং এতেও অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।







سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةً ۝

গোপনে ও প্রকাশ্যে<sup>৪১</sup>, সেদিন আসার আগে যেদিন কোনো বেচা-কেনা চলবে না এবং কোনো বন্ধুত্বও থাকবে না।<sup>৪২</sup>

۞ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

৩২. আল্লাহ তিনিই<sup>৪৩</sup> যিনি পয়দা করেছেন আসমান ও যমীন এবং নাযিল করেছেন আসমান থেকে পানি

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ

অতপর তা দ্বারা তোমাদের রিয্ক হিসেবে নানা প্রকার ফল-ফলাদির উদ্ভব ঘটিয়েছেন ; আর তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন নৌকা-জাহাজকে

-ইয়ুম ; -আসার-অনু-আসার ; -আগে-অনু-আগে ; -প্রকাশ্যে-প্রকাশ্যে ; -ও-ও ; -গোপনে-গোপনে ; -সেদিন যেদিন ; -চলবে না কোনো বেচাকেনা ; -তাতে ; -এবং-ও ; -লা-লা ; -থাকবে না কোনো বন্ধুত্বও । ৩৩-আল্লাহ তিনিই ; -যিনি ; -যিনি ; -পয়দা করেছেন ; -আসমান-আসমান ; -ও-ও ; -যমীন-যমীন ; -এবং-ও ; -নাযিল করেছেন ; -পানি-পানি ; -আসমান-আসমান ; -থেকে-থেকে ; -অতপর (ফ+অর্জ)-অর্জ ; -ফল-ফলাদি ; -তা দ্বারা ; -রিয্ক-রিয্ক ; -নানা প্রকার ফল-ফলাদি ; -আর ; -অধীন করে দিয়েছেন ; -তোমাদের ; -নৌকা-জাহাজকে ;

৪১. অর্থাৎ কাকির তথা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তির যেন আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞতার আচরণ করে, মু'মিনরা সেরূপ আচরণ করবে না। তারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। আর আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের বাস্তব উপায় হলো আল্লাহর দেয়া রিয্ক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর পথে খরচ করা।

৪২. অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে প্রবেশের পূর্বেই আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার তাকীদেই তাঁর পথে মাল-সম্পদ খরচ করতে হবে ; কেননা মাল-সম্পদ, কেনা-বেচা চলবে না যে, তা বেচা-কেনা করে মুক্তি পাওয়া যাবে ; আর না সেখানে এমন কোনো বন্ধু থাকবে যার সুপারিশে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

৪৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা করেছেন, তিনিইতো সেই আল্লাহ যার নিয়ামতের নাশোকরী তোমরা করছো এবং যার আনুগত্য থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলছো।



৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাদের জীবনলাভ ও জীবনযাপনের জন্য যা কিছুই প্রয়োজন তার সবই তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তোমাদের অবস্থান ও বিকাশলাভের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উপায়-উপাদানই তোমাদেরকে দিতে বাদ রাখেননি।

### ৫ম রুকু' (আয়াত ২৮-৩৪)-এর শিক্ষা

১. অতীতের কাফির-মুশরিকরা যে শুধুমাত্র নিজেরা-ই হয়েছে তাই নয়-বরং তাদের সমাজ ও জাতিকেও ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাফির-মুশরিকদের পরিণতিও একই হতে বাধ্য। যেহেতু এটা আল্লাহর-ই কথা।
২. আল্লাহর যাত ও সিফাতে অন্য কোনো সত্তাকে শরীক করা চরম গুমরাহী। সুতরাং শিরক-এর মতো চরম গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।
৩. ঈমান, নামায এবং আল্লাহর পথে খরচের মাধ্যমেই আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও হতে মুক্তি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।
৪. স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, সুতরাং আনুগত্য করতে হবে তাঁর বিধানের। তাঁর বিধান মানুষের নিকট এসেছে রাসূলের মাধ্যমে, তাই আল্লাহর সাথে রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে।
৫. আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তবেই আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।
৬. সৃষ্ট জীবের জীবন লাভ এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপায়-উপাদান আল্লাহ-ই ব্যবস্থা করেন—এ বিশ্বাসকে অন্তরে সুদৃঢ় করতে হবে।
৭. আল্লাহর অগণিত-অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থেকেও আল্লাহর নাফরমানী করা চরম যুল্ম ও চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞতা।



সূরা হিসেবে রুকূ'-৬  
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮  
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٥٧﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ

৩৫. আর (স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বলেছিলেন—হে আমার প্রতিপালক ! এ শহর (মক্কা)-কে<sup>৪৭</sup>  
নিরাপদ করে দিন ; আর বাঁচিয়ে রাখুন আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে

أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٥٨﴾ رَبِّ إِنَّمَنْ أَضَلَّنَا مِنْ النَّاسِ ۚ

মূর্তির পূজা থেকে । ৩৬. হে আমার প্রতিপালক ! এরা অবশ্যই গুমরাহ করেছে  
মানুষের মধ্য থেকে অনেককে<sup>৪৮</sup> ;

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾ رَبَّنَا

অতপর (আমার সন্তানদেরকে) যারা আমাকে অনুসরণ করবে তারা আমার মধ্যে গণ্য হবে, আর যারা আমাকে  
অমান্য করবে (তাদের জন্য) তবে আপনি অবশ্যই হবেন ক্ষমাশীল, দয়ালব<sup>৪৯</sup> । ৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক !

﴿٥٧﴾-আর ; إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; إِبْرَاهِيمُ-ইবরাহীম ; رَبِّ-হে আমার  
প্রতিপালক ! اجْعَلْ-করে দিন ; هَذَا-এ ; الْبَلَدَ-শহরকে ; آمِنًا-নিরাপদ ;  
- (بنی+ی)- (بنی+ی) ; وَ-ও ; وَاجْنُبْنِي- (اجنب+نی)-বাঁচিয়ে রাখুন আমাকে ;  
আমার সন্তান-সন্ততিকে ; انْ تُعْبُدْ-পূজা ; الْأَصْنَامَ- (ان+اصنام)-মূর্তি । ﴿٥٨﴾-হে  
আমার প্রতিপালক ; كَثِيرًا-অনেককে ; أَضَلَّنَا-গুমরাহ করেছে ; أَنَّهُمْ-এরা অবশ্যই ;  
- (تبع+نی)- (تبع+نی)-আমাকে ; فَمَنْ-অতপর যারা ; تَبِعَنِي-আমাকে  
অনুসরণ করবে ; فَإِنَّهُ- (ان+ه)-তারা ; مِنِّي-আমার মধ্যে গণ্য হবে ; وَ-আর ;  
فَأَنَّكَ-তবে আপনি অবশ্যই ; عَصَانِي- (عصا+نی)-আমাকে অমান্য করবে ;  
يَا-যারা ; رَحِيمٌ-ক্ষমাশীল ; غَفُورٌ-হে আমাদের প্রতিপালক ! ﴿٥٩﴾

৪৬. এখানে কুরাইশদের প্রতি আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ।  
সে সাথে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ায় তাঁর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে তার উল্লেখ  
করে কুরাইশ কাফিরদেরকে নিজেদের জীবনে সেসব অনুগ্রহ ও ইবরাহীম (আ)-এর  
আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ।

৪৭. 'এ শহর' দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে ।

إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ

আমি আমার সন্তানদের আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে  
এক অনাবাদি উপত্যকায় পূর্ণবাসন করেছি ;

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ

হে আমাদের প্রতিপালক ! তারা যেন নামায কায়েম করে অতএব আপনি মানুষের  
অন্তরকে তাদের দিকে করে দিন যেন তা আকৃষ্ট হয় ।

وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ

এবং ফল-ফলাদি থেকে তাদের রিয়কের ব্যবস্থা করুন, ৫০ সম্ভবত তারা (আপনার)  
শোকর আদায় করবে । ৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনিতো অবশ্যই জানেন

انِّي-অবশ্যই আমি ; اسكنتُ-পূর্ণবাসন করেছি ; من ذرئتي-আমার সন্তানদের  
কর্তককে ; بوادٍ-এক উপত্যকায় ; غير ذي زرعٍ-অনাবাদি ; عند-নিকটে ; بيتك-  
-আপনার ঘরের ; المحرم-সম্মানিত ; ربنا-হে আমাদের প্রতিপালক !  
-অতএব আপনি করে দিন ; ليقيموا-তারা যেন কায়েম করে ; الصلاة-নামায ; فاجعل-  
(ف+اجعل)-তারা যেন কায়েম করে ; افئدة-মনকে ; من الناس-মানুষের ; تهوى-যেন তা আকৃষ্ট হয় ;  
من-তাদের প্রতি ; و-এবং ; ارزقهم- (ارزق+هم)-তাদের রিয়কের ব্যবস্থা করুন ; من  
الثمرات-ফল-ফলাদি থেকে ; يشكرون-তারা শোকর আদায় করবে ;  
تعلم-জানেন ; ربنا-হে আমাদের প্রতিপালক ! انك-আপনিতো অবশ্যই ;

৪৮. অর্থাৎ এ মূর্তিগুলো বহু মানুষের গুমরাহ হওয়ার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে ; যদিও  
মানুষকে গুমরাহ করার কোনো ক্ষমতা এ মূর্তিগুলোর নেই ; কারণ এগুলো নিষ্প্রাণ জড়  
পদার্থ ।

৪৯. হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর অনুগত সন্তানদেরকে তাঁর নিজ দলভুক্ত বলে  
ঘোষণা দিলেও অবাধ্য অমান্যকারী সন্তানদেরকে আত্মাহর আঘাবে নিপতিত দেখতেও  
প্রস্তুত ছিলেন না । আসলে এটা-ই ছিল নবীদের বৈশিষ্ট্য । নবী-রাসূলদের অন্তরের  
প্রশস্ততা এবং মানবজাতির প্রতি তাঁদের অশেষ সহানুভূতির কারণেই ইবরাহীম (আ)  
বলতে পেরেছিলেন যে, ‘আমার অবাধ্য সন্তানদের জন্যতো তোমার ক্ষমা ও দয়া-  
রহমত রয়েছে । হযরত ঈসা (আ) ঈসায়ীদের ব্যাপারে বলেছিলেন, (“হে আত্মাহ)  
আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে এরাতো আপনারই বান্দাহ, আর যদি মাফ করে  
দেন তবে আপনিতো সর্বজয়ী সুবিজ্ঞানী ।”

مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি<sup>৭৯</sup> : আর<sup>৮০</sup> গোপন নেই  
আল্লাহর নিকট কোনো বস্তুই যমীনে

وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

আর না (গোপন আছে) আসমানে । ৩৯. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি বুড়ো  
বয়সে আমাকে দান করেছেন

إِسْمِعِيلَ ۗ وَإِسْحَقَ ۗ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي

দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দোয়া শ্রবণকারী ।  
৪০. হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে বানিয়ে দিন

مُقِيمَ الصَّلَاةِ ۗ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

নামায কয়েমকারী, এবং আমার সন্তানদের থেকেও (এমন লোক বানিয়ে দিন) ; হে আমাদের প্রতিপালক ;  
আর আমার দোয়া কবুল করুন ৪১. হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাকে মাফ করে দিন

مَا-যা ; نُخْفِي-আমরা গোপন করি ; وَ-এবং ; مَا-যা ; نُعْلِنُ-আমরা প্রকাশ করি ;  
مِنْ-কোনো ; شَيْءٍ-আল্লাহর নিকট ; مَا يَخْفَى-গোপন নেই ; وَ-আর ;  
فِي السَّمَاءِ- (গোপন আছে) ; لَا-না ; وَ-আর ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ;  
وَهَبَ-দান ; الَّذِي-যিনি ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্যই ;  
وَلِي-আমাকে ; عَلَى الْكِبَرِ-বুড়ো বয়সে ; وَ-ও ;  
إِسْمِعِيلَ-ইসমাইল ; وَإِسْحَقَ-ইসহাককে ; إِنَّ رَبِّي-আমার প্রতিপালক ;  
لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ-দোয়া । رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ! اجْعَلْنِي-আমাকে বানিয়ে দিন ;  
مُقِيمَ الصَّلَاةِ-নামায ; وَمِنْ-থেকেও ; وَ-এবং ; ذُرِّيَّتِي-(যি)-  
আমার সন্তানদের ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ! وَ-আর ; وَتَقَبَّلْ-কবুল করুন ;  
دُعَاءِ-আমার দোয়া । اغْفِرْ لِي-আমাকে মাফ করে দিন ;

৫০. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফলেই সমগ্র আরব এবং সারা দুনিয়া থেকেই হজ্জ ও উমরা করার জন্য মানুষ মক্কা শরীফে ছুটে আসছে। তা ছাড়া তাঁর দোয়ার ফলে সারা দুনিয়া থেকে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, খাদ্যশস্য-সেখানে পৌঁছতে থাকে। অথচ আরব উপত্যকা এমন একটি স্থান যেখানে পশুখাদ্য পর্যন্ত জন্মে না।

# وَلِوَالِدَيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

আর (মাফ করে দিন) আমার পিতা-মাতাকে ও মু'মিনদেরকে  
—যেদিন কায়ম হবে হিসাব।<sup>৫৩</sup>

- لِلْمُؤْمِنِينَ ; وَ-আর ; لِوَالِدَيْكَ-আমার পিতামাতাকে (মাফ করে দিন) ;  
মু'মিনদেরকে ; يَوْمَ-যেদিন ; يَقُومُ-কায়ম হবে ; الْحِسَابُ-হিসাব ।

৫১. অর্থাৎ আমার প্রকাশ্য কথা ও অন্তরের আবেগ যা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি সক্ষম নই সবইতো আপনার জানা রয়েছে ।

৫২. এ বাক্যটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথার সত্যতা ঘোষণার জন্য মাঝখানে বলা একটি বাক্য বিশেষ ।

৫৩. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আল্লাহর দূশমন ছিলেন, তা সত্ত্বেও এখানে তাঁর পিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন । এর কারণ ছিল—তিনি দেশ ত্যাগ করার সময় “আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো” বলে ওয়াদা দিয়েছিলেন । কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দূশমন তখন তিনি তা থেকে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করলেন ।

## ৬ষ্ঠ রুকূ' (আয়াত ৩৫-৪১)-এর শিক্ষা

১. এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, শিরক ও কুফর থেকে নিরাপদ থাকার জন্যও আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে ।

২. নবী-রাসূলদের দলভুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তোষ পেতে চাইলে তাঁদের আনীত দীনের বিধান অনুসারেই জীবনযাপন করতে হবে ।

৩. শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও একই দীন নিয়ে এসেছেন । কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী-রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না । এখন দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য একমাত্র দীনে মুহাম্মাদীর অনুসরণ ছাড়া বিকল্প নেই ।

৪. ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বরকতেই মক্কা মুয়াযযামায় কোনো কৃষিযোগ্য এলাকা শিল্পাঞ্চল না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, দুনিয়ার আর কোনো শহরে এরূপ পাওয়া যায় না । এ বরকতময় পবিত্র স্থানের মর্যাদা প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকা একান্ত কর্তব্য ।

৫. সকল নবীর দীনে নামাযের বিধান ছিল । তাই ইবরাহীম (আ)-ও তাঁর সন্তানদের জন্য নামাযী হয়ে জীবনযাপন করার তাওফীক চেয়ে দোয়া করেছেন । অতএব একমাত্র নামায-ই হলো অনুগত বান্দার প্রধান পরিচয় । সুতরাং আমাদেরকেও অনুরূপ নামাযী হয়ে জীবনযাপনের তাওফীক চেয়ে দোয়া করতে হবে ।

৬. প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই আল্লাহ জানেন। আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর অজ্ঞাতে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর শর্তহীন আনুগত্যের মাধ্যমেই জীবন গড়তে হবে।

৭. সন্তান-সন্ততি আল্লাহর এক বড় নিয়ামত সুতরাং এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং তাদেরকে দীনের পথে রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে।

৮. মাতা-পিতার মাগফিরাতের জন্যও আল্লাহর দরবারে দোয়া জানাতে হবে। তাঁরা যদি কাফির বা মুশরিক হয়ে থাকে এবং জীবিত থাকে তবে তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করতে হবে। আর যদি কাফির-মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে তাহলে তাদের মাগফিরাতের দোয়া করা ঈমানী চেতনার খেলাফ।

৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাহর সকল দোয়া-ই কবুল করেন। কোনো দোয়ার ফলাফল তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়, কোনো দোয়ার ফলাফল দেরীতে পাওয়া যায়, আবার কোনো দোয়ার ফল আখিরাতে পাওয়া যাবে। মোট কথা কোনো দোয়া-ই ব্যর্থ হয় না। এ বিশ্বাস অন্তরে রেখেই দোয়া করতে হবে।

১০. নিজেদের জন্য দোয়া করার সাথে সাথে সকল মু'মিনের জন্য দোয়া করতে হবে।





সূরা হিসেবে রুক'-৭  
পারা হিসেবে রুক'-১৯  
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ﴾

৪২. আর এ যালিমরা যা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে আপনি বে-খবর মনে করবেন না ; তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন

تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٣﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

যাতে (যেদিনে) চোখগুলো পলকহীন চেয়ে থাকবে। ৪৩. তারা দৌড়রত থাকবে তাদের মাথাকে উর্ধমুখী করে<sup>৪৪</sup> নিজেদের দিকে ফিরবে না

طَرْفُهُمْ وَأَنْذَرْتَهُمْ هَوَاءً ﴿٤٤﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيهِمُ الْعَذَابُ

তাদের দৃষ্টি এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। ৪৪. (হে নবী) আপনি মানুষকে সেদিন সম্পর্কে ভয় দেখাতে থাকেন যেদিন তাদের কাছে আসবে আযাব,

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ

এখন যারা করেছিল যুলম তারা বলবে—‘হে আমাদের প্রতিপালক ! অল্প কিছু সময় আমাদেরকে অবকাশ দিন ; আমরা সাড়া দেবো

﴿و-আর ; لَا تَحْسِبَنَّ-আপনি মনে করবেন না ; اللَّهُ-আল্লাহকে ; غَافِلًا-বেখবর ; عَمَّا-সে সম্পর্কে যা ; يُؤَخَّرُهُمْ(+)-আম্মা+ইউখরহুম ; الظَّالِمُونَ-এ যালিমরা ; يَعْمَلُ-করছে ; إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ-তবে তিনি অবকাশ দিচ্ছেন তাদেরকে ; لِيَوْمٍ-সেদিন পর্যন্ত ; تَشْخَصُ-পলকহীন চেয়ে থাকবে ; فِيهِ-যাতে (যেদিনে) ; الْأَبْصَارُ-চোখগুলো ; مُهْطِعِينَ ﴿٤٣﴾-তারা দৌড়রত থাকবে ; مُقْنِعِي رءُوسِهِمْ-উর্ধমুখী করে ; رءُوسِهِمْ(+)-রু'স+হুম-তাদের মাথাকে ; أَفْتَدَتْهُمْ ; وَ-এবং ; وَأَنْذَرْتَهُمْ-তাদের দৃষ্টি ; هَوَاءً-শূন্য ; وَأَنْذِرِ النَّاسَ-আপনি ভয় দেখাতে থাকুন ; يَوْمَ يَاْتِيهِمُ الْعَذَابُ-তাদের কাছে আসবে ; يَاْتِيهِمُ(+)-যাতী+হুম-তাদের কাছে আসবে ; الْعَذَابُ-আযাব ; فَيَقُولُ-তখন বলবে ; الَّذِينَ-তারা যারা ; ظَلَمُوا-যুলুম করেছিল ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; أَخْرْنَا-আমাদেরকে অবকাশ দিন ; إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ-কিছু সময় পর্যন্ত ; نُّجِبْ-আমরা সাড়া দেবো ;

دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا آقِسْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم

আপনার ডাকে এবং (আপনার) রাসূলদের আনুগত্য করবো' (তখন বলা হবে)

“তোমরা কি আগেও কসম করতে না যে, তোমাদের নেই

مِنْ زَوَالٍ ۗ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ سَآءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

কোনো পতন ? ৪৫. অথচ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল

তাদের বাসস্থানেই তোমরা বাস করতে

وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ

এবং তোমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল 'আমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম, আর আমি তোমাদের কাছে উদাহরণও দিয়েছিলাম।

ۗ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ

৪৬. আর তারা ভীষণ চাল চলেছিল কিন্তু তাদের চালগুলো আল্লাহর নিকট

(রক্ষিত) ছিল ; যদিও তাদের চালে ছিল

- الرَّسُولَ ; আনুগত্য করবো ; تَتَّبِعِ ; এবং ; وَ- ; আপনাদের ডাকে (دَعْوَتِكَ) -

আগেও ; مِنْ قَبْلِ- ; তোমরা কি কসম করতে না ; أُولَٰئِكَ تَكُونُوا آقِسْتُمْ ; রাসূলদের ;

تَكُونُوا- ; তোমরা ; سَكَنْتُمْ- ; অথচ ; ۗ- ; কোনো পতন ; مِنْ زَوَالٍ ; তোমাদের ; لَكُمْ ; নেই ; مَا

বাস করতে ; يَفْعَلُونَ- ; যুলুম করেছিল ; الَّذِينَ- ; তাদের যারা ; مَسْكِينَ- ; বাসস্থানেই ; فِي

لَكُمْ ; পরিষ্কার ছিল ; تَبَيَّنَ ; এবং ; وَ- ; নিজেদের উপর ; انْفُسَهُمْ- ;

তোমাদের কাছে ; كَيْفَ- ; কিরূপ ; فَعَلْنَا- ; তাদের সাথে ; بِهِمْ ;

و- ; ۗ- ; উদাহরণও ; الْأَمْثَالَ- ; তোমাদের কাছে ; لَكُمْ ; আর ; وَ-

আর ; مَكْرَهُمْ- ; তাদের ভীষণ চাল ; مَكَرُوا- ; তারা চাল চলেছিল ; وَقَدْ

তোমাদের ; مَكْرَهُمْ- ; আল্লাহর ; عِنْدَ- ; কিন্তু ; وَإِنْ كَانَ

তোমাদের চালে ; مَكْرُهُمْ- ; ছিল ; كَانَ ; যদিও ; وَإِنْ كَانَ

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তাদের চোখগুলো পাথরের তৈরী চোখের

মতো পলকহীন চেয়ে থাকবে। আর তারা মাথাকে উপরের দিকে তুলে দৌড়াতে

থাকবে ; যদিও পালাবার কোনো পথ তারা খুঁজে পাবে না।



يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝٥٠ سَرَّابِيلَهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ

সেদিন কঠোরভাবে জিঞ্জীরে বাঁধা। ৫০. তাদের পোশাক হবে আলকাতরার<sup>৫০</sup>

وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۝٥١ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ

এবং তাদের চেহারাগুলো আগুনে ঢেকে ফেলবে ৫১. যাতে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বদলা দিতে পারেন—যা সে কামাই করেছে ;

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝٥٢ هَذَا بَلَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। ৫২. এটা মানুষের জন্য এমন বাণী যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয়ে যায়,

وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَيُنذِرُوا أُولَئِكَ الْأَبَابُ ۝

এবং তারা যাতে জানতে পারে যে, নিশ্চিত তিনিই একমাত্র ইলাহ আর যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে (এটা থেকে)।

।-জিঞ্জীরে-(فی+ال+اصفاد)-في الْأَصْفَادِ-কঠোরভাবে বাঁধা ; مُقَرَّنِينَ-সেদিন ; يَوْمَئِذٍ-  
 (من+قطران)-مِنْ قِطْرَانٍ-তাদের পোশাক হবে ; سَرَّابِيلَهُمْ ۝٥٠-  
 (وجوه+هم)-وُجُوهُهُمُ-ঢেকে ফেলবে ; تَغْشَى-এবং ; و-আলকাতরার ;  
 (آغون)-النَّارُ-আগুনে ; لِيَجْزِيَ ۝٥١-যাতে বদলা দিতে পারেন ;  
 (بلاغ)-بَلَغٌ-নিশ্চয়ই ; كَسَبَتْ-সে কামাই করেছে ; مَّا-প্রত্যেক ;  
 (حساب)-الْحِسَابِ-হিসাব গ্রহণে ; سَرِيعٌ-অত্যন্ত দ্রুত ;  
 (واحد)-وَاحِدٌ-একমাত্র ; هَذَا ۝٥٢-এটা ;  
 (الاباب)-الْأَبَابُ-বুদ্ধিমান লোকেরা ; لِيَعْلَمُوا-যাতে তারা জানতে পারে ;  
 (الناس)-لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَيُنذِرُوا-তারা যাতে সতর্ক  
 হয়ে যায় ; وَيُنذِرُوا-এবং ; وَيُنذِرُوا-এবং ; وَيُنذِرُوا-এবং ;  
 (واحد)-وَاحِدٌ-একমাত্র ; وَيُنذِرُوا-এবং ; وَيُنذِرُوا-এবং ;  
 (الاباب)-الْأَبَابُ-বুদ্ধিমান লোকেরা ; وَيُنذِرُوا-এবং ; وَيُنذِرُوا-এবং ;

৫৭. কুরআন মাজীদেদর এ জাতীয় আরও কিছু আয়াত এবং হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন আসমান-যমীনের বর্তমান কাঠামো এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য এক কাঠামো ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা চালু করা হবে। শিংগায় প্রথম ফুঁক ও শেষ ফুঁকের মাঝখানের সময়টুকুতে এ পরিবর্তন সাধিত হবে যে, সময়ের পরিমাণ কত হবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। মূলত সেটাই হবে আখিরাতের জগত। শিংগার

শেষ ফুঁকের সাথে সাথে আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সবাই সেই জগতে একত্রিত হবে। আর সেটাই হলো 'হাশর'। আমাদেরকে সেখানে যে জীবন দান করা হবে তা হবে বর্তমান জীবনের মতই। প্রত্যেক ব্যক্তিই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেখানে হাজির হবে। যা নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিল। এখানে দাঁড়ী-পাল্লা স্থাপন করা হবে এবং বিচার-ফায়সালা চূড়ান্ত করা হবে।

৫৮. অর্থাৎ তাদের পোশাকে এমন দাহ্য-পদার্থের মিশ্রণ থাকবে যাতে সহজেই আগুন ধরে যাবে। 'কাতেরান' শব্দ দ্বারা কেউ কেউ গন্ধক ও গলিত তামা অর্থ করেছেন; তবে আরবী 'কাতেরান' শব্দ দ্বারা রাং-রজন, পিচ, আলকাতরা ইত্যাদি অর্থ বুঝায়।

### ৭ম রুকু' (আয়াত ৪২-৫২)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীনের প্রতি বিদ্রোহ পোষণকারী এবং দীন প্রতিষ্ঠায় বাধা দানকারী প্রত্যেকটি মানুষের তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ অবগত।

২. বাতিল শক্তিকে দেয়া অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত। অতপর তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে।

৩. দীনের দাওয়াত দেয়ার সময় আখিরাতে নেক কাজের পুরস্কারের কথা বলার সাথে সাথে পাপ কাজের শাস্তির কথাও বলতে হবে।

৪. মানুষের পুঁজি হলো দুনিয়ার জীবনকাল। মৃত্যুর সাথে সাথে এ পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং জীবনকালের এ অমূল্য পুঁজির সদ্ব্যবহার করতে হবে; নচেৎ পরে পস্তাতে হবে কিন্তু তা কোনো কাজে আসবে না।

৫. অতীতের বাতিল শক্তির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিসন্দেহে বাতিল শক্তির ধ্বংস অনিবার্য—এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৬. বাতিলের বাহ্যিক জাঁকজমক ও গোপন ষড়যন্ত্র যত বিশাল-ই হোক না কেন তা ব্যর্থ হবে—এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনো খেলাফ হবার নয়।

৭. দুনিয়ার এ যমীনের পরিবর্তিত রূপ-ই হবে হাশরের ময়দান যেখানে আগে পরের সকল মানুষই একত্রিত হবে।

৮. বাতিলের অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষকগণ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসে বাঁধা অবস্থায় আল্লাহর সামনে নীত হবে। আর তাদের পোশাক হবে এমন দাহ্য বস্তুর যাতে সহজে আগুন ধরে যাবে।

৯. কুরআন মাজীদে বর্ণিত শাস্তি ও পুরস্কার বিবরণ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা করে তারাই বুদ্ধিমান। দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে যা-ই বলুক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না।

## সূরা ইবরাহীম সমাপ্ত

## সূরা আল হিজর-মাকী

আয়াত ৪ ৯৯

রুকু' ৪ ৬

## নামকরণ

সূরার ৮০ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত 'আল হিজর' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

## নাযিলের সময়কাল

এ সূরাও সূরা ইবরাহীম-এর সমসাময়িক কালেই নাযিল হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিরোধীদের অমান্য, অস্বীকৃতি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, প্রতিরোধ ও অত্যাচার-নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছেছে, তখনই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ধমক ও সতর্কবাণী উচ্চারণ এবং তাঁর প্রিয় হাবীবকে সান্ত্বনা ও সাহস দেয়া উপলক্ষেই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

## সূরার আলোচ্য বিষয়

রাসূলের দাওয়াতকে যারা অমান্য-অস্বীকার করছিল ; তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলুম-নির্যাতন করে তাঁকে একাজ থেকে বিরত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিল, সেসব বিরোধী তথা কাফির-মুশরিকদেরকে এ সূরায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে বিরোধীদের আচার-আচরণে রাসূলুল্লাহ (স) যখন মনভাঙ্গা হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান করে তাঁর মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে উপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে বিপথগামীদেরকে সৎপথে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। একদিকে তাওহীদ সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণের দিকে ইশারা করা হয়েছে, অপরদিকে আদম (আ) ও ইবলীস সংক্রান্ত ঘটনাবলী বর্ণনার মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

রুকু : ৬

১৫. সূরা আল হিজর-মাক্কী

আয়াত : ৯৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

① الرَّتِّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ۝

১. আলিফ, লাম, রা ; এগুলো আল-কিতাব এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত<sup>১</sup> ।

② رَبِّمَا يَؤُدُّ الذِّیْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِیْنَ ۝ ذَرَّهُمْ

২. যারা কুফরী করেছে তারা অনেক সময় কামনা করবে যে, যদি তারা মুসলমান হতো । আপনি এদের ছেড়ে দিন

③ یَاكُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا وَیُلْهِمُ الْأَمْلَ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ۝

৩. তারা খেয়ে নিক ও মজা করে নিক এবং অলীক আশা তাদের ভুলিয়ে রাখুক । অতপর শীঘ্রই তারা (আসল ব্যাপার) জানতে পারবে ।

④ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِیْبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ

৪. আর আমি কোনো এলাকাকে ধ্বংস করিনি তার জন্য একটি লিখিত নির্দিষ্ট সময় ছাড়া<sup>২</sup> । ৫. এগিয়েও আনতে পারে না ।

①-আল (ال+কিতাব)-আল (আল+কিতাব)-আয়াত ; تِلْكَ-এগুলো ; الْقُرْآنِ-কুরআনের ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট ; رَبِّمَا-অনেক সময় ; ذَرَّهُمْ-তারা কামনা করবে ; الْذِّیْنَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لَوْ-যদি ; كَانُوا-তারা হতো ; مُسْلِمِیْنَ-মুসলমান ; ذَرَّهُمْ-আপনি তাদের ছেড়ে দিন ; یَاكُلُوا-তারা খেয়ে নিক ; وَیَتَمَتَّعُوا-মজা করে নিক ; وَ-এবং ; یُلْهِمُ-তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক ; الْأَمْلَ-অলীক আশা ; فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ-অতপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে । ②-আর ; وَمَا أَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করিনি ; قَرِیْبَةٍ-কোনো এলাকাকে ; إِلَّا-ছাড়া ; وَلَهَا-তার জন্য ; كِتَابٌ-লিখিত ; مَّعْلُومٌ-একটি নির্দিষ্ট সময় । ③-এগিয়েও আনতে পারে না ;

১. অর্থাৎ এটা সেই কুরআনের আয়াত যা নিজের কথাকে সুস্পষ্ট ও খোলামেলাভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে । একথাটি সূরার ভূমিকা হিসেবে বলা হয়েছে । অতপর মূল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ।





وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

আর তখনতো তারা সুযোগ লাভের অধিকারী হবে না<sup>৯</sup>। ৯. কুরআনতো আমিই  
নাযিল করেছি এবং তার হিফায়তকারীও<sup>১০</sup> অবশ্যই আমি

۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ

১০. আর নিঃসন্দেহে আপনার আগে বিগত অনেক জাতির কাছে আমি রাসূল  
পাঠিয়েছিলাম ১১. আর তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেননি

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেনি। ১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের মনে তা  
(বিদ্রুপের মনোভাব) ঢুকিয়ে দেই।

إِنَّا ۝-আর ; مَا كَانُوا-তারা হবে না ; إِذَا-তখন ; مُنْظَرِينَ-সুযোগ লাভের অধিকারী ১০  
- وَ- (আল+ذَكَرَ)-যিকির (কুরআন) ; وَ- (আমিই) ; نَحْنُ  
- لَقَدْ ۝-আর ; وَ- ১০। لَحَافِظُونَ-হিফায়তকারী ; تَارَ-আমি ; إِنَّا-অবশ্যই আমি ;  
لَقَدْ ۝-আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম ; مِنْ قَبْلِكَ-আপনার আগে ; فِي-কাছে ;  
أَرْسَلْنَا  
مَائَاتِي (+)-مَا يَأْتِيهِمْ-আর ; وَ- ১১। الْأَوَّلِينَ-বিগত (আল+أَوَّلِينَ)-  
مِنْ رَسُولٍ-এমন কোনো রাসূল ; وَمِنْ-তাদের কাছে আসেননি ;  
إِلَّا كَانُوا-তারা  
كَذَلِكَ ۝-এভাবেই ; فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ-ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেনি ;  
- (আল+مُجْرِمِينَ)-আমি তা ঢুকিয়ে দেই ; فِي قُلُوبِ-মনে ; (نَسُكُّهُ+)-  
অপরাধীদের।

ফিরাউন-ও তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, “তোমাদের রাসূল—যাকে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে” আসলেই একজন পাগল।

৫. অর্থাৎ ফেরেশতা আসলেতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই আসবে। কারণ তখনতো বিষয়টা গায়েব থাকবে না ; অথচ গায়েবের উপর ঈমান আনা-ই ফরয। ফেরেশতা আসার পর ঈমান আনার কোনো সুযোগ বাকী থাকে না। আর ফেরেশতা কারো দাবী মুতাবেকও আসে না। তারা যখন আসে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সত্য বিধান সহকারে আসে এবং বাতিলকে উৎখাত করে সেখানে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৬. অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমার রাসূলের মাধ্যমে পাঠানো কিতাব তাঁর রচিত নয়। এটার প্রেরক যেহেতু আমি সুতরাং এটার হিফায়তও আমি করবো। এটাকে বিনষ্ট বা দমন করতে চাইলেও তা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তোমাদের কোনো কথা

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٥﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا

১৩. তারাতো এর প্রতি ঈমান আনবে না<sup>১</sup> এবং বিগত লোকদের রীতিও এভাবেই চলে গেছে ১৪. আর আমি যদি তাদের জন্য কোনো দরজাও খুলে দেই

مِنَ السَّمَاءِ فَظُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٥﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا

আসমানের, এবং তারা সদা-সর্বদা তাতে চড়তেও থাকতো ; ১৫. তবুও তারা বলতো যে, আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে

بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْكُورُونَ ﴿١٦﴾

বরং আমরা যাদু-প্রভাবিত কাওমই হয়ে গেছি ।

﴿١٥﴾-তারাতো ঈমান আনবে না ; -এর প্রতি ; -এবং ; -قَدْ خَلَتْ- এভাবেই চলে গেছে ; -سُنَّةٌ-রীতিও ; -الْأُولِينَ-বিগত লোকদের । ﴿١٥﴾-আর ; -لَوْ-যদি ; -فَتَحْنَا-আমি খুলে দেই ; -عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; -بَابًا-কোনো দরজা ; -مِنَ السَّمَاءِ-(+)-আসমানের ; -ظُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ-তার সদা-সর্বদা তাতে চড়তেও থাকতো । ﴿١٦﴾-ابصارنا)-আমাদের দৃষ্টিকে ; -لَقَالُوا-তবুও তারা বলতো ; -إِنَّمَا سُكَّرَتْ-বিভ্রান্ত করা হয়েছে ; -أَبْصَارُنَا-আমাদের দৃষ্টিকে ; -نَحْنُ-আমরা ; -قَوْمٌ-জাতি হয়ে গেছি ; -مَّسْكُورُونَ-যাদু প্রভাবিত ।

বা কাজে এর মূল্য কমবে না । তোমাদের আপত্তি বা বাধা দেয়ার কারণে এর দাওয়াতও বন্ধ হয়ে যাবে না । আর এর মধ্যে কোনো রদ-বদল বা বিকৃতি সাধন করাও কারো পক্ষে সম্ভব হবে না ।

৭. অর্থাৎ অপরাধী তথা এ কিতাবের বিরোধীরা যেমন আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, অতীতের রাসূলদের প্রতিও এমনই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল । সেসব বিদ্রূপকারীরা যেমন তাঁদের প্রতিই ঈমান আনেনি এরাও এ কিতাব এবং আপনার প্রতি ঈমান আনবে না । অতীতের রীতি এভাবেই চলে আসছে । আর এ কিতাব দ্বারা তাদের মনে আমি এমন অসহনীয় ভাব ঢুকিয়ে দেই যাতে তারা এটাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপে লিপ্ত হয়ে পড়ে । অথচ ঈমানদারদের মনে এ কিতাব চোখের শীতলতা ও মনের খোরাক হয়ে প্রবেশ করে ।

### ১ম রুকু' (আয়াত ১-১৫)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ সত্য-মিথ্যা, হক-নাহক, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত এবং দুনিয়াতে জীবন যাপনের সঠিক পথ ও পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এক আসমানী কিতাব ।

২. এক সময় এই কিতাবের বিধান অমান্যকারীরা আফসোস করবে যে, যদি তারা এর বিধি বিধান মেনে চলতো ; কিন্তু সেই আফসোস কোনো কাজে আসবে না ।

৩. দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে তাদের স্বাস্থ্য আখিরাতকে ভুলিয়ে রেখেছে । তাদের এ অবস্থা দেখে মু'মিনরা বিভ্রান্ত হতে পারে না ।

৪. আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের প্রত্যেকটি দল, গোষ্ঠী বা জাতিকেই আল্লাহ তাঁর নির্ধারিত সময়ে পাকড়াও করবেন—এতে কোনো প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই ।

৫. আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে কোনো ঘটনা-ই ঘটে না ; আর কেউ তা করতে চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হতে বাধ্য ।

৬. দুনিয়াতে জনসমক্ষে ফেরেশতাদের প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার নয় । সুতরাং এ ধরনের দাবী বা আশা করা বাতুলতা মাত্র ।

৭. কোনো অবাধ্য জাতির প্রতি ফেরেশতা পাঠানো হলে সে জাতির চূড়ান্ত ধ্বংসের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য-ই পাঠানো হয়ে থাকে । আর এটাই আল্লাহর রীতি ।

৮. কুরআন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হিফায়ত তিনিই করবেন । অতএব একে বিনাশ করার ক্ষমতা কারো নেই ।

৯. নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের প্রতি বাতিলের পক্ষ থেকে ঠাট্টা-বিদ্বেষের ধারা সর্বকালেই জারী ছিল—ভবিষ্যতেও থাকবে ; আর এটাই স্বাভাবিক ।

১০. বাতিল শক্তির এ মানসিকতা তাদের মজ্জাগত । এদের সামনে অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ থাকা এমন কি আসমানে উঠে দেখে আসার জন্য সিঁড়ি তৈরী করে দিলেও তাদের ঈমান নসীব হবে না ।

১১. দীনের দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে এসব কটর মানসিকতার লোকদেরকে এড়িয়ে চলা-ই সঠিক পন্থা । এদের সাথে বাক-বিতণ্ডায় সময় ক্ষেপণ করা উচিত নয় ।



সূরা হিসেবে রুকু'-২  
পারা হিসেবে রুকু'-২  
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿١٩﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزِينَةً لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٩﴾ وَحَفِظْنَاهَا

১৭. আর নিঃসন্দেহে আমি আসমানে অনেক মজবুত দুর্গ<sup>১৯</sup> বানিয়েছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছি<sup>১৯</sup>। আর তাকে করেছি সুরক্ষিত

مِن كَلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٠﴾ ۝ الْإِنَّمِنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ

প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে<sup>২০</sup>। ১৮. কিন্তু কেউ চুরি করে শুনতে চেষ্টা করলে<sup>২০</sup> তাহলে তার পেছনে ধাওয়া করে

﴿١٩﴾-আর ; وَ-আর ; لَقَدْ جَعَلْنَا- (ল+قد جعلنا)-নিসন্দেহে আমি বানিয়েছি ; فِي السَّمَاءِ-তাকে (জিনা+হা)-زِينَةً-এবং ; وَ-আর ; بُرُوجًا-মজবুত দুর্গ ; (فِي+ال+سَّمَاءِ)-আসমানে ; وَ-আর ; حَفِظْنَاهَا-দর্শকদের জন্য (ل+ال+ناظرين)-لِلنَّاظِرِينَ ; وَ-আর ; شَيْطَانٍ-শয়তান ; كَلِّ-প্রত্যেক ; (حَفِظْنَا+ها)-তাকে সুরক্ষিত করেছি ; مِّن-থেকে ; اسْتَرْقَ السَّمْعَ- (استرق+ال+سمع)-চুরি করে শুনতে চেষ্টা করে ; رَّجِيمٍ-বিতাড়িত (رَجِيمٍ- (ف+اتبع+ه)-তাহলে তার পেছনে ধাওয়া করে ;

৮. 'মজবুত দুর্গ' (বুরাজ) অর্থ দুনিয়াতে তৈরী ইট-পাথরের মজবুত ভবন নয় ; বরং এর অর্থ অত্যন্ত দৃঢ় মজবুত অদৃশ্য সীমানা দ্বারা চিহ্নিত এলাকা। প্রত্যেক এলাকা শূণ্যলোকে অঙ্কিত হয়ে আছে। কোনো জিনিস এক এলাকা অতিক্রম করে অন্য এলাকায় যেতে পারে না। অতএব 'মজবুত দুর্গ' দ্বারা 'সুরক্ষিত এলাকা' অর্থ নেয়া-ই সঠিক।

৯. অর্থাৎ 'সুরক্ষিত এলাকা'সমূহকে শুধুমাত্র মজবুত ও সুদৃঢ় করা হয়নি, বরং সে সাথে এগুলোকে অত্যাঙ্কুল তারার মালা দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে অসীম সৃষ্টি লোক অন্ধকার ও ভয়াবহ রূপে দেখা না দেয়। এসব সুরক্ষিত জগত ও শোভাময় সৃষ্টি আমাদের এক মহান শাস্ত্র বিজ্ঞানময় এবং সুনিপুণ শিল্পী-স্রষ্টার কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

—"তিনিই সেই সত্তা যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁত করে সৃষ্টি করেছেন।"

১০. এখানে মানুষের একটি ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। মানুষ ধারণা করতো যে, শয়তান ও তার অনুচরদের বৃষ্টি আল্লাহর রাজ্যের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের ক্ষমতা রয়েছে। এমন ধারণা অতীতের লোকেরা যেমন করতো, বর্তমান কালেও এমন কিছু

شَهَابٌ مِّبِينٌ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

একটি উজ্জ্বল আগুনের শিখা<sup>১১</sup>। ১৯. আর যমীন—তাকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি এবং গেড়ে দিয়েছি তাতে পাহাড়-সারি

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ

আর উৎপন্ন করেছি তাতে প্রত্যেক জিনিস সুপরিমিতভাবে<sup>১২</sup>। ২০. আর আমি তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য।

— مَدَدْنَاهَا ; الْيَمِينَ-আর ; وَالْأَرْضَ-উজ্জ্বল ۝ ۱۹. "শেহাব-একটি আগুনের শিখা ; الْقَيْنَا-গেড়ে দিয়েছে ; فِيهَا-তাকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি ; وَأَنْبَتْنَا-উৎপন্ন করেছি ; مِنْ-তাতে ; كُلِّ شَيْءٍ-প্রত্যেক জিনিস (من+كل+شيء) ; مَوْزُونٍ-সুপরিমিতভাবে ۝ ۲ۦ. "আর ; جَعَلْنَا-আমি ব্যবস্থা করেছি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيهَا-তাতে ; مَعَايِشَ-জীবিকার ;

লোক রয়েছে যারা এমন ধারণা পোষণ করে। এখানে তাদের ধারণা যে সঠিক নয় তা উল্লিখিত হয়েছে।

১১. শয়তান জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত বিধায় তার অনুচররা জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মানুষের মধ্যেও তার অনুসারী রয়েছে। জ্বিন-শয়তানদের গঠন-প্রকৃতি মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর তাই এসব শয়তানরা শেষ নবী আসার আগ পর্যন্ত অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জেনে এসে দুনিয়াতে তাদের অনুসারী মানুষদেরকে জানিয়ে দিত। এসব লোক তার সাথে নিজেদের কিছু কথা মিশিয়ে লোকদেরকে বলতো এবং নিজেদেরকে 'গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত' বলে প্রচার করতো। শয়তানের এসব অনুসারীরা নিজেদেরকে সাধক মুনি-ঋষি, গণক, যোগী ও ফকীর ইত্যাদি নামে প্রকাশ করতো। তবে শেষ নবীর আবির্ভাবের পরে উর্ধ্বজগতের কোনো খবরাদি জানা শয়তানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেছে।

১২. 'উজ্জ্বল আগুনের শিখা' বলতে আমরা যেসব উজ্জ্বল অক্ষকার রাতে আকাশ থেকে পড়তে দেখি তা-ও হতে পারে অথবা এমন কোনো মহাজাগতিক আলোক রশ্মি হতে পারে যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, তবে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, প্রতিদিন কোটি কোটি উজ্জ্বল রাশি শূণ্যলোক থেকে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে এবং তারা শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে তা দেখতেও পেয়েছেন। সম্ভবত এসব উজ্জ্বলপাতের কারণেই শয়তানদের পক্ষে উর্ধ্বজগতের কোনো সংবাদ জানার কোনো সুযোগ নেই। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বজগতকে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

১৩. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যেসব জিনিস উৎপন্ন করেছেন সেসব জিনিসের পরিমাণ ও সংখ্যা সুসম ও পরিমিত রেখেছেন। এতেও আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত



﴿٢٧﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

২৩. আর নিশ্চয়ই আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি এবং আমিই চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী<sup>২৭</sup>। ২৪. আর আমি নিশ্চিত জানি

الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

তোমাদের পূর্বে গমনকারীদের এবং পরে আগমনকারীদেরকেও আমি নিশ্চিত জানি।  
২৫. আর (হে নবী!) আপনার প্রতিপালক—নিশ্চিত

هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

তিনিই তাদেরকে একত্র করবেন; অবশ্যই তিনি মহাকৌশলী মহাজ্ঞানী<sup>২৯</sup>।

- نُمِيتُ ; وَ- জীবন দান করি ; نُحْيِي ; آمِيتُ-আমিই ; لَنَحْنُ ; نِশ্চয় ; إِنَّا-আর ; ﴿٢٧﴾  
- চূড়ান্ত (ال+وارثون)-الوارثُونَ ; آمِيتُ-আমিই ; نَحْنُ ; -এবং ; وَ- মৃত্যু দান করি ;  
ال-المُسْتَقْدِمِينَ ; الْمُسْتَقْدِمِينَ-আমি নিশ্চিত জানি ; لَقَدْ عَلِمْنَا ; আ-আর ; ﴿٢٨﴾  
-আমি লَقَدْ عَلِمْنَا ; -এবং ; وَ-তোমাদের ; مِنْكُمْ ; -পূর্বে গমনকারীদের ;  
-الْمُسْتَأْخِرِينَ)-الْمُسْتَأْخِرِينَ-পরে আগমনকারীদেরকেও ; ﴿٢٨﴾  
-আর ; نِশ্চি ; إِنَّ ; رَبَّكَ ; -আপনার প্রতিপালক ; وَ-তিনিই ; هُوَ ;  
-তাদেরকে একত্র করবেন ; إِنَّهُ ; -অবশ্যই তিনি ; حَكِيمٌ ;  
-মহাজ্ঞানী ; عَلِيمٌ-মহাজ্ঞানী ।

যেতে বাধ্য। বিশ্বলোকের এই যে পরিমাণ নির্ধারণ, যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সৃষ্টিলোকের এ পরিমিতি ও ভারসাম্য সামঞ্জস্যতা ও আনুপাতিকতা—এটাই প্রমাণ করে যে, এসব কিছু এক মহাশক্তিদ্বারা বিজ্ঞানময় মহান সত্তার সৃষ্টি। এটা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলও নয়, আর একাধিক খোদার সৃষ্টিও নয়। যদি তা হতো, তাহলে এসবের মধ্যে এ পরিমিতি, পরিপূর্ণ ভারসাম্যতা, সামঞ্জস্যতা ও আনুপাতিকতা কোনো মতেই সম্ভব হতো না।

১৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে এ দুনিয়াতে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তার কোনো কিছুই তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না। আমার দেয়া সব জিনিসই আমার ভাগুরেই জমা হবে সবকিছু পরিত্যাগ করে খালি হাতেই তোমাদেরকে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে আসতে হবে।

১৬. অর্থাৎ আগের-পরের সকল মানুষকে একত্র করতে সক্ষম। তাঁর মহাকৌশল ও বিজ্ঞানময়তার সামনে এটা নিতান্ত নগণ্য ব্যাপার মাত্র। যারা তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ তারা এইটাকে অসম্ভব মনে করে। তাদের সামনে আল্লাহর কুদরের

অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা আখিরাতে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। আসলেই এরা নির্বোধ ও মূর্খ।

### ২য় রুকূ' (আয়াত ১৬-২৫)-এর শিক্ষা

১. ওহীর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ তা'আনার উর্ধ্বগত সম্পর্কে কোনো গায়েবী তত্ত্ব ও তথ্য শয়তান—জ্বিন বা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। নবী-রাসূল ছাড়া যদি কেউ এমন দাবী করে তবে বুঝতে হবে সে ভ্রান্ত।

২. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিস-ই সুপরিমিত ও যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, এর মধ্যে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যতা বা অমিল নেই।

৩. দুনিয়ার সকল প্রাণীর রিয়িকের ব্যবস্থাকারী একমাত্র আল্লাহ।

৪. দুনিয়ার সকল জিনিসের মূল ভাণ্ডার আল্লাহর নিকটই সংরক্ষিত। আমাদের প্রয়োজন অনুপাতে তিনি আমাদের জন্য তা নাযিল করেন। প্রয়োজনের কিছুমাত্র কমও করেন না, বেশীও করেন না।

৫. দুনিয়াতে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য যতটুকু পানি প্রয়োজন এবং কখন কোথায় কতটুকু পানি প্রয়োজন তার সুব্যবস্থা তিনিই করেন।

৬. সকল প্রাণীর জীবন ও মৃত্যু তিনিই দান করেন। দুনিয়ার যাবতীয় সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর পবিত্র সত্তা-ই চিরস্থায়ী—চিরবিরাজমান। সুতরাং সবকিছুর মালিকানাও তাঁর।

৭. তিনি যেহেতু প্রথম এবং তিনিই যেহেতু শেষ, সুতরাং সকল কিছুর চূড়ান্ত উত্তরাধিকারও একমাত্র তাঁর।

৮. অতীতে দুনিয়া থেকে যারা চলে গেছে এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে সকল মানুষকে আল্লাহ জানেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কেউ নেই। সুতরাং তাঁর জ্ঞানের বাইরে কেউ কিছু করতে পারে না।

৯. আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে নিঃসন্দেহে এক নির্দিষ্ট দিনে একত্র করবেন। এবং তিনি তা করতে সক্ষম। কেননা তাঁর কৌশল ও জ্ঞান অসীম-অনন্য।







﴿۲۹﴾ فَإِذَا سُوِّتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿۲۹﴾

২৯. “অতপর যখন তাকে আমি পূর্ণাঙ্গ করবো এবং তাতে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো” তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।”

﴿۳০﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۳০﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ

৩০. তখন ফেরেশতারা সবাই এক সাথে সিজদায় পড়ে গেল। ৩১. একমাত্র ইবলীস ছাড়া ; সে शामिल হতে অস্বীকার করলো

السَّاجِدِينَ ﴿۳১﴾ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۳১﴾

সিজদাকারীদের<sup>২০</sup>। ৩২. তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে ইবলীস! তোর কি হয়েছে যে, তুই সিজদাকারীদের মধ্যে शामिल হলি না ?

﴿۳২﴾ وَ-তাকে আমি পূর্ণাঙ্গ করবো ; (সুইত+হ)-سُوِّتَهُ ; অতপর যখন ; (ف+إذا)-فَإِذَا ﴿۳২﴾ - (روح+ی)-رُوحِي ; থেকে কিছু ; مِنْ-থেকে ; فِيهِ-তাতে ; وَنَفَخْتَ-ফুঁকে দেবো ; -এবং ; -আমার রূহ ; لَهُ-তার সামনে ; -তখন তোমরা সবাই পড়ে যাবে ; (ف+قعوا)-فَقَعُوا ; -আমার রূহ ; - الْمَلَائِكَةُ-মَلَائِكَةُ ; তখন সিজদায় পড়ে গেলো ; (ف+سجد)-فَسَجَدَ ﴿۳০﴾ । -সিজদায় ; - إِبْلِيسَ-إِبْلِيسَ ; একমাত্র ছাড়া ; (أ-أَجْمَعُونَ) ﴿۳০﴾ । -সবাই ; -ইবলীস ; -السَّاجِدِينَ-السَّاجِدِينَ ; शामिल ; مَعَ-শামিল ; -হতে ; أَنْ يَكُونَ-أَنْ يَكُونَ ; -সে অস্বীকার করলো ; -ইবলীস ; -تোর-تোর ; (يا+إبليس)-يَا بَلِيسَ ; -হে ইবলীস ; -تোর-تورك ; (قال-তিনি বললেন ; -تোর কি হয়েছে যে, তুই হলি না ; -শামিল ; -السَّاجِدِينَ-السَّاجِدِينَ ; -সিজদাকারীদের মধ্যে ।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের দেহে যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলার গুণের প্রভাব বা ছায়া মাত্র। মানুষের জীবনী শক্তি, ইচ্ছা, ক্ষমতা ইত্যাদি যেসব গুণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, সেসব গুণ আল্লাহর গুণের অত্যন্ত হালকা প্রতিচ্ছায়া। আর এর ফলেই দুনিয়ার বুকে মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধির সম্মানে ভূষিত। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর গুণাবলীর অত্যন্ত হালকা প্রতিফলন দুনিয়ার সকল প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে ; কিন্তু মানুষের মধ্যে এ প্রভাব ও প্রতিফলন সকল জীবের চেয়ে ব্যাপক। তাই মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবে আল্লাহর গুণাবলী এ প্রভাব প্রতিফলন লাভ করার অর্থ কোনো মতেই আল্লাহর উলূহিয়াতের অংশ লাভ নয়। কারণ, উলূহিয়াতের ব্যাপার সমস্ত সৃষ্টির আয়ত্বের সম্পূর্ণ বাইরে। তা লাভ করা কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়।

﴿٣٧﴾ قَالَ لَمَّا كُنَّا لِأَسْجَدٍ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ

৩৩. সে (ইবলীস) বললো, আমি এমন মানুষকে সিজদা করার লোক নই যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন ঠনঠনে খামির থেকে

﴿٣٨﴾ قَالَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا فِائِكَ رَجِيمًا ﴿٣٨﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ

শুকনো মাটির। ৩৪. তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে তুই বের হয়ে যা এখান থেকে, কেননা তুই অবশ্যই অভিশপ্ত। ৩৫. আর অবশ্যই তোর উপর লা'নত

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٩﴾

কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। ৩৬. সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে সে দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন যেদিন পুনরায় উঠানো হবে

﴿٣٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٩﴾

৩৭. তিনি বললেন, অবশ্যই তুই অবকাশ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল—  
৩৮. সুনির্দিষ্ট সময়ের দিবস পর্যন্ত।

﴿٣٧﴾-সে বললো; لَمَّا-আমি লোক নই; لِأَسْجَدٍ-সিজদা করার; لِبَشَرٍ-এমন মানুষকে; خَلَقْتَهُ-(خلقت+)-যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন; مِنْ-থেকে; مِنْ حَمَإٍ-ঠনঠনে; مِنْ-থেকে; حَمَإٍ-খামির; مَسْنُونٍ-শুকনো মাটির। ﴿٣٨﴾-তিনি বললেন; فِائِكَ-(ف+ان+)-থেকে; فِائِكَ-এখান থেকে; فَأَخْرَجَ-(ف+أخرج)-তাহলে তুই বের হয়ে যা; رَجِيمًا-অভিশপ্ত। ﴿٣٩﴾-আর; رَبِّ-অবশ্যই; عَلَيْكَ-তোর উপর; اللَّعْنَةَ-লা'নত; إِلَى-পর্যন্ত; الدِّينِ-কিয়ামত। ﴿٣٩﴾-সে বললো; فَأَنْظِرْنِي-(ف+أنظرني)-তাহলে আমাকে অবকাশ দিন; يَوْمِ-সে দিবস; يُبْعَثُونَ-যেদিন পুনরায় উঠানো হবে। ﴿٣٩﴾-তিনি বললেন; مِنَ-শামিল; الْمُنْظَرِينَ-অবকাশ প্রাপ্তদের মধ্যে; الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ-সুনির্দিষ্ট।

২০. এ সম্পর্কিত আলোচনা সূরা বাকারার ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

২১. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুই অভিশপ্ত থাকবি, এরপর যখন বিচার করা হবে তখন তোকে এ অপরাধের দরুন শাস্তি দেয়া হবে। তখন শয়তান বললো যে, তাহলে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করুন।

﴿٥٩﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ

৩৯. সে বললো, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে যেভাবে গুমরাহ করেছেন আমিও অবশ্যই দুনিয়াতে তাদের জন্য (পাপকে) শোভনীয় করবো এবং গুমরাহ করে দেবো

أَجْمَعِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴿٦١﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ

তাদের সবাইকে<sup>২২</sup>। ৪০. তবে আপনার বান্দাহদের মধ্য থেকে মুখলিস বান্দাহগণ ছাড়া। ৪১. তিনি বললেন, এটাই পথ

عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٢﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ

আমার দিকে যাওয়ার-সরল সুদৃঢ়<sup>২৩</sup>। ৪২. নিশ্চয় আমার যারা বান্দাহ তাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব থাকবেনা, তবে যারা তোর অনুসরণ করবে

﴿٥٩﴾-সে বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; بِمَا-যেভাবে ; أَغْوَيْتَنِي-আপনি আমাকে গুমরাহ করেছেন ; لَأُزَيِّنَنَّ-আমিও অবশ্য অবশ্যই পাপকে শোভনীয় করবো; لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; وَ-এবং ; لِأُغْوِيَنَّهُمْ-গুমরাহ করে দেবো তাদের ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে। ﴿٦٠﴾-তবে ছাড়া ; عِبَادَكَ-আপনার বান্দাহদের ; هَذَا-এটাই ; الْمُخَلَّصِينَ-মুখলিস। ﴿٦١﴾-তিনি বললেন ; قَالَ-তিনি বললেন ; مِنْهُمُ-তাদের মধ্য থেকে ; صِرَاطٌ-পথ ; مُسْتَقِيمٍ-সরল সুদৃঢ় ; عَلَيْهِمْ-আমার দিকে যাওয়ার ; عِبَادِي-যারা আমার বান্দাহ ; لَيْسَ-থাকবে না ; لَكَ-তোর ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; اتَّبَعَكَ- (اتبع+ك)-তোর অনুসরণ করবে ;

২২. অর্থাৎ নিকৃষ্ট কাঁদামাটির নগণ্য সৃষ্টিকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়ে যেভাবে সে নির্দেশ অমান্য করতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছো, আমি তেমনি তাদের সামনে দুনিয়ার জীবনকে চাকচিক্যময় করে তুলে ধরবো, যাতে করে তারা তোমার দেয়া খিলাফতের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তোমার নাফরমানী করা শুরু করে, যার ফলে তারাও আমার দলভুক্ত হয়ে যায়।

২৩, অর্থাৎ শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত থাকাই আল্লাহর নিকট পৌঁছার সরল-সুদৃঢ় পথ।

مِنَ الْغَوِينِ ۝۸۷ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ لَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۸۸ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

গুমরাহদের মধ্য থেকে<sup>২৪</sup> (তারা ছাড়া)। ৪৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান ৪৪. তার আছে সাতটি দরজা,

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

প্রত্যেক দরজার জন্য নির্দিষ্ট আছে তাদের এক একটি শ্রেণী<sup>২৫</sup>।

جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; اِنَّ-অবশ্যই ; وَ-আর ۝৮৭। الْغَوِينِ-গুমরাহদের ; مِنْ-থেকে ; لَهَا ۝৮৮। أَجْمَعِينَ-সকলের ; (ل+মোعد+هم)-তাদের প্রতিশ্রুত স্থান ; لَمَوْعِدُهُمْ-আছে ; سَبْعَةُ-সাতটি ; أَبْوَابٍ-দরজা ; لِكُلِّ-প্রত্যেকটির জন্য আছে ; بَابٍ-দরজার ; مَّقْسُومٌ-নির্দিষ্ট ; جُزْءٌ-এক একটি শ্রেণী ; مِنْهُمْ-তাদের ।

২৪. অর্থাৎ যারা একনিষ্ঠভাবে আমার ইবাদাত-আনুগত্য করে জীবনযাপন করবে তাদের উপর তোর কোনো জোর চলবে না। আর আমার ইবাদাত করার এ পথ-ই হচ্ছে আমার নিকট পৌঁছার একমাত্র সরল পথ। যারা এ পথ অবলম্বন করবে তারা শয়তানের ফাঁদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে এবং আমিও তাদেরকে নিজের বান্দাহ হিসেবে গ্রহণ করে নেবো। তবে যারা তোর প্ররোচনা অনুসারে চলতে রাজি হবে না তাদেরকে তোর আনুগত্য করতে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা তোকে দেয়া হচ্ছে না। হ্যাঁ স্বেচ্ছায় যারা তোর প্রলোভনে পড়ে তোর অনুসারী হবে, তারা তোর সাথেই জাহান্নামী হবে।

২৫. অর্থাৎ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যারা গুমরাহ হবে তাদের স্থান জাহান্নামে হবে ; কেননা শয়তানতো তাদেরকে গুমরাহ হতে বাধ্য করেনি, তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় জাহান্নামের পথ নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে।

২৬. অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার গুমরাহে লিগু লোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরজা জাহান্নামে রাখা হয়েছে। কেউ নাস্তিকতার পথে জাহান্নামে যাবে, কেউ বা নিফাকীর পথে, কেউ প্রকৃতি পূজার পথে, আবার কেউ ফিসক-ফুজুরীর পথে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

### তয় রুকু' (আয়াত ২৬-৪৪)-এর শিক্ষা

১. মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। মানুষের দেহ মাটি থেকে সৃষ্টি হলেও তার রূহ হলো আল্লাহর নির্দেশ।

২. মানব জাতির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে অপর এক জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারা ছিল অত্যন্ত উষ্ণ আঙনের বাষ্প থেকে সৃষ্টি। তাদেরকে বলা হতো জ্বিন।

৩. মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ফেরেশতাদেরকে আদমের সামনে সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৪. গর্ব-অহংকার একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই শোভনীয়। কোনো সৃষ্টির জন্য তা বৈধ হতে পারে না। ইবলীস অহংকার করে নিজের উপর যুল্ম করেছে।

৫. কোনো মানুষের জন্য অহংকার করা বৈধ হতে পারে না। অহংকার-ই মানুষের পতনের মূল।

৬. অহংকারী নিজেকে আল্লাহর লা'নতের উপযুক্ত করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— 'অহংকার আমার চাদর'। সুতরাং গর্ব-অহংকার বিষের তুল্য পরিত্যাজ্য।

৭. শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনকে চাকচিক্যময় করে মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার মোহে পড়ে শয়তানের প্রলোভনে আল্লাহর দেয়া খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ভুলে গেলে মানুষের শেষ পরিণতি হবে ভয়াবহ।

৮. শয়তানের প্রলোভনকে উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলাই মু'মিনের কাজ। এতেই রয়েছে মানুষের উভয় জাহানের কামিয়াবী।

৯. আর যারা শয়তানের আনুগত্য করবে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম।

১০. জাহান্নামীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ পথ থাকবে। এক শ্রেণীর জাহান্নামী অপর শ্রেণীর প্রবেশ পথে জাহান্নামে ঢুকতে পারবে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪

পারা হিসেবে রুকু'-৪

আয়াত সংখ্যা-১৬

﴿۸۵﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَعِيُوْنَ ﴿۸۶﴾ اَدْخَلُوْهَا بِسَلْمٍ اَمِيْنٍ ﴿۸۷﴾

৪৫. মুত্তাকীগণ<sup>২৭</sup> অবশ্য থাকবে ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতসমূহে। ৪৬. (বলা হবে) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ করো।

﴿۸৭﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غَلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرٍّ مُّتَقَلِبِيْنَ ﴿۸৮﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿۸৯﴾ نَبِيٌّ عِبَادِيْ ﴿۹০﴾

৪৭. আর তাদের দিলে যা কিছু (একে অপরের প্রতি) শক্রতা ছিল তা আমি দূর করে দেবো<sup>২৮</sup> (ফলে) তারা পরস্পর ভাইভাই হিসেবে সামনা-সামনি উঁচু উঁচু আসনে বসে থাকবে।

﴿۸৮﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿۸৯﴾ نَبِيٌّ عِبَادِيْ ﴿۹০﴾

৪৮. সেখানে তাদেরকে স্পর্শ করবে না কোনো ক্লান্তি এবং সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃতও হবে না<sup>২৯</sup>। ৪৯. আপনি আমার বান্দাহদেরকে জানিয়ে দিন যে,

﴿৮৫﴾-অবশ্য ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীগণ ; فِيْ جَنَّتٍ-(ফী+জন্ত)-থাকবে জান্নাতে ; وَعِيُوْنَ-(ব+সলম)-বিস্ম ; اَدْخَلُوْهَا ﴿৮৬﴾-তোমরা প্রবেশ কর ; اَمْيُوْنَ-(+ও+ইয়ুন)-শান্তির সাথে ; اَمِيْنٍ-নিরাপত্তার (সাথে) । ﴿৮৭﴾-আর ; نَزَعْنَا-আমি দূর করে দেবো ; غَلٍّ-(ম্ন+গল)-যা কিছু ছিল ; فِيْ صُدُوْرِهِمْ-(ফী+সদুর+হম)-তাদের দিলে ; اِخْوَانًا-(ম্ন+ইখ্বান)-শক্রতা ; اَخْوَانًا-ভাই ভাই হিসেবে ; عَلٰی سُرٍّ-উঁচু উঁচু আসনে ; مُّتَقَلِبِيْنَ-পরস্পর সামনা-সামনি বসে থাকবে । ﴿৮৮﴾-তাদেরকে স্পর্শ করবে না ; نَصَبٌ-(ন+নসব)-কোনো ক্লান্তি ; وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ-(হা)সেখান থেকে ; نَبِيٌّ-আপনি জানিয়ে দিন যে ; ﴿৮৯﴾-আমার বান্দাহদেরকে ;

২৭. 'মুত্তাকী' সেসব লোক যারা শয়তানের আনুগত্য থেকে বেঁচে থাকবে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করবে।

২৮. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে নেক লোকদের মধ্যে আপোষে যদি পরস্পরের মধ্যে কোনো তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে, জান্নাতে তাদের দিল থেকে তা দূর হয়ে যাবে এবং তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করবে।







إِلَى قَوْمٍ مَّجْرُمِينَ ۝٥٩ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ رَأْسًا جَمِيعًا ۝

এক অপরাধী জাতির প্রতি<sup>৫৯</sup>—৫৯. লূতের পরিবার ছাড়া ;

আমরা অবশ্যই তাদের সবার রক্ষাকারী—

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّمَا لِمَنِ الْغَيْرِينَ ۝

৬০. তার স্ত্রীকে ছাড়া, (আল্লাহ বলেন)—আমি ফায়সালা করেছি, নিশ্চিত সে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের শামিল ।’

لُوطٍ-পরিবার ; آل-ছাড়া ; ۝٥٩-অপরাধী ; مَجْرُمِينَ-এক জাতির ; قَوْمٍ-প্রতি-إِلَى-  
 ۝٦٠-সবার ; جَمِيعًا-আমরা অবশ্যই ; إِنَّا-তাদের রক্ষাকারী ; لَمُنَجُّوهُمْ-  
 -ছাড়া ; امْرَأَتَهُ-(امرأة+ه)-তার স্ত্রীকে ; قَدَرْنَا-আমি ফায়সালা করেছি ; إِنَّمَا-  
 নিশ্চিত সে ; لِمَنِ-শামিল ; الْغَيْرِينَ-পেছনে পড়ে থাকা লোকদের ।

৩৩. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল ফেরেশতাদের মানুষের আকৃতিতে আসা। কারণ কোনো অস্বাভাবিক অবস্থায়ই ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে থাকেন। কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেই আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন।

৩৪. এখানে ‘অপরাধী জাতি’ বলতে যে, ‘কওমে লূত’কে বুঝানো হয়েছে তা ইবরাহীম (আ)-এর বুঝতে অসুবিধা হয়নি ; কারণ তাদের অপরাধ সীমালংঘন করে ফেলেছিল। তাই ‘অপরাধী জাতি’ বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল, তাদের নাম উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি।

### ৪র্থ রুকু’ (আয়াত ৪৫-৬০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহকে ভয় করে যারা জীবনযাপন করবে তারা অবশ্যই ঋণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতে স্থান লাভ করবে। সুতরাং জান্নাত লাভ করতে চাইলে আমাদের জীবনের সকল স্তরেই আল্লাহর ভয়কে মনে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে।

২. জান্নাতবাসীদের দিলে পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, বা পরশ্রীকাতরতা থাকবে না। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন করবে।

৩. জীবিকা অর্জনের জন্য তাদেরকে কোনো শ্রম দিতে হবে না, তাই ক্লান্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

৪. জান্নাত থেকে তাদের কখনো বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। সুতরাং সেখানে তারা লাভ করবে পরম শান্তি আর শান্তি।

৫. বান্দাহর অপরাধ ক্ষমা করার এবং বান্দাহর প্রতি দয়া করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং ক্ষমা চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট। আর দয়াও চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট।

৬. ফেরেশতাদের মানুষের আকৃতি ধারণ করে দুনিয়াতে আগমন কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেই হয়ে থাকে। কোনো সীমালংঘনকারী জাতিকে শান্তি দানের জন্যই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে মানুষের রূপে দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন।

৭. কোনো জাতি পাপকাজে সীমালংঘন করে গেলে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

৮. আল্লাহ তা'আলা চাইলে কাউকে বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান দান করেন, যেমন ইব্রাহীম (আ)-কে দান করেছেন।

৯. যারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় তারা ওমরাহ তথা পথভ্রষ্ট। সুতরাং জীবনের কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

১০. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় লোকেরাই দুনিয়াতে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পায়। আর আখিরাতেও আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে জান্নাতের অধিকারী হয়।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫

পারা হিসেবে রুকু'-৫

আয়াত সংখ্যা-১৯

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴿٦٢﴾﴾

৬১. অতপর যখন দূতগণ লূতের পরিবারের কাছে আসলো<sup>৬১</sup>। ৬২. (তখন) তিনি (লূত) বললো, 'আপনারাতো অপরিচিত লোক'<sup>৬২</sup>।

﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ ﴿٦٤﴾﴾

৬৩. তারা বললো—'না বরং আমরাতো তা-ই নিয়ে আপনার কাছে এসেছি,যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করছিল। ৬৪. আর আমরা আপনার কাছে এসেছি সত্য নিয়ে

﴿وَإِنَّا لَصِدِّقُونَ ﴿٦٥﴾ فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ﴿٦٦﴾﴾

এবং আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। ৬৫. সূতরাং রাতের কোনো এক অংশে আপনি নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পেছনে পেছনে চলুন<sup>৬৬</sup> ;

﴿فَلَمَّا جَاءَ﴾-অতপর যখন ; ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾-আসলো ; ﴿آلَ لُوطٍ﴾-লূতের (আল+লুট) ; ﴿قَالَ﴾-তিনি বললেন ; ﴿قَوْمٌ﴾-আপনারাতো ; ﴿مُنكَرُونَ﴾-অপরিচিত ; ﴿تَارُوا﴾-তারা বললো ; ﴿كَانُوا﴾-তা-ই যে সম্পর্কে ; ﴿بِأَهْلِكَ﴾-নিজ পরিবারের কাছে ; ﴿بِجِئْنَاكَ﴾-আমরা আপনার কাছে এসেছি ; ﴿أَتَيْنَكَ﴾-আমরা আপনার কাছে এসেছি ; ﴿بِالْحَقِّ﴾-সত্য নিয়ে ; ﴿وَ﴾-এবং ; ﴿إِنَّا﴾-আমরা অবশ্যই ; ﴿لَصِدِّقُونَ﴾-সত্যবাদী ; ﴿فَاسْرِبْ﴾-সূতরাং আপনি বের হয়ে পড়ুন ; ﴿بِأَهْلِكَ﴾-নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে ; ﴿بِقِطْعٍ﴾-কোনো এক অংশে ; ﴿مِّنَ اللَّيْلِ﴾-রাতের ; ﴿وَ﴾-এবং ; ﴿اتَّبِعْ﴾-আপনি চলুন ; ﴿أَدْبَارَهُمْ﴾-তাদের পেছনে পেছনে ;

৩৫. 'কাওমে লূত'-এর ঘটনা সূরা আ'রাফ-এর ৮৫ আয়াত থেকে ৮৪ আয়াত এবং সূরা হূদ-এর ৬৯ আয়াত থেকে ৮৩ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৩৬. কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত এবং হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ ফেরেশতারা সূরী কিশোর বয়সের ছেলেদের রূপ ধারণ করে এসেছিল। লূত (আ) নিজ জাতির

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ

আর আপনাদের কেউ যেন পেছনে না তাকায়<sup>৬৬</sup>, এবং যদিকে যেতে আদেশ করা হচ্ছে সেদিকেই চলে যান। ৬৬. আর আমি তাকে জানিয়ে দিলাম

ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَايِرَ هَوْلًا مَقْطُوعٍ مُصْبِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَجَاءَ

এ বিষয় যে, ভোর হওয়া মাত্রই ওদের শেকড় কাঁটা হয়ে যাবে।

৬৭. অতপর আসলো

أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالَ إِنَّ هَذَا ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ ۝

নগরবাসীরা আনন্দ করতে করতে<sup>৬৮</sup>। ৬৮. তিনি (লূত) বললেন—‘এরাতো আমার মেহমান, অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না’

ও-আর ; এবং-و ; কেউ-أَحَدٌ ; আপনাদের-مِنْكُمْ ; পেছনে না তাকায়-لَا يَلْتَفِتْ ; আর-و ;  
 হয়েছে। আমদেশ করা-تُؤْمَرُونَ ; যেতে-حَيْثُ ; চলে যান-امْضُوا ;  
 - (ال+امر)-الْأَمْرَ ; এ-ذَلِكَ ; তাকে-إِلَيْهِ ; আমি জানিয়ে দিলাম-قَضَيْنَا ; আর-و ﴿٦٦﴾  
 -مُصْبِحِينَ ; কাঁটা হয়ে যাবে-مَقْطُوعٍ ; ওদের-هَوْلًا ; শেকড়-دَايِرَ ; যে-أَنْ ; বিষয় ;  
 - (اهل+ال+مدينة)-أَهْلَ الْمَدِينَةِ ; আসলো-جَاءَ ; অতপর-و ﴿٦٧﴾ ভোর হওয়া মাত্রই।  
 ; বললেন-قَالَ ﴿٦٨﴾ তিনি (লূত) আনন্দ করতে করতে-يَسْتَبْشِرُونَ ; নগরবাসীরা ;  
 - فَلَا تَفْضَحُونِ ; আমার মেহমান-ضَيْفٌ (ضَيْف+ي) ; এরাতো-إِنَّ (ان+هَوْلًا)-هَذَا ;  
 (ف+لَا تَفْضَحُونِ)-অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না।

লোকদের সমকামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করেছিলেন। কারণ মেহমানদেরকে তো ফিরিয়ে দেয়াও যাচ্ছে না, আবার এ সুদর্শন বালক মেহমানদেরকে তাঁর জাতির দুষ্ট লোকদের হাত থেকে রক্ষা করাও তাঁর জন্য কঠিন মনে হচ্ছিল। তিনি মেহমানদেরকে মানুষই মনে করেছেন।

৩৭. অর্থাৎ আপনার লোকেরা যেন চলার পথে থেকে পেছনের দিকে না তাকায় সেজন্য আপনি তাদের পেছনে পেছনে চলুন।

৩৮. অর্থাৎ পেছনের আওয়াজ, হট্টগোল ও কল্পণ চিৎকার শুনে পেছনে তাকালেই আপনার লোকদের সামনে চলার শক্তি রহিত হয়ে যাবে। তাহলে এ ধ্বংসলীলা আপনাদের উপরও এসে পড়তে পারে। সুতরাং আপনাদের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আল্লাহর আযাবে পতিত লোকদের থেকে দূরে সরে যাওয়াই কল্যাণকর।

৩৯. এটা থেকেই অনুমান করা যায় যে, ‘কাওমে লূত’-এর নীতি নৈতিকতা কতটুকু নীচে নেমে গিয়েছিল। লূত (আ)-এর বাড়ীতে আগত মেহমানদের কথা শুনে তারা যেভাবে

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا ۝٩٥﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعُلَمِينَ ۝

৬৯. আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে শরমিন্দা (লজ্জিত) করো না। ৭০. তারা বললো—  
'আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার লোক সম্পর্কে নিষেধ করিনি।'

﴿قَالَ هُوَ لِأَبْنَتِي ۝٩٦﴾ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ ۝ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ

৭১. তিনি বললেন—'তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তাহলে এই আমার কন্যারা  
আছে'। ৭২. (হে নবী) আপনার জীবনের কসম তারাতো নিজেদের নেশায়

يَعْمَهُونَ ۝ فَآخَذَ ثَمْرَ الصَّيْحَةِ مُشْرِقِينَ ۝٩٧﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهُمَا

দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। ৭৩. অতপর এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করলো সূর্যোদয়ের সাথে  
সাথেই। ৭৪. তারপর আমি তার (জনপদের) উপরের দিককে তার নীচের দিকে (উল্টো) করে দিলাম ;

لا تُخْزُونَ ; এবং -وَاتَّقُوا-আল্লাহকে ; আ-আর ; ৬৯-  
আমাকে শরমিন্দা (লজ্জিত) করো না। ৭০-قَالُوا-তারা বললো ; وَأَوْلَمْ نُنْهَكْ-  
আমরা কি তোমাকে নিষেধ করিনি ; عَنِ الْعُلَمِينَ-সারা  
দুনিয়ার লোক। ৭১-قَالَ-তিনি বললেন ; هُوَ لِأَبْنَتِي-এই আছে ;  
بِنْتِي-আমার কন্যারা ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ فَعَلِينَ-তোমরা কিছু করতেই চাও। ৭২-لَعَمْرُكَ-  
আপনার জীবনের কসম ; إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ-তারাতো ;  
تَاهُمْ-নিজেদের নেশায় ; فَآخَذَ ثَمْرَهُمْ-দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। ৭৩-فَجَعَلْنَا  
-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الصَّيْحَةِ-এক বিরাট আওয়াজ ;  
مُشْرِقِينَ-সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই। ৭৪-فَجَعَلْنَا-তারপর আমি করে  
দিলাম ; سَافِلَهُمَا-তার (সাপল+হা)-তার উপরের দিককে ; عَلَيْهِمَا-  
তার নীচের দিকে ;

তঁার বাড়ীতে চড়াও হয়েছিল, অন্য লোকেরা কতটুকু অসহায় অবস্থায় ছিল তা বুঝতে  
কষ্ট হয় না। এ জাতির লোকদের বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ করার মত লোকও  
সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। লূত (আ)-এর পরিবার ছাড়া কোনো লোক-ই অপরাধ থেকে  
মুক্ত ছিল না।

৪০. হযরত লূত (আ)-এর এ বক্তব্য থেকেই তাঁর অসহায় অবস্থার করুণ চিত্র আমাদের  
সামনে ভেসে উঠে। কোনো মানুষ যখন চারিদিক থেকে মারাত্মকভাবে নিরুপায় হয়ে  
পড়ে ঠিক তখনই তার মুখে এরূপ কথা উচ্চারিত হতে পারে ; কিন্তু 'কাওমে লূত'-এর

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ ۝٩٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

এবং তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম<sup>৪১</sup>।

৭৫. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন

لَلْمُتَّوَسِّمِينَ ۝٩٦ وَإِنَّمَا لَيْسِبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

চিন্তাশীল লোকের জন্য। ৭৬. আর তা (জনপদটি) লোক চলাচল পথের পাশেই অবস্থিত<sup>৪২</sup>। ৭৭. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন

لَلْمُؤْمِنِينَ ۝٩٨ وَإِنْ كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۝٩٩ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

মু'মিনদের জন্য। ৭৮. আর আইকাবাসীরাও<sup>৪৩</sup> অবশ্যই যালিম ছিল।

৭৯. সুতরাং আমি তাদের থেকেও প্রতিশোধ নিয়েছি।

وَإِنَّمَا لِيَامًا مِّبِينًا ۝

আর দু'টো (এলাকা)-ই প্রকাশ্য রাজপথের পাশেই অবস্থিত<sup>৪৪</sup>।

ও-এবং ; -আম্পর্না-বর্ষণ করলাম ; -عليهم-(على+هم)-তাদের উপর ; -حجارة-পাথর ;  
 ; -في-এতে রয়েছে ; -ان-নিশ্চয়ই ; -من-সজিল-(من+সজিল)-পোড়া মাটির। ৭৫।  
 ; -للمتوسمين-(ال+ম+তুসমিন)-চিন্তাশীল লোকের জন্য ; -ل-আর ; -انها-অবশ্যই তা ;  
 ; -ليسبيل-(ل+ব+সবিল)-লোক চলাচল পথের পাশেই ;  
 ; -مقيم-অবস্থিত। ৭৬।  
 ; -ان-নিশ্চয়ই ; -في-এতে রয়েছে ; -آية-নিদর্শন ;  
 ; -اصحاب-আইকাবাসীরাও ; -ال-আইকাবাসীরাও ; -الايكة-অবশ্যই যালিম। ৭৭।  
 ; -ان-আইকাবাসীরাও ; -انهم-তাদের থেকেও ; -আর ;  
 ; -انهم-দু'টোই অবস্থিত ; -ليامام-(ل+ব+আমাম)-রাজপথের পাশেই ; -مبين-প্রকাশ্য।

লোকেরা তাঁর সকল আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতিকে উপেক্ষা করে তাঁর মেহমানদের ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একথা সুস্পষ্ট যে, তখন পর্যন্ত হযরত লূত (আ) জানতে পারেননি যে, মেহমানরা মানুষ নন—তাঁরা ফেরেশতা। কারণ তিনি যদি আগেই তা জানতে পারতেন তাহলে বদমাইশ লোকদের কাছে মেহমানদের মান-সম্মত রক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি করতেন না।

৪১. পোড়ানো মাটির পাথর সম্ভবত উষ্ণাপিণ্ড অথবা আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার শীতল রূপ হতে পারে। সে যা-ই হোক এ পাথর বৃষ্টির মত তাদের উপর বর্ষিত হয়েছিল।

৪২. হিজায় থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিশর যাওয়ার পথে উল্লিখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা চোখে পড়ে। এ এলাকা এখনও বর্তমান রয়েছে। লূত সাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে এলাকাটি অবস্থিত। ভূগোলবিদদের মতে এ এলাকার মতো ধ্বংস ও বিলয়ের চিহ্ন দুনিয়ার আর কোথাও দেখা যায় না।

৪৩. 'আইকাবাসী' দ্বারা হযরত শুয়াইব (আ)-এর জাতির লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, এদেরকে 'বনু মাদইয়ান'ও বলা হতো। এ সম্পর্কে সূরা শুয়ারা'র ১৭৬ থেকে ১৯১ আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উক্ত আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৪৪. 'মাদইয়ান' ও আইকাবাসীদের বসবাসস্থল বর্তমান হিজায় থেকে ফিলিস্তীন ও সিরিয়া যাওয়ার পথেই অবস্থিত ছিল। এদের ধ্বংসাবশেষ এখনও এ পথের যাত্রীদের চোখে পড়ে।

### ৫ম রুকু' (আয়াত ৬১-৭৯)-এর শিক্ষা

১. 'কাওমে লূত'-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো—দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান, পাপাচারে সীমালংঘন এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ব্যক্তি, দল বা দেশের উপর যুলম নির্যাতনের ফলে দুনিয়াতেই আল্লাহর আযাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

২. যারা মানুষকে দীনের পথে ডাকে, তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই; কেননা তাদের সাথে আল্লাহ আছেন। আল্লাহ যথাসময়ে তাদের সাহায্য করবেন, তাদেরকে অবশ্যই একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে।

৩. আল্লাহর রহমতের দৃঢ় আশা মনে রেখে এবং আল্লাহর পাকড়াওর ভয় করে দীনের দাওয়াতের কাজ করে যেতে হবে।

৪. কোনো জাতির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলে সে জাতির ধ্বংস সাধনে ফেরেশতাদেরকে মানব রূপে দুনিয়াতে পাঠানো হয়ে থাকে।

৫. কোনো এলাকাতে আসমানী আযাব চলতে থাকলে, সে অবস্থায় তামাশা দেখার জন্য সেদিকে তাকানো সমিচীন নয়; বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে এলাকা ত্যাগ করাই কল্যাণকর।

৬. সদাসর্বদা তাওবা ইসতিগফার-এর মাধ্যমে আসমানী বালা-মসীবত বা যমীনী বালা-মসীবত থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া কর্তব্য।

৭. কুরআন মাজীদে বর্ণিত এসব জাতির করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের ঈমানকে মজবুত করা জরুরী।

৮. যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের উচিত এসব জাতির ধ্বংসাবশেষের এলাকা সফর করে মিথ্যাবাদীদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ঈমানকে মজবুত করা।

৯. এ ছাড়াও অন্যান্য পৃথক্ৰষ্ট জাতির ইতিহাস কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য অর্থসহ কুরআন-হাদীসের অধ্যয়ন করা কর্তব্য। যাদের পক্ষে অধ্যয়ন সম্ভব নয়, তাদের উপর কর্তব্য তারা যেন-দীনী দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত সংগঠনে যোগদান করে। এরূপ সংগঠনে যোগ দিলে শুনে শুনেই অনেক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাওয়া যাবে।



সূরা হিসেবে রুক'-৬

পারা হিসেবে রুক'-৬

আয়াত সংখ্যা-২০

﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٠﴾ وَأَتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا

৮০. আর হিজর<sup>৫০</sup> বাসীরাও রাসূলগণকে নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।

৮১. আর আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলীও দিয়েছিলাম ; কিন্তু তারা ছিল

﴿٥١﴾ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٥١﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا ﴿٥١﴾

তার প্রতি উপেক্ষাকারী। ৮২. আর তারা নিরাপদে থাকার জন্য

পাহাড় কেটে বসতঘর বানাতে।

﴿٥٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٥٢﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

৮৩. তারপর ভোর হতে না হতেই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করলো।

৮৪. ফলে যা তারা কামাই করেছিল তা তাদের কোনো কাজেই আসলোনা<sup>৫২</sup>।

﴿٥٠﴾-আর ; لَقَدْ كَذَّبَ-(ল+قد+কذب)-নিসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; أَصْحَابُ-  
বাসীরাও ; الْمُرْسَلِينَ-(ال+مرسلين)-রাসূলগণকে ; الْحِجْرِ-(اصحاب+ال+حجر)-হিজর

﴿٥١﴾-আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম ; آيَاتِنَا-(আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম) ; وَأَتَيْنَهُمْ ; وَأَتَيْنَهُمْ-  
নিদর্শনাবলী ; فَكَانُوا-কিন্তু তারা ছিল ; عَنْهَا-তার প্রতি ; مُعْرِضِينَ-উপেক্ষাকারী।

﴿٥٢﴾-আর ; وَكَانُوا يُنْحِتُونَ-তারা কেটে বানাতে ; مِنَ الْجِبَالِ-(من+ال+جبال)-পাহাড় ;  
بُيُوتًا-বসত ঘর ; أَمِينًا-নিরাপদে থাকার জন্য ; وَأَخَذَتْهُمُ ﴿٥٢﴾-(ف+أخذت+هم)-

তারপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الصَّيْحَةُ-(الصيحة)-এক বিকট আওয়াজ ;  
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ ﴿٥٢﴾-(ف+ما+أغنى)-ফলে কোনো কাজেই

আসলো না ; كَانُوا يَكْسِبُونَ-তারা কামাই করেছিল ; عَنْهُمْ-তাদের ; مَا-তা যা ;

৪৫. 'কাওমে সামূদ' 'হিজর'-এর অধিবাসী ছিল। 'হিজর' ছিল তাদের প্রধান শহর। মদীনার উত্তর পশ্চিমে তাবুক যাওয়ার প্রধান সড়কের পাশে এ শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রয়েছে। কোনো মুসাফির এখানে অবস্থান করে না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত এ স্থান অতিক্রম করে যেতে হয়। মশহুর পর্যটক ইবনে বতুতার বর্ণানুযায়ী এখানে পাথর খোদাই করা লাল রংয়ের কারুকার্যময় প্রাসাদগুলো সুদৃঢ় অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এসব প্রাসাদগুলোতে মৃত মানুষের দেহাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

﴿٥٨﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ

৮৫. আর আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা সবই  
মহাসত্যের ভিত্তিতে ছাড়া আমি পয়দা করিনি<sup>৪৭</sup>, আর অবশ্যই

السَّاعَةَ لَأْتِيَنَّكَ فَاصْفِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ

কিয়ামত সংঘটিতব্য, অতএব (হে নবী) আপনি ক্ষমা করে দিন (তাদেরকে) পরম  
সৌজন্যে। ৮৬. অবশ্যই আপনার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা

الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٦١﴾

মহাজ্ঞানী<sup>৪৮</sup>। ৮৭. আর আমিই তো আপনাকে দিয়েছি বারবার পাঠ করার মত  
সাতটি আয়াত<sup>৪৯</sup> এবং মহান কুরআন<sup>৫০</sup>।

﴿٥٨﴾-আর ; وَمَا خَلَقْنَا-আমি পয়দা করিনি ; السَّمَوَاتِ-(ال+سموت)-আসমান ; وَ-ও ;  
وَالْأَرْضَ-যমীন ; وَمَا-যা কিছু আছে, তা সবই ; بَيْنَهُمَا-উভয়ের মধ্যবর্তী ;  
إِن-অবশ্যই ; وَ-আর ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-মহাসত্যের ভিত্তিতে ; الْخَلْقُ-ছাড়া ;  
السَّاعَةَ-(ال+ساعة)-কিয়ামত ; فَاصْفِ-সংঘটিতব্য ; الصَّفْحَ الْجَمِيلَ-(ال+اصفح)-সৌজন্যে ;  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ-(هو+ال)-আপনার প্রতিপালকই ; الْعَلِيمُ-(ال+عليم)-মহাজ্ঞানী ;  
لَقَدْ آتَيْنَكَ-(لقد+آتينا+ك)-আমিইতো আপনাকে দিয়েছি ; سَبْعًا-(سبعة)-সাতটি আয়াত ;  
مِّنَ الْمَثَانِي-(من+ال+مثنى)-বারবার পাঠকরার মতো ; وَالْقُرْآنَ-(ال+قرآن)-  
কুরআন ; الْعَظِيمَ-(ال+عظيم)-মহান।

৪৬. অর্থাৎ তাদের কারুকার্যময় পাথর খোদাই করা সুরক্ষিত প্রাসাদরাজি তাদেরকে  
রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি।

৪৭. অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের  
সাথেই দুনিয়ার প্রকৃতির মিল রয়েছে। বাতিলের জৌলুস ক্ষণস্থায়ী। সূতরাং বাতিলের  
বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে আপনার ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অবশেষে সত্যই টিকে থাকবে।  
বাতিলের ধ্বংস অনিবার্য

৪৮. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবকিছুর স্রষ্টা তাই সর্ববিষয়ের জ্ঞানও তাঁর রয়েছে।  
তাঁর সৃষ্টিকুলের উপর প্রাধান্য ও আধিপত্য একমাত্র তাঁরই রয়েছে। কেউ তাঁর পাকড়াও

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۗ﴾

৮৮. আপনি কখনো আপনার দু'চোখ তুলে সেদিকে তাকাবেন না, যেসব ভোগের সামগ্রী আমি তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে দিয়ে রেখেছি এবং তাদের জন্য দুঃখ বোধও করবেন না<sup>৫১</sup> ;

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ﴾ ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۗ﴾

আর আপনি শুধু মু'মিনদের প্রতিই আপনার বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করুন ।

৮৯. আর বলুন, আমি তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট সতর্ককারী ।

﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۗ﴾ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۗ﴾

৯০. যেমন আমি সেই বিভক্তকারীদের উপর নাযিল করেছি ।

৯১. যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে<sup>৫২</sup> ।

﴿لَا تَمُدَّنَّ﴾-আপনি কখনো তাকাবেন না ; ﴿عَيْنَيْكَ﴾-আপনার দু'চোখ তুলে ; ﴿إِلَىٰ﴾ - সেদিকে ; ﴿مَا﴾-যে-*مَتَّعْنَا بِهِ*-ভোগের সামগ্রী আমি দিয়ে রেখেছি ; ﴿أَزْوَاجًا﴾-বিভিন্ন শ্রেণীকে ; ﴿مِنْهُمْ﴾-তাদের মধ্যে ; ﴿وَلَا﴾-এবং ; ﴿لَا تَحْزَنْ﴾-দুঃখবোধও করবেন না ; ﴿عَلَيْهِمْ﴾ - তাদের জন্য ; ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾-আর ; ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾-আপনি আপনার বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করুন ; ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾-শুধু মু'মিনদের প্রতিই । ﴿وَقُلْ﴾-আর ; ﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾-সতর্ককারী ; ﴿الْمُبِينُ﴾-সুস্পষ্ট । ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا﴾-যেমন ; ﴿عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾-সেই (আল+মقسمین)-উপর ; ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾-যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে ; ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾-যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে ; ﴿عِضِينَ﴾-খণ্ড বিখণ্ড ।

থেকে রক্ষা পেতে পারে না । মানুষের সংশোধনের জন্য আপনার চেষ্টা-সাধনা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি জ্ঞাত । সুতরাং আপনি এতে ঘাবড়াবেন না, সময় আসলে এর সঠিক ফায়সালা হয়ে যাবে ।

৪৯. এর দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে । বুখারী শরীফে সংকলিত দু'টো হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে ।

৫০. একথাগুলো রাসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দানের জন্য বলা হয়েছে । এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) এবং অন্যান্য সকল মুসলমানই নিতান্ত দুঃখ দৈন্যতার মধ্যেই জীবন যাপন করছিলেন । আবার বাতিলের পক্ষ থেকে তাদের উপর অর্থনৈতিক বয়কট ও শারীরিক নির্যাতনও বেড়ে গিয়েছিল । তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করছেন যে, আপনাকে তো মহাখুশি আল কুরআনের মতো মহাসম্পদ দেয়া

﴿١٥٢﴾ فَوَرِّكَ لَنَسْتَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٥٣﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٤﴾ فَاصْدَعْ

১২. সূতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করবো ;  
১৩. সে সম্পর্কে যা তারা করতো । ১৪. অতএব আপনি প্রকাশ্যে বলে যান

بِمَا تَزْمُرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥٥﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۚ

-সে সম্পর্কে যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন ।  
১৫. সেসব বিদ্রূপকারীদের মুকাবিলায় আমিই আপনার পক্ষে যথেষ্ট ।

﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَقَدْ نَعَلِمُ

১৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ বানিয়ে নেয়, তারা অতিসত্বুর জানতে পারবে ।  
১৭. আর আমি তো নিশ্চিত জানি—

لَنَسْتَلْنَهُمْ -সূতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম ; (ف+و+رب+ك)-فَوَرِّكَ ﴿١٥٢﴾  
-সবাইকে । (لنستلنهم)-আমি অবশ্য-অবশ্যই তাদের জিজ্ঞেস করবো ; (اجمعين)-  
- (ف+اصدع)-فَاصْدَعْ ﴿١٥٣﴾ । (تারা করতো) ; يَعْمَلُونَ ; (সে সম্পর্কে যা) -عَمَّا ﴿١٥٤﴾  
-অতএব আপনি প্রকাশ্যে বলে যান ; (সে সম্পর্কে যা) ; -بِمَا  
- (عن+ال+)-عَنِ الْمُشْرِكِينَ ; (উপেক্ষা করুন) ; -وَ-  
- (كفينا+ك)-كَفَيْنَاكَ ; (আমিই) ; إِنَّا ﴿١٥٥﴾ । (মুশরিক  
- (ال+مستهزين)-الْمُسْتَهْزِئِينَ ; (সেসব বিদ্রূপকারীদের মুকাবিলায়) ;  
- (إله+الها)-إِلَهًا آخَرَ ; (আল্লাহর) ; -مَعَ-  
- (আর) ; (ف+سوف)-فَسَوْفَ ; (তারা জানতে পারবে) ; (و)-﴿١٥٦﴾  
- (ل+قد+نعلم)-لَقَدْ نَعَلِمُ ;

হয়েছে । যার তুলনায় দুনিয়ার সকল নিয়ামতই অত্যন্ত নিকৃষ্ট । আপনার জ্ঞান ও নৈতিক সম্পদ-ই আসল গর্বের বস্তু । বাতিলের বৈষয়িক সম্পদের আল্লাহর নিকট কানাকড়ি মূল্যও নেই । অবশেষে তারা নিঃস্ব অবস্থায়ই আল্লাহর সামনে হাজির হবে ।

৫১. মক্কার এ কাফিররা যে তাদের কল্যাণকামী ব্যক্তিকে তাদের শত্রু মনে করে নিয়েছে এবং আপনার সকল চেষ্টা-সাধনাকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে । এজন্য আপনি আপনি দুঃখিত হবেন না । তাদের পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয় । তারা নিজেরা যে এতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে শুধু তা নয় । গোটা জাতিকে তারা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ।

৫২. এখানে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে । 'কুরআন' দ্বারাও 'তাওরাত' বুঝানো হয়েছে । ইয়াহুদীরা তাওরাতের বিধানকে ভাগ ভাগ করে নিয়েছে । কিছু কিছু বিধান

أَنْتَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٥٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

তারা যা বলে তাতে অবশ্যই আপনার দিল ব্যথিত হয়। ৯৮. অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং शामिल হোন

مِنَ السَّجِدِينَ ﴿٥٨﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

সিজদাকারীদের। ৯৯. আর ইবাদাত করতে থাকুন আপনার প্রতিপালকের যতক্ষণ না আপনার নিকট উপস্থিত হয় মৃত্যু<sup>৫০</sup>।

أَنْتَ-অবশ্যই আপনার ; يَضِيقُ-ব্যথিত হয় ; صَدْرَكَ-(صدر+ك)-আপনার দিল ; بِمَا-তাতে যা ; يَقُولُونَ-তারা বলে। ﴿٥٧﴾ فَسَبِّحْ-(ف+سبح)-অতএব আপনি পবিত্রতা বর্ণনা করুন ; وَ-এবং ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার রবের ; هُونَ-হোন ; السَّجِدِينَ-(ال+سجدين)-সিজদাকারীদের। ﴿٥٨﴾ وَأَعْبُدْ-ইবাদাত করতে থাকুন ; حَتَّى-যতক্ষণ না ; يَأْتِيَكَ-আপনার নিকট উপস্থিত হয় ; الْيَقِينُ-(ال+يقين)-মৃত্যু।

মেনে নিয়েছে আর কিছু কিছু বিধান করেছে অমান্য। উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেমন কুরআন দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও তেমনি তাওরাত দেয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের এ আচরণের ফলে তারা যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা উল্লেখ করে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা যদি কুরআনের সাথে অনুরূপ আচরণ করো, তাহলে তোমাদেরকেও তাদের মতো পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

৫৩. অর্থাৎ দীনে হক পৌঁছানো এবং মানুষের ইসলামের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও বিপদ মসীবতের মুকাবিলা করার শক্তি একমাত্র সালাত ও আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমেই আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। এর দ্বারাই আপনি গভীর সাত্ত্বনা লাভ করবেন। আপনার মধ্যে ধৈর্য ও সবরের শক্তি এর দ্বারাই অর্জিত হবে। বিরোধীদের বিদ্‌বন্দ-নির্ঘাতন ইত্যাদির মুকাবিলায় অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি সালাত ও আল্লাহর ইবাদাতে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমেই লাভ করা যাবে। আর এর মধ্যেই রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তোষ।

### ৬ষ্ঠ রুকু' (আয়াত ৮০-৯৯)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারীদের পরিণাম হিজরবাসী সামুদ জাতির মতো হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ দীন ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে আমাদের সামনে বর্তমান রয়েছে—এ দীনকে মেনে চলা সকল মানুষের কর্তব্য।

২. দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সুউচ্চ ইমারত-ভবন আল্লাহর আযাব থেকে দুনিয়া-আখিরাতে কোনো জাহানেই রক্ষা করতে পারে না, যেমন পারেনি সামূদ জাতিকে।

৩. কিয়ামত অবশ্যই আল্লাহর নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. মহাশয় আল কুরআন এক অমূল্য গ্রন্থ যার মূল্য আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু থেকে অনেক বেশী। অতএব এ কুরআনকে বুঝতে হবে এবং এর বিধানগুলো মেনে চলতে হবে। আর তখনই দুনিয়াতেও শান্তি ফিরে আসবে এবং আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৫. বাতিলের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি ক্রক্ষেপ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর নিকট এসবের কানাকড়ি মূল্যও নেই।

৬. মু'মিনদের সকল মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হবে তাদের দীনী ভাইদের প্রতি। তারা একে অপরের প্রতি হবে অত্যন্ত রহম দিল।

৭. আল্লাহর দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছানোই মু'মিনের দায়িত্ব। হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। হিকমত ও সদুপদেশ দানের মাধ্যমেই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে। ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে নয়।

৮. আল্লাহর কিতাবকে ঋণ বিঞ্চ করে মানার কোনো সুযোগ নেই। কামনা-বাসনার অনুকূল বিধানগুলো মানা আর তার বিপরীতগুলো অমান্য করলে কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

৯. ইয়াহুদীদের মতো আল্লাহর কিতাবের সাথে আচরণ করলে দুনিয়া-আখিরাতে মহাশক্তির সম্বন্ধীন হতে হবে। সুতরাং ইয়াহুদীদের পদাংক অনুসরণ থেকে বাঁচতে হবে।

১০. সকল অবস্থাতেই আল্লাহর হামদ তথা প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকতে হবে।

১১. আমৃত্যু সালাত ও সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার জন্য সদা সচেতন থাকতে হবে।



## সূরা আন নাহল-মাক্কী

আয়াত : ১২৮

রুকু' : ১৬

## নামকরণ

‘আন-নাহল’ (النحل) শব্দের অর্থ মৌমাছি। সূরার ৬৮ আয়াতে উল্লিখিত النحل শব্দটি সূরার চিহ্ন স্বরূপ এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

## নাযিলের সময়কাল

এ সূরায় উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়াদী পর্যালোচনা করার পর ইংগিত পাওয়া যায় যে, সূরা ‘আল আনআম’ ও সূরা ‘আন নাহল’ সমসাময়িককালে নাযিল হয়েছে। আর এ সময়টি ছিল মাক্কী জীবনের শেষ দিকে যখন মুসলমানদের উপর যুলম-নির্যাতন চরমে উঠেছিল। আর তখনই মুসলমানদেরকে হাবশা তথা বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে হয়েছিল।

এ সময় যুলুম-নির্যাতন এতদূর তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, কঠোর নির্যাতনের ফলে কেউ যদি ‘কুফরী-কালিমা’ উচ্চারণ করে বসে, তার কি হুকুম হবে সে বিষয়ে বিধান নাযিল হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে কঠিন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার অবসানও এ সূরা নাযিলের সময় পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

উল্লিখিত বিষয়াবলীর আলোকে সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ের সূরা হিসেবেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

## আলোচ্য বিষয়

কাফিররা সবসময় যে কথাটি প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতো, তা ছিল— ‘যে আযাব আসার ভয় তুমি দেখাচ্ছ, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাক, তাহলে তা নিয়েই আসো’। তাদের এসব কথার জবাবে সূরার শুরুতেই সতর্কবাণী দ্বারা সূচনা করা হয়েছে। অতপর শির্ক-এর প্রতিবাদ করে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার বাতুলতা ও তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিরোধীদের সকল প্রকার আপত্তি, প্রশ্ন, সন্দেহ-সংশয় ইত্যাদি সম্পর্কে এক এক করে জবাব দেয়া হয়েছে। শির্ক-এর উপর হঠকারিতা এবং তাওহীদের উপর গর্ব-অহংকার করে বেড়ানোর পরিণাম সম্পর্কে মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে মানার দাবী করার সাথে সাথে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এবং নিজেদের জীবনে তার

প্রতিফলনও ঘটাতে হয় ; তা না হলে শুধু দাবীর মাধ্যমে আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

অবশেষে নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামকে সাহস দেয়া হয়েছে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধতা ও যুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলায় যে নীতি-আচরণ অবলম্বন করতে হবে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।





রুকূ : ১৬

১৬. সূরা আন নাহল-মাক্কী

আয়াত : ১২৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

① اَتَىٰ اَمْرَ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۗ وَسُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

১. এসে গেছে আল্লাহর সিদ্ধান্ত, অতএব তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে চেয়ো না ; তিনি আল্লাহ তো পূতঃপবিত্র এবং তারা যে শিরকে লিঙ তা থেকে তিনি অনেক উঁচুতে ।

①-এসে গেছে ; অমর-সিদ্ধান্ত ; الله-আল্লাহর ; অতএব তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে চেয়ো না ; তিনি তো পূত-পবিত্র ; এবং ; ও-এবং ; তিনি অনেক উঁচুতে ; তা থেকে যে ; শিরক তারা করছে ।

১. এখানে বলা হয়েছে যে, ‘আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে গেছে’ অথচ বাস্তবে তা দেখা যায়নি। এর অর্থ ‘সিদ্ধান্ত’ আসা এমন নিশ্চিত এবং নিকটবর্তী যে, অতীতকালে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা যেমন নিশ্চিত। আর এজন্যই এখানে ভবিষ্যতকালের ব্যবহার না করে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। আর কাফিরদের সীমালংঘনমূলক কাজ ও আল্লাহর দীনের বিরোধিতা এবং পাপ কাজও কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এখন চূড়ান্ত পদক্ষেপ বাকী।

এখন প্রশ্ন হলো—সেই সিদ্ধান্তটা কি ? যার আসাটা একেবারেই নিশ্চিত আর তা যখন এসে পৌঁছেছিল তখন তার রূপ-ই বা কি ছিল ? মুফাসসিরীনে কিরামের কারো কারো মতে সেই সিদ্ধান্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়। কারো মতে তা ছিল সেই ওয়াদা যা আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দিয়েছিলেন তা হলো, আল্লাহ মু‘মিনদেরকে বিজয় দান করবেন এবং কাফির-মুশরিকদেরকে পরাজিত করবেন। মাওলানা মওদুদী (র)-এর মতে সেই সিদ্ধান্ত ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি হিজরতের নির্দেশ। কারণ এর কিছুদিন পরেই এর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত নবী-রাসূলদের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, যাদের প্রতি নবী পাঠানো হয়েছে তাদের চূড়ান্ত অস্বীকৃতি ও অমান্যতার পরপরই নবীদের প্রতি হিজরতের নির্দেশ হয়েছে। আর এর সাথেই সেই জাতির ভাগ্যের ফায়সালাও হয়ে যায়। অতপর তাদের উপর হয়তো আসমানী আযাব এসে পড়ে, নচেৎ নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের হাতে সেই জাতির আদর্শিক বিলুপ্তি ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের সিদ্ধান্ত আসার পর কাফিররা এটাকে তাদের অনুকূলে মনে করেছিল; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী মাত্র আট-দশ বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকেই কুফর ও শিরক-এর বিলুপ্তি ঘটেছিল।



بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

সত্যের ভিত্তিতে ; তারা যে শিরক করছে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে ৫। ৪. তিনি এক ফোঁটা শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ এখন সে

خَصِيمٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا

প্রকাশ্য বিতর্ককারী ৬। ৫. আর চতুষ্পদ পশুও (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ; এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের পোশাক আরও অনেক উপকারী বস্তু এবং তা থেকে কিছু

بِالْحَقِّ-সত্যের ভিত্তিতে ; تَعَلَىٰ-তিনি অনেক উর্ধে ; عَمَّا-তা থেকে যে (+)ال-الْإِنْسَانَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; نُطْفَةٍ-এক ফোঁটা শুক্র ; فَإِذَا-অথচ এখন ; دِفْءٌ-মানুষ ; وَمِنَافِعُ-প্রকাশ্য ; مُّبِينٍ-প্রকাশ্য ; وَ-আর ; الْأَنْعَامَ-চতুষ্পদ পশুও ; خَلَقَهَا-তিনিই সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيهَا-এতে রয়েছে ; دِفْءٌ-শীতের পোশাক ; وَ-আরও ; وَمَنَافِعُ-অনেক উপকারী বস্তু ; وَمِنْهَا-এবং ; وَمِنْهَا-তা থেকে কিছু ;

৫. এখন থেকে যে বিষয়টি সম্পূর্ণ হয়ে উঠে তাহলো—উল্লেখ্যাত তথা ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূলকথা এটাই ছিল। সুতরাং ভয় করতে হবে একমাত্র তাঁকে। অপর কোনো মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির অসন্তোষ ও শাস্তির ভয় অথবা অপর কোনো সৃষ্টির আদেশ-নিষেধ অমান্য করার পরিণতি বা শাস্তির ভয় করা যাবে না এবং এরূপ হওয়া কোনোমতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) যে শিরক-এর প্রতিবাদ করেন এবং যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন, আসমান-যমীন তথা গোটা বিশ্বব্যবস্থা-ই তার সাক্ষী। এ বিশাল ব্যবস্থাপনা মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কোথাও তোমাদের অনুসৃত শিরক-এর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বিশ্ব-জাহানের কোনো জিনিসের গঠন ও অস্তিত্বের পেছনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো ভূমিকা আছে বলে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণই পাওয়া যাবে না। এ মহাসত্য যখন প্রতিষ্ঠিত তখন তোমাদের রচিত শিরক-এর স্থান কোথায়। অতএব তোমাদের শিরকী বিশ্বাস থেকে তিনি অনেক অনেক উর্ধে।

৭. এ আয়াত দ্বারা মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমার সৃষ্টির পর্যায়গুলো সম্পর্কে তোমার চিন্তা করে দেখা উচিত। কোন্ অবস্থা থেকে কি কি পর্যায় অতিক্রম করে তুমি দুনিয়াতে এসেছো। তারপর কোন্ কোন্ অবস্থা পার হয়ে তুমি একজন সুস্থ-সবল যুবকে পরিণত হয়েছো। এসব চিন্তা করলেই আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তোমার বিতর্কের জিহ্বা সংযত হয়ে যাবে। শিরকের পক্ষে বলার কোনো কথাই খুঁজে পাবে না।

تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيدُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝

তোমরা খেয়েও থাক। ৬. আর তোমাদের জন্য এতে রয়েছে সৌন্দর্যের উপকরণ যখন তোমরা (পশু গুলোকে) সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আন এবং সকালে যখন (সেগুলোকে) চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۙ

৭. আর ওরা তোমাদের বোঝাগুলো বহন করে এমন শহরে নিয়ে যায় যেখানে তোমাদের পৌঁছানো সম্ভব হতো না, নিজেদেরকে শান্ত-ক্লান্ত করা ছাড়া।

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرَكِبُونَهَا

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক বড়ই স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু। ৮. আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া—খচ্চর ও গাধা, যাতে তোমরা চড়তে পার তাদের উপর

وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

এবং শোভাস্বরূপ; আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা তোমরা জানো-ই না।

৯. আর আল্লাহরই দায়িত্ব সঠিক পথে পরিচালনা।

تَأْكُلُونَ-তোমরা খেয়েও থাক। ৬. আর; لَكُمْ-তোমাদের জন্য; فِيهَا-তাতে রয়েছে; تُرِيدُونَ-তোমরা সন্ধ্যায়; حِينَ-যখন; جَمَالٌ-সৌন্দর্যের উপকরণ; تَسْرَحُونَ-পশুগুলোকে ফিরিয়ে আন; وَ-এবং; وَحِينَ-যখন; تَسْرَحُونَ-সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। ৭. আর; تَحْمِلُ-ওরা বহন করে; أَثْقَالَكُمْ-(অঁকাল+কম)-তোমাদের বোঝাগুলো; إِلَىٰ بَلَدٍ-(অলী+বলদ)-এমন শহরে নিয়ে যায়; لَّمْ تَكُونُوا بِلِغَيْهِ-(লম+কোনো+বলগ+ই)-যেখানে তোমাদের পৌঁছানো সম্ভব হতো না; إِلَّا-ছাড়া; بِشِقِّ الْأَنْفُسِ-শান্ত-ক্লান্ত করা; رَبَّكُمْ-(রব+কম)-তোমাদের প্রতিপালক; رءُوفٌ رَّحِيمٌ-বড়ই স্নেহপরায়ণ; وَ-আর; ৮. وَالْبِغَالَ-খচ্চর; وَالْخَيْلَ-গাধা; وَالْحَمِيرَ-গাধা; لَتَرَكِبُونَهَا-যাতে তোমরা চড়তে পারো তাদের উপর; وَيَخْلُقُ-তিনি সৃষ্টি করেছেন; مَا لَا تَعْلَمُونَ-এমন কিছু যা তোমরা জানো-ই না। ৯. وَعَلَىٰ اللَّهِ-দায়িত্বে; الْقَصْدُ-পরিচালনা; السَّبِيلِ-(অল+সবীল)-সঠিক পথে;

وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ لَهْدًا مَّا جَمَعِينَ ۝

তবে তার মধ্যে বাঁকাপথও আছে<sup>১</sup>; এবং তিনি যদি চাইতেন তবে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন<sup>১০</sup>।

و-তবে; مِنْهَا-তার মধ্যে আছে; جَائِرٌ-বাঁকা পথও; وَ-এবং; لَوْ-যদি; شَاءَ-তিনি চাইতেন; لَهَدْنَاكُمْ-তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন (لهدى+كم)-; لَهْدًا مَّا-সবাইকে; جَمَعِينَ-সবাইকে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের সেবায় আল্লাহ তা'আলা কতসব জিনিস তৈরি করে রেখেছেন এবং সেসব জিনিসের কোন্টি মানুষের কোন সেবা আঞ্জাম দিচ্ছে। তার খবর মানুষের নিকট নেই।

৯. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে তাওহীদ, রহমত ও রুব্বুবিয়াতের প্রমাণাদি পেশ করার পর এখানে নবুওয়াতের প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে প্রাণী হিসেবে টিকে থাকার জন্য আবশ্যকীয় সকল প্রয়োজন-ই পূরণ করেছেন; কিন্তু যে প্রয়োজন পূরণ না হলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে, সে প্রয়োজন পূরণ না করে মানুষকে অন্ধকারে হাতড়ে মরার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন—আল্লাহ সম্পর্কে এমন চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই। মানুষের সে প্রয়োজনটি সিরাতুল মুসতাকীম তথা সেই সরল-সুদৃঢ় পথ। যে পথে চললে মানুষ আল্লাহর সম্বোধ অর্জন করে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য মানবিক প্রয়োজনগুলো যেমন পূরণ করেছেন, তেমনি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল পথটিও নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে তাঁর নিকট পৌঁছার পথ জানানো তাঁর যে দায়িত্ব তা তিনি যথাযথই পালন করেছেন। কারণ মানুষের নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সেই পথটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হওয়ার আশংকা-ই অধিক।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে মানুষকে অন্যান্য অনেক সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক জগতের সৃষ্টিরাজির মতো ইচ্ছা-ক্ষমতা শূন্য ও জন্মগতভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং কোনো প্রকার অন্যায়ে-অপরাধ করার ক্ষমতাহীন করে সৃষ্টি করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা চাননি। তিনি চেয়েছেন ইচ্ছা-শক্তির ব্যবহার করতে সক্ষম একটি মাখলুক সৃষ্টি করতে। সেই মাখলুকের সত্য-মিথ্যা, ডুল-নির্ভুল সব রকমের পথেই চলার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের সুযোগও তার থাকবে। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক পরিচালনার যোগ্যতাও তাকে দেয়া হবে। অপর দিকে সকল প্রকার কামনা-বাসনা পরিপূরণের সে ক্ষমতাশালী হবে। নিজের ভেতরকার ও বাইরের সকল প্রকার উপায়-উপকরণ নিজ কাজে লাগাবার এখতিয়ারও তার থাকবে। তার হিদায়াত ও গুমরাহীর কার্যকারণগুলোও রক্ষিত থাকবে। মানুষের যদি আযাদী ও স্বাধীনতা না থাকতো, তাহলে

উন্নতির উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া তার পক্ষে কোনো মতে সম্ভব হতো না এবং তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যও যথাযথভাবে পূর্ণ হতো না। আর তাকে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেয়ার কোনো যুক্তিও থাকতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জবরদস্তী হিদায়াত নীতির পরিবর্তে নবুওয়াত-রিসালাতের মাধ্যমে হিদায়াতের নীতি গ্রহণ করেছেন। যাতে মানুষের আযাদী-স্বাধীনতা রক্ষিত থাকে এবং পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যও সফল হয়। আর সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথও তার সামনে সঠিকভাবে পেশ করে দেয়া হয়।

### ১ম রুকু' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মু'মিন কখনো আল্লাহর আযাব ও গযবকে আহ্বান জানাতে পারে না ; বরং সে সদা-সর্বদা তা থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য তাওবা-ইসতিগফার করবে।

২. কাউকে নবুওয়াত দান করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন। এমনকি নবুওয়াত পাওয়ার আগে স্বয়ং নবীও জানতে পারেন না যে, তাঁকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দান করা হবে।

৩. সকল নবীর দাওয়াতের মূলকথা ছিল—আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ তথা হকুমদাতা নেই। অর্থাৎ হকুম মানতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং এ ব্যাপারে আনুগত্য করতে হবে তাঁর রাসূলের। আর ভয়ও করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে।

৪. দুনিয়াতে অন্য যত হকুম আমাদেরকে মানতে হয়, সেগুলো যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের বিপরীত হয় সেগুলো মানা যাবে না।

৫. ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং অন্য সব মুশরিক আল্লাহর সাথে যেসব ব্যাপারে শিরক করে আল্লাহ সেসব শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অনেক উর্ধে।

৬. আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের নিজেদের সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে চিন্তা করা কর্তব্য। তাহলেই তার বিতর্কের ভাষা সংযুক্ত হতে বাধ্য।

৭. সৃষ্টি জগতের অগণিত-অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ যে চতুশ্দ ধাপী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করলেও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যাবে। এগুলোর উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না।

৮. আমরা সার্বক্ষণিক আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে আছি। কোনো একটি মুহূর্তও তাঁর রহমতের ছায়া ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না। সুতরাং সর্বদা তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা কর্তব্য।

৯. দুনিয়াতে মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা আরও কতসব জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন যা জানা মানুষের জন্য কখনো সম্ভব নয়।

১০. হিদায়াত দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁর নিকট হিদায়াত চাইতে হবে। আর হিদায়াত দান করেন নবীদের মাধ্যমে। অতএব অনুসরণ করতে হবে নবীদের দেখানো পথের।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-৮

আয়াত সংখ্যা-১২

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾

১০. তিনিই (সেই সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন পানি আসমান থেকে, তার কিছু অংশ পানীয় এবং তা থেকেই উদ্ভিদ (উৎপন্ন হয়)

﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ﴾

তাতেই তোমরা পশুচারণ করে থাক। ১১. তিনি তদ্বারা উৎপন্ন করেন তোমাদের শস্য, যায়তুন-খেজুর

﴿وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ﴾

ও আঙ্গুর এবং সবরকম ফল-ফলাদি ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন

﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾

যারা চিন্তা-গবেষণা করে ১২. তিনিই তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে ;

﴿هُوَ﴾-তিনিই (সেই সত্তা) ; ﴿الَّذِي﴾-যিনি ; ﴿أَنْزَلَ﴾-নাযিল করেছেন ; ﴿مِنْ﴾-থেকে ; ﴿السَّمَاءِ﴾-আসমান (আল+সমা) ; ﴿مَاءً﴾-পানি ; ﴿لَكُمْ﴾-তোমাদের জন্য ; ﴿مِنْهُ﴾-তার কিছু অংশ ; ﴿شَجَرٌ﴾-উদ্ভিদ ; ﴿فِيهِ﴾-তাতেই ; ﴿تُسِيمُونَ﴾-তোমরা পশুচারণ করে থাক ; ﴿يُنْبِتُ﴾-তিনি উৎপন্ন করেন ; ﴿لَكُمْ﴾-তোমাদের জন্য ; ﴿الزَّرْعَ﴾-শস্য (আল+জর) ; ﴿الزَّيْتُونَ﴾-যায়তুন ; ﴿النَّخِيلَ﴾-খেজুর (আল+নাখিল) ; ﴿وَالنَّخِيلَ﴾-যায়তুন ; ﴿وَالْأَعْنَابَ﴾-আঙ্গুর (আল+আনা) ; ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾-এবং ; ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ﴾-যারা চিন্তা গবেষণা করে ; ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾-খিদমতে নিয়োজিত করেছেন ; ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾-এবং ; ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾-সূর্য ও চন্দ্রকে (আল+শমস) ;

وَالسَّجُورِ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

আর তারকাগুলোও বশীভূত তাঁরই হুকুমে ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে  
এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন

يَعْقِلُونَ ۗ وَمَا ذَرَأَّا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مَخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ ۗ

যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে<sup>১০</sup> । ১৩. আর তিনি যে যমীনে বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন  
তোমাদের জন্য, সেগুলোর রংও বিভিন্ন ;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সে লোকদের জন্য নিদর্শন যারা উপদেশ গ্রহণ করে<sup>১১</sup> ।  
১৪. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি বশীভূত করেছেন সমুদ্রকে

بِأَمْرِهِ (+) - بِأَمْرِهِ ; بَشْرَتْ - বশীভূত ; (ال+نجوم) - النُّجُومُ ; -আর ;  
و-আর ; لِقَوْمٍ - এমন ; نَشْرَتْ - এতে রয়েছে ; فِي ذَلِكَ - নিশ্চয়ই ; أَنْ - তাঁরই হুকুমে ;  
ه) - তাঁরই হুকুমে ; وَمَا ذَرَأَّا - তিনি সৃষ্টি করেছেন ; مَا - যে ; ذَرَأَّا - তিনি সৃষ্টি  
করেছেন বস্তুরাজি ; لَكُمْ - তোমাদের জন্য ; فِي الْأَرْضِ - যমীনে ; مَخْتَلِفًا - বিভিন্ন ;  
لَآيَةً - আয়ত ; فِي ذَلِكَ - এতে রয়েছে ; أَنْ - নিশ্চয়ই ; وَأَنَّ - নিশ্চয়ই ;  
و- (১৪) । وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ - যারা উপদেশ গ্রহণ করে ; لِقَوْمٍ - এমন সম্প্রদায়ের জন্য ;  
و- (১৪) । وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ - বশীভূত করেছেন ; وَهُوَ - তিনিই সেই সত্তা ; هُوَ - তিনিই  
সমুদ্রকে ; (ال+بحر) - সমুদ্রকে ;

১১. এখানে شَجَرَ শব্দ দ্বারা সাধারণত গাছ বুঝালেও কোনো কোনো সময় অন্যান্য  
উদ্ভিদ তথা ঘাস বা লতাপাতা অর্থেও ব্যবহৃত হয় ; যেমন এখানে বুঝানো হয়েছে ;  
কেননা এর পরপরই পশুচারণের কথা বলা হয়েছে। আর পশুচারণের সাথে ঘাসের  
সম্পর্কই বেশী ।

১২. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা যতই করা হবে ততই আল্লাহর  
'তাওহীদ' তথা একত্ববাদের প্রমাণগুলো চিন্তাশীল লোকদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ।  
এজন্যই বলা হয়েছে—চিন্তাশীল লোকেরাই এসব সৃষ্টি থেকে আল্লাহর একত্ববাদের  
নিদর্শনগুলো চিনতে সক্ষম হয় ।

১৩. তারকাগুলো যে, আল্লাহর নির্দেশের অনুগত তা বুঝার জন্য খুব একটা চিন্তা-  
ফিকিরের প্রয়োজন হয় না । সামান্য বুদ্ধি-জ্ঞান যাদের আছে তারাও খুব সহজেই এটা  
বুঝতে সক্ষম । কেননা এতে কোনো মানুষের (যা অন্য কোনো সৃষ্টির) কোনোরূপ ভূমিকা  
নেই ।



لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۗ

যাতে তা থেকে তোমরা টাটকা গোশত (মাছ) খেতে পার এবং তা থেকে বের করে নিতে পার সাজ-সজ্জার উপকরণ, যা তোমরা পরিধান কর<sup>১৮</sup> ;

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

আর তুমি দেখে থাক নৌকা-জাহাজকে তাতে চলাচলকারী হিসেবে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ খুঁজে নিতে পার<sup>১৯</sup> ও তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার ।

۝ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

১৫. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনে পাহাড় সারী যাতে তা (যমীনে) না দোলে তোমাদের নিয়ে<sup>১৯</sup> এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) নদী-ঝরণা ও নানা প্রকার পথ<sup>২০</sup>

وَالْقَىٰ-যাতে তোমরা খেতে পার ; مِنْهُ-তা থেকে ; لَحْمًا-গোশত ; طَرِيًّا-টাটকা ; لَتَأْكُلُوا-এবং ; حِلْيَةً-সাজ-সজ্জার উপকরণ ; تَلْبَسُونَهَا-(তলবسون+ها)-যা তোমরা পরিধান করো ; وَ-আর ; تَرَى-তুমি দেখে থাক ; الْفُلْكَ-নৌকা-জাহাজ ; مَوَآخِرَ-চলাচলকারী হিসেবে ; فِيهِ-তাতে ; وَ-ও ; وَ-ও ; تَبْتَغُوا-তোমরা যাতে খুঁজে নিতে পার ; مِنْ فَضْلِهِ-তাঁর অনুগ্রহ ; وَ-আর ; تَشْكُرُونَ-যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার ۝ وَالْقَىٰ-তিনি স্থাপন করেছেন ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; رَوَاسِيَ-পাহাড়-সারী ; أَنْ تَمِيدَ-যাতে না দোলে ; بِكُمْ-তোমাদের নিয়ে ; وَأَنْهَارًا-(সৃষ্টি করেছেন) নদী-ঝরণা ; وَ-ও ; وَسُبُلًا-নানা প্রকার পথ ;

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বিভিন্ন রং ও আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অগণিত বস্তু মানুষের সামনে রয়েছে এবং এগুলো যে এক আল্লাহর সৃষ্টি তার প্রমাণও বর্তমান রয়েছে ; আর এ থেকে শিক্ষা উপদেশ গ্রহণের জন্য অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না । উপদেশ গ্রহণের জন্য এগুলোই যথেষ্ট ।

১৫. আকাশ ও ভূমির সৃষ্টবস্তুর উপকারিতা বর্ণনা করার পর সমুদ্রের মধ্যকার সৃষ্টবস্তুর উপকারিতা বর্ণনা করা হচ্ছে । সমুদ্র থেকে মানুষ টাটকা গোশত তথা মাছ আহরণ করে । মাছকে গোশত বলার কারণ হলো—স্থলভাগের হালাল পশুও যবেহ করা ছাড়া তার গোশত হালাল হয় না, অথচ মাছকে যবেহ করা ছাড়াই তার গোশত হালাল—এ যেন নিজে-নিজেই তৈরি গোশত ।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ وَعَلَّمِيٓنَا وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌছতে পার। ১৬. আরও (তিনি রেখে দিয়েছেন) পথের চিহ্নসমূহ<sup>১৬</sup>, এবং তারকার সাহায্যেও তারা পথের দিশা পায়<sup>১৭</sup>।

﴿١٨﴾ أَفَمِنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تُذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾ وَإِنْ تَعُدُّوٓا

১৭. তাহলে কি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করতে পারে না<sup>১৮</sup>? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? ১৮. আর তোমরা যদি গুণে দেখতে চাও

لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা; وَتَهْتَدُونَ-গন্তব্যে পৌছতে পার। ﴿١٦﴾-আরও; عَلَّمِيٓنَا- (তিনি রেখে দিয়েছেন) পথের চিহ্নসমূহ; وَالنَّجْمِ- (ব+আল+নজম); وَ-এবং; هُمْ يَهْتَدُونَ- তারা পথের দিশা পায়। ﴿١٧﴾-তাহলে কি যিনি; (আ+ফ+মন)-তাহলে কি যিনি; يَخْلُقُ-সৃষ্টি করেছেন; كَمَنْ-তার মতো যে; لَا يَخْلُقُ-সৃষ্টি করতে পারে না; أَفَلَا تُذَكَّرُونَ- (আ+ফ+লা+তذكرون)-তবুও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না। ﴿١٨﴾-আর; وَإِنْ-যদি; تَعُدُّوٓا-তোমরা গুণে দেখতে চাও;

সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত অপর উপকারিতা হলো—তার থেকে ডুবুরীদের আহরিত সাজ-সজ্জার উপকরণ, যা মহিলারা পরিধান করে থাকে। এখান থেকে মহিলাদের সাজ-সজ্জার বৈধতা বরণ নির্দেশ-ই পাওয়া যায়।

১৬. অর্থাৎ হালাল উপায়ে তোমরা যাতে রিযিক হাসিল করতে পার।

১৭. এ আয়াত থেকে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য জানা যায়, আর তাহলো—যমীনের কম্পন বন্ধ করা। যমীন যদি কাঁপতে থাকতো তাহলে তা আমাদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়তো। এমনকি এতে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতদূর অগ্রসর হতে পারতো না। কুরআন মাজীদে আরও অনেক আয়াতেই একথা বলা হয়েছে। অবশ্যই এসবের সৃষ্টির পেছনে আরও কল্যাণ থাকতে পারে; কিন্তু সেগুলো গৌণ।

১৮. অর্থাৎ সেসব পথ যা নদী-নালা, সমুদ্র ও খাল-বিলের সাথে সংযুক্ত ও চলমান। এসব প্রাকৃতিক পথ-ঘাটের গুরুত্ব পাহাড়ী অঞ্চলেই বেশী অনুভূত হয়। যদিও সমতল ভূমিতেও এর গুরুত্ব কম নয়।

১৯. আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে মানুষের চলাচলের জন্য তার গঠন অনুযায়ী যেমন বিভিন্ন পথ তৈরি করেছেন, তেমনি তারা যেন পথ না হারায় সেজন্য ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন চিহ্ন একে দিয়েছেন। আবার আকাশেও অসংখ্য তারকা সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেই একই উদ্দেশ্যে। এসব প্রাকৃতিক চিহ্নের গুরুত্ব মরুভূমি ও সমুদ্রের যাত্রীরাই অনুধাবন করতে পারে।

نِعْمَةً ۙ اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

আল্লাহর নিয়ামতরাশি তবে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু<sup>১৯</sup> । ১৯. আর আল্লাহতো জানেন

مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

তোমরা যা গোপন করে থাক এবং যা তোমরা প্রকাশ করে থাক<sup>২০</sup> ।

২০. আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে

نِعْمَةً-নিয়ামতরাশি ; اللَّهُ-আল্লাহর ; لَا تَحْصُوهَا-(লাত্ছুওয়া+হা)-তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَغَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; تُسْرُونَ- গোপন করে থাক ; مَا-যা ; يُعْلِنُونَ-তোমরা প্রকাশ করে থাক ; وَمَا-এবং ; يَدْعُونَ-ডাকে ; الَّذِينَ-যারা ; وَالَّذِينَ-আর ;

এ আয়াত থেকে যেভাবে আল্লাহর তাওহীদ, রহমত ও রব্বিয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায় ; তেমনি রিসালাতের ইংগিতও এখান থেকে পাওয়া যায় । অর্থাৎ যে আল্লাহ (ভূ-পৃষ্ঠে) মানুষকে বস্তুগত জীবনে পথ দেখাবার জন্য এতসব প্রাকৃতিক চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, তিনি কি করে নৈতিক জীবনে মানুষকে এমনি পথ খুঁজে ফেরার জন্য ছেড়ে দিতে পারেন ? তিনি অবশ্যই মানুষের নৈতিক জীবনের দিশারী পাঠিয়ে হিদায়াত দান করেছেন ; আর তারাই হলেন নবী-রাসূল ।

২০. অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে ও আকাশ জগতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃশ্যমান যেসব চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন এবং মানুষ এসবের সুবিধাভোগী, সে মানুষের সামনে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না । সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও এসব দেখে দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জাহানের পথের দিশা পেতে সক্ষম ।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা একথা তো তোমরাও মান ; তোমাদের বানানো খোদাগুলোর এতে কোনো-ই ক্ষমতা নেই, তাহলে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদার সাথে সৃষ্টির মর্যাদার সমতা কেমন করে হতে পারে ? সৃষ্টিকর্তার অধিকারের সাথে তাদের অধিকারের সামঞ্জস্য কি কখনো হতে পারে ? তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যের মিল কিভাবে হতে পারে ? সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির জাতীয়তাও কখনো এক হতে পারে না ।

২২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন । মানুষের প্রতি তাঁর অসীম-অসংখ্য নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও তারা নিমকহারামী, ওয়াদা খেলাফী ও বিদ্রোহ করে যাচ্ছে । অথচ তিনি কতইনা দয়াময় ও কতইনা ধৈর্যশীল । তিনি

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْواتٌ غيرَ اَحْيَاءِ

তারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ২১. (তারা) প্রাণহীন—জীবিত নয়,

وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ اَيَّانَ يَبْعَثُونَ

তারা খবর রাখে না কবে তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে<sup>২৪</sup>।

لَا يَخْلُقُونَ-তারা সৃষ্টি করতে পারে না ; شَيْئًا-কোনো কিছুই ; وَهُمْ-তাদের নিজেদেরকেই ; اَمْواتٌ- (তারা) প্রাণহীন ; يُخْلَقُونَ-সৃষ্টি করা হয়েছে। ۝ اَيَّانَ-কবে ; يَبْعَثُونَ-জীবিত নয় ; وَمَا يَشْعُرُونَ-তারা খবর রাখে না ; اَيَّانَ-কবে ; يُبْعَثُونَ-তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে।

শত শত বছর ধরে তাঁর সৃষ্টি বিদ্রোহী জাতিকে নিজের অফুরন্ত নিয়ামত দানে ধন্য করে যাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে যাচ্ছে ; তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা তাঁর মূল সত্তা, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তাঁরই সৃষ্টিকে অংশীদার বানাচ্ছে। কিন্তু এতসব অপরাধ সত্ত্বেও তিনি দানের হাত ফিরিয়ে নিচ্ছেন না। এতেই প্রমাণ হয়—তিনি কতইনা ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এতসব নাফরমানী সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিয়ামত দানের ধারা বন্ধ না করায় একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি বুঝি এসব বিষয় সম্পর্কে বেখবর অথবা তাঁর অজ্ঞাতেই এসব বিদ্রোহ ও নিমকহারামীর কাজ সংঘটিত হচ্ছে। আসলে তাঁর অজ্ঞাতে কিছু হওয়া সম্ভব নয়, কেননা তিনি মানুষের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড ও গোপন কর্মকাণ্ড সবই জানেন। তবে তাঁর অপার ধৈর্য ও অসীম বদান্যতা, দানশীলতা ও ক্ষমাশীলতার কারণেই তিনি তাঁর নিয়ামতের ধারা বন্ধ করছেন না। আর এটা একমাত্র রাব্বুল আলামীন তথা সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব।

২৪. এখানে 'যাদেরকে ডাকে' কথা দ্বারা কবরে শায়িত সেসব মৃত নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, নেতা-নেত্রী ও নেক লোকদের কথা বলা হয়েছে যাদের মাজারে মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যায়। যাদের মূর্তি বানিয়ে মানুষ পূজা করে, ফুল দেয়, মানত করে এবং হাদীয়া তোহফা প্রদান করে। এখানে এটা সুস্পষ্ট যে, জ্বিন ফেরেশতা বা শয়তান ইত্যাদির কথা এখানে বলা হয়নি ; কেননা জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান জীবিত—মৃত নয়। আবার এখানে পাথরের মূর্তির কথাও বলা হয়নি, কেননা পাথরের মূর্তিগুলোকে আখিরাতে পুনর্জীবিত করার সম্ভাবনা নেই। তাই এটা সুস্পষ্ট যে এখানে উপরোল্লিখিত মৃত ব্যক্তিদের কথাই বলা হয়েছে।

## ২য় রুকু' (আয়াত ১০-২১)-এর শিক্ষা

১. পানির অপর নাম জীবন। এ পানি আল্লাহ তা'আলা-ই আসমান থেকে নাযিল করেন। প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতের জীবন স্থিতি পানির উপর-ই নির্ভরশীল। অতএব এজন্য আমাদেরকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

২. আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত—যদি আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ না করেন এবং ভূগর্ভের পানিও আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে দুনিয়াতে মানুষ, জীব-জন্তু পশু-পাখী এবং কোনো প্রকারের উদ্ভিদ কিছুই জন্ম হতো না। অতএব পানি আল্লাহর এক অনুপম নিদর্শন।

৩. অনুরূপ আকাশে তারকার মেলা ও আল্লাহর অতি উজ্জ্বল নিদর্শন দিক-চিহ্নহীন মরুভূমিতে এবং তদ্রূপ মহাসমুদ্রে তারকারাজির সাহায্যেই মানুষ চলাচল করে। এসব নিদর্শন-এর প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগ-ই যথেষ্ট। এর দ্বারাই আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারি।

৪. আল্লাহ তা'আলা-ই আমাদের জন্য রংবেরংয়ের অগণিত-অসংখ্য বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছুই আল্লাহর বিধান অনুসারে চলছে। প্রকৃতিতে তাই কোনো অশান্তি বিশৃংখলা নেই। আমরা যদি এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আমাদের সার্বিক জীবনে তাঁর বিধান অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের সমাজেও কোনোরূপ অশান্তি-বিশৃংখলা থাকবে না। অতএব মানব সমাজের অশান্তি-বিশৃংখলা দূরীকরণের একমাত্র উপায় আল্লাহর বিধান কার্যকরী করা।

৫. সমুদ্রও আল্লাহর এক অনুপম নিদর্শন। এ সমুদ্রপথে মানুষ নৌকা-জাহাজের সাহায্যে দেশ থেকে দেশান্তরে সহজেই পণ্য-সম্ভার আনা-নেয়া করে। সমুদ্র থেকেই মানুষ আহরণ করে নিজেদের খাদ্য ও সাজ-সজ্জার উপকরণ। এসব কিছু মানুষ নিজে সৃষ্টি করেনি এবং তার পক্ষে এটা সম্ভবও নয়। এসব আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের উজ্জ্বল প্রমাণ। অতএব আমাদেরকে এসব নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৬. আল্লাহর অপর এক সৃষ্টি পাহাড়-পর্বত। এ পাহাড়-পর্বতের সাহায্যেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে দোলা ও কম্পন থেকে রক্ষা করেছেন। তা না হলে আমাদের পক্ষে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস ও চলাচল করা কোনো মতেই সম্ভব হতো না।

৭. আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন নদী-ঝরণা বিভিন্ন প্রকার চলাচল-পথ যার সাহায্যে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছতে পারি।

৮. আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগের সমতলে ও পাহাড়ী অঞ্চলে এবং সমুদ্র পথে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন পথচিহ্ন, যার সাহায্যে আমরা পথের দিশা ঠিক করতে পারি।

৯. আল্লাহ আমাদের জন্য দৃশ্য-অদৃশ্য অগণিত অসংখ্য নিয়ামতরাজি সৃষ্টি করেছেন যার সীমা-সংখ্যা নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদেরকে দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর-ই করতে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা বস্তু জগতে যেসব আমাদের জন্য অগণিত নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমরা পথ হারিয়ে না ফেলি তদ্রূপ নৈতিক জীবনে আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই সেজন্য পাঠিয়েছেন অগণিত-অসংখ্য দিকনির্দেশক নবী-রাসূল। অতএব আমাদের সার্বিক জীবনে দিকনির্দেশনার জন্য অনুসরণ করতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলের।

১১. রাসূলকে অনুসরণ -অনুকরণে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে তাতে নিরাশ হওয়া যাবে না। তখন আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা মনে রেখে তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব খবরই রাখেন সুতরাং আমাদের সকল কথা ও কাজ করতে হবে ইখলাস তথা বিশ্বদ্ব নিয়তে।

১৩. স্মরণ রাখতে হবে আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়ার স্থান একমাত্র আল্লাহর দরবার। কোনো জীবিত বা মৃত লৌকিক বা অলৌকিক এবং কোনো শরীরী বা অশরীরী কোনো সৃষ্টিই আমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। এটাই তাওহীদের মূল কথা।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-৪

﴿١٩﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ

২২. তোমাদের ইলাহ—একই ইলাহ; সুতরাং যারা আখিরাতের উপর  
ঈমান রাখে না, তাদের অন্তরসমূহ

مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٠﴾ لَاجِرًا ۗ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يَسِرُونَ

অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারীও<sup>২৫</sup>। ২৩. কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা যা  
গোপন করে আল্লাহ তা নিশ্চিত জানেন।

وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ

এবং যা প্রকাশ করে তাও (এটা) নিশ্চিত তিনি (আল্লাহ) অহংকারীদেরকে  
ভালবাসেন না। ২৪. আর<sup>২৬</sup> যখন তাদেরকে বলা হয়—কি নাযিল করেছেন

(+)-فَالَّذِينَ-একই; وَإِحْدٌ-ইলাহ; إِلَهُ-ইলাহ; (اله+كم)-তোমাদের ইলাহ; -الهُكُمُ(২২)  
(ب+ال+آخِرَةَ)-আখিরাতের উপর; -الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ-ঈমান রাখে না; -بِالْآخِرَةِ-সুতরাং যারা (الذين  
-مُنْكِرَةٌ-অস্বীকারকারী; -وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ-তাদের অন্তরসমূহ; -قُلُوبُهُمْ)-তাদের অন্তরসমূহ; -عَلَّمَ-জানেন; -يَسِرُونَ-গোপন করে; -أَنْ  
-কোনো সন্দেহ নেই; -لَاجِرًا(২৩)। -مُسْتَكْبِرُونَ-অহংকারীও; -تَارًا هُمْ; -এবং; -و-  
নিশ্চিত; -اللَّهُ-আল্লাহ; -يَعْلَمُ-জানেন; -مَا يُسِرُونَ-যা তারা গোপন করে; -يُعْلِنُونَ-তারা প্রকাশ করে; -إِنَّهُ-নিশ্চিত তিনি; -ان(ه+)-  
-আর; -وَ(২৪)। -الْمُسْتَكْبِرِينَ)-অহংকারীদেরকে; -إِذَا-যখন; -قِيلَ-বলা হয়; -لَهُمْ-তাদেরকে; -مَاذَا-কি; -أُنزِلَ-নাযিল করেছেন;

২৫. অর্থাৎ আখিরাতকে অস্বীকার করে। যার ফলে তাদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে। তারা দুনিয়ার জীবনে এতই মগ্ন হয়ে পড়েছে যে, আখিরাতের মতো মহাসত্যকে অস্বীকার করতে তারা একটুও কুণ্ঠিত হয় না। কোনো সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে তারা রাজী নয়। নিজেদের নফসের উপর কোনোরূপ নৈতিক বিধি-নিষেধ মানতে তারা প্রস্তুত নয়।

২৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিররা যেসব অপকর্ম করত; ঈমান আনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণ ও বাহানা তারা খুঁজে ফিরত;

رَبُّكُمْ قَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٩﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً

তোমাদের প্রতিপালক ? তারা বললো, পূর্ববর্তীদের গল্প কাহিনী<sup>২৯</sup> ২৫. ফলে তারা  
নিজেদের (পাপের) বোঝা বহন করবে পরিপূর্ণ মাত্রায়

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

কিয়ামতের দিন এবং তাদের (পাপের) বোঝা থেকেও (বহন করবে) যাদেরকে তারা  
শুধুমাত্র করেছে মূর্খতার কারণে ;

الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝

জেনে রেখো! তারা যা বহন করবে তা কতইনা নিকৃষ্ট।

رَبُّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; قَالُوا-তারা বললো ; اسَاطِيرُ-গল্প-কাহিনী ; الْأَوَّلِينَ-  
(অবলম্বিত)-পূর্ববর্তীদের (১+অবলম্বিত)-ফলে তারা বহন করবে ; أَوْزَارَهُمْ-(অবলম্বিত+হাম)-  
(অবলম্বিত+হাম)-পরিপূর্ণ মাত্রায় ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيَامَةِ-(অবলম্বিত)-কিয়ামতের ;  
و-এবং ; مِنْ-থেকেও ; أَوْزَارِ-(পাপের) বোঝা ; الَّذِينَ-তাদের ;  
ب-অবলম্বিত+হাম)-মূর্খতার ; بِغَيْرِ عِلْمٍ-যাদেরকে তারা শুধুমাত্র করেছে ; يُضِلُّونَهُمْ-  
কারণে ; ۝-জেনে রেখো ; الْأَسَاءَ-কতইনা নিকৃষ্ট ; مَا-যা ; يَزُرُونَ-তারা বহন করবে ।

এখান থেকে সেসব বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ, নসীহত, ভীতি ও ধমকী দান ইত্যাদির মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে।

২৯. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের কাজ যখন ব্যাপকভাবে চালু হলো, তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেত সেখানকার লোকেরা তাদের রাসূল (স)-এর দাওয়াতের বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইতো। তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। এসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জবাবে কাফিররা যা বলতো তাতে প্রশ্নকারীর মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হতো এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তার মনে কোনো আশ্রয় অবশিষ্ট থাকত না। যেমন তারা বলতো যে, কুরআন মাজীদে শুধুমাত্র পুরোনো দিনের গল্প-কাহিনী রয়েছে।

৩য় ব্লক (২২-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আশিরাত তথা পরকালকে অস্বীকারকারী কাফির। আর এ ধরনের লোকদের মধ্যেই গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হয়। অন্য কথায় অহংকারী কুফরীতে লিপ্ত। অতএব সকল অবস্থায়ই অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে।



২. আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয় জানেন। সুতরাং তিনি অহংকারী ব্যক্তির অন্তরের খবরও জানেন। আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে অহংকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. আমাদের অবশ্যই কুরআন মাজীদে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছাড়া এমন কথা বলা যাবে না, যার ফলে শ্রোতার মনে কুরআন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং শ্রোতা গুমরাহ হয়ে যায়।

৪. কারো কথা বা কাজের ফলে অন্য কেউ গুমরাহ হলে, তার (পাপের) বোঝাও সেই ব্যক্তিকে বহন করতে হবে, যার কথা বা কাজের ফলে এ ব্যক্তি গুমরাহ হয়েছে।



সূরা হিসেবে রুক্ব'-৪  
পারা হিসেবে রুক্ব'-১০  
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾

২৬. নিসন্দেহে তারাও চক্রান্ত করেছিল যারা ছিল এদের পূর্বে, তারপর আল্লাহ তাদের ভিত্তিমূল থেকে উপড়ে ফেলেছিলেন

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ

ফলে উপর থেকে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধসে পড়েছে এবং তাদের উপর আযাব আসলো এমন দিক থেকে যে

لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي

তারা ধারণা-ই করতে পারেনি। ২৭. অতপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন এবং বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়

الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

যাদের ব্যাপারে তোমরা বাক-বিতণ্ডা করতে ;  
যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে—

﴿قَدْ مَكَرَ﴾-নিসন্দেহে তারাও চক্রান্ত করেছিল ; -الَّذِينَ-যারা ; -مِنْ قَبْلِهِمْ-(+قبل+)-মহল এদের পূর্বে ; -فَاتَى-তারপর উপড়ে ফেলে দিলেন ; -بُنْيَانَهُمْ-আল্লাহ ; -الْقَوَاعِدِ-(+قواعد)-মূল ; -فَخَرَّ-ফলে ধসে পড়েছে ; -عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; -السَّقْفُ-(+سقف)-ইমারতের ছাদ ; -مِنْ-তাদের উপর ; -أَتَاهُمْ-(+اتى+)-তাদের উপর আসলো ; -عَلَيْهِمْ-আযাব ; -مِنْ-থেকে ; -حَيْثُ-এমন দিক ; -لَا يَشْعُرُونَ-তারা ধারণা-ই করতে পারেনি। ﴿٢٧﴾ -ثُمَّ-অতপর ; -يَوْمَ الْقِيَامَةِ-(+يوم+)-কিয়ামতের দিন ; -يُخْزِيهِمْ-(+يخزي+)-তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন ; -وَيَقُولُ-বলবেন ; -أَيْنَ شُرَكَائِي-আমার শরীকরা কোথায় ; -كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ-যাদের ব্যাপারে ; -فِيهِمْ-তাদের ব্যাপারে ; -قَالَ-তারা বলবে ; -الَّذِينَ-যাদের ; -الْعِلْمِ-(+علم)-জ্ঞান ; -أُوتُوا-দান করা হয়েছিল ;

إِنَّ الْحِزْبَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝۲ۮ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ

নিশ্চয়ই আজ কাফিরদের জন্যই অপমান ও দুর্ভাগ্য<sup>২৮</sup>।

২৮. যাদের<sup>২৮</sup> প্রাণ হরণ করে

الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَالْقَوْمَ السَّلٰمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ

ফেরেশতারা—নিজেদের উপর যুলম করতে থাকা অবস্থায়<sup>২৯</sup>, তখন তারা এই বলে আত্মসমর্পণ করে 'আমরাতো কোনো খারাপ কাজ করতাম না'

بَلٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۲۹ فَادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ

ফেরেশতারা বলবে—হাঁ, (অবশ্যই করতে), তোমরা যা করছিলে আল্লাহ অবশ্যই তা জ্ঞাত। ২৯. অতএব জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো

-(ال+সুوء)-السُّوءَ ; ও-وَ ; আজ-الْيَوْمَ ; অপমান ;-(ال+খযী)-الْحِزْبَ ; নিশ্চয়ই ;  
-تَتَوَفَّوهُمْ-(হম)+تَتَوَفَّوهُمْ ; যাদের-الَّذِينَ ۝۲ۮ ; জন্ম-عَلَى ; দুর্ভাগ্য ;  
-ظَالِمِيْٓ-ফেরেশতারা ;-(ال+মলিক্কা)-الْمَلٰئِكَةُ ; প্রাণ হরণ করে তাদের ;  
-فَالْقَوْمَ+(القوا)-فَالْقَوْمَ السَّلٰمَ ; নিজেদের উপর ;-(انفس+হম)-اَنْفُسِهِمْ ;  
থাকা অবস্থায় ;-(ال+সলম)-الْمَلٰئِكَةُ ; তখন তারা এই বলে আত্মসমর্পণ করে ;  
-ظَالِمِيْٓ-আমরাতো করতাম না ;  
-بَلٰى-হাঁ (অবশ্যই করতে) ; -اِنَّ-অবশ্যই ;  
-عَلِيْمٌۢ-জ্ঞাত ; -بِمَا-তা, যা ; -كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা যা করছিলে।  
-فَادْخُلُوْا ۝۲۹ ; -جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ;  
-(ف+ادخلوا)-অতএব প্রবেশ করো ; -اَبْوَابَ-দরজা দিয়ে ;

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কিয়ামতের ময়দানে 'আমার শরীকরা কোথায়' বলে জিজ্ঞেস করবেন তখন সেখানে এক কঠোর নিরবতা বিরাজমান থাকবে। কাফির মুশরিকদের বাকশক্তি রহিত হয়ে যাবে। তাদের নিকট এর কোনো জবাব থাকবে না—বিস্ময় বিমূঢ়তা তাদের কথা বলার শক্তি রহিত করে দেবে। তবে যাদের দীনী জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা নিজেদের মধ্যে এসব কথা বলাবলি করতে থাকবে।

২৯. একথাগুলোকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করাই অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। জ্ঞানী লোকদের কথার সাথে আল্লাহ তা'আলা ব্যাখ্যা স্বরূপ একথাগুলো সংযোজন করেছেন। তবে অনেক মুফাসসির একথাগুলোকে জ্ঞানী লোকদের কথা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৩০. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের রুহগুলোকে তাদের দেহ থেকে বের করে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেবে।

خَلِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٥٠﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

চিরকাল থাকার জন্য<sup>১১</sup>; বস্তুত অহংকারীদের ঠিকানা কতইনা মন্দ। ৩০. আর যারা  
তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হবে—

مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন? তখন তারা বলে, 'অত্যন্ত ভালো  
(নাযিল করেছেন)<sup>১২</sup>, যারা এ দুনিয়ায় নেককাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে এতে

حَسَنَةٌ وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ

কল্যাণ; আর আখিরাতের বাসস্থানতো আরো ভালো; আর মুক্তাকীদের বাসস্থান  
কতইনা চমৎকার। ৩১. (তা হল) চিরস্থায়ী জান্নাত—

খলদীন-চিরকাল থাকার জন্য; তাতে; ফলিন্স-(ফ+লিন্স)-বস্তুত কতইনা  
মন্দ; আর; ও-<sup>১৩</sup>। অহংকারীদের; ঠিকানা; মথ্বী-<sup>১৪</sup>। বলা হবে;  
নাযিল; কি-<sup>১৫</sup>। অত্যন্ত ভালো; তারা বলে; তা-<sup>১৬</sup>। তোমাদের প্রতিপালক; (র+ব+কম)-<sup>১৭</sup>।  
অত্যন্ত ভালো; তাদের জন্য রয়েছে যারা; আহসনু-<sup>১৮</sup>। নেককাজ করেছে; ফী-<sup>১৯</sup>।  
এই দুনিয়ায়; কল্যাণ; আর; ও-<sup>২০</sup>। বাসস্থানতো; লদারু-<sup>২১</sup>। কতইনা চমৎকার; আর; ও-<sup>২২</sup>।  
আরো ভাল; আন-<sup>২৩</sup>। বাসস্থান; দারু-<sup>২৪</sup>। জান্নাত; জন্নতু-<sup>২৫</sup>। চিরস্থায়ী;

৩১. এ আয়াত এবং কুরআন মাজীদের আরো কিছু আয়াত দ্বারা কবর তথা বরযখের  
জগতে আযাব হওয়া প্রমাণিত। মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকে শেষ বিচার দিন পর্যন্ত মানুষের রূহ  
যে জগতে থাকবে সেটাকেই 'আলমে বরযখ' তথা 'বরযখের জগত' বলা হয়। সেই জগতে  
নেককারদের রূহ অবশ্যই বিচার পরবর্তীতে যে সুখময় জীবন লাভ করবে তার পূর্বাভাস  
পাবে। অপরদিকে কাফির, মুশরিক ও বদকারদের রূহ বিচার পরবর্তী জীবনে যে দুঃখময়  
জীবন যাপন করবে, তার পূর্বাভাসও তারা পাবে।

এখানে স্মরণীয় যে, 'মৃত্যু' অর্থ দেহ থেকে রূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর দেহ থেকে  
রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও রূহের চেতনা ও অনুভূতি বিনাশ হয়ে যায় না।

৩২. অর্থাৎ বাইরের লোকেরা যখন মক্কাবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপস্থাপিত  
শিক্ষা ও দাওয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তখন তাদের মধ্যকার মু'মিন  
আল্লাহভীরু সত্যপন্থী লোকদের জওয়াব ও কাফিরদের জওয়াবে পুরোপুরি ভিন্নতা দেখা

يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

যাতে তারা প্রবেশ করবে, তার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বহমান থাকবে, সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে<sup>৩০</sup> ;

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ

আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে বদলা এমনই দিয়ে থাকেন।

৩২. যাদের জান কবয করে ফেরেশতারা

طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

পবিত্র অবস্থায়—ফেরেশতারা বলতে থাকে ‘তোমাদের উপর সালাম, তোমরা যে কাজ (দুনিয়াতে) করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।’

﴿٥٨﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ

৩৩. হে নবী ! তবে কি তারা তাদের কাছে ফেরেশতা আসার অপেক্ষায় আছে অথবা আপনার প্রতিপালকের আদেশ আসার (অপেক্ষা করছে)<sup>৩৪</sup> ?

مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ -যাতে তারা প্রবেশ করবে ; مِنْ -তার তলদেশ দিয়ে ; تَحْتِهَا -তার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهَارُ -ঝর্ণাধারা ; لَهُمْ -তাদের জন্য ; يَجْزِي -এমনই ; كَذَلِكَ -এমনই ; الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ -মুত্তাকীদেরকে (ال+মুত্তাকিন) -আল্লাহ ; الَّذِينَ -যাদের ; تَتَوَفَّيهِمْ -জান কবয করে (تتوفى+هم) -ফেরেশতারা ; الْمَلَائِكَةُ -ফেরেশতারা ; طَيِّبِينَ -পবিত্র অবস্থায় ; يَقُولُونَ -বলতে থাকে (ফেরেশতারা) ; سَلَامٌ -সালাম ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর ; ادْخُلُوا -তোমরা প্রবেশ করো ; الْجَنَّةَ -জান্নাতে ; بِمَا -তার বিনিময়ে যা ; يَنْظُرُونَ -তবে কি ; هَلْ -তবে কি ; يَنْظُرُونَ -তারা অপেক্ষায় আছে ; إِلَّا -ছাড়া ; أَنْ تَأْتِيَهُمُ -তাদের কাছে আসার ; الْمَلَائِكَةُ -ফেরেশতা ; أَوْ -অথবা ; يَأْتِيَ -আসার ; أَمْرٌ -আদেশ ; رَبِّكَ -আপনার প্রতিপালকের ;

যেত। সত্যপন্থীরা কোনো প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট ও প্রতারণামূলক জবাব দিয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়ার কোনো চেষ্টা করতো না। বরং তারা আল্লাহর নবীর উপস্থাপিত শিক্ষার প্রশংসা এবং দীনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতো।

৩৩. জান্নাত-এর আসল পরিচয় হলো—সেখানে জান্নাতীরা যা চাবে তা-ই পাবে। এতে কোনো প্রকার সময় ক্ষেপণ করা হবে না। মনের কোণে ইচ্ছা-বাসনা জাগার সাথে

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ

তাদের আগে যারা ছিল তারাও এমনই করেছিল ; তাদের প্রতি আল্লাহ কোনো  
অবিচার করেননি, বরং

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٨﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ

তরাই নিজেদের উপর অবিচার করতো । ৩৪. অতপর তাদের উপর এসে পড়েছে—  
তারা যে (খারাপ) কাজ করেছে তার খারাপ ফল এবং তা-ই তাদেরকে ঘিরে ধরেছে

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٩﴾

যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-মশকরা করতো ।

كَذَلِكَ-এমনই ; فَعَلَ-করেছিল ; الَّذِينَ-তারা, যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(মِنْ+قَبْل+হম)-ছিল  
তাদের আগে ; وَ-এবং ; مَا ظَلَمَهُمْ-(مَا+ظَلَم+হম)-তাদের প্রতি কোনো অবিচার  
করেননি ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَلَكِنْ-বরং ; يَظْلِمُونَ-তরাই নিজেদের  
উপর অবিচার করতো । فَأَصَابَهُمْ-(ف+أَصَاب+হম)-অতপর তাদের উপর এসে  
পড়েছে ; سَيِّئَاتُ-তার খারাপ ফল ; مَا عَمِلُوا-যে (খারাপ) কাজ তারা করেছে ; وَ-  
এবং ; حَاقَ-ঘিরে ধরেছে ; بِهِمْ-তাদেরকে তা-ই ; مَا-যা ; كَانُوا بِهِ-নিয়ে তারা ;  
يَسْتَهْزِءُونَ-তারা ঠাট্টা-মশকরা করতো ।

সাথেই তা পূরণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দুনিয়াতে কোনো রাজা-বাদশাহ, দুনিয়ার সেরা ধনী  
কোনো সমাজ নেতা কেউ-ই এ ধরনের নিয়ামত লাভ করতে অতীতে পারেনি আর  
ভবিষ্যতেও পারবে না। আর এটা লাভ করার কোনো সম্ভাবনাও কখনো হবে না। কিন্তু  
জান্নাতী প্রত্যেক মানুষ-ই এ উচ্চমানের আনন্দ ও সুখ লাভ করবে। তাদের জীবনের  
সব কামনা-বাসনা ও চাহিদা প্রতিটি মুহূর্তে পূরণ হতে থাকবে।

৩৪. অর্থাৎ এ লোকদেরকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর যতরকম পথ ও পন্থা ছিল,  
তার সব কটিই আপনি ব্যবহার করেছেন ; সবকিছুই দলীল-প্রমাণসহ আপনি প্রকাশ  
করে দিয়েছেন। তারপরও তারা তাদের শিরক ও কুফরীর উপর অটল হয়ে বসে আছে কেন ?  
তবে কি তারা মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের সামনে এসে দাঁড়ানোর অপেক্ষা করেছে ? অথবা  
আল্লাহর আযাব তাদের মাথার উপর এসে পড়ার অপেক্ষায় আছে ? সে অবস্থার সম্মুখীন  
হলে তারা তখন মেনে নেবে ?

### ৪র্থ রুকু' (আয়াত ২৬-৩৪)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য, যেমন অতীতের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।
২. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধবাদীরা আখিরাতে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।
৩. মৃত্যুর পর মুহূর্ত থেকেই কবর তথা বরযখের জগতে কাফির-মুশরিকদের উপর আযাব হতেই থাকবে এবং শেষ বিচারের পরে তারা স্থায়ীভাবে আযাবে পতিত হবে।
৪. যারা তাকওয়া অবলম্বন করে জীবনযাপন করবে তারা দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ করবে এবং আখিরাতেও তারা জান্নাতে সুখময় জীবন লাভ করবে।
৫. আল্লাহভীরু লোকেরা জান্নাতে যা ইচ্ছা করবে, তা-ই পূরণ হয়ে যাবে—এটা জান্নাতের প্রধান পরিচয়।
৬. আল্লাহভীরু লোকদেরকে দুনিয়ায় তাদের নেক কাজের বিনিময়েই জান্নাত দান করবেন। এটা আল্লাহর অঙ্গীকার।
৭. কাফির-মুশরিকদের উপর আখিরাতে যে আযাব হবে, তা তাদের নিজেদেরই অর্জিত। এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫  
পারা হিসেবে রুকু'-১১  
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾

৩৫. আর যারা শিরক করেছে তারা বলে—“আল্লাহ যদি চাইতেন  
তাকে ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত

﴿نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ كُنْ لَكَ﴾

না আমরা করতাম, আর না আমাদের বাপ-দাদারা এবং তাঁর হুকুম ছাড়া আমরা  
কোনো কিছু হারামও করতাম না।”<sup>৩৫</sup>, এমনই

﴿فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾

(বাহানা) করতো তারাও যারা ছিল তাদের আগে<sup>৩৬</sup>, তবে কি রাসূলগণের উপর  
সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া (অন্য কিছু আছে) ?

﴿و-আর ; قَالَ-তারা বলে ; الَّذِينَ-যারা ; أَشْرَكُوا-শিরক করেছে ; لَوْ-যদি ; شَاءَ -  
চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَا عَبَدْنَا-আমরা ইবাদাত করতাম না ; مِنْ دُونِهِ (+)-  
আবুও ; لَا-না ; وَ-আর ; نَحْنُ-আমরা ; مِنْ شَيْءٍ-অন্য কিছুর ; (دون+)-  
আমাদের বাপ-দাদারা ; وَ-এবং ; لَحَرَمْنَا-আমরা হারামও করতাম না ; مِنْ دُونِهِ-  
তাঁর হুকুম ছাড়া ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছু ; كَذَلِكَ-এমনই ; فَعَلَ-তারাও করতো  
(বাহানা) ; الَّذِينَ-যারা ; مِنَ الَّذِينَ-ছিল তাদের আগে ; فَهَلْ-তবে কি ; الْقَبْلِهِمْ-  
উপর ; الرُّسْلِ-রাসূলগণের ; إِلَّا-ছাড়া অন্য কিছু আছে ; الْبَلْغُ-  
পৌঁছে দেয়া ; الْمُبِينُ-স্পষ্টভাবে ।

৩৫. সূরা আন'আমের ১৪৮ ও ১৪৯ আয়াতেও মুশরিকদের এ ধরনের যুক্তি খাড়া করার  
ব্যাপার আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত দু'টোর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬. অর্থাৎ গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট লোকেরা যুগে যুগে আল্লাহর ইচ্ছা বা চাওয়াকে নিজেদের  
অপকর্মের জন্য যুক্তি হিসেবে দাঁড় করে—এটা কোনো নতুন কথা নয়। এসব অপরাধীরা  
দীনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে এই বলে প্রচারণা চালায় যে, এটা পুরাতন গল্প-কাহিনী মাত্র।  
অথচ দীনের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতার সকল কলা-কৌশল ও কথাবার্তা সবই হাজার  
হাজার বছরের পুরাতন।



﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

৩৬. আর নিসন্দেহে আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বলে যে, তোমরা দাসত্ব করো আল্লাহর এবং বেঁচে থাকো

الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَن هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۗ

তাগুত থেকে<sup>৩৭</sup>; অতপর তাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং তাদের কিছু লোকের উপর গুমরাহী অবধারিত হয়ে গেছে<sup>৩৮</sup>।

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ۝

অতএব তোমরা যমীনে সফর করো এবং দেখে নাও কেমন হয়েছিল মিথ্যাবাদীদের পরিণাম<sup>৩৯</sup>।

﴿৩৬-আর; وَلَقَدْ بَعَثْنَا-নিসন্দেহে আমি পাঠিয়েছি; كُلِّ-প্রত্যেক; أُمَّةٍ-উম্মতের; وَاللَّهُ-আল্লাহর; وَاجْتَنِبُوا-বেঁচে থাকো; وَ-এবং; الطَّاغُوتَ-তাগুত থেকে; وَمِنْهُمْ مَن-অতপর তাদের মধ্যে; هَدَىٰ-হিদায়াত দান করেছেন; حَقَّتْ-অবধারিত হয়ে গেছে; الضَّلَالَةَ-গুমরাহী; فَسِيرُوا-অতএব তোমরা সফর করো; فِي الْأَرْضِ-যমীনে; فَانظُرُوا-এবং দেখে নাও; كَيْفَ-কেমন; كَانَ-হয়েছিল; عَاقِبَةُ-পরিণাম; الْمُكذِبِينَ-মিথ্যাবাদীদের।

৩৭. 'তাগুত' দ্বারা শয়তান এবং সত্য পথে চলার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া অহংকারী, স্বৈচ্ছাচারী ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতার দাবীদার শক্তিকেও তাগুত বলা হয়। এখানে এর দ্বারা স্বৈচ্ছাচারিতাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা এবং নিজেদের স্বৈচ্ছাচারিতাকে ত্যাগ করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ গুমরাহ তথা পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের স্বৈচ্ছাচারিতাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করার অপচেষ্টা চালায়। তারা বলতে চায় যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তো আমরা হারাম কাজে লিপ্ত হতে পারতাম না। এসব পথভ্রষ্ট লোক আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজেদের হারাম কাজের সনদ হিসেবে পেশ করে। আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তোষ যে দু'টো ভিন্ন জিনিস তা এদের বোধগম্য হয় না।

৩৮. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর আগমনের পর তাঁর জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একভাগকে আল্লাহ তাআলা নবীর কথাকে মেনে নেয়ার তাওফীক দিয়েছেন, আর অপর ভাগ গুমরাহীর উপর অটল হয়ে থেকেছে।



أَمْ كَانُوا كُنُوزًا ۖ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ

তারা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী ছিল<sup>৪০</sup>। ৪০. (পুনঃ উঠানো অসম্ভব নয়) কেননা, কিছু করার জন্য আমার কথা তো শুধু এতটুকুই যখন আমি তা করতে চাই

أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۖ

যে, তখন আমি তার উদ্দেশ্যে বলি 'হও' অমনি তা হয়ে যায়<sup>৪১</sup>।

قَوْلُنَا-তারা নিশ্চিত ; كَانُوا-ছিল ; كُذِّبِينَ-মিথ্যাবাদী ৪০। إِنَّمَا-শুধু এতটুকুই ; قَوْلُنَا-আমার কথাতো ; لَشَيْءٍ-কোনো কিছুর জন্য ; إِذَا-যখন ; أَرَدْنَاهُ-আমি তা করতে চাই ; كُنْ-হও ; أَنْ نَقُولَ-যে, তখন আমি বলি ; لَهُ-তার উদ্দেশ্যে ; فَيَكُونُ-অমনি তা হয়ে যায়।

আল্লাহর আযাব কাদের উপর এসেছিল। নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা প্রমুখ আশ্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের অনুসারীদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল—না কি যারা আশ্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতকে অমান্য করেছিল তাদের উপর? আমার ইচ্ছা থাকা দ্বারা আমার 'সন্তোষ' তাদের শিরক ও জাহেলী কাজে রয়েছে বলে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি? 'ইচ্ছা' ও 'সন্তোষ' এক কথা নয়। আমার 'ইচ্ছা'-কে 'সন্তোষ' মনে করে এরা গুমরাহীতে ডুবে আছে। মূলতঃ আমার ইচ্ছা তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অপরাধ করে যাওয়ার সুযোগ দেয়; অতপর যখন তাদের অপরাধের পাত্র পূর্ণ হয়, তখন তাদেরকে পাকড়াও করা হয়।

৪০. মৃত্যুর পরের জীবন এবং এখানকার ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দকাজের শাস্তি সেখানে লাভ করা বা না করার ব্যাপারে দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিবেক ও ইনসাফের দাবী হলো—মৃত্যুর পরের জীবন থাকা এবং ময়দানে হাশরের বিচারকার্য সংঘটিত হওয়া। মানব বিবেকের দাবী হলো কোনো না কোনো সময় মানুষের মধ্যকার এ গুরুতর মতভেদের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাওয়া, যাতে কোন্টা হক ও কোন্টা বাতিল তা জানার প্রকাশ্য একটা সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াতে মানুষের সামনে এ সুযোগ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই—থাকতেও পারে না। অতএব বিবেক বুদ্ধির দাবী পূরণের জন্য অপর একটি জগতের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য।

৪১. অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা এবং পরকালের জগত সৃষ্টি করাকে তোমরা খুব কঠিন কাজ বলে মনে করছো; কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো উপায়-উপাদান বা অনুকূল অবস্থার মুখাপেক্ষী নন। তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন তার জন্য তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট। তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য 'হও' বলা মাত্রই তা হয়ে যায়। বর্তমান

দুনিয়াও তাঁর নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে, আর পরকালের জগতও তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টি হয়ে যাবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

### ৫ম রুকু' (আয়াত ৩৫-৪০)-এর শিক্ষা

১. কোনো কাজে আল্লাহর ইচ্ছা থাকার অর্থ এটা নয় যে, সেই কাজে আল্লাহর সন্তোষও বুঝি রয়েছে। কুফর ও শিরকে আল্লাহর সন্তোষ নেই কিন্তু কেউ যদি তা করতে চায় আল্লাহর ইচ্ছায় সে তা করতে পারে। আল্লাহ তাকে তা করার ক্ষমতা দিয়ে দেন। সুতরাং আল্লাহ কোনো কাজ করার ক্ষমতা দিলেই তা করা যাবে না। দেখতে হবে সেই কাজে আল্লাহর সন্তোষ আছে কি না।

২. আল্লাহর ইচ্ছাকে বাহানা বানিয়ে অপরাধ করার প্রবণতা মানব ইতিহাসের এক অতি পুরাতন বিষয়। অতএব যে কাজে আল্লাহর ইচ্ছা আছে কিন্তু সন্তোষ নেই, সেই কাজ পরিত্যাজ্য।

৩. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং কোন্ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট। নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ছিল তা মানুষকে জানিয়ে দেয়া। গ্রহণ বা অর্জনের ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছা করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করে উভয় জাহানে পুরস্কার লাভ করতে পারে অথবা এর বিপরীত কাজ করে শাস্তির উপযুক্ত হতে পারে।

৪. সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূলকথা ছিল—ইবাদাত বা দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং তাগুত বা আল্লাহর বিরুদ্ধ শক্তির আনুগত্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫. আল্লাহ যাদেরকে গুমরাহ করেন তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা কারো নেই। এমনকি নবী-রাসূলরাও তাদেরকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন না।

৬. মৃত্যুর পর আল্লাহ মানুষকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে তাদের সকল কাজের হিসেব নেবেন। মানুষের পুনরুত্থান অকাটা সত্য।

৭. পরকাল অবিশ্বাসকারীরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা যে মিথ্যাবাদী তা মৃত্যুর সাথে সাথেই জানতে পারবে। অতএব পরকাল বিশ্বাস করেই জীবনযাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ।

৮. জেনে রাখা উচিত যে, কোনো কাজ করার জন্য আল্লাহ কোনো উপায়-উপাদানের মুখাপেক্ষী নন। এজন্য শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট। 'হও' বলার সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।



সূরা হিসেবে রুকু'-৬  
পারা হিসেবে রুকু'-১২  
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿۝۱﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنْبُوئَنَّهُمْ

৪১. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর জন্য যুলুম-নির্যাতন ভোগ করার পর,  
তাদেরকে আমি অবশ্যই পুনর্বাসিত করবো

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَا جُزْءَ الْأُخْرَىٰ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

দুনিয়াতে ভালোভাবে ; আর আখিরাতে প্রতিফলতো সবচেয়ে বড়<sup>৪২</sup> ;  
যদি তারা জানতো—

﴿۝২﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۝৩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

৪২. যারা সবর করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই তারা ভরসা রাখে ।  
৪৩. (হে নবী ! ) আমিতো আপনার আগে পাঠাইনি কাউকে

﴿۝১﴾-আর ; الَّذِينَ-যারা ; هَاجَرُوا-হিজরত করেছে ; فِي اللَّهِ-ফী লল্হে ; (ফী+ল্হে)-আল্লাহর  
জন্য ; لَنَنْبُوئَنَّهُمْ-লন্বুন+হম)-  
তাদেরকে আমি অবশ্যই পুনর্বাসিত করবো ; فِي الدُّنْيَا-ফী দুনীয়া-দুনিয়াতে ;  
; (فী+দুনীয়া)-দুনিয়াতে ;  
; (ال+اخرة)-আখিরাতে ; الْأُخْرَىٰ-প্রতিফলতো ; وَلَا جُزْءَ-ভালভাবে ; حَسَنَةً  
صَبَرُوا ; الَّذِينَ-যারা ; ﴿۝৩﴾-তারা জানতো । كَانُوا يَعْلَمُونَ-কাউ-যদি ; لَوْ-সবচেয়ে বড় ;  
; (رب+হম)-তাদের প্রতিপালকের ; رَبِّهِمْ-উপর-ই ; وَعَلَىٰ-এবং ; وَمَا-সবর করেছে ;  
; (مَا+أَرْسَلْنَا)-আমিতো পাঠাইনি কাউকে ; مِنْ-আর ; يَتَوَكَّلُونَ-ভরসা রাখে ;  
; (مَا+أَرْسَلْنَا)-আমিতো পাঠাইনি কাউকে ; قَبْلِكَ-আপনার আগে ;

৪২. এখানে মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে যারা কাফিরদের যুলুম-নির্যাতন ভোগ  
করেও নিজেদের দীন ও ঈমান রক্ষার্থে মক্কা থেকে হাবশায় তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত  
করেছিলেন। এখানে মুহাজিরদের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো—দীন ও ঈমানের জন্য  
যুলুম-নির্যাতন ভোগ করা এবং দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া বেহুদা কাজ নয় বরং এর শুভ  
প্রতিফল দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে। আর যারা এসব মু'মিনদের উপর যুলুম করেছে  
তারাও রেহাই পাবে না। তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এ কাজের  
শাস্তি অবশ্যই তারা পাবে।



السَّيِّآتِ أَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ

খুবই নিকৃষ্টভাবে যে, আল্লাহ তাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দেবেন অথবা  
তাদের উপর আযাব এনে দেবেন

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٨٥﴾ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَاهِرٌ

এমন দিক থেকে যার ধারণাও তারা করতে পারবে না। ৪৬. অথবা তাদের  
চলাফেরা অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন; এবং তারাতো নয় তা

بِمُعْجِزَيْنِ ﴿٨٦﴾ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ

ব্যর্থ করতে সক্ষম। ৪৭. অথবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত  
অবস্থায়, আসলে আপনার প্রতিপালক বড়ই স্নেহশীল

بِهِمْ - আল্লাহ; يَخْشِفَ - ধসিয়ে দেবেন; أَنْ - যে; السَّيِّآتِ - খুবই নিকৃষ্টভাবে; الْعَذَابُ - তাদেরকে; الْأَرْضَ - যমীনে; وَيَأْتِيَهُمْ - এনে দেবেন তাদের উপর; وَيَأْتِيَهُمْ - এনে দেবেন তাদের উপর; الْعَذَابُ - আযাব; مِنْ - থেকে; حَيْثُ - এমন দিক; لَا يَشْعُرُونَ - যার ধারণাও তারা করতে পারবে না; أَوْ - অথবা; يَأْخُذُهُمْ - (যাخذ+হম) - তাদেরকে পাকড়াও করবেন; فِي - এবং; تَقْلِبِهِمْ - (ফ+মা+হম) - তাদের চলাফেরা অবস্থায়; وَمَاهِرٌ - (ম+হ+ম) - এবং তারাতো নয়; مُعْجِزَيْنِ - (ম+হ+ম) - তা ব্যর্থ করতে সক্ষম; أَوْ - অথবা; تَخَوُّفٍ - (ত+খ+ফ) - ভীত-সন্ত্রস্ত; فَإِنَّ - আসলে; رَبَّكُمْ - আপনার প্রতিপালক; لَرَءُوفٌ - (ল+র+ওফ) - বড়ই স্নেহশীল;

নবী কুরআনকে মৌখিকভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে দেবেন না বরং তিনি কুরআনের বিধি-বিধানকে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে একটি গোটা সমাজ গঠন করে তা পরিচালনার মাধ্যমেই তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করবেন। সকল নবীকে মানুষ হিসেবে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য এটাই। কুরআনকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা গ্রন্থাকারে একই সাথে দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠালে তা মানুষের জন্য উপযোগী হতো না এবং মানুষ তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে অক্ষম হতো। এ আয়াত দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন বুঝার জন্য নবী (স)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা-ই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। আর কুরআনের ব্যাখ্যা নবী (স)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমেই আমাদের নিকট এসেছে যা হাদীসে রাসূল নামে আমাদের সামনে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআনের অনুসরণ কোনোমতেই সম্ভব নয়। আসলে হাদীসকে অস্বীকার কুরআনকে অস্বীকারের নামান্তর।





مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

তাদের উপরে অবস্থানরত এবং তাদেরকে যা কিছু আদেশ করা হয়,  
তা-ই তারা পালন করে।

- يَفْعَلُونَ ; এবং ; وَ- তাদের উপরে অবস্থানরত ; (من+فوق+هم)- (যিনি) তাদের উপরে অবস্থানরত ; مِّنْ فَوْقِهِمْ - তারা পালন করে ; مَا-যা কিছু ; يُؤْمَرُونَ-তাদেরকে আদেশ করা হয়।

মানুষ দেবতা, আল্লাহর নিকটাত্মীয় ইত্যাদি মনে করে পূজা করে আসছে তারাও আল্লাহর দাস হিসেবে তাঁর সামনে সিজদাবনত রয়েছে। আল্লাহর কর্তৃত্বে তাদের কোনো অংশ-ই নেই।

### ৬ষ্ঠ রুকু' (আয়াত ৩৫-৪০)-এর শিক্ষা

১. যারা আল্লাহর দীনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে, কাফির-মুশরিকদের হাতে ভোগ করেছে অমানুষিক যুলুম-নির্যাতন ; সহায়-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, স্বজন-স্বদেশ সব ছেড়ে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

২. আল্লাহর জন্য আল্লাহর দেয়া জান-মান দিয়ে তাঁরই পথে তাঁর দীন কায়েমে যারা সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা জারী রাখে, তাদের জন্য তিনি আখিরাতে অফুরন্ত নিয়ামত রেখেছেন—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর দুনিয়াতেও তিনি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

৩. দীন কায়েমের সংগ্রামের সকল পরিস্থিতিতে সবার ও আল্লাহর উপরে পূর্ণ ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

৪. মানুষের হিদায়াতের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে সর্ব-যুগেই আল্লাহ তা'আলা মানুষ-ই পাঠিয়েছেন। আর মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক মানুষ হওয়াই বিজ্ঞানসম্মত।

৫. দীন সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসার জবাব একমাত্র তাঁরই দিতে পারেন, যাঁরা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী। সুতরাং দীন সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসা তাঁদের নিকট-ই করতে হবে।

৬. আল্লাহর দীনকে মানব সমাজে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূলকে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি যথাযথভাবে তা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে তা-ই অনুসরণ করতে হবে।

৭. দীনকে জানা ও মানা ফরয। সুতরাং এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা আমাদের কর্তব্যের অন্তর্গত। দীনী জ্ঞান হাসিল করা সর্বাত্মক ফরয। এতে অবহেলা করলে মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

৮. দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র কখনো সফল হতে পারে না। অবশেষে তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে এর জন্য আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকতে হবে।

৯. আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাঁর দীনের বিরোধীদের তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে দুনিয়াতে সকল জীবিকার ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। এটা আল্লাহর মেহশীলতা ও অসীম দয়াশীলতার প্রমাণ।

১০. সৃষ্টিকূলের সবকিছুই আল্লাহর সামনে সিজদাবনত। এমনকি উর্ধ্বজগতের ফেরেশতারাও আল্লাহর সামনে সিজদারত।

১১. ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে সদা কম্পমান। আল্লাহ তা'আলা যা হুকুম দেন তা-ই তারা পালন করে।

১২. সকল সৃষ্টিই রাক্বুল আলামীনের হুকুম পালনে সদা-সর্বদা নিয়োজিত। তাঁর হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা তাদের নেই! কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে মানুষকে ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাই মানুষ যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ না করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাহলে আল্লাহ মানুষকে এমন পুরস্কার দেবেন যার কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৭  
পারা হিসেবে রুকু'-১৩  
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ ﴾

৫১. আর আল্লাহ বলেন, তোমরা দু'ইলাহ<sup>৪৮</sup> বানিয়ে নিও না ;  
তিনিতো একক ইলাহ ;

﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۗ ﴾ ﴿ وَكَانَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ ﴾

—অতএব আমাকেই তোমরা ভয় করো। ৫২. আর আসমান ও যমীনের মধ্যে—  
যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর এবং তাঁরই জন্য

﴿ الَّذِينَ وَأَصْبَاءُ أَفْغَيْرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۗ ﴾ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ ﴾

আনুগত্য সার্বক্ষণিক বিরাজিত<sup>৪৯</sup> ; তা সত্ত্বেও তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয়  
করবে<sup>৫০</sup> ; ৫৩. আর তোমাদের যে নিয়ামত-ই আছে

﴿ وَاللَّهِ - الْإِلَهِينِ ; تَتَّقُونَ - তোমরা বানিয়ে নিও না ; لَا تَتَّخِذُوا - আল্লাহ ; قَالَ - বলেন ; وَ-আর ; ৫১) -  
ইলাহ ; (ف) - فَإِيَّايَ - একক ; وَاحِدٌ - ইলাহ ; إِلَهُ - তিনিতো ; إِنَّمَا هُوَ - দুই - اثْنَيْنِ ;  
; (ف) - فَارْهَبُونِ - তোমরা ভয় করো ; (ف) - وَأَصْبَاءُ - অতএব আমাকেই ; (ف) - الَّذِينَ -  
- الْأَرْضِ ; وَ-ও ; فِي السَّمَوَاتِ - রয়েছে আসমানে ; وَمَا - যা কিছু ; تَتَّقُونَ - সবই তাঁর ;  
- (ال+دين) - الَّذِينَ - আনুগত্য ; وَأَصْبَاءُ - সার্বক্ষণিক ; وَمَا - এবং ; وَ-  
বিরাজিত ; أَفْغَيْرِ اللَّهِ - তা সত্ত্বেও আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ; تَتَّقُونَ - তোমরা ভয়  
করবে ; (ف) - وَمَا - নিয়ামত-ই ; (ف) - مِنْ نِعْمَةٍ - তোমাদের আছে ; وَمَا - যে ; (ف) -

৪৮. 'দুই ইলাহ' না বানানোর কথা বলা থেকে দুই জনের বেশী বানানোর নিষিদ্ধতাও  
আপনা-আপনিই প্রমাণিত হয়ে যায়।

৪৯. অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা আল্লাহর আনুগত্যের উপরই বিরাজমান।  
স্রষ্টার আনুগত্যের মধ্যেই সৃষ্টির কল্যাণ নিহিত।

৫০. অর্থাৎ এক আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোনো সত্তার ভয় তোমাদের জীবনব্যবস্থার  
ভিত্তি হতে পারে না। অপর কারো সন্তোষ-অসন্তোষের পরওয়া তোমরা করতে পার না।

فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرُّ فَالْيَسِيرِ تَجْتَرُونَ ﴿٥٤﴾ ثُمَّ إِذَا

তা আল্লাহর-ই পক্ষ থেকে, আবার যখন দুঃখ দৈন্যতা তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁর কাছেই-তো ফরিয়াদ কর<sup>৫৪</sup>। ৫৪. অতপর যখন

كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾

তোমাদের থেকে দুঃখ দৈন্যতা তিনি দূর করে দেন তখন তোমাদের মধ্য থেকে একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক সাব্যস্ত করে<sup>৫৫</sup>

﴿٥٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِفَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ

৫৫. তা অস্বীকার করার জন্য যা আমি তাদেরকে দান করেছি ; অতএব (ক্ষণেক) ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৫৬. আর তারা ঠিক করে রাখে

(-مس+কম)-مَسَّكُمْ ; -যখন ; إِذَا ; -আবার ; ثُمَّ ; -আল্লাহর-اللَّهُ ; -পক্ষ থেকে ; فَمِنْ-তোমাদেরকে স্পর্শ করে ; الضَّرُّ-দুঃখ-দৈন্যতা ; (ال+ض)-الضَّرُّ ; -তখন ; تَجْتَرُونَ ; -তোমরা ফরিয়াদ করো। ﴿٥٤﴾ -অতপর ; ثُمَّ ; -যখন ; إِذَا ; -তোমাদের থেকে ; عَنْكُمْ ; -দুঃখ-দৈন্যতা ; الضَّرُّ-তিনি দূর করে দেন ; كَشَفَ-তখন ; (ب+رب+হম)-بِرَبِّهِمْ ; -তোমাদের মধ্য থেকে ; مِّنْكُمْ ; -একটি দল ; فَرِيقٌ ; -অস্বীকার লِيَكْفُرُوا-আমি তাদেরকে দান করেছি ; آتَيْنَهُمْ ; -তা যা ; بِمَا ; -আমি তাদেরকে দান করেছি ; (ف+সوف تعلمون)-فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ; -অতএব ভোগ করে নাও ; (ف+تمتعوا)-فَتَمْتَعُوا ; -শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে ; وَ-আর ; ﴿٥٥﴾ -তারা ঠিক করে রাখে ;

৫১. অর্থাৎ আল্লাহর এককত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ তোমাদের নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তোমরা যখন কঠিন মসীবতে পড়ো তখন তোমাদের মনে আশ্রয়স্থল হিসেবে এক আল্লাহর কথাই সর্বাগ্রে জাগ্রত হয়। কিছুক্ষণের জন্য হলেও তোমাদের অন্তরে মূল ভাব জেগে উঠে। সে মুহূর্তে তোমাদের অন্তরে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ, অন্য কোনো প্রতিপালক, অথবা অন্য কোনো একক স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। তখন তোমরা তার কাছেই নিজ ফরিয়াদ পেশ করে থাক।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ যখন তোমাদের দুঃখ দৈন্যতা দূর করে দেন সাথে সাথেই তোমরা আল্লাহর সাথে শিরক করা আরম্ভ করো। তোমরা কোনো পীর-বুয়ুর্গ, কোনো দেব-দেবী বা অন্য কোনো দৃশ্য-অদৃশ্য সত্তার নামে বা কোনো মৃত ব্যক্তির মাজারে নয়র-নিয়ায দিতে শুরু করো। আর মনে মনে বলতে থাক যে, এঁরা যদি আল্লাহর কাছে সুপারিশ

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝

তাদের জন্য—যাদেরকে তারা জানে না<sup>৫৩</sup>—তা থেকে একটি অংশ যে রিয়ক আমি তাদেরকে দিয়েছি<sup>৫৪</sup> ;  
আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে সে সম্পর্কে যে মিথ্যা তোমরা বানিয়ে বেড়াতে।

۝ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝ وَإِذَا بُشِّرَ

৫৭. আর তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান ঠিক করে<sup>৫৫</sup> (অথচ) তিনি (তা থেকে) পবিত্র ; আর যা তারা  
কামনা করে তা (ঠিক করে) নিজেদের জন্য<sup>৫৬</sup>। ৫৮. আর যখনই সুখবর দেয়া হয়েছে

أَحَدَهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ

তাদের কাউকে মেয়ে হওয়ার, হয়ে গেছে তার চেহারা কালো এবং সে হয় রাগ  
দমনকারী। ৫৯. সে পালিয়ে বেড়ায়।

مَا-তাদের জন্য যাদেরকে ; لَا يَعْلَمُونَ-তারা জানে না ; نَصِيبًا-একটি অংশ ; تَاللَّهِ-আল্লাহর  
তা থেকে যে ; رَزَقْنَاهُمْ-(রুজনা+হম)-রিয়ক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; لَتَسْتَلْنَ-তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে ; عَمَّا-সে সম্পর্কে যে ;  
يَجْعَلُونَ-তারা ঠিক করে ; الْبَنَاتِ-(ال+বنت)-কন্যা সন্তান ; سُبْحَانَهُ-তিনি পবিত্র (তা থেকে) ; آ-আর ;  
يَشْتَهُونَ-তারা কামনা করে ; مَا-তা যা ; وَ-আর ; مَا-তাদের নিজেদের জন্য ; وَإِذَا-যখনই ;  
بُشِّرَ-সুখবর দেয়া হয়েছে ; كَظِيمٌ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;  
يَتَوَارَىٰ-তাদের কাউকে ; بِالْأُنثَىٰ-(ب+ال+انثى)-মেয়ে হওয়ার ; ظَلَّ-হয়ে গেছে ; وَجْهَهُ-তার চেহারা ;  
مُسْوَدًّا-কালো ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; كَظِيمٌ-রাগ দমনকারী হয় ; يَتَوَارَىٰ-সে পালিয়ে বেড়ায় ;

না করতেন এবং আমার প্রতি দয়া করতে আল্লাহকে বাধ্য না করতেন, তবে আল্লাহ কখনো দয়া করতেন না।

৫৩. অর্থাৎ এসব সত্তাকে তারা যে আল্লাহর শরীক বা অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে এটা জ্ঞানের কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বানায়নি। আল্লাহ তাঁর নিজ ক্ষমতার কিছু কিছু অথবা নিজ সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এদেরকে দিয়ে দিয়েছেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এসব মূর্খের কাছে নেই।

৫৪. অর্থাৎ এরা নযর-নিয়ায ও ভেট-বেগাড় দেয়ার জন্য তাদেরকে আমার দেয়া আয়-রোযগারের একটি অংশ এবং যমীনের ফসলের অংশ নির্দিষ্ট করে রাখে।

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ

লোকদের থেকে—যে সুখবর তাকে দেয়া হয়েছে তার লজ্জায়, (সে ভাবে)—লজ্জা নিয়েও তাকে (জীবিত) রেখে দেবে অথবা পুঁতে ফেলবে

فِي التُّرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٠﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

মাটির মধ্যে ; জেনে রেখো ! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা অত্যন্ত মন্দ<sup>৫৭</sup> ।

৬০. যারা ঈমান রাখেনা আখিরাতের উপর

مِثْلُ السُّوءِ ۗ وَبِاللَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

মন্দের উদাহরণ তারাই ; আর আল্লাহর জন্য রয়েছে মহত্তম গুণরাজী ;  
এবং তিনি পরাক্রমশালী মহাকুশলী ।

মِنْ-থেকে ; الْقَوْمِ-লোকদের ; مِنْ-লজ্জায় ; مِنْ-যে ; بُشِّرَ-সুখবর তাকে দেয়া হয়েছে ; عَلَيْهِ-তার ; أَيَمْسِكُهُ-(+يَمْسِكُ+)-তাকে কি রেখে দেবে ; عَلَى هُونٍ-লজ্জা নিয়েও ; أَمْ-অথবা ; يَدُسُّهُ-(+يَدُسُّ+)-তাকে পুঁতে ফেলবে ; فِي التُّرَابِ-(+ال+)-ফি-মাটিতে ; إِلَّا-জেনে রেখো ; سَاءَ-তা অত্যন্ত মন্দ ; مَا-যে ; يَحْكُمُونَ-সিদ্ধান্ত তারা নেয় ; لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ-ঈমান রাখে না ; بِالْآخِرَةِ-আখিরাতের উপর ; الْمَثَلُ-উদাহরণ ; السُّوءِ-মন্দের ; وَ-আর ; بِاللَّهِ-আল্লাহর জন্য রয়েছে ; الْعَزِيزُ-গুণরাজী ; الْحَكِيمُ-মহাকুশলী ; الْمَثَلُ-মহাকুশলী ।

৫৫. এখানে মুশরিকদের আকীদার কথা বলা হচ্ছে । মুশরিকদের উপাস্যদের মধ্যে দেব-দেবী তথা নারীদের সংখ্যা-ই ছিল বেশী । বর্তমানেও দেখা যায় হিন্দুদের উপাস্যদের মধ্যে দেবীর সংখ্যা অধিক । আর তারা এসব দেবীদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করতো । তাছাড়া ফেরেশতাদেরকেও তারা আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করতো ।

৫৬. অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য পুত্র-সন্তান কামনা করতো । কন্যা সন্তানকে তারা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করতো ।

৫৭. আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাস যে কতটুকু নীচ এবং তাদের এ অপরাধের মাত্রা যে কতটুকু চরম তা এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে । প্রথমত আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করা এক অমার্জনীয় অপরাধ । অতপর যে কন্যা সন্তান হওয়ার ব্যাপারকে তারা নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা আর এক ঘৃণ্য অপরাধ । মোটকথা আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকদের আচরণ চরম বেয়াদবীমূলক ও মূর্খতার পরিচায়ক ।

### ৭ম রুকূ' (আয়াত ৫১-৬০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ এক, তাঁর মূল সত্তা বা গুণাবলীতে কোনো অংশীদার নেই। এতে অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। শিরকের গুনাহ মাফ হবে না। শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য দীনী জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।

২. আল্লাহ যেহেতু একক, সর্বশক্তিমান, সুতরাং ভয় করতে হবে একমাত্র তাঁকেই।

৩. আসমান-যমীনের সবকিছুর স্রষ্টা তিনি এবং এসবের মালিকানাও তাঁরই। দুনিয়ার দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সদা-সর্বদা তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষকেও সদা-সর্বদা সকল কাজে তারই আনুগত্য করতে হবে।

৪. মানুষের মৌলিকত্ব হলো আল্লাহর দাসত্ব। আর এ জন্যই চরম নাস্তিক লোকও কঠিন বিপদের সময় আল্লাহর নিকটই আশ্রয় চায়। তাই সুসময় বা দুঃসময় সকল অবস্থায় আল্লাহর নিকটই কৃতজ্ঞতা বা ফরিয়াদ জানাতে হবে।

৫. দুঃসময় পার হয়ে গেলে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুঃসময় দূর করার কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ বা কার্যকারণের প্রতি স্থাপন করা শিরক। এ জাতীয় শিরক থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দেব-দেবী, পীর-মুরশিদ বা দৃশ্য-অদৃশ্য কোনো সত্তার জন্য মানত করা শিরক। সুতরাং এ জাতীয় শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৭. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো থেকে জন্ম নেননি—এসব জীবের বৈশিষ্ট্য। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আদি, তিনি অন্ত। আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেই উপরোল্লিখিত শিরক থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

৮. শিরক ও কুফর হচ্ছে জঘন্য মন্দ। সকল মহোত্তম গুণরাজির মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রম ও কুশলতার অধিকারী।



সূরা হিসেবে রুকু'-৮  
পারা হিসেবে রুকু'-১৪  
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿٥١﴾ وَلَوْ يُوْأَخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ

৬১. আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, (তাহলে) তারা (যমীনের) উপর একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না

يُوْخِرُهُمْ إِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ

তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। অতপর যখন তাদের মেয়াদ এসে পড়ে, তারা দেরী করতে পারে না

سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ

এক মুহূর্তও আর না পারে এগিয়ে আনতে। ৬২. আর তারা আল্লাহর জন্য তা-ই সাব্যস্ত করে যা তারা নিজেরা অপছন্দ করে।

وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكٰذِبَ اَنْ لَّمْ اَلْحُسْنٰى ۗ لِاَجْرٍ اٰ

আর তাদের জিহ্বা মিথ্যা-যুক্ত হয় যে, সকল কল্যাণ তাদেরই জন্য ; সন্দেহ নেই।

﴿٥١﴾-আর ; وَلَوْ-যদি ; يُوْأَخِذُ-পাকড়াও করতেন ; اللهُ-আল্লাহ ; النَّاسَ-মানুষকে ;

عَلَيْهَا-তাদের যুলুমের কারণে ; مَا تَرَكَ-ছেড়ে দিতেন না ; بِظُلْمِهِمْ-(ب+ظلم+هم)-তাদের যুলুমের কারণে ;

تَارَ (যমীনের) উপর ; وَكِنْ-তবে ; وَيُوْخِرُهُمْ-(+يُوْخِرُ+هم)-তারা (যমীনের) উপর ; مِنْ دَابَّةٍ-একটি প্রাণীকেও ;

مُسَمًّى-নির্দিষ্ট ; اَجَلٍ-মেয়াদ ; اِلَىٰ-পর্যন্ত ; يُجْعَلُوْنَ-তাদের মেয়াদ ; اَجَلُهُمْ-(اجل+هم)-তাদের মেয়াদ ;

فَاِذَا-অতপর যখন ; لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ-তারা দেরী করতে পারে না ; سَاعَةً-এক মুহূর্তেও ;

و-আর ; وَيَجْعَلُوْنَ-তারা সাব্যস্ত করে ; لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ-না পারে এগিয়ে আনতে ;

﴿٥٢﴾-আর ; وَيَجْعَلُوْنَ-তারা সাব্যস্ত করে ; مَا يَكْرَهُوْنَ-তারা নিজেরা অপছন্দ করে ;

لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; لِاَجْرٍ-যে ; اَلْسِنَتُهُمُ-তাদের জিহ্বা ; الْكٰذِبَ-মিথ্যা ;

اَنْ-যে ; لَّمْ-যে ; اَلْحُسْنٰى-সকল কল্যাণ ; اِل-সকল কল্যাণ ;

تَصِفُ-যুক্ত হয় ; اَلْحُسْنٰى-সকল কল্যাণ ; لِاَجْرٍ-সন্দেহ নেই ;



أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٥٧﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ

তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত জাহান্নাম এবং সর্বাত্মে তারাই (তাতে) নিষ্কিণ্ড হবে ।  
৬৩. আল্লাহর কসম (হে নবী ! ) জাতিসমূহের নিকট পাঠিয়েছিলাম রাসূলদেরকে

مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ

আপনার আগেও কিন্তু শয়তান তাদের (বদ) কাজগুলোকে তাদের সামনে সুন্দর করে  
তুলে ধরেছে, তাই শয়তান-ই আজ তাদের অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا

আর যজ্ঞাদায়ক আযাব তাদের জন্যই । ৬৪. আর আমি তো আপনার উপর এ  
কিতাব এছাড়া (অন্য কোনো কারণে) নাযিল করিনি

لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

যাতে আপনি সে বিষয় তাদের সামনে প্রকাশ করে দিতে পারেন যাতে তারা মতভেদ করছে ; এবং যে সম্প্রদায়  
(এ কিতাবের উপর) ঈমান রাখে তাদের জন্য (এটা) হিদায়াত ও রহমত হয়<sup>৫৮</sup> ।

- أَنَّهُمْ ; এবং ; وَ- (ال+নার)-জাহান্নাম ; النَّارَ ; তাদের জন্য রয়েছে ; لَهُمْ ; নিশ্চিত ; إِنَّ-  
তারাই ; مُّفْرَطُونَ-সর্বাত্মে (তাতে) নিষ্কিণ্ড হবে । ﴿٥٧﴾ تَاللَّهِ-আল্লাহর কসম ; لَقَدْ ; নিসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম রাসূলদেরকে ; إِلَىٰ-নিকট ; أُمَمٍ ; জাতিসমূহের ; مِّن-  
আপনার পূর্বেও ; فَزَيَّنَ-সুন্দর করে তুলে ধরেছে ; الشَّيْطَانُ ; শয়তান ; لَهُمْ ; তাদের জন্য ; أَعْمَالَهُمْ ; তাদের (বদ) কাজ-  
গুলোকে ; وَلِيُّهُمُ-তাদের অভিভাবক ; الْيَوْمَ ; তাই সে-ই ; فَهُوَ ; তাই সে-ই ; عَذَابٌ-আযাব ; أَلِيمٌ ; যজ্ঞাদায়ক । ﴿٥٨﴾ وَمَا أَنزَلْنَا-আর ; عَلَيْكَ-আপনার উপর ; الْكِتَابَ ; এ  
কিতাব ; إِلَّا-এছাড়া যে ; لِتُبَيِّنَ ; যাতে আপনি প্রকাশ করে দিতে পারেন ; لَهُمْ ; তাদের সামনে ; الَّذِي ; তা-  
তারাই ; اخْتَلَفُوا ; তারা মতভেদ করছে ; فِيهِ ; যাতে ; وَ- ; এবং ; هُدًى ; হিদায়াত ; وَرَحْمَةً ; রহমত হয় ; لِّقَوْمٍ ; সে সম্প্রদায়ের জন্য ;  
يُؤْمِنُونَ-যারা ঈমান রাখে (এ কিতাবের উপর) ।

৫৮. অর্থাৎ এ কিতাব নাযিল হওয়ার আগে তারা যেসব ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে  
গড়ে উঠা মত ও পথের অনুসারী ছিল এবং পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল,

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ ٥٩

৬৫. আর আল্লাহ-ইতো আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং যমীনকে তা দ্বারা সজীব করেন তা মরে শুকিয়ে যাওয়ার পর ;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা (মনোযোগ দিয়ে) শোনে<sup>৫৯</sup> ।

৫৯-আর ; وَاللَّهُ-আল্লাহ-ইতো ; أَنْزَلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; فَأَحْيَا-পানি ; بِبِهِ-এবং সজীব করেন ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; مَوْتِهَا-তা শুকিয়ে মরে যাওয়ার ; بَعْدَ-পরে ; فِي ذَلِكَ-নিশ্চয়ই ; لِّقَوْمٍ-এতে রয়েছে ; يَسْمَعُونَ-যারা (মনোযোগ দিয়ে) শোনে ।

তা থেকে মুক্তি পেয়ে একটি স্থায়ী ও মজবুত ভিত্তির উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ লাভে সক্ষম হয়েছে। (এটা অবশ্য) এ কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আল্লাহর রহমত ও বরকত ছাড়া কিছু নয়। অপর দিকে এর বিরোধীরা পূর্বকার অজ্ঞতা ও বিভেদের জালে জড়িয়ে থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেই পড়ে থাকলো।

৫৯. অর্থাৎ রাসূলের মুখে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করার কথা শুনে তোমাদের অবাক হওয়ার কারণতো কিছুই নেই। কেননা এর প্রমাণতো তোমাদের সামনেই রয়েছে। তোমাদের জীবনে তোমরা বহুবার এ দৃশ্য দেখে থাক যে, যমীন শুকিয়ে পাথরের মতো হয়ে পড়ে আছে, জীবনের কোনো লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না, এর মধ্যে যখন বৃষ্টির মৌসুম পড়ে এবং দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়, সাথে সাথেই মাটির মধ্যে মরে পড়ে থাকা শিকড় থেকে জীবনের সূচনা হতে থাকে। অগণিত ভূমি-পোকা ও কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদরাজি মাটি থেকে বের হয়ে পড়ে। এসব দেখার পরও মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভকে অসম্ভব মনে করার কোনো কারণ-ইতো থাকতে পারে না।

### ৮ম ব্লক (আয়াত ৬১-৬৫)-এর শিক্ষা

১. সকল প্রকার গুনাহ-ই যুলুম। তবে সবচেয়ে বড় যুলুম হলো শিরক। মানুষ যেসব গুনাহে লিপ্ত, সেজন্য আল্লাহ যদি পাকড়াও করতেন, তাহলে বাঁচার কোনো উপায়-ই থাকতো না। সুতরাং তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো যথাযথ মানে তাওবা-ইসতিগফার করা।

২. গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পরবর্তীতে গুনাহ না করার প্রতিশ্রুতি-ই হলো 'তাওবা'।

তাওবা করার জন্য মানুষকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা হলো তার জীবনকাল। সুতরাং এ মুহূর্ত থেকে আমাদেরকে তাওবা-ইসতিগফার করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে। কারণ আমাদের অবকাশকাল তথা মেয়াদ কতদিন তা আমাদের জানা নেই।

৩. মানুষের জীবনকাল সুনির্দিষ্ট। এটাকে কমানো বাড়ানোর আমাদের কোনো ইখতিয়ার নেই। আর জীবনকালের শেষ সীমাও আমাদের জানা নেই; সুতরাং আমাদের হাতে আছে বর্তমানকাল, তাই বর্তমানকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

৪. মুশরিকদের শেষ ঠিকানা নিশ্চিত জাহান্নাম। সুতরাং শির্ক থেকে বাঁচার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালাতে হবে।

৫. শয়তানের অনুগতদের অভিভাবক হলো শয়তান। শয়তানের অনুগতদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এ শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে, শয়তানের আনুগত্য ছেড়ে নবী-রাসূলদের আনুগত্য করতে হবে।

৬. সকল মতভেদ ও মতপার্থক্য নিরসনের উপায় হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সূন্যাহর সমাধান মেনে নেয়া।

৭. আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে যেমন মৃত যমীনকে জীবিত করেন তেমনি মৃত্যুর পর আমাদেরকেও পুনরায় জীবিত করবেন এতে কোনোই সন্দেহ নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৯  
পারা হিসেবে রুকু'-১৫  
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾

৬৬. আর অবশ্যই গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ;  
আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকে যা রয়েছে তার পেটে—

﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ﴾ ﴿٦٧﴾ وَ

গোবর ও রক্তের মাঝে—খাঁটি দুধ<sup>৬০</sup>, পানকারীদের জন্য তৃপ্তিদায়ক । ৬৭. আর

﴿مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾

খেজুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর—তা থেকে তোমরা বানিয়ে থাক নেশার জিনিস এবং

﴿وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ

উত্তম রিযিক<sup>৬১</sup>, নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন যারা জ্ঞান-বুদ্ধি  
রাখে । ৬৮. আর আপনার প্রতিপালক-ইতো আদেশ দিয়েছেন

(ال+انعام)-الأنعام; মধ্যে-فی; তোমাদের জন্য-لَكُمْ; অবশ্যই-ان; আর-وَ ﴿৬৬﴾-  
গৃহপালিত পশুর; (نسقى+كم)-نُسْقِيكُمْ; শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে-لَعِبْرَةً (ل+عبرة)-لَعِبْرَةً;  
আমি তোমাদেরকে পান করাই; (من+ما)-مِمَّا; তা থেকে যা; (في+بطنه)-فِي بُطُونِهِ;  
গোবর; (و-دَمٍ)-وَدَمٍ; রক্তের; (ل+شاربين)-لِلشَّرْبِ; তৃপ্তিদায়ক; (ل+خالصًا)-لَبْنَا خَالِصًا;  
দুধ; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ; ফল; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ;  
আঙ্গুর; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ; তোমরা বানিয়ে থাক; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ;  
নেশার জিনিস; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ; এবং; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ;  
উত্তম-رِزْقًا حَسَنًا; রিযিক; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ; তা থেকে; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ;  
সেই-لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (ل+قوم)-لِقَوْمٍ; নিদর্শন; (ل+آية)-لَآيَةً; এতে রয়েছে; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ;  
সম্প্রদায়ের জন্য; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ; যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ;  
আদেশ দিয়েছেন; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ; আপনার প্রতিপালক; (و-ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ)-مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ;

৬০. 'গোবর ও রক্তের' মাঝে খাঁটি দুধ কথাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, গৃহপালিত  
পশু যে খাদ্য খায় তা থেকে একদিকে তৈরি হয় রক্ত অপরদিকে হয় ময়লা-আবর্জনা; কিন্তু

إِلَى النَّخْلِ أَنْ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

মৌমাছির প্রতি যে, ঘর (মৌচাক) বানাও পাহাড়ে ও গাছে

وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كَلِيٍّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْأَلِي سَبِيلَ رَبِّكَ

এবং তারা (মানুষ) যে উঁচু ঘর বানায় তাতে। ৬৯. অতপর চুষে নাও প্রত্যেক ফল থেকে এবং চলতে থাকো তোমার প্রতিপালকের পথে—

- مِنَ الْجِبَالِ ; -بَانَاوْ ; -يَاتَخِذِي ; -أَنْ-যে ; -مৌমাছির ; -ال-নحل-)-النَّخْلِ-প্রতি ; -إِلَى-  
 وَ ; -গাছে- (من+ال+شجر)-مِنَ الشَّجَرِ ; -ও- ; -و- ; -ঘর-بُيُوتًا ; -পাহাড়ে- (من+ال+جبال)-  
 -এবং ; -চুষে-كَلِيٍّ ; -অতপর-ثُمَّ ۝ (৬৯) ; -তারা উঁচু ঘর বানায়-يَعْرِشُونَ ; -তাতে যে-مِمَّا-  
 -এবং ; -ফল- (ال+ثمرت)-الثَّمَرَاتِ ; -প্রত্যেক-كُلِّ ; -থেকে-مِنْ ; -নাও ;  
 -তোমার প্রতিপালকের- (رب+ك)-رَبِّكَ ; -পথে-سَبِيلَ ; -এবং চলতে থাকো- (اسلكي) ;

এদেরই নারী গোত্রের মধ্যে একই খাদ্য থেকে উদ্ভিখিত দু'জিনিস ছাড়াও তৃতীয় আর একটি জিনিস তৈরী হয় যেটাকে আমরা দুধ নামে চিনি। এ দুধ রক্ত ও গোবর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একই ঘাস পুরুষ গোত্রের পশুও খায় ; কিন্তু তাদের মধ্যে দুধ তৈরী হয় না। এ দুধ এত বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হয় যে, পশুর বাচ্চার প্রয়োজন পূরণের পর মানুষের জন্যও তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৬১. অর্থাৎ ফল-ফলাদির রস মানুষের জন্য পবিত্র ও উত্তম খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার মস্তিষ্ক বিকৃতকারী ও নেশার উপকরণ মদও তৈরি হতে পারে, এখন আমাদের চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে যে, আমরা কোন্টা গ্রহণ করবো। উত্তম ও পাক পবিত্র খাদ্য, না কি হারাম নাপাক দুর্গন্ধযুক্ত মস্তিষ্ক বিকৃতকারী মদ।

৬২. 'ওহী' শব্দের শাব্দিক অর্থ সূক্ষ্ম ইংগীত যা ইংগীতকারী ও ইংগীত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'ওহী' শব্দটি দ্বারা মনে কোনো বিষয় জাগিয়ে দেয়া (الهام) এবং গোপনে কোনো জ্ঞান জানিয়ে দেয়া ও শিক্ষা দেয়াকে (الغاء) বুঝানো হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুককে যে জ্ঞান শিক্ষা দেন তা কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হয় না ; বরং এমন সূক্ষ্মভাবে এ শিক্ষা কার্যক্রম চলতে থাকে যে, প্রকাশ্যে এটা দেখা যায় না। আর তাই কুরআন মাজীদে এ শিক্ষাদানকে 'ওহী', 'ইলহাম' ও 'ইলকা' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। তবে বর্তমানে শব্দ তিনটিকে আলাদা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। 'ওহী' শব্দটিকে বিশেষভাবে নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে 'ইলহাম' শব্দটিকে আওলিয়ায়ে কিরাম ও আল্লাহর খাস বান্দাহদের ক্ষেত্রে এবং 'ইলকাকে' অপেক্ষাকৃত সাধারণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিকে তার যাবতীয় কাজের নির্দেশ তথা শিক্ষা দানের কাজকে 'ওহী' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন। শুধু মৌমাছি নয়—মাছকে গভীর পানিতে সাঁতার

ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

একান্ত অনুগত হয়ে ; তার পেট থেকে বের হয়, বিভিন্ন রংয়ের পানীয়

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তাতে রয়েছে মানুষের জন্য (রোগের) শিফা, নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন যারা চিন্তা গবেষণা করে।<sup>৬৫</sup>

ذُلًّا-একান্ত অনুগত হয়ে ; يَخْرُجُ-বের হয় ; مِنْ-থেকে ; بَطُونِهَا-(باطون+ها)-তার পেট ; شَرَابٌ-পানীয় ; مُخْتَلِفٌ-বিভিন্ন ; أَلْوَانُهُ-তার রং ; فِيهِ-তাতে রয়েছে ; شِفَاءٌ-শিফা (রোগের) ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; إِنْ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَلِكَ-এতে রয়েছে ; يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা-গবেষণা করে ; لَآيَةٌ-নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ;

কাটার শিক্ষা ; পাখিকে শূন্যে উড়ে বেড়ানোর শিক্ষা, সদ্যজাত শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার শিক্ষা আল্লাহ তা'আলার ওহীর মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৬৩. 'প্রতিপালকের পথে' অর্থ সেই পথ যে পস্থা বা পদ্ধতিতে মৌমাছির একটি দল কাজ করে। তাদের মৌচাকের ধরন, গঠন পদ্ধতি, তাদের দলগুলোর মধ্যকার শৃংখলা, তাদের কর্মবন্টন, খাদ্য আহরণের জন্য তাদের যাওয়া-আসা এবং মধু সঞ্চয়ের কৌশল ইত্যাদি নিয়ম-পদ্ধতি-ই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথ। আল্লাহ তা'আলা এসব কাজকে তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন যে, এর জন্য তাদের এক বিন্দু চিন্তা-ভাবনা বা চিন্তা-গবেষণা করতে হয় না।

৬৪. মধু খাদ্য হওয়া সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত আছে ; কিন্তু তার ঔষধি গুণ সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত নই। আল্লাহ তা'আলা তাই আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন। কোনো কোনো রোগের জন্য মধু অত্যন্ত উপকারী। কেননা মধুতে গ্লুকোজ বা শর্করা জাতীয় উপাদান খুব ভালভাবে বর্তমান থাকে। তা ছাড়া মধু নিজে পচেনা এবং অপর জিনিসকেও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। আর মধুর এ গুণের জন্যই ঔষধ তৈরির কাজে এটাকে অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়।

৬৫. দীর্ঘ আলোচনা করে এবং বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করে নবীর দাওয়াতের দ্বিতীয় অংশ তথা রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। নবী (স) আখিরাত এবং আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী মেনে নেয়ার জন্য বলেন ; কিন্তু কাফিররা তা মেনে নিতে রাজী নয়। কারণ তা মেনে নিলে তাদের মনগড়া নৈতিকতার গোটা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং শিরক ও নাস্তিকতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। নবীর দাওয়াতের এ দু'টো অংশকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আমাদের সামনে বর্তমান প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এসব নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলেই নবীর দাওয়াত এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

৭০. আর আল্লাহ-ইতো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আবার তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে পৌছে দেন সবচেয়ে মন্দ বয়সে

لَكِنِّي لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

ফলে সে কোনো বিষয় জানার পরও সে জানতে (বুঝতে) পারে না<sup>৬৬</sup> ;  
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ।

১০-আর ; وَاللَّهُ-আল্লাহ-ইতো ; خَلَقَكُمْ-(خلق+কম)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ;  
و-এবং ; يَتَوَفَّاكُمْ-(يتوفى+কম)-তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ;  
و-আবার ; وَمِنْكُمْ مَنْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; يَرْدُ-পৌছে দেন ;  
أَرْذَلِ الْعُمُرِ-(من+কম)-তোমাদের মধ্য থেকে ; كَيْفَ لَا يَعْلَمُ-সবচেয়ে মন্দ বয়সে ;  
لَكِنِّي لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمٍ شَيْئًا-কোনো বিষয় জানতে বুঝতে পারে না ;  
يَتَوَفَّاكُمْ-পরও ; عَلِيمٌ-জানার ; شَيْئًا-কোনো বিষয় ;  
قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান ; سَرَبَجْجٌ-সর্বজ্ঞ ; وَاللَّهُ-আল্লাহ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ;

৬৬. অর্থাৎ তোমরা যে জ্ঞানের অহংকার করো এবং একমাত্র জ্ঞানের কারণে তোমরা যে অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদার দাবী করো তা-ও আমারই দান। তোমরাতো সদা-সর্বদা দেখতেই পাও যে, তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আমি দীর্ঘ হায়াত দান করি সে ব্যক্তিই যে যৌবনে অন্যদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দান করতো, কেমন করে বার্ধক্যে এসে একটি অথর্ব গোশতের টুকরায় পরিণত হয়ে যায়, নিজ দেহের হুঁশ-জ্ঞানও তাঁর থাকে না।

### ৯ম রুকু' (আয়াত ৬৬-৭০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেসব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২. আমাদের পরিবেশে যেসব জিনিস রয়েছে কেবলমাত্র সেগুলো নিয়ে চিন্তা করলেই আল্লাহর অস্তিত্বের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৩. আমরা গৃহপালিত পশুর দুধ খাই, মৌমাছির সংগৃহীত মধু পান করি ; খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল খাই—এসব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা বা শক্তি যে হতে পারে না, তা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই।

৪. আমাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। দুনিয়ার কোনো শক্তি যেমন জীবন দান করতে পারে না, তেমনি মৃত্যুও আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতে নেই।

৫. মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহর দান। এ জ্ঞান-বুদ্ধি খরচ করে আল্লাহকে চিনে নেয়া মানুষের কর্তব্য। এ জ্ঞান-বুদ্ধি তার হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।

৬. জ্ঞান-বুদ্ধির গর্ব-অহংকার করা যাবে না, কারণ আমাদের জ্ঞান নিতান্তই স্বল্প। আল্লাহ বৃদ্ধ বয়সে বড় জ্ঞানবান লোককেও জ্ঞানহীন পশুর অধম বনিয়ে দেন।









أَحَدُهُمَا أَبْكُرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۗ

তাদের একজন বোবা-বধির, কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না এবং  
সে তার মনিবের উপর বোঝা।

أَيْنَمَا يُوْجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۗ

তাকে মনিব যে দিকেই পাঠায় সে ভাল কিছু করে আসতে পারে না ;  
সমান কি হতে পারে সে এবং সেই লোক যে হুকুম দেয় ইনসাফ সহকারে

وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ

এবং সে সরল সঠিক মজবুত পথের উপর রয়েছে ৯৪।

أَحَدُهُمَا-তাদের একজন ; أَبْكُرُ-বোবা বধির ; لَا يَقْدِرُ-করার ক্ষমতা  
রাখে না ; عَلَى-ওপর ; كَلٌّ-বোঝা ; هُوَ-সে ; وَ-এবং ; وَهُوَ-কিছুই ; عَلَى شَيْءٍ-  
; يَأْمُرُ-তার মনিবের ; (مولى+و) ; يُوْجِهُهُ-যে দিকেই ; (وجه+و) ; هَلْ يَسْتَوِي-  
সমান কি হতে পারে ; (ب+خير)-ভাল কিছু ; (ب+خير)-সে করে আসতে পারে না ; لَا يَأْتِ  
-ইনসাফ সহকারে ; (ب+ال+عدل) ; هُوَ-সে ; وَ-এবং ; مَنْ-সেই লোক যে ; يَأْمُرُ-  
হুকুম দেয় ; (ب+ال+عدل) ; هُوَ-সে রয়েছে ; عَلَى-উপর ; صِرَاطٍ-  
পথের ; مُسْتَقِيمٍ-সরল-সঠিক-মজবুত।

৯২. আয়াতে প্রদত্ত উদাহরণে যে দু'জন গোলাম সমান হতে পারে না তা বলার  
অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের পক্ষেও উল্লিখিত দু'জন গোলামকে সমান বলা কিছুতেই  
সম্ভব ছিল না। তাদের কিছু লোক হয়তো মৌখিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, দু'জন  
গোলাম সমান নয়। অপর কিছু লোক হয়তো চূপ করে থেকেই অন্যদের কথার সম্মতি দান  
করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) উভয় দলের জওয়াব পেয়েই “আল হামদুলিল্লাহ” বলে  
শুকরিয়া আদায় করেছেন। “বলো, এ দু'জনই কি সমান ?” প্রশ্নটি এবং “আল  
হামদুলিল্লাহ” এ দু'য়ের মাঝে যে শূন্যতা বিরাজমান তার সমাধান এভাবেই হতে পারে।

৯৩. অর্থাৎ তারা এতই অজ্ঞ যে, আল্লাহ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও  
ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে তারা তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাথে শরীক করছে; অথচ একজন ইখতিয়ার  
সম্পন্ন মানুষ ও ইখতিয়ারহীন মানুষের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরে তারা উভয়ের সাথে ভিন্ন  
ভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। তাদের সকল চাওয়াতো বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর  
কাছেই হতে পারে; কিন্তু তারা তা না করে তাঁর সৃষ্ট গোলামদের নিকট চায়।

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহ ও এসব বানানো মাবুদদের মধ্যকার পার্থক্য শুধু এতটুকই নয়  
যে, আল্লাহ ইখতিয়ার তথা ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সত্তা আর এরা ইচ্ছা শক্তিহীন সম্পন্ন গোলাম,

বরং এরাতো তোমাদের কোনো ডাক-ই শুনতে পায় না এবং তোমাদের ডাকে এরা সাড়াও দিতে পারে না। এরা নিজের ক্ষমতায় কোনো কাজই করতে পারে না বরং নিজের মনীবের উপর এরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মনীব যদি তাদের উপর কোনো কাজের দায়িত্ব দেন তারা তা-ও সুসম্পন্ন করতে পারে না। অপর দিকে মনীব এমন এক সত্তা তিনি যা বলেন, তা বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মতভাবে বলেন। তিনি দুনিয়াবাসীকে আদল ও ইনসাফের কথা বলেন। তিনি স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন সত্তাই শুধু নন; বরং তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় যা করেন তা-ই একান্ত সত্য ও ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক। উপরোল্লিখিত গোলাম ও এই মনীব কি কখনো সমান হতে পারে ?

### ১০ রুকু' (আয়াত ৭১-৭৬)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে রিয়কু তথা ভোগ্য সামগ্রী কম-বেশী দান করা একমাত্র আল্লাহর-ই ফায়সালা। দুনিয়ার কারো বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির এতে বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই।

২. আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে রিয়কের প্রাচুর্য দান করেছেন তাদের কর্তব্য গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো; অন্যথায় আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী হবে।

৩. মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কামনা-বাসনা পূরণ, দোয়া-প্রার্থনা শোনা, সন্তান-সন্ততি দান, রুখী-রোযগার, রোগ-শোক থেকে মুক্তিদান এসব কিছুই একমাত্র আল্লাহই করেন। এতে অন্য কারো হাত আছে বলে মনে করাই বাতিলকে মনে নেয়া। সুতরাং এ বিশ্বাস থেকে পরহেয় করতে হবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো শক্তি কিছুই দিতে পারে না; আর আল্লাহ কাউকে কিছু দিতে চাইলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তা রুখতেও পারে না—এ বিশ্বাস ঈমানের দাবী।

৫. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো নন। আল্লাহর রাজত্বের নিয়ম-নীতিও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নিয়ম-নীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য রিসালাতের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহর তুলনীয় কিছু নেই।

৬. সকল ইল্মের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে ওহী দান করে মানুষকে যতটুকু ইল্ম দান করেছেন তা-ই একমাত্র নির্ভুল ও সত্য জ্ঞান।

৭. কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা যেসব উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলোও যথার্থ উদাহরণ। মানুষের অর্জিত জ্ঞান যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল নয়, তাই তাদের দেয়া উদাহরণও নির্ভুল নয়, যার ফলে মানুষের গৃহীত সিদ্ধান্তও নির্ভুল হতে পারে না, যদি না তা আল্লাহর কিভাবে ও রাসূলের সুনাহর আলোকে হয়।

৮. মানুষের সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন শ্রবণকারী, সকল বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধারকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ। কেননা তিনিই একমাত্র ইখতিয়ার সম্পন্ন, যথার্থ ইনসাফকারী ও সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ সত্তা।

৯. সুতরাং কোনো কিছুতেই আল্লাহর সাথে তুলনীয় কিছু হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা-ই একমাত্র রিয়কদাতা, তিনিই একমাত্র বিধানদাতা, তিনিই একমাত্র হুকুমদাতা, তাঁর সিদ্ধান্তই একমাত্র নির্ভুল সিদ্ধান্ত; তাঁর ইল্ম-ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল; তাই জীবনের সকল পর্যায়ে একমাত্র তাঁর হুকুমই কার্যকর করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকু'-১১

পারা হিসেবে রুকু'-১৭

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿١١﴾ وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ

৭৭. আর আল্লাহরই আছে আসমান ও যমীনের যাবতীয় অদৃশ্য ইল্ম<sup>৭৫</sup>; এবং  
কিয়ামতের ব্যাপারে তো কিছু নয়—

﴿١٢﴾ اِلَّا كَلِمَةً الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

চোখের পলক পড়ার মত সময় ছাড়া অথবা তা এর চেয়েও নিকটতর<sup>৭৬</sup> নিশ্চয়  
আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান ।

﴿١٣﴾ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اَمْهَتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন  
(এমন অবস্থায়) যে, তোমরা কোনো কিছুই জানতে না ;

﴿١١﴾-আর ; وَ-আল্লাহরই আছে ; غَيْبُ-অদৃশ্য ইল্ম ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; اِلَّا -  
-কিন্তু ; الْبَصْرِ-(ال+বصر)-চোখের ; اَوْ-অথবা ; هُوَ-তা ; اَقْرَبُ-এর চেয়েও নিকটতর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى -  
উপর ; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান । ﴿١٢﴾-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَخْرَجَكُمْ  
-তোমাদেরকে বের করেছেন ; مِّنْ بُطُوْنٍ-পেট ; اَمْهَتُمْ-(اخرج+كم)-তোমাদেরকে বের করেছেন ;  
لَا تَعْلَمُوْنَ-(لمت+كم)-তোমাদের মায়েদের ; شَيْئًا-কিছুই ;

৭৫. এখানে কাফিরদের একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তারা প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করতো যে, তুমি যে কিয়ামতের কথা বলছো, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে তবে বলো তা কবে তথা কোন্ তারিখে হবে ? এ উহ্য প্রশ্নের জবাবেই উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে।

৭৬. অর্থাৎ কোনো পূর্ব-সতর্কতামূলক সংকেত দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। বরং তা কোনো একদিন সহসা চোখের পলক পড়তে যে সময় লাগে অথবা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যেই এসে পড়বে। সুতরাং চিন্তা-চেতনা ও কাজে যে পরিবর্তন আনা দরকার



لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আরাম করার স্থান রূপে এবং বানিয়েছেন  
পশুর চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন ঘর ৯৯

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمًا ظَعْنِكُمْ وَيَوْمًا إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا

যা তোমরা হালকা মনে করো তোমাদের সফরের সময় এবং তোমাদের নিজ  
এলাকায় অবস্থানের সময় ১০; আর (তিনি বানিয়েছেন) এগুলোর পশম

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ

ও লোম এবং চুল থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত গৃহসামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ।  
৮১. আর আল্লাহ-ই ব্যবস্থা করেছেন

لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ

তোমাদের জন্য তা থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে  
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন আর ব্যবস্থা করেছেন

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; (من+بُيُوتِكُمْ)-তোমাদের ঘরগুলোকে ;  
سَكَنًا-আরাম করার স্থান রূপে ; (و)-এবং ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;  
بُيُوتًا-এমন ঘর ; (ال+انعام)-পশুর ; الْأَنْعَامِ-চামড়া ; جُلُودِ-থেকে ; مِنْ-  
ظَعْنِكُمْ-যা তোমরা হালকা মনে করো ; (تستخفون+ها)-সময় ; يَوْمًا-তোমাদের সফরের ; (و)-এবং ;  
يَوْمًا-তোমাদের নিজ (اقامت+كم)-আর ; إِقَامَتِكُمْ-এগুলোর পশম ; (اصواف+ها)-আর ; أَصْوَابِهَا-  
এলাকায় অবস্থানের ; (و)-আর ; مِنْ-থেকে ; (اوبار+ها)-এগুলোর লোম ; (اشعار+ها)-এবং ;  
أَشْعَارِهَا-এবং এগুলোর চুল ; (اثاث)-গৃহসামগ্রী ; (و)-আর ; (و)-আর ; حِينٍ-একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ;  
وَاللَّهُ-আল্লাহ-ই ; جَعَلَ-ব্যবস্থা করেছেন ; (و)-আর ; (و)-আর ; مِمَّا-তোমাদের জন্য ;  
خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; (و)-এবং ; ظِلًّا-ছায়ার ; (و)-এবং ; جَعَلَ-ব্যবস্থা করেছেন ;  
لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; (من+الجبال)-পাহাড়ে ; (و)-আর ; أَكْنَانًا-আশ্রয়ের ; (و)-আর ; جَعَلَ-ব্যবস্থা করেছেন ;

কান দিয়ে শুনবে তাঁর কলাম এবং তাঁর দেয়া মন দিয়ে চিন্তা করবে তোমাদেরকে দেয়া তাঁর  
নিয়ামতের কথা ; আর এটাই হবে তাঁর প্রতি শোকর আদায় করা । আর এটা যদি না  
করা হয় তবে তা হবে চরম নাশোকরী ।

لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمُ كَنْ لِكُمْ

তোমাদের জন্য (এমন) পোশাক পরিচ্ছদ যা তোমাদেরকে গরম থেকে বাঁচায়<sup>৮১</sup>  
এবং (এমন) পোশাক যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে<sup>৮২</sup>, এভাবেই

يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ﴿٥٧﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا

তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণ করেন যেন তোমরা (তাঁর প্রতি) অনুগত  
হও<sup>৮৩</sup>। ৮২. অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; سَرَائِيلَ-পোশাক-পরিচ্ছদ ; تَقِيكُمْ-(تقى+كم)-তোমাদেরকে  
বাঁচায় ; الْحَرَّ-(ال+حر)-গরম থেকে ; وَأَسْكُمُ-এবং ; سَرَائِيلَ-(এমন) পোশাক-পরিচ্ছদ ;  
يُتِمُّ-তোমাদেরকে রক্ষা করে ; بِأَسْكُمُ-তোমাদের যুদ্ধে ; كَذَلِكَ-এভাবেই ; يُتِمُّ-  
তিনি পূর্ণ করেন ; نِعْمَتَهُ-(نعمة+ه)-তাঁর নিয়ামতকে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;  
لَعَلَّكُمْ-যেন তোমরা ; تَسْلِمُونَ-অনুগত হও । ৫৭) فَإِنْ تَوَلَّوْا-তারা মুখ  
ফিরিয়ে নেয় ;

৭৯. অর্থাৎ চামড়ার তৈরী তাঁবু । আরব দেশে এ ধরনের তাঁবুর বহুল ব্যবহার আছে ।

৮০. অর্থাৎ দূরে কোথাও সফরে যাও তখন তোমরা খুব সহজে এসব তাঁবু ভাঁজ করে  
বহন করে নিয়ে যেতে পার এবং কোথাও অবস্থান করার ইচ্ছা করলে এগুলোকে ভাঁজ খুলে  
খাটিয়ে নিয়ে আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিতে পার ।

৮১. এখানে শীত থেকে রক্ষাকারী পোশাকের কথা না বলে গরম থেকে রক্ষাকারী  
পোশাকের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, যেসব দেশে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক সাইমুম ঝড়  
প্রবাহিত হয় সেসব দেশে শীতের পোশাকের চেয়ে গরমের পোশাকের গুরুত্ব অত্যন্ত  
বেশী । এসব দেশে মানুষ মাথাসহ, সমস্ত শরীর ঢেকে গরমের মৌসুমে ঘর থেকে বের হতে  
বাধ্য হয়, তা না হলে উত্তপ্ত বাতাস তার সমস্ত দেহ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে ।  
এমতাবস্থায় অনেক সময় মানুষকে শুধুমাত্র চোখ খোলা রেখে বাকী সমস্ত শরীর ঢেকে  
বাইরে বেরুতে হয় ।

৮২. অর্থাৎ বর্ম বা দেহের আচ্ছাদন যা যুদ্ধ চলাকালীন পরিধান করা হয় ।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা  
করে সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন । তাছাড়া তিনি মানুষের পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য  
দুনিয়াতে যা করা প্রয়োজন তারও সার্বিক ব্যবস্থা করেছেন । অতএব মানুষকে অবশ্যই  
আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করতে হবে । আল্লাহ তাআলা এত বে-শুমার নিয়ামত  
দান করেছেন যা গণনা করা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয় ।





৬. বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ, শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি, বাতিলের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি সকল জ্ঞান আল্লাহ-ই মানুষকে দিয়েছেন।

৭. দুনিয়াতে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা সবই আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষকে তার নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন। সুতরাং জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত খুঁজে বের করা মানুষের কর্তব্য।

৮. মানুষকে দেয়া সকল নিয়ামতের শোকর তাঁর দীনের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই আদায় হতে পারে। আল্লাহর দেয়া দীন তথা জীবনব্যবস্থার বিপরীত কাজ করা হবে তাঁর নিয়ামতের চরম নাশোকরী। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দীন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে।

৯. যারা আল্লাহর দীনের দাওয়াত পেয়ে এবং তাঁর নিয়ামতের পরিচয় লাভ করেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই কাফির।

১০. যারা জেনে শুনে আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে কুফরী করবে তাদের ব্যাপারে দীনের দায়ী তথা আহ্বানকারীদের কোনো দায়িত্ব নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-১২

পারা হিসেবে রুকু'-১৮

আয়াত সংখ্যা-৬

﴿١٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثَمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

৮৪. আর যেদিন আমি দাঁড় করাবো প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী<sup>১৮</sup>; অতপর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে (কৈফিয়তের) সুযোগ দেয়া হবে না<sup>১৯</sup> এবং না তাদেরকে

يَسْتَعْتَبُونَ ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

ক্ষমা চাইতে বলা হবে<sup>১৯</sup>। ৮৫. আর যখন—যারা যুলুম করেছে তারা আযাব দেখবে তখন আর তাদের থেকে তা হালকা করা হবে না

﴿١٨﴾-আর ; وَيَوْمَ-যে দিন ; نَبْعَثُ-দাঁড় করাবো ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; أُمَّةٍ -  
উম্মত ; شَهِيدًا-একজন করে সাক্ষী ; ثَمَّ-অতপর ; لَا يُؤْذَنُ-তাদেরকে সুযোগ দেয়া  
হবে না ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; وَلَا-এবং ; هُمْ-না তাদেরকে ;  
يَسْتَعْتَبُونَ-ক্ষমা চাইতে বলা হবে। ﴿١٩﴾-আর ; إِذَا-যখন ; رَأَى-তারা দেখবে ; الَّذِينَ-  
যারা ; ظَلَمُوا-যুলুম করেছে ; الْعَذَابَ-আযাব ; فَلَا يُخَفَّفُ-(ف+لا يخفف)-তখন তা  
হালকা করা হবে না ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ;

৮৫. অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের নবী অথবা তাঁর চলে যাওয়ার পর যে নবীর পদাংক অনুসরণ করে মানুষকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দীনের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনের দাওয়াত দেবে এবং রসম-রেওয়াজ, ধারণা-অনুমান ও শিরক থেকে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করবে এমন লোককেই সাক্ষ্য দানের জন্য ডাকা হবে। তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, “আমি এ লোকদের নিকট সত্যের মূল দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি। সুতরাং তারা যা কিছু করেছে তা জেনে-বুঝেই করেছে, না জেনে করেনি”।

৮৬. এখানে এটা বুঝানো হয়নি যে, তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেয়া হবে না ; বরং বলা হয়েছে যে, তাদের অপরাধ এতটাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ এতটাই মজবুত থাকবে যে, তারা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের কোনো সুযোগ-ই পাবে না।

৮৭. অর্থাৎ তখন আর তাদেরকে একথা বলা হবে না যে, ‘তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও’। কেননা এটাতো চূড়ান্ত ফায়সালার সময়। ক্ষমা প্রার্থনার সময়তো পার হয়ে গেছে। তাওবা করে ক্ষমা চাওয়ার সময়তো ছিল দুনিয়ার জীবনকাল। তা-ও মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে, মৃত্যুকাল

وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

এবং তাদেরকে কোনো বিরামও দেয়া হবে না। ৮৬. আর যখন—যারা শিরক করেছিল (দুনিয়াতে) তারা তাদের শরীকদেরকে দেখতে পাবে

قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ؕ

তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! এরাই আমাদের শরীক যাদের আমরা ডাকতাম আপনাকে বাদ দিয়ে

فَالْقَوْمَ الْيَوْمَ الْقَوْلِ إِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ أَكْذِبُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْقَوْمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامِ

তখন তারা (শরীকরা) তাদের প্রতি জবাব দেবে—অবশ্যই তোমরা মিথ্যাবাদী।

৮৭. অতপর তারা আল্লাহর প্রতিই সেদিন পূর্ণ করবে আনুগত্য

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا

এবং তারা যা মিথ্যা রচনা করেছিল তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে। ৮৮. যারা (নিজেরা) কুফরী করেছিল এবং বাধা দিয়েছিল অন্যদেরকে

و-এবং; لا-হবে না; يُنظرون-বিরামও দেয়া। ৫৬-আর; اذا-যখন;

شُرَكَاءَهُمْ-শরীক করেছিল; إِشْرَكُوا-যারা; الَّذِينَ-তারা দেখতে পাবে;

قَالُوا-তারা বলবে; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক; هَؤُلَاءِ-এরাই;

شُرَكَائُنَا-আমাদের শরীক; الَّذِينَ-যাদেরকে; كُنَّا-আমরা

نَدْعُوا-আমরা ডাকতাম; مِنْ دُونِكَ-আপনাকে বাদ দিয়ে; الْقَوْمَ-তখন

يَوْمَئِذٍ-সেদিন; السَّلَامِ-আনুগত্য; وَ-এবং; ضَلَّ-হারিয়ে যাবে;

عَنْهُمْ-তাদের থেকে; كَانُوا-তারা মিথ্যা রচনা করেছিল। ৫৭-আতপর;

إِلَى اللَّهِ-আল্লাহর প্রতি; الْقَوْمَ-তারা পূর্ণ করবে; الْيَوْمَ-সেদিন;

السَّلَامِ-আনুগত্য; وَ-এবং; ضَلَّ-হারিয়ে যাবে; عَنْهُمْ-তাদের

থেকে; الَّذِينَ-যারা; كَانُوا-তারা মিথ্যা রচনা করেছিল। ৫৮-যারা;

كَفَرُوا-কুফরী করেছিল; وَ-এবং; ضَلُّوا-বাধা দিয়েছিল;

উপস্থিত হয়ে গেছে, তখন আর তাওবা গৃহীত হয় না। মৃত্যুর পর শুধু পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করার অধিকারই বাকী থাকে।

৮৮. মুশরিকদেরকে 'মিথ্যাবাদী' বলার অর্থ এ নয় যে, সেসব মাবুদরা—মুশরিকরা যে তাদেরকে প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ডাকতো তারা তা-ই অস্বীকার

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝

আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেব<sup>১০</sup>

তারা যে ফাসাদ করে বেড়াত তার বিনিময়ে

وَيَوْمًا نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

৮৯. আর (হে নবী, আপনি সতর্ক করে দিন) সেদিন আমি দাঁড় করাবো তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে সাক্ষী তাদের নিজেদের মধ্য থেকে এবং আপনাকে নিয়ে আসবো

شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে ; আর (তাই) আমি আপনার প্রতি আল-কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে<sup>১১</sup>

عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللَّهُ-আল্লাহর ; زِدْنَاهُمْ-(زدنا+هم)-তাদেরকে বাড়িয়ে দেব ; كَانُوا-আযাব ; فَوْقَ-উপর ; الْعَذَابِ-আযাবের ; بِمَا-তার বিনিময়ে যে ; يُفْسِدُونَ-ফাসাদ করে বেড়াতো ۝-আর ; يَوْمًا-সেদিন ; نَبْعَثُ-আমি দাঁড় করাবো ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; مِنْ-থেকে ; أَنْفُسِهِمْ-তাদের নিজেদের ; وَ-এবং ; جِئْنَا-নিয়ে আসবো ; بِكَ-আপনাকে ; شَهِيدًا-সাক্ষী হিসেবে ; هَٰؤُلَاءِ-তাদের সকলের বিরুদ্ধে ; وَ-আর (তাই) ; نَزَّلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتَابَ-আল-কিতাব ; تِبْيَانًا-সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে ; لِكُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-জিনিসের ;

করবে ; বরং এর অর্থ তারা যে এটা জানতো এবং এর প্রতি তারা রাজী-খুশী ছিল তারা তা-ই অস্বীকার করবে। তারা বলবে—আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরকে ডাকার জন্য তো আমরা তোমাদেরকে বলিনি। তোমরা যদি আমাদেরকে ‘দোয়া শ্রবণকারী’ ‘বিপদ উদ্ধারকারী’ ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী মনে করে থাকো তবে তা তোমাদের মনগড়া ও ভিত্তিহীন ধারণা ছিল ; এর জন্য তোমরাই দায়ী ; আমরা এর জন্য কোনো মতেই দায়ী নই।

৮৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে যাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে তাদের উপর নির্ভর করেছিল, কিয়ামতের মাঠে তাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য কারো বিপদ দূর করাতো দূরের কথা তারা নিজেদের বিপদও সরাতে সক্ষম হবে না।

৯০. আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেয়ার অর্থ তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। এক আযাব হলো তাদের নিজেদের কুফরীর কারণে ; আর অন্যটা হলো অন্যদেরকে আল্লাহর দীনের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণে।

# وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ۝

আর মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও রহমত এবং সুখবর দিয়ে ৯২।

و-আর ; وَرَحْمَةً-রহমত ; وَ-ও ; وَبُشْرَى-সুখবর দিয়ে ;  
لِّلْمُسْلِمِينَ-মুসলিমদের জন্য ।

৯১. অর্থাৎ যেসব জিনিসের উপর হিদায়াত লাভ ও শুমরাহ হওয়া এবং কল্যাণ লাভ ও ভয়াবহ ক্ষতি হওয়া নির্ভর করে সেসব জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়া হয়েছে। تَبَيَّنًا থেকে মানুষ মনে করে যে, কুরআনে সবকিছুই বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা তারা কুরআন থেকে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আশ্চর্য ধরনের তত্ত্ব বের করে নিতে চেষ্টা করে। আসলে এ আয়াতের অর্থ হলো—হিদায়াত লাভ ও শুমরাহ হওয়া যেসব জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব জিনিসের বিবরণের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৯২. অর্থাৎ এ কিতাবকে পুরোপুরি জেনে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের জীবন গড়বে, তাদের জন্য এ কিতাব দিকনির্দেশনা দেবে; এ কিতাব অনুসরণ করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে; এ কিতাব তাদের সুসংবাদ দেবে যে, বিচারের দিন তারা আল্লাহর আদালত থেকে ক্ষমা ও পুরস্কার লাভ করবে। অপর দিকে যারা এ কিতাবকে মানবে না, তারা শুধু যে, হিদায়াত লাভ ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে তা-ই নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী কিয়ামতের দিন যখন সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি এ কিতাব তাদের নিকট পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছেন তখন এ কিতাব তাদের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দেখা দেবে।

## ১২ রুকু' (আয়াত ৮৪-৮৯)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবী বা নবীর উম্মতের মধ্য থেকে এমন একজনকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হবে যিনি নবীর দাওয়াতকে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তখন কোনো মানুষ নবীর দাওয়াত না পাওয়ার অভিযোগ করতে পারবে না।

২. কিয়ামতের দিন কাফিরদের কুফরীর পক্ষে কোনো কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারা ক্ষমা চাওয়ার কোনো সুযোগও পাবে না।

৩. কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট আযাব যখন শুরু হবে তখন তা কখনো হালকা করা হবে না এবং সেই নিরবচ্ছিন্ন আযাবে কোনো বিরতিও থাকবে না।

৪. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করতো সেসব মিথ্যা শরীকরা নিজেদেরকে মুশরিকদের কাজকর্ম থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করবে এবং তারা আত্মগোপন করবে।

৫. মুশরিকরা মিথ্যা শরীকদেরকে হারিয়ে চরম অসহায়ত্ব বোধ করবে এবং মহামহিম আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করবে; কিন্তু তখন আর তা কোনো কাজে আসবে না।

৬. যেসব অপশক্তি দুনিয়াতে নিজেদের কুফরীর সাথে সাথে অন্যদেরকেও দীনের পথে চলতে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। প্রথমত, নিজেদের কুফরীর জন্য ; দ্বিতীয়ত, অন্যদেরকে বাধা দেয়ার জন্য।

৭. কিয়ামতের দিন সকল নবীর উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করানোর সাথে সাথে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে এ মর্মে সাক্ষ্য দানের জন্য উপস্থিত করানো হবে যে, তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌছেছে। সুতরাং তাদের গুমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

৮. সর্বশেষ আসমানী কিতাবে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও গুমরাহী সংক্রান্ত সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং গুমরাহীর জন্য কোনো অজুহাত গৃহীত হবে না।

৯. যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়ে এর বিধি-বিধান মতে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলবে, তাদের জন্য এ কিতাবে রয়েছে হিদায়াতের আলো, আল্লাহর রহমতের নিশ্চয়তা ও আশ্বিরাতে আল্লাহর সন্তোষের বাস্তব রূপ জান্নাত প্রাপ্তির সুখবর।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৩

পারা হিসেবে রুকু'-১৯

আয়াত সংখ্যা-১১

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾

৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার করা, দয়া-অনুগ্রহ করা ও নিকটাত্মীদের হক আদায় করার<sup>৯০</sup> আদেশ দিচ্ছেন।

(ب+ال+عدل)-بالعدل; আদেশ দিচ্ছেন; يَأْمُرُ-আল্লাহ; الله-নিশ্চয়ই; ان-সুবিচার করা; و-এবং; ذِي الْقُرْبَى-হক আদায় করার; النِّكَاتِ-নিকটাত্মীদের;

৯৩. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তার উপরই মানব সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। প্রথমত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'আদল' তথা ইনসাফের। 'আদল' দ্বারা দুই ব্যক্তির মাঝে সকল ব্যাপারে সমতা বিধান করা বুঝায় না; বরং এর দ্বারা দু'ব্যক্তির মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান করাকে বুঝায়। অধিকারকে সমান সমান দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া নয়। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে সমাজের লোকদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও আদল-এর দাবী। যেমন নাগরিক অধিকার। কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে সমান অধিকার কায়ম করা আদল-এর খেলাফ হবে। যেমন পিতামাতা ও সন্তানদের মাঝে সামাজিক ও নৈতিক সমতা এবং উচ্চমানের কোনো কাজ ও নিম্নমানের কোনো কাজের ব্যাপারে সমান পারিশ্রমিক দেয়া। এখানে আল্লাহ তা'আলা এমন সাম্য-নীতি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেননি; বরং এখানে অধিকারের ব্যাপারে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধানের নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'ইহসান'-এর। এর অর্থ ভাল ব্যবহার, উদারতা, সহানুভূতিমূলক আচরণ, উত্তম চরিত্র, ক্ষমা, পরস্পরের প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধাবোধ এবং একে অপরকে ন্যায্য অধিকারের বেশী দান করা, কম পেয়েও তুষ্ট থাকা। এটা 'আদল' বা ইনসাফ-এর অতিরিক্ত জিনিস। সংক্ষেপে 'আদল'-কে সমাজ জীবনের ভিত্তি ধরে নিলে 'ইহসান'-কে সমাজ জীবনের অলংকার বা পরিপূর্ণতার উপকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

তৃতীয়ত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিকটাত্মীদের হক আদায় করার। এটা নিকটাত্মীদের পরস্পরের প্রতি ইহসান করার এক বিশেষ ব্যবস্থা। এটা শুধু নিকটাত্মীদের প্রতি ভাল ব্যবহার, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো ও একটা নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে তাদের সাহায্য করা-ই নয়; বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো—নিজেদের সম্পদে নিজেদের সন্তান-সন্ততির অধিকার ছাড়াও নিকটাত্মীদের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া। পরিবারের উপার্জনের অন্য সদস্যদের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া। এটাও আল্লাহর নির্দেশ। এর বিপরীত করলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।



وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

এবং বেহায়াপনা, অন্যায়, পাপ ও যুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করছেন<sup>৯৪</sup>; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করছেন যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

﴿١١﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

৯১. আর তোমরা পূরণ করো আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা যখন তোমরা ওয়াদাবদ্ধ হও এবং তোমরা ভেঙ্গে ফেলো না কসম তা পাকা-পোখতভাবে করার পর

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাক্ষী নিশ্চিত বানিয়ে নিয়েছ; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ জানেন।

و-এবং; وَيَنْهَىٰ-নিষেধ করছেন; عَنِ-থেকে; الْفَحْشَاءِ-(ال+ফহশা)-অন্যায়; وَالْمُنْكَرِ-অত্যাচার; وَالْبَغْيِ-(ال+বগী)-যুলুম; يَعِظُكُمْ-তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেছেন; لَعَلَّكُمْ-তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পার। ﴿١١﴾-আর; وَأَوْفُوا-তোমরা পূরণ করো; بِعَهْدِ-ওয়াদা (সাথে কৃত); اللَّهُ-আল্লাহর; إِذْ-যখন; أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ-ওয়াদাবদ্ধ হও; وَلَا تَنْقُضُوا-তোমরা ভেঙ্গে ফেলো না; الْأَيْمَانَ-(ال+ইমান)-কসম; تَوْكِيدِهَا-(তুকীদ+হা)-তা পাকা-পোখতভাবে করার পর; وَ-অথচ; جَعَلْتُمُ اللَّهُ-তোমাদের সাক্ষী; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর; كَفِيلًا-সাক্ষী; إِنَّ-নিশ্চিত; اللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مَا-যা কিছু; تَفْعَلُونَ-তোমরা করে।

৯৪. অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশ দানের সাথে সাথে তিনটি মন্দ কাজ থেকে নিষেধও করেছেন। কেননা এ তিনটি মন্দ কাজ ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যক্তিকে এবং সমষ্টিগতভাবে একটি সমাজকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর সেই তিনটি কাজ হলো—‘ফাহশা’ তথা বেহুদা ও লজ্জাকর কাজ। বেহায়াপনা ও ব্যভিচার ইত্যাদি ‘ফাহশা’-এর মধ্যে শামিল। তাছাড়া ‘ফাহশা’ কৃপণতা, নগ্নতা, ডাকাতি, মদ্যপান, গালাগাল, অশ্লীল কথাবার্তা প্রভৃতি মন্দকাজগুলোকে শামিল করে। এসব কাজ করা, এসব কাজের প্রচার-প্রসারে সহায়তা করা, এসব কাজে অর্থ ব্যয় করা, কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করা, মিথ্যা অভিযোগ দেয়া, যেনা-ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী নাটক-নভেল, থিয়েটার, ছায়াছবি, নগ্নছবি, নগ্ন ভাস্কর্য ইত্যাদি কর্ম যা যৌনতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে এসবই ‘ফাহশা’-এর অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾

৯২. আর তোমরা তার (মহিলার) মতো হয়ো না, যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে তার সূতো কষ্ট করে কাটার পর<sup>৯২</sup>

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

তোমরা তোমাদের কসমকে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ধোঁকাবাজির হাতিয়ার বানিয়ে থাকো যাতে একদল একদলের চেয়ে বেশী লাভবান হতে পারে

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

আল্লাহতো এসব দ্বারা শুধুমাত্র তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন<sup>৯৩</sup>; আর তিনি অবশ্য অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদের সামনে সেসব বিষয় প্রকাশ করে দেবেন যাতে

نَقَضَتْ - তার মতো ; (ك+التى)-কাল্‌তী ; لا تَكُونُوا - তোমরা হয়ো না ; و-আর ; ﴿৯২﴾  
 যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে ; غَزْلَهَا - (غزل+ها)-তার সূতো ; مِنْ بَعْدِ - পর ;  
 أَنْكَاثًا - (كَاثَات)-তোমরা বানিয়ে থাকো ; تَتَّخِذُونَ - তোমরা বানিয়ে থাকো ; قُوَّةٍ -  
 (أَيْمَانَكُمْ)-তোমাদের কসমকে ; دَخَلًا - ধোঁকাবাজির হাতিয়ার ; بَيْنَكُمْ - তোমাদের  
 নিজেদের মধ্যে ; أَنْ تَكُونَ - যাতে হতে পার ; أُمَّةٌ - একদল ; هِيَ - (দল) -সে ;  
 أَرْبَىٰ - বেশী লাভবান হতে পার ; مِنْ - চেয়ে ; أُمَّةٍ - একদলের ; إِنَّمَا - শুধুমাত্র ;  
 يَبْلُوكُمُ - তোমাদের পরীক্ষা করে থাকেন ; اللَّهُ - আল্লাহ ; بِهِ - এসব দ্বারা ; و-  
 আর ; لِيُبَيِّنَ - অবশ্যই তিনি প্রকাশ করে দেবেন ; يَوْمَ - দিন ; الْقِيَامَةِ -  
 কিয়ামতের ; مَا - সেই বিষয় ; كُنْتُمْ فِيهِ - যাতে তোমরা ;

দ্বিতীয়ত, 'মুনকার' যা সাধারণভাবে মন্দকাজ হিসেবে জনসাধারণের নিকট পরিচিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষিদ্ধ কাজ।

তৃতীয়ত, 'বাগাওয়াত' তথা স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকারের সীমালংঘন করা।

৯৫. এখানে ক্রমাগতভাবে গুরুত্ব অনুসারে তিন প্রকারের চুক্তির প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তা যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রথম প্রকারের চুক্তি হলো—আল্লাহর সাথে মানুষের করা চুক্তি। গুরুত্বের দিক থেকে এটা সর্বোচ্চ।

দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তি হলো—মানুষের সাথে মানুষের চুক্তি যাতে আল্লাহর নামে কসম করে বা কোনো না কোনোভাবে তাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করে চুক্তিকে মজবুত করা হয়। এটা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি।

تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ

তোমরা মতভেদ করছো<sup>৯৭</sup>। ৯৩. আর আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি তোমাদেরকে  
অবশ্যই একটি দল বানিয়ে দিতেন<sup>৯৮</sup> কিন্তু তিনি গুমরাহ করেন

تَخْتَلِفُونَ-মতভেদ করছো। ৯৩-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;  
لَجَعَلَكُمْ-তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে বানিয়ে দিতেন ; أُمَّةً-দল ; وَاحِدَةً-একটি ;  
يَضِلُّ-কিন্তু ; يَضِلُّ-তিনি গোমরাহ করেন ;

তৃতীয় প্রকারের চুক্তি হলো—যা আল্লাহর নাম নিয়ে করা হয়। এটা উপরে উল্লেখিত  
দু'প্রকারের চুক্তির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ। এ তিন প্রকারের চুক্তি-প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে পালন  
করা একান্তভাবে আবশ্যিক। কোনো অজুহাতেই এগুলোর খেলাপ করা বৈধ নয়।

৯৬. জাতীয় পর্যায়ে কোনো নেতা অপর কোনো জাতির সাথে যেসব ওয়াদা-চুক্তি  
করে সেগুলোকে জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে ভঙ্গ করা বর্তমান দুনিয়াতে দক্ষ কূটনীতির  
পরিচায়ক মনে করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরূপ চুক্তিকারি ব্যক্তি ও জাতির  
নৈতিকতার পরীক্ষা এর মাধ্যমে করে থাকেন। অথচ বর্তমান সময়ে এ ধরনের ওয়াদা-  
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে কোনো দোষেরতো মনে করা হয়-ই না বরং এ জাতীয় নেতাকে  
দক্ষ কূটনীতিক বলে বাহবা দেয়া হয়। আখিরাতে আল্লাহর আদালতে এটা অবশ্যই  
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৯৭. এখানে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যকার মতভেদের কারণে যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম  
চলছে তাতে কে সত্যের উপর রয়েছে আর কে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার চূড়ান্ত  
ফায়সালা কিয়ামতের দিন হবে। তোমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং  
তোমাদের বিরোধীরা যদি মিথ্যার উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবুও তাদের সাথে কৃত  
ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কোনো মতেই বৈধ হতে পারে না। এখানে তথাকথিত  
ধার্মিক লোকদের ধারণা বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা মনে করেন—“আমরা  
যেহেতু মু'মিন—আল্লাহর পক্ষের লোক, আর আমাদের বিরোধীরা আল্লাহ বিরোধী ;  
সুতরাং তাদের ক্ষতি করার আমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের সাথে কৃত ওয়াদা চুক্তি  
ভঙ্গ করলে আমাদের কোনো গুনাহ হবে না। তাদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সততা,  
আমানতদারী ও ওয়াদা পালন করতে প্রয়োজন নেই।’ যেমন ইয়াহুদীরা আরব  
মুশরিকদের ব্যাপারে মনে করতো—“অ-ইয়াহুদীদের ব্যাপারে আমাদের কোনোই দায়-  
দায়িত্ব নেই। তাদের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা যেতে পারে। এর দ্বারা  
আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের কল্যাণ হবে। এতে আমাদের কোনো দোষ হবে না।” অত্র  
আয়াতে এ ধারণার-ই প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৯৮. অর্থাৎ নিজেদেরকে আল্লাহর পক্ষের লোক মনে করে অন্য ধর্মের লোকদের সাথে  
ন্যায়-অন্যায় যাচ্ছে তাই আচরণ করে নিজ ধর্মের কল্যাণ সাধন করা এবং অন্য ধর্মকে

○ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ مِنْ يَشَاءُ وَلِتَسْتَلْنَ عَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

যাকে চান এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন<sup>৯৯</sup>; আর তোমাদেরকে অবশ্যই সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যা যা তোমরা করছিলে।

○ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا

৯৪. আর (হে মু'মিনগণ!) তোমাদের কসমকে পারস্পরিক ধোঁকা-প্রতারণার হাতিয়ার বানিয়ে নিও না, তাহলে কোনো কদম পিছলে যাবে<sup>১০০</sup> তা দৃঢ় হয়ে বসার পর

وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ

এবং তোমরা ভোগ করবে মন্দ পরিণাম তার বিনিময়ে যেহেতু তোমরা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছ, আর তোমাদের আযাব হবে

- يَشَاءُ ; مَنْ-যাকে ; وَيَهْدِيْ-হিদায়াত দান করেন ; وَع-এবং ; وَلِتَسْتَلْنَ-তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ; عَمَا-সে ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করছিলে। ৯৯-আর ; وَلَا تَتَّخِذُوا-তোমরা হাতিয়ার বানিয়ে নিও না ; أَيْمَانَكُمْ-(ইমান+কম)-তোমাদের কসমকে ; دَخْلًا-ধোঁকা-প্রতারণার হাতিয়ার ; بَيْنَكُمْ-পারস্পরিক ; فَتَزِلَّ-(ফ+তزل)-তাহলে পিছনে যাবে ; قَدًا-কদম ; بَعْدَ-পরে ; ثُبُوتِهَا-তা দৃঢ় হয়ে বসার ; وَع-এবং ; وَتَذُوقُوا-তোমরা ভোগ করবে ; السُّوَاءَ-মন্দ পরিণাম ; بِمَا-তার বিনিময়ে যেহেতু ; صَدَدْتُمْ-তোমরা বাঁধা সৃষ্টি করেছ ; عَنِ السَّبِيلِ-পথে ; اللَّهُ-আল্লাহর ; وَع-আর ; لَكُمْ-তোমাদের ; عَذَابٌ-আযাব হবে ;

নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করা আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূল নয়। যদি তাই হতো তাহলে আল্লাহতো সৃষ্টি ক্ষমতা বলে সবাইকে মু'মিন হিসেবে সৃষ্টি করতে পারতেন। গুনাহ করা এবং আল্লাহর আনুগত্যহীন জীবনযাপন করার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সবাইকে অনুগত বান্দায় পরিণত করতে পারতেন। দুনিয়াতে কাফির-মুশরিক হিসেবে কোনো লোকই থাকতো না। মূলত আল্লাহর ইচ্ছা এটা নয়।

৯১. অর্থাৎ বাছাই ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা আল্লাহ মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন। কেউ যদি হিদায়াতের পথে চলতে চায়, আল্লাহ তাকে হিদায়াতের পথে চলার সুযোগ করে দেন ; আর কেউ যদি গুমরাহীর পথে চলতে চায়, আল্লাহ তাকেও সে পথে চলার সব আয়োজন করে দেন।

১০০. অর্থাৎ কোনো লোক ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করার পরও শুধুমাত্র তোমাদের চরিত্র ও আচরণ দেখে ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে এবং দীনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে



⑤ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

৯৭. যে নেক কাজ করবে পুরুষ হোক বা মহিলা এবং সেই মু'মিন, তাকে আমি অবশ্যই জীবন-যাপন করাবো<sup>১০৪</sup>

حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

পবিত্র জীবন ; আর তারা যে উত্তম আমল করতো অবশ্যই সে অনুসারেই আমি আখিরাতে তাদের বিনিময় দেব<sup>১০৫</sup> ।

⑥ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

৯৮. অতপর যখন আপনি কুরআন পাঠ শুরু করবেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান ।<sup>১০৬</sup>

⑤ مِنْ-যে ; عَمَلٍ-কাজ করবে ; صَالِحًا-নেক ; ذَكَرٍ-পুরুষ হোক ; أَوْ-বা ; أُنْثَىٰ-মহিলা ; وَهُوَ مُؤْمِنٌ-তবে আমি (ফ+লনচীন+হ)-فَلَنُحْيِيَنَّهٗ-ফলনচীন+হ-তবে আমি তাকে জীবনযাপন করাবো ; طَيِّبَةً-জীবন ; حَيٰوةً-পবিত্র ; وَ-আর ; وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ-আমি অবশ্যই তাদের দেব (লনজয়িন+হম) ; أَجْرَهُمْ-তাদের বিনিময় (اجر+হম)-اجْرَهُمْ ; بِأَحْسَنِ-আমি অবশ্যই তাদের দেব (লনজয়িন+হম) ; مَا-যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা আমল করতো (কান+আ) । فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ-কুরআন ; فَاسْتَعِذْ-অতপর যখন ; مِنَ-থেকে ; الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-বিতাড়িত । الشَّيْطَانِ-শয়তান ; الرَّجِيمِ-বিতাড়িত ।

এর ফলে তার যত বড় ক্ষতি-ই হোক না কেন সে সহজে তা সহ্য করে এবং এর শুভ ফল পাওয়ার জন্য মৃত্যুপরবর্তী জীবনের সেই নিশ্চিত দিনের অপেক্ষায় থাকতে প্রস্তুত থাকে ।

১০৪. মানব সমাজে কিছু লোক এমন আছে যারা মনে করে যে, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও পরহেজগারীর ফলে পরকালের যত বড় কল্যাণ লাভ হোক না কেন দুনিয়াতে বড় ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয় । আল্লাহ তাআলা এখানে এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করেছেন । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তোমাদের এ ধারণা মোটেই ঠিক নয় । সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পন্থা অবলম্বনকারীর শুধু পরকালেই কল্যাণ হয়না, দুনিয়াতেও তারা কল্যাণ লাভ করে । তাদের দুনিয়ার জীবনও বে-ঈমান, চরিত্রহীন ও অসৎলোকদের চেয়ে অনেক উত্তম হয়ে থাকে । নির্মল নৈতিক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান-মর্যাদা লাভ করে থাকে, অপর লোকেরা তা কিছুতেই পেতে পারে না । তারা দরিদ্র হলেও তাদের মনে যে নিশ্চিন্ততা ও ধীরতা-স্থিরতা লাভ করে তার এক-শতাংশও প্রাসাদে

﴿٥٩﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

৯৯. নিশ্চয়ই তার কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই তাদের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর তারা (সকল অবস্থায়) ভরসা রাখে।

﴿١٠٠﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

১০০. তার আধিপত্যতো শুধুমাত্র তাদের উপর (চলে) যারা তাকে অভিভাবক বানায় এবং যারা (তার ধোঁকায় পড়ে) শিরক করে।

﴿٥٩﴾-নিশ্চয়ই ; لَيْسَ-নেই ; لَهُ-তার ; سُلْطٰنٌ-কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ; عَلَىٰ-উপর ; (رَبِّهِمْ)-র(ব+হম)-উপর ; وَعَلَىٰ-এবং ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; يَتَوَكَّلُونَ-তারা ভরসা রাখে ; ﴿١٠٠﴾-নিশ্চয়ই ; سُلْطٰنُهُ-তার প্রভাব-প্রতিপত্তিতো ; (سُلْطٰن+)-তার প্রভাব-প্রতিপত্তিতো ; عَلَىٰ-উপর ; الَّذِينَ-তাদের (চলে) যারা ; هُمْ-তারা, যারা ; وَ-এবং ; يَتَوَلَّوْنَهُ-(يتولون+)-তাকে অভিভাবক বানায় ; مُشْرِكُونَ-শিরক করে ; تَابِعًا-তার প্রতি ;

বসবাসকারী ফাসেক-ফাজেরদের মনে থাকে না। তারা অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়।

১০৫. অর্থাৎ পরকালে তাদের মর্যাদা দান করা হয় তাদের উত্তম আমল-আখলাকের ভিত্তিতে। এর অর্থ যারা দুনিয়াতে ছোট-বড় সকল নেক আমল করেছে, তাদেরকে তাদের বড় বড় আমলের কারণে যে মর্যাদা তারা প্রাপ্য সে মর্যাদা-ই তাদেরকে দেয়া হবে।

১০৬. এখানে কুরআন পাঠকালে বিভাঙিত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআন মাজীদকে নাযিল করা হয়েছে তা থেকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য ; আর না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে তা থেকে সেই পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কুরআন থেকে পথের সন্ধান পেতে হলে কুরআনকে বুঝে পড়তে হবে। আর সঠিক বুঝ পাওয়ার জন্য পড়া শুরু করার আগেই বিভাঙিত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। শয়তান যেন সঠিকভাবে বুঝতে কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে পারে অথবা এতে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে। শুধু মুখে আউয়ু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' উচ্চারণ করলেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, মুখের উচ্চারণের সাথে সাথে মনের অনুভূতিতেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতে হবে। কুরআনকে ভালভাবে বুঝে তার আলোকে নিজের জীবন গড়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে। যে লোক কুরআন থেকে সঠিক পথের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হলো পথের সন্ধান লাভের তার আর কোনো রাস্তা নেই।

### ১৩ রুকু' (আয়াত ৯০-১০০)-এর শিক্ষা

১. আমাদের জীবনের সকল পর্যায়ে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুবিচার কায়ম করতে হবে।
২. আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ-অনুকরণ ছাড়া সুবিচার কায়ম করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।
৩. সুবিচার কায়মের পথে যেসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজনে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
৪. মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-অনুগ্রহ ও সহানুভূতির ভাবধারা সৃষ্টির ভিত্তিতে সমাজ গড়ার সাধনা চালাতে হবে।
৫. নিকটাত্মীয়দের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ সচেতন থেকে যথাযথভাবে তাদের অধিকার প্রদান করতে হবে।
৬. সমাজ ও রাষ্ট্রে নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা প্রচার-প্রসারে সহায়ক সকল উৎস ও উপকরণ বন্ধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭. অন্যায় ও পাপ থেকে নিজেরা বেঁচে থাকতে হবে এবং সমাজকেও তা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমাজকে অন্যায় ও পাপ থেকে বাঁচানো যাবে না।
৮. কারো প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা থেকে নিজেরা যেমন বেঁচে থাকতে হবে তেমন সমাজ থেকেও যুলুম-অত্যাচারকে নির্মূল করতে হবে। এর জন্যও সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যিক।
৯. সকল প্রকার ব্যক্তিগত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সদা সচেতন থাকতে হবে। কোনো ওয়েরেই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না।
১০. সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও কৃত সকল চুক্তি ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। চুক্তির অপর পক্ষের ধর্মীয় পরিচিতি যা-ই হোক না কেন চুক্তি রক্ষার নির্দেশের কঠোরতা হ্রাসের কোনো প্রকার সুযোগ নেই।
১১. আল্লাহর নামে কসম করে কৃত সকল প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিও যথাযথভাবে পূরো করতে হবে।
১২. ধোঁকাবাজী ও প্রতারণাকে ব্যক্তিগতভাবে যেমন পরিত্যাগ করতে হবে। তেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও পরিত্যাগ করতে হবে। কূটনীতি (Diplomacy)-এর আড়ালে ধোঁকাবাজী-প্রতারণাকে বৈধতা দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।
১৩. মুসলিম জাতির কল্যাণের দোহাই দিয়েও কোনো চুক্তি-ওয়াদা ভঙ্গ করা বৈধ নয়।
১৪. সৎপথে চলার দৃঢ় ইচ্ছা ও চেষ্টা-সাধনা থাকলে আল্লাহ সে পথে চলাকে সহজ করে দেন। অপর দিকে বিপথে চলার ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে আল্লাহ সে পথে চলারও সুযোগ-সুবিধা করে দেন।
১৫. দুনিয়ার সকল কাজ-কর্মের জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।
১৬. মু'মিনদেরকে অবশ্যই নিজেদের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য দান করতে হবে।
১৭. মু'মিনদের চরিত্র ও আচরণে অসুস্ট হলে কোনো মানুষ দীন গ্রহণ থেকে বিরত থাকলে সেজন্য আল্লাহর দরবারে তাদেরকে জবাব দিতে হবে।



১৮. নিজেদের মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর পথ থেকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আখিরাতে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে।
১৯. আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার মূল্য দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান। সুতরাং দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তা ভঙ্গ করা যাবে না।
২০. দুনিয়ার লোভ-লালসা ও নফসানী খাহেশাতকে উপেক্ষা করে সত্য ও সত্যতার নীতিতে অটল থাকলে তার শুভ প্রতিফল অবশ্যই আখিরাতে পাওয়া যাবে।
২১. সত্য-সত্যতার নীতিতে জীবনযাপন করলে শুধু আখিরাতেই কল্যাণ লাভ হবে না, দুনিয়াতেও তাদের জীবন সম্মান ও শান্তিতে অতিবাহিত হয়।
২২. সখলোকদের যে মানসিক প্রশান্তি থাকে অসৎ ও দুশ্চরিত্র সম্পদশালী লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।
২৩. মু'মিন পুরুষ হোক বা নারী নেক কাজের শুভ প্রতিফল দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জাহানেই আল্লাহ দান করবেন, এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।
২৪. কুরআন অধ্যয়নকালে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করতে হবে। তাহলেই কুরআন থেকে সঠিক হিদায়াত লাভ করা যাবে।
২৫. প্রকৃত মু'মিনদেরকে শয়তান কখনো বিপথগামী করতে পারে না। কেননা তারা সকল অবস্থায়ই তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।
২৬. যারা শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুসারে চলে এবং তাকেই অভিভাবক হিসেবে মানে শয়তান শুধুমাত্র তাদেরকেই বিপথগামী করতে সক্ষম হয়।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৪

পারা হিসেবে রুকু'-২০

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿۱۰۱﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا

১০১. আর যখন আমি বদলে দেই এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত—আর আল্লাহ ভাল জানেন যা তিনি নাযিল করেন তখন তারা (কাফিররা) বলে—

إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰২﴾ قُلْ نَزَّلَهُ

'তুমিতো নিজেই (এর)-রচনাকারী' ১০১; বরং তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।  
১০২. (হে নবী!) আপনি বলে দিন, এটাকে নাযিল করেছে

﴿১০১﴾-আর; إِذَا-যখন; بَدَّلْنَا-আমি বদলে দেই; آيَةً-অন্য আয়াত; مَّكَانَ-স্থলে; آيَةٍ-এক আয়াতের; وَاللَّهُ-আল্লাহ; أَعْلَمُ-ভাল জানেন; بِمَا-যা; يُنزِّلُ-তিনি নাযিল করেন; قَالُوا-তারা বলে; إِنَّمَا أَنْتَ-তুমিতো নিজেই; مُفْتَرٌ-রচনাকারী; بَلْ-বরং; أَكْثَرُهُمْ-তাদের অধিকাংশই; لَا يَعْلَمُونَ-(তা) জানে না।  
﴿১০২﴾-আপনি বলে দিন; نَزَّلَهُ-(নزل+হে)-এটাকে নাযিল করেছে;

১০১. এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত নাযিল করার অর্থ একটি হুকুমের পর অন্য হুকুম নাযিল করাও হতে পারে। যেহেতু কুরআন মাজীদ ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছে, তাই দেখা যায় একই ব্যাপারে পরপর বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে পরপর দুই বা তিনটি হুকুম দেয়া হয়েছে। আর এ দুই বা তিনটি হুকুমের মাধ্যমেই বিষয়টি সম্পর্কে হুকুমের পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। শরাব নিষিদ্ধ হওয়া এবং যিনা-ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারটি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। কুরআন মাজীদে একটি বিষয়কে কখনো এক রকমের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আবার সেই বিষয়টিই অন্যত্র অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে। একই কাহিনী বারবার বলা হয়েছে কিন্তু বারান্তরে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি কথাকে এক জায়গায় মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আবার অন্য জায়গায় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। মক্কার কাফিররা এটাকেই দলীল হিসেবে পেশ করে মুহাম্মাদ (স)-কে এ কুরআনের রচয়িতা বলে অভিযোগ করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল, “আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁর কথা পরিবর্তন হতে পারে না, কথার পরিবর্তন হওয়াতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এটা ‘আল্লাহর কালাম’ নয়; এটা মুহাম্মাদের রচিত।”

رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا

পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য সহকারে<sup>১০৮</sup> যেন যারা ঈমান এনেছে তাদের (ঈমান)-কে মজবুত করে দেয়।<sup>১০৯</sup>

وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

এবং মুসলিমদের জন্য হিদায়াত<sup>১১০</sup> ও সুসংবাদরূপে<sup>১১১</sup>। ১০৩. আর আমি অবশ্যই জানি, তারা নিশ্চিত বলে—

رُوحَ الْقُدُسِ-পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য সহকারে ; لِيُثَبِّتَ-যেন মজবুত করে দেন; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে (তাদের)-কে ; وَ-এবং ; وَهُدًى-হিদায়াত ; وَ-ও ; وَ-আর ; لِلْمُسْلِمِينَ-(ل+ال+مسلمين)-মুসলিমদের জন্য ১০৩ ; وَيَقُولُونَ-বলে ; أَنَّهُمْ-তারা নিশ্চিত ; نَعَلْنَا-আমি অবশ্যই জানি ;

১০৮. ‘রুহুল কুদুস’ দ্বারা জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ—‘পবিত্র রুহ’। এটা জিবরাঈল (আ)-এর উপাধি। এখানে তাঁর নামের পরিবর্তে উপাধি ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এ কালাম এমন এক ‘রুহ’ নিয়ে এসেছেন যিনি অত্যন্ত পবিত্র ; যিনি মানবীয় সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে মুক্ত। যাঁকে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিদ্রুতি, লোভ-লালসা ইত্যাদি দোষ কখনো স্পর্শ করতে পারে না। তিনি পূর্ণমাত্রায় আমানতদার। সুতরাং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাতে কোনো প্রকার ভুল নেই, নেই কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ।

১০৯. অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) কর্তৃক কুরআন মাজীদে পুরোটা একই সাথে নিয়ে না আসার প্রথম কারণ হলো—মানুষের জ্ঞান ও বোধশক্তি সীমিত থাকার কারণে তারা পুরো কালাম একই সাথে আত্মস্থ করতে সক্ষম নয়, তাই অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো ঘটনা উপলক্ষে সময়ের ব্যবধানে তা তিনি নিয়ে এসেছেন যাতে করে মু’মিনগণ তা ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর কালাম তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়, ফলে তাদের ঈমান পোখত হয়ে যায়।

১১০. অল্প অল্প করে নাযিল করার দ্বিতীয় কারণ হলো যেন মু’মিনগণ তাদের প্রয়োজনীয় হিদায়াত যথাসময়ে পেতে পারে। সব দিকনির্দেশনা একই সাথে পাঠিয়ে দিলে তা কখনো সেরূপ কল্যাণকর হতে পারে না। যেক্ষেত্রে কল্যাণকর হয়েছে প্রয়োজনের সময় হিদায়াত পাওয়াতে।

১১১. কুরআন মাজীদ একই সাথে একবারে নাযিল না করে প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাযিল হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো—আল্লাহর অনুগত তথা মু’মিন বান্দাহগণ যেসব বাধা-বিপত্তি ও বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং যেসব যুল্ম—



الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ۝

যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান আনে না<sup>১১০</sup>; এবং তারা মিথ্যাবাদী।

۝ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

১০৬. যে কুফরী করে আল্লাহর সাথে, তার ঈমান আনার পর—তবে সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর অবিচলিত থাকে

بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مِنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۝

ঈমানের প্রতি—কিন্তু যারা বক্ষকে কুফরীর জন্য খুলে রাখে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব পড়বে<sup>১১৪</sup>

و-এবং; آيَاتِ-আয়াতে; اللَّهُ-আল্লাহর; الَّذِينَ-যারা; الْكٰذِبُونَ-মিথ্যাবাদী; ۝-যে-মَنْ-যে; الْكُفْرَ-কুফরী করে; بِاللَّهِ-আল্লাহর সাথে; إِلَّا-তবে; مِنْ-পরে; إِيمَانِهِ-(ইমান+হে)-তার ঈমান আনার পর; الْكُفْرَ-কুফরী করে; مِنْ-যাকে; وَقَلْبُهُ-তার (সে ছাড়া); مُطْمَئِنٌّ-অবিচলিত থাকে; الْإِيمَانِ-(ইমান+হে)-ঈমানের প্রতি; وَلَكِنْ-কিন্তু; مِنْ-যারা; شَرَحٍ-খুলে রাখে; بِالْكَفْرِ-কুফরের জন্য; صَدْرًا-বক্ষকে; الْكَفْرِ-কুফরী করে; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর; غَضَبٌ-গযব পড়বে; مِنْ-পক্ষ থেকে; اللَّهُ-আল্লাহর;

১১৩. অর্থাৎ আল্লাহর কালামে যাদের বিশ্বাস নেই, মিথ্যা রচনা করাই তাদের কাজ। এসব লোককে কখনো বিশ্বাস করা যায় না; কেননা মহাসত্য আল্লাহর কালামে যাদের বিশ্বাস নেই তারা বিশ্বস্ত হতে পারে না।

১১৪. এখানে সেসব মুসলমানের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাদের উপর তখন অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন চলছিল এবং অসহনীয় নির্যাতন করে তাদেরকে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু তাদের অন্তরে কুফরী প্রবেশ করতে পারেনি। তবে যারা আন্তরিকভাবে কুফরীকে গ্রহণ করে নেয় তারা দুনিয়াতে কিছু না হলেও আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে তারা রেহাই পাবে না। এর অর্থ এটা নয় যে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য কুফরী কথা বলা উচিত। এটা তো শুধু 'রক্ষসত' তথা অনুমতি। অন্তরে ঈমান মজবুত রেখে যদি বাধ্য হয়ে মুখে কুফরী কথা বলে তবে অবশ্য পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে।



﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثَمَّ جَاهِدُوا﴾

১১০. অতপর আপনার প্রতিপালক নিশ্চিত তাদের জন্য—যাদেরকে নির্যাতন করার পর তারা হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে

﴿وَصَبَرُوا﴾ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

ও সবর করেছে—নিশ্চিত আপনার প্রতিপালক তারপরে অত্যন্ত ক্ষমাশীল—  
অশেষ দয়াময়।

﴿ثُمَّ﴾-অতপর; ﴿إِنَّ﴾-নিশ্চিত; ﴿رَبَّكَ﴾-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক; ﴿لِلَّذِينَ﴾-তাদের জন্য যারা; ﴿هَاجَرُوا﴾-হিজরত করেছে; ﴿مِن بَعْدِ﴾-পর; ﴿مَا فُتِنُوا﴾-নির্যাতন করার; ﴿ثُمَّ﴾-তারপর; ﴿رَبَّكَ﴾-আপনার প্রতিপালক; ﴿إِنَّ﴾-নিশ্চিত; ﴿وَصَبَرُوا﴾-সবর করেছে; ﴿و﴾-ও; ﴿جَاهِدُوا﴾-জিহাদ করেছে; ﴿ثُمَّ﴾-তারপরে; ﴿لَغَفُورٌ﴾-অত্যন্ত ক্ষমাশীল; ﴿رَّحِيمٌ﴾-অশেষ দয়াময়।

১১৫. এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা সত্য-দীনের পথে চলা কষ্টকর দেখতে পেয়ে ঈমান ত্যাগ করেছে, অতপর কাফির-মুশরিকদের সমাজে शामिल হয়ে গেছে।

১১৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করে যেসব মুসলমান হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

### ১৪ রুক্ব' (আয়াত ১০১-১১০)-এর শিক্ষা

১. ঈমান বির রিসালাত তথা রাসূলের রাসূল হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করা যেমন ঈমানিয়াতের অংশ তেমনি কোনো আয়াতের পরিবর্তনের ব্যাপারেও রাসূলের বাণীর উপর ঈমান রাখাও ঈমানিয়াতের অংশ। সুতরাং কতক আয়াত পরিবর্তনের কথা কুরআন মাজীদ কর্তৃক সত্যায়িত, এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

২. আয়াতের পরিবর্তন করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ঈমানকে দৃঢ় ও মজবুত করে দেন। এর উপর নির্ধিকায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আমরাও আমাদের ঈমানকে দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য সচেষ্ট হবো।

৩. কুরআন মাজীদ জিবরাঈল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও আমানতদারীর সাথে মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এ কুরআন অধ্যয়নে মু'মিনদের ঈমান মজবুত ও দৃঢ় হয়। সুতরাং আমাদের ঈমানকে মজবুত করার জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করা উচিত।

৪. কুরআন মাজীদে প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য কুরআন মাজীদ পথ নির্দেশক ও সুসংবাদ; আর যারা এর প্রতি বিশ্বাসী নয় তাদের জন্য এতে কোনো পথনির্দেশনা নেই এবং এতে তাদের জন্য কোনো সুসংবাদও নেই।

৫. আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাসীদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন। তাঁর আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে তিনি হিদায়াত দান করেন না। সুতরাং হিদায়াত পেতে হলে আল্লাহর আয়াতে নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৬. আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাসীদের জন্য আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

৭. অবিশ্বাসীরা-ই মিথ্যাবাদী। সুতরাং এদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে তাদের সাথে কোনো মুয়ামেলা করে তারা অবশ্যই উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৮. অন্তরে ঈমানকে মজবুত রেখে প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ করা হলো 'কুখসত'।

৯. মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণের সাথে অন্তরেও তা বিশ্বাস করে নেয়া-ই কুফরী। আর কুফরীর শাস্তি চিরস্থায়ী-জাহান্নাম।

১০. আর প্রাণ গেলেও মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ না করা-ই হলো 'আযীমত'। 'আযীমত'-এর উপর আমল করাই মজবুত ঈমানের লক্ষণ।

১১. আখিরাতে উপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়া কুফরী। আর কাফিরদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন না। এরা গাফিল, তাই আল্লাহও এদের দিল, কান ও চোখের উপর মোহুর মেরে দিয়েছেন। সুতরাং এরা কখনো হিদায়াত লাভ করবে না।

১২. যারা ঈমান আনার কারণে নির্যাঁতন ভোগ করেছে, অতপর হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে, এ অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষেই ছিলেন, আছেন, থাকবেন। এটা আল্লাহর ক্ষমাশীলতা ও দয়ার পরিচায়ক।





সূরা হিসেবে রুক'-১৫

পারা হিসেবে রুক'-২১

আয়াত সংখ্যা-৯

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ﴾

১১১. (স্বরণীয়) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ব্যাপারে (অপরের সাথে) ঝগড়া করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে।

﴿مَا عَمِلْتُمْ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ

যা সে আমল করেছে এবং তার উপর অবিচার করা হবে না। ১১২. আর আল্লাহ উদাহরণ পেশ করছেন এক জনপদের তা ছিল

أَمِنَةً مَّتَمِّنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ

নিরাপদ-নিশ্চিন্ত, সেখানে পৌছত সব স্থান থেকে তার প্রচুর রিয়ক ;  
অতপর তারা না-শোকরী করলো

بِأَنعَمِ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

আল্লাহর নিয়ামতের অতএব আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের  
আচ্ছাদনের স্বাদ গ্রহণ করালেন সেজন্য যা

﴿يَوْمَ-সেদিন ; تَأْتِي-আসবে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; تُجَادِلُ-ঝগড়া করতে ;  
- كُلُّ - ব্যাপারে ; عَنْ-তার নিজের ; وَ-এবং ; وَتُوْفَىٰ-পুরোপুরি দেয়া হবে ;  
- كُلُّ - প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তিকে ; مَا-যা ; عَمِلْتُمْ-সে আমল করেছে ; وَ-এবং ; هُمْ-তার  
উপর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; ﴿١١٢﴾ وَضَرَبَ-পেশ করছেন ; مَثَلًا-উদাহরণ ; قَرْيَةً-এক জনপদের ; كَانَتْ-তা ছিল ;  
-أَمِنَةً -নিরাপদ ; يَأْتِيهَا-সেখানে পৌছতো ; رِزْقُهَا-রজু+হা)-তার (ফ+)-  
-فَكَفَرَتْ-ফ+)-কফরত ; مَكَانٍ-স্থান ; كُلِّ-প্রত্যেক ; مِّنْ-থেকে ; رَغَدًا-প্রচুর ;  
-كَفَرَتْ -কফরত ; نِعْمٍ-নিয়ামতের ; بِنِعْمِ-নিয়ামতের ; اللَّهُ-আল্লাহ ;  
-اللَّهُ -আল্লাহর ; فَأَذَاقَهَا-ফ+اذاق+হা)-অতএব তাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করালেন ;  
-اللَّهُ -আল্লাহ ; الْجُوعِ-ক্ষুধা ; وَ-ও ; وَالْخَوْفِ-ভয়ের ; بِمَا-সেজন্য যা ;



لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে ; তবে কেউ নিরুপায় হয়ে পড়লে—প্রয়োজনের সীমা লংঘনকারী না হলে এবং আল্লাহর আইন অমান্যকারী না হলে, তবে আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু<sup>১১৬</sup>।

﴿١١٦﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا

১১৬. আর তোমাদের জবান যে মিথ্যা রটায় সেজন্য তোমরা বলোনা 'এটা হালাল ও এটা

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

হারাম' এতে করে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করবে<sup>১১৭</sup> ; নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর আরোপ করে

-اضْطُرَّ-ছাড়া অন্যের ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِهِ-জন্যে ; فَمَنْ-(ফ+মন)-তবে কেউ ; غَيْرَ-নিরুপায় হয়ে পড়লে ; غَيْرَ-না হলে ; بَاغٍ-প্রয়োজনের সীমা লংঘনকারী ; وَ-এবং ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَادٍ-(আল্লাহর) আইন অমান্যকারী না হলে ; فَإِنَّ-তবে অবশ্যই ; الْكَذِبَ-মিথ্যা ; أَلْسِنَتُكُمْ-তোমাদের যবান (ال+কম) ; تَصِفُ-রটায় ; لِمَا-সেজন্য যে ; حَلَلٌ-হালাল ; وَ-ও ; هَذَا-এটা ; حَرَامٌ-হারাম ; تَفْتَرُوا-এতে করে তোমরা আরোপ করবে ; عَلَى-উপর ; اللَّهُ-আল্লাহর ; الْكَذِبَ-মিথ্যা ; يَفْتَرُونَ-আরোপ করে ; الَّذِينَ-যারা ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহর ;

১১৮. এ আয়াতাংশ থেকে জানা গেল যে, তখন দুর্ভিক্ষবস্তুর পরিবর্তন হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকের সরবরাহ হয়েছিল। কেননা রিযিকের ব্যবস্থা করেই আল্লাহ তাদেরকে তা খাওয়ার ও শোকরগুজারী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১১৯. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর ইবাদাতে বিশ্বাসী বলে দাবী করে থাক তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে হালাল-হারামের ব্যাপারেও আল্লাহর নির্দেশ-ই মেনে চলতে হবে। নিজেদের ইচ্ছামাফিক হালাল-হারাম নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর আইনে যা হালাল ও পবিত্র তা-ই বিনা আপত্তিতে খেতে হবে এবং সেই আইনে যা হারাম ও অপবিত্র তা বর্জন করতে হবে।

১২০. নিরুপায় অবস্থায় প্রাণ বাঁচে এ পরিমাণ হারাম খাওয়ার বিধান সূরা বাকারার ১৭৩ আয়াত, সূরা মায়েরদার ৩ আয়াত ও সূরা আন'আমের ১৪৫ আয়াতেও দেয়া হয়েছে।

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٩﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

মিথ্যা তারা সফলকাম হবে না। ১১৭. (তাদের) সুখ-সম্ভোগ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী  
অতপর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

﴿١٢٠﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۗ

১১৮. আর যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছে তাদের উপর আমি তা-ই হারাম<sup>১২২</sup> করেছিলাম  
যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি<sup>১২০</sup>

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

আর আমি তাদের প্রতি কোনো যুলুম করিনি বরং তারা নিজেরা-ই নিজেদের উপর  
যুলুম করে। ১১৯. অতপর আপনার প্রতিপালক অবশ্যই

الْكَذِبَ-মিথ্যা ; لَا يُفْلِحُونَ-তারা সফলকাম হবে না। ﴿١١٩﴾ مَتَاعٌ-(তাদের) সুখ-সম্ভোগ;

قَلِيلٌ-নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ; وَلَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ;

و-আর ; وَعَلَى-উপর ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; هَادُوا-ইয়াহুদী

হয়ে গেছে ; حَرَّمْنَا-আমি হারাম করেছিলাম ; مَا-তা-ই যা ; قَصَصْنَا-উল্লেখ করেছি ;

و-আর ; وَمَا ظَلَمْنَهُمْ-(মা-যুলুম+হম)-ইতিপূর্বে ; مِنْ قَبْلُ-আপনার নিকট ;

و-আর ; ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ-আমি কোনো যুলুম করিনি তাদের প্রতি ; وَلَكِنْ-বরং ; كَانُوا-তরাই ছিল ;

أَنْفُسَهُمْ-নিজেদের উপর ; يَظْلِمُونَ-যুলুম করে। ﴿١٢٠﴾ ثُمَّ-অতপর ; إِنَّ-অবশ্যই ;

و-আর ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ;

১২১. এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েয নির্ধারণ করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তবে কেউ আল্লাহর আইনকে মূল উৎস মেনে নিয়ে তার ভিত্তিতে ইজতিহাদ-এর সূত্রে হালাল-হারাম ও জায়েয না জায়েয ফায়সালা দেবে, তা অবশ্যই গ্রহণীয় হবে। উল্লিখিত অবস্থা ছাড়া কারো স্বাধীনভাবে হালাল-হারাম ঘোষণা দেয়াকে 'আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা' বলে এ আয়াতে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১২২. এখানে মক্কার কাফিরদের আপত্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রথম আপত্তি ছিল—বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে আরো অনেক জিনিস হারাম ছিল, অথচ আপনি সেগুলো হালাল করে দিয়েছেন। তাদের শরীয়াত ও আপনার শরীয়াত উভয়টাই যদি আল্লাহর পক্ষ হতে এসে থাকে, তাহলে আপনারা নিজেরা তাদের শরীয়াতের বিরোধিতা কেন করছেন? এবং উভয় শরীয়াতের মধ্যে এত পার্থক্য কেন?

لِّلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

তাদের প্রতি—যারা অজ্ঞাতবশত মন্দ করে ফেলে তার পরপরই তাওবা করে

وَأَصْلَحُوا ۗ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

এবং নিজেদেরকে শুধরে নেয় নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক এসবের পরও অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

لِّلَّذِينَ-তাদের প্রতি যারা; عَمِلُوا-করে ফেলে; السُّوءَ-মন্দ; (ب+جهالة)-বিজ্ঞানহীনতা; تَابُوا-তাওবা করে; مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ-পরপরই; وَ-এবং; مِنْ-আপনার প্রতিপালক; رَّبِّكَ-নিশ্চয়ই; أَنْ-শুধরে নেয় (নিজেদেরকে); لَغَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল—বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে শনিবার দিন হারাম হওয়ার আইন ছিল যা আপনি বাতিল করে দিয়েছেন। এ দু'আপত্তির জবাবে এখানে বলা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যা হারাম করা হয়েছে ইয়াহুদীদের শরীয়াতেও তা হারাম ছিল; কিন্তু তারা নিজেরাই এর সাথে যোগ বিয়োগ করে নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

১২৩. এখানে 'ইতিপূর্বে উল্লেখ করা' দ্বারা সূরা আন'আমের ১৪৫ আয়াতের দিকে ইশারা করা হয়েছে। ইয়াহুদীদের নাফরমানীর কারণে বিশেষভাবে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছিল তা-ই এ আয়াতে বলা হয়েছে। আবার সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে সূরা নাহলের এ আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, এতে প্রশ্ন দাঁড়ায় সূরা নাহল ও সূরা আন'আমের মধ্যে কোন্টি আগে নাযিল হয়েছে। এর উত্তর হলো, সূরা নাহল আগে নাযিল হয়েছে এবং পরে সূরা আন'আমের ১৪৫ আয়াতে সূরা নাহলের উল্লিখিত আয়াতের দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, 'ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে'। অতপর সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে যখন বিস্তারিত বিধান নাযিল হয়েছে তখন সূরা নাহল-এর ১১৮ আয়াতের উপর কাফিরদের আপত্তির জবাবে সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতের দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, 'ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে'।

### ১৫ রুকু' (আয়াত ১১১-১১৯)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে মানুষের সকল কাজকর্মের পুংখানুপুংখ হিসাব আখিরাতে নেয়া হবে এবং তার সঠিক বদলা সেখানে দেয়া হবে। এতে বিন্দুমাত্রও কমবেশী করা হবে না।

২. রাসূল (স)-এর আনীনীত দীনকে অমান্য করা রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার শামিল, যার পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানেই অত্যন্ত মন্দ। যেমন হয়েছিল মক্কার কাফিরদের পরিণতি।

৩. আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য শোকর আদায় করা কর্তব্য, তাহলে আল্লাহ নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর নাশোকরী করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

৪. মৃতজব্ব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাইকৃত পশু সরাসরি হারাম। হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য।

৫. নিরুপায় অবস্থায় জীবন রক্ষার জন্য ততটুকু হারাম গ্রহণ বৈধ যতটুকু গ্রহণ করলে জীবন রক্ষা হয়। তবে এটা হলো 'রুখসত' তথা চূড়ান্ত অবস্থায় ছাড়।

৬. মু'মিনের জন্য 'আযীমত' তথা ঈমানের যথার্থ চাহিদা হল জীবন গেলেও বিন্দুপরিমাণ হারাম গ্রহণ না করা। আমাদেরকে 'আযীমত'-এর উপর আমল করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৭. হালাল ও হারাম করার ইখতিয়ার আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো নেই।

৮. যারা নিজেরা হালাল-হারামের বিধান জারী করে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। তারা অবশ্যই উভয় জাহানে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে। মানব-রচিত বিধান কখনো শাস্তি ও সমৃদ্ধি দান করতে পারে না।

৯. নিজেদের রচিত আইন যারা আল্লাহর বাস্বাহদের উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের এ ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এবং সুখ-সম্ভোগ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাদের জন্য তৈরী রয়েছে চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১০. ইয়াহুদীরা আল্লাহর বিধানকে ত্যাগ করে নিজেরাই হালাল-হারামের বিধান তৈরি করে নিয়েছে। তারা এর দ্বারা নিজেদেরকে আখিরাতে শান্তির যোগ্য বানিয়ে নিজেদের উপরই যুলুম করেছে। সুতরাং আল্লাহর বিধানে যা হালাল তা-ই হালাল জানতে হবে এবং সেই বিধানে যা হারাম তা-ই হারাম বলে জানতে হবে।

১১. অজ্ঞতাবশত কেউ কোনো গুনাহ করে ফেললে জানার পর তৎক্ষণাত তা থেকে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ অবশ্যই এ জাতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

১২. মু'মিন কখনো আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ হতে পারে না। আল্লাহর ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ হওয়া শয়তানের স্বভাব। সুতরাং আমাদেরকে সকল অবস্থায় আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশায় তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুক্ব'-১৬

পারা হিসেবে রুক্ব'-২২

আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١٢٠﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম (নিজে নিজেই) এক উয়ত ছিলেন<sup>১২০</sup>, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি অনুগত ছিলেন ; এবং তিনি ছিলেন না

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢١﴾ شَاكِرًا لِإِنْعَامِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

মুশরিকদের মধ্যে শামিল। ১২১. তিনি ছিলেন তাঁর (আল্লাহর) নিয়ামতের শোকর আদায়কারী ; তিনি (আল্লাহ) তাঁকে বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং পরিচালিত করেছিলেন সরল-সঠিক পথে।

﴿١٢٢﴾ وَاتَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٣﴾

১২২. আর আমি তাঁকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম ; আর অবশ্যই তিনি আখিরাতেও নেককারদের মধ্যে গণ্য হবেন।

﴿١٢٤﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ

১২৩. অতপর আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের পথ-পন্থা অনুসরণ করুন ;

﴿١٢٠﴾-নিশ্চয়ই ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীম ; كَانَ-ছিলেন ; أُمَّةً-এক উয়ত ; قَانِتًا-অনুগত ,  
مِنَ- ; لَمْ يَكُ-তিনি ছিলেন না ; وَ-এবং ; حَنِيفًا-একনিষ্ঠভাবে ; لِلَّهِ-আল্লাহর প্রতি ;  
ل(+)- ; لِإِنْعَامِهِ-শোকর আদায়কারী ; شَاكِرًا ﴿١২১﴾- ; الْمُشْرِكِينَ-মুশরিকদের মধ্যে শামিল ;  
إِجْتَبَاهُ-তিনি তাকে বাছাই করে নিয়েছিলেন ; (اجتبی+)- ; (انعم+)-তাঁর নিয়ামতের ;  
مُسْتَقِيمٍ- ; إِلَى صِرَاطٍ-পথে ; (هدى+)-এবং ; وَ-এবং ; فِي- ; (اتینا+)-আমি তাঁকে দান করেছিলাম ;  
- فِي الْآخِرَةِ-অবশ্যই তিনি ; حَسَنَةً-কল্যাণ ; وَ-আর ; لَمِنَ-মধ্যে গণ্য হবেন ;  
الصَّالِحِينَ-নেককারদের ; ﴿١২২﴾- ; ثُمَّ-অতপর ; أَوْحَيْنَا-আমি ওহী পাঠিয়েছি ;  
إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; أَنْ-যে, اتَّبِعْ-অনুসরণ করুন ; حَنِيفًا-একনিষ্ঠভাবে ;  
مِلَّةَ-পথ-পন্থা ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীমের ;

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ

আর তিনি (ইবরাহীম) মুশরিকদের शामिल ছিলেন না<sup>১২৫</sup>। ১২৪. শনিবারকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র তাদের উপর যারা

اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَاِنْ رَبُّكَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

তাতে মতভেদ করেছিল<sup>১২৬</sup>, আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।

- إِنَّمَا ﴿١٢٤﴾। الْمُشْرِكِينَ-মুশরিকদের; مِنْ-শামিল; مَا كَانَ-তিনি ছিলেন না; وَ-আর; কেবলমাত্র; جُعِلَ-চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল; السَّبْتُ-শনিবারকে; عَلَى-উপর; وَ-আর; أَنْ-নিশ্চয়ই; اٰخْتَلَفُوْا-মতভেদ করেছিল; فِيْهِ-তাতে; وَ-আর; يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-তাদের মধ্যে; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক; لِيَحْكُمَ-অবশ্যই ফায়সালা করে দেবেন; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে; يَوْمَ-দিন; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামত;

১২৪. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) যখন নবুওয়াত পান তখন তিনিই একমাত্র মুসলমান ছিলেন, আর সমস্ত জগত ছিল কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি একাই সেই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন যা ছিল একটি জাতির করণীয়। ফলে তিনি একাকী একজন মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন গোটা প্রতিষ্ঠান।

১২৫. এখানে মক্কার কাফিরদের আপত্তি ও প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের আপত্তি ছিল যে, মুহাম্মাদী শরীয়াতের সাথে ইয়াহুদীদের শরীয়াতের গরমিল রয়েছে। অথচ উভয়ই আসমানী কিতাবের অধিকারী। এ আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদীদের উপর কতিপয় জিনিস হারাম করা হয়েছিল তাদের নাফরমানীর শাস্তি হিসেবে। আসলে ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হারাম ছিল না। ইয়াহুদীদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ যেসব জিনিস থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, অন্যদেরকে সেসব জিনিস থেকে বঞ্চিত করার কোনো কারণ নেই। ইয়াহুদীরা উটের গোশত খায়না অথচ ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হালাল ছিল। তা ছাড়া তাদের শরীয়াতে উটপাখি, হাঁস ও খরগোশ প্রভৃতি প্রাণী হারাম; কিন্তু ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হালাল ছিল। আর মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়াতে ইবরাহীমী শরীয়াতের-ই অনুসরণ মাত্র। কাফিরদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা না ইবরাহীমী শরীয়াতের অনুসারী আর না ইয়াহুদীদের শরীয়াতের। তবে শিরকের ব্যাপারে তোমাদের সাথে ইয়াহুদীদের মিল রয়েছে। আর মিল্লাতে ইবরাহীমীর-প্রকৃত অনুসারীতো মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সংগী-সাথীরা। কেননা ইবরাহীম (আ)-ও মুশরিক ছিলেন না এবং মুহাম্মাদ (আ) ও তাঁর সংগী-সাথীরাও মুশরিক নন।

১২৬. শনিবার দিনের প্রতি সম্মান দেখানোর যে বিধান ইয়াহুদীদের জন্য ছিল, তা মিল্লাতে ইবরাহীমের তথা ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়াতে ছিল না—একথা মক্কার কাফিররা





هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

তিনি-ই অধিক জানেন। তার সম্পর্কে যে বিচ্যুত হয়েছে তাঁর পথ থেকে এবং তিনি হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও ভাল জানেন। \*

۝۱۲۬ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنْ

১২৬. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো তবে সেই পরিমাণ-ই গ্রহণ করবে যে পরিমাণ তোমরা নির্যাতিত হয়েছে; আর যদি

صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝۱۲ۭ وَإِصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

তোমরা সবর কর, তবে সবরকারীদের জন্য অবশ্যই তা অতি উত্তম। ১২৭. আর আপনি সবর করুন এবং আপনার সবরতো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছু নয়।

হু-তিনি-ই; অ-অধিক জানেন; (ব+ম)-তার সম্পর্কে যে; ضَلَّ-বিচ্যুত হয়েছে; (عَنْ-থেকে; سَبِيلِهِ-(হ+সবিল)-তার পথ থেকে; وَ-এবং; هُوَ-তিনি; أَعْلَمُ-ভাল জানেন; وَإِنْ ۝۱۲۬)-হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও; (ف+عَاقِبُوا)-তবে গ্রহণ করবে; (بِ+مِثْلِ)-সে পরিমাণ; مَا-যে পরিমাণ; عَوْقَبْتُمْ بِهِ-তোমরা নির্যাতিত হয়েছে; وَ-আর; لَنْ-যদি; صَبَرْتُمْ-তোমরা সবর করো; لَهُوَ-তবে অবশ্যই তা; (وَ-আর; خَيْرٌ-অতি উত্তম; لِلصَّابِرِينَ-সবরকারীদের জন্য; ۝۱২৭)-আর; (صَبْرُكَ-আপনার সবরতো; (بِ+اللَّهِ)-আল্লাহর সাহায্য; (إِلَّا-ছাড়া;

তারা যেন বুঝতে পারে যে, নসীহতকারীর অন্তরে তাদের সংশোধনের জন্য বেদনা রয়েছে। তারা যেন নসীহতকারীকে তাদের অকৃত্রিম কল্যাণ কামনাকারী হিসেবে অনুভব করে।

১২৮. অর্থাৎ বিতর্ক যেন এমন না হয় যে, এটা শুধুমাত্র বহস-মুনায়ারা, বুদ্ধির লড়াই, অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক, অন্যায় অভিযোগ আরোপ ও বিদ্রূপ-উপহাস। বিপক্ষকে চূপ করিয়ে দেয়া ও নিজের বাকপটুতাকে প্রকাশ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা যেন কখনো বিতর্কের উদ্দেশ্য না হয়; বরং মিষ্ট ভাষা, সৌজন্যমূলক আচরণ, নৈতিকতা ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে বিতর্ক করতে হবে। বিপক্ষে লোকদের মনে যেন জিদ, রিয়া ও প্রতিহিংসা জেগে না উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সহজ ভাষায় ও সহজ ভংগীতে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। বিপক্ষ যদি অন্যায় বিতর্ক করতে চায়, তাহলে কথা না বাড়িয়ে তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে যেন সে বিভ্রান্তিতে বেশী দূর চলে না যায়।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

আর তাদের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তারা যে চালবাজী করছে সেজন্য সংকীর্ণমনা হবেন না।

﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

১২৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা যথার্থই নেককার<sup>১২৭</sup>।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - আ-আর ; لَا تَحْزَنْ - আপনি দুঃখ করবেন না ; عَلَيْهِمْ - তাদের কারণে ; وَلَا - এবং ; وَلَا تَكُ - আপনি হবেন না ; فِي ضَيْقٍ - সংকীর্ণমনা ; مِّمَّا - সেজন্য যে ; يَمْكُرُونَ - চালবাজী তারা করছে। ﴿١٢٧﴾ - নিশ্চয়ই ; إِنَّ اللَّهَ - আল্লাহ ; مَعَ - সাথে রয়েছে ; الَّذِينَ - তাদের যারা ; اتَّقَوْا - তাকওয়া অবলম্বন করে ; وَالَّذِينَ - যারা ; هُمْ - তাঁরাই ; مُحْسِنُونَ - যথার্থই নেককার।

১২৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় মন্দ কাজ ও মন্দ আচরণ করা থেকে বিরত থাকে এবং সদা-সর্বদা ন্যায়ের উপর শক্ত হয়ে থাকে। অন্যেরা তাদের সাথে যত অন্যায় আচরণ ও রুঢ় ব্যবহার-ই করুক না কেন জবাবে তারা মন্দ আচরণ ও রুঢ় ব্যবহার করে না ; বরং সকল অবস্থাতেই তারা ভাল আচরণ করে।

### ১৬ রুকু' (আয়াত ১২০-১২৮)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ে তাঁর নবুওয়াতের সূচনাকালে দুনিয়াতে তিনি-ই একমাত্র মুসলিম ছিলেন এবং তিনি শিরক থেকে পবিত্র ছিলেন।

২. মুশরিকরা কখনো মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী হতে পারে না। যারা শিরক-এ লিপ্ত তারা কখনো ইবরাহীম (আ)-এর দীনের উপর রয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায় না।

৩. দীনের পথে চললে দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ হয় এবং আখিরাতেও নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে।

৪. রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি (মুহাম্মাদ) (স) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সার্থক উত্তরাধিকারী।

৫. আল্লাহর দীন পালনের ব্যাপারে নাফরমানী করলে আল্লাহ কঠোরভাবে দুনিয়াতে পাকড়াও করবেন এবং আখিরাতেও কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন। সুতরাং এ থেকে রেহাই পেতে হলে হঠকারী মানসিকতা পরিত্যাগ করে দীনের যথার্থ অনুসরণ করতে হবে।

৬. মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হিকমত অবলম্বন করতে হবে যাতে করে তারা দাওয়াত দানকারীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আরও দূরে সরে না যায়।

৭. মানুষকে তিরস্কার করার মানসিকতা ত্যাগ করে দরদী মন নিয়ে তাদের অকৃত্রিম বন্ধুর মতো উত্তম আচরণের মাধ্যমে সদুপদেশ দেয়ার নীতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিতে হবে।

৮. ইয়াহুদীরা নিজেরা আল্লাহর দীনের সাথে নাফরমানী করেছে; ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর নীতি আরোপ করেছেন।

৯. দীনে ইবরাহীমের অনুসারী হওয়ায় ইয়াহুদীদের মিথ্যা দাবী আখিরাতেই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

\* ১০. কারো যুলুম-এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমালংঘন করা যাবে না। মাযলুম ব্যক্তি ততটুকু সীমা পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে যতটুকু সীমা পর্যন্ত সে নির্যাতিত হয়েছে।

১১. তবে যুলুম-নির্যাতিনে সবর করাই অতি উত্তম পন্থা। সবরের ফল দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত ভাল হয়ে থাকে।

১২. সকল ষড়যন্ত্র ও কটকৌশলের পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে।

১৩. আল্লাহ সর্বদা মুক্তাকী ও নেককার লোকদের সাথেই থাকেন—এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে হবে।

### ৬ষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

শব্দে শব্দে  
আল কুরআন

ষষ্ঠ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান